# वाश्नाब शूबनाबी

#### প্রকাশক

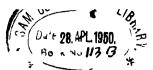
জ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ক্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী হৈ, ষ্টফেন হাউন, ২, ডালহৌলি স্বোরার কলিকাতা

প্রথম সংকরণ ঃ ডিসেক্র ১৯৩৯ মূল্য ঃ পাঁচ টাকা ফির্ম স্বয় সংরক্ষিত ]

মৃজাকর—জীককির দাস চজ্র মডিপ্রেস লিমিটেড ৫০ নং গটসভাদা ট্রাট, কলিকাডা

নাম বাহাত্ৰত ডকুব দীনোশ চন্দ্ৰ সন জনা: ১০৪ ক'কিন ২২৭০ হচা; ৪১° অংকাষ,, ১০৪°







# **উ**श्जर्भ

গ্রন্থকারের অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে
বাংলার পুর্নারী
থ্রকাশকগণ কর্তৃক
বিশ্বব্যেণ্য কবি পরম শ্রহাম্পদ
শ্রীমুক্ত রবীশ্রেনাথ ঠাকুর
মহাম্যের করকমলে
অর্পিত হইল।

### নিবেদন

স্বনামধ্য সাহিত্যিক রায় বাহাছর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের শেষ গ্রন্থ "বাংলার পুরনারী" প্রকাশ করিয়া আমরা একই সদে গোঁরব ও বেদনা অক্সন্তব করিতেছি। গোঁরব এই জন্ম বে, ইহা বাংলার অক্সন্তম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সর্ব্বশেষ এবং অক্সন্তম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এই গ্রন্থের সদে দীনেশচন্দ্রের জীবনের শ্বৃতি বিশেষভাবে জড়িত এবং ইহার মধ্যে গ্রন্থকারের এক উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য জীবনী সংযুক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছি; একাধিক দিক হইতে "বাংলার পুরনারী" বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্বরণীয় গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত ছইবার যোগ্য মনে করি। ছংখ এই জন্য যে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থের প্রায় সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ-আকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই আমাদের ছাড়িয়া গোলেন। তবে এক বিষয়ে তাঁহাকে আমরা নিশ্চিম্ভ ও আশস্ত করিতে পারিয়াছিলাম,—এই গ্রন্থ প্রকাশের কার্য্যে তাঁহার মর্য্যাদা যে আমরা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হইব সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহে ছিল না। বস্তুত পক্ষে এই গ্রন্থের সকল কাল তাঁহার অস্থুমোদন অক্সনরে সম্পাদিত হইয়াছে।

দীনেশচন্দ্রের যে জীবন-কথা ইহার মধ্যে গ্রথিত করা হইল, ভাহার সমস্ত উপকরণ গ্রন্থকার বয়ং আমাদের দিয়া গিয়াছেন। স্তর্গাং ইহার বাখার্ঘ্য সম্বন্ধে কাহারো সংশ্যাঘিত হইবার কোন কারণ নাই। এই আংশের শ্রেকগুলি দীনেশচন্দ্রের পুত্রগণ দেখিয়া দিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

আমরা একান্তভাবে আশা করি "বাংলার পুরনারী" বাঙালির কাছে সমালর লাভ করিবে। ইডি—

> দি স্থাশস্থান নিটারেচার কোম্পানী ২ংশে ডিসেম্বর, ১৯৩৯

# বাংলার পুরনারী দেখ-স্চী

বিষয়				পৃষ্ঠ
धक्काद्यव शीवनी	•••	•••	***	ر
ভূমিকা		•••	•••	₹/i
রাণী কমলা	•••	***		
কাজসরেখা	•••		•••	3
ठांक्नांबाद्यत्र क्छा	•••	•••	•••	43
कांकन			•••	*6
চন্দ্রাবভী	•••	•••	•••	>>
	•	•••	•••	25.
ত্মপৰতী	•••	•••	•••	202
তিলক বসস্ত	•••	•••	•••	>63
<b>ম</b> পুরা	•••	•••	•••	حاحاذ
<b>य</b> ाधार्वेष्	•••	•••	•••	२२ऽ
निना (परी	•••	•••	•••	₹8•
ম্ভ্রা	•••	•••	•••	261
মাণিকভারা	•••	•••		236
<b>দোনাই</b>	•••		•••	
नी <b>ना</b>	•••	***	•••	401
	•••	•••	•••	454
ভাষরার	·	•••	***	185-84

# বাংলার পুরুলারী

# চিত্ৰ-সূচী

1	চ্বির নাম		সম্প্ৰথ	ग्रे गुर्भ
(2)	দীনেশচন্দ্র সেন	•••	•••	•
(2)	গ্রহ্কারের হন্তলিপি	•••	•••	1.
(0)	গ্রন্থকারের প্রফ-সংশোধন প্রণালী	•••	•••	1.
(8)	রবীন্দ্রনাথের পত্র	•••	•••	>
(e)	রাজ্যের বডেক লোক ঘুমার এই মডে	•••	•••	•
(*)	হাতেতে ছিড়িয়া বৈল অৱিপাটের শাড়ী	•••	•••	>=
(1)	কৰ্মদোবে দাসী হয়ে জীবন কাটাই		•••	81-
<b>(</b> ৮)	७क निरंदेशन क्रिन	•••	•••	*
(5)	জনেতে হুন্দরী কন্তা কোটা পদ্মকূল	•••	***	48
(><)	তাঁহার মুধমগুলে রক্তের আভা খেলিতে ল	াগিল	•••	12
(22)	টুপায় ভরিয়া জল কমলা আনিল	•••	•••	۴.
(><)	ছুই দিন পেছে বৃষ্টি বাদল ঋড়ে আর ভুকা	নে	•••	24
( <i>e</i> ¢)	ভিন মাস ভেরো দিন 😻 রিহা পেল	•••	•••	>>5
(98)	পিডা মোর বাক্য ধর	•••	•••	754
(34)	একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই কেছ	•••	•••	700
( <i>\</i> 4)	একে একে ভেট দিল নবাবের স্থানে	•••	•••	788
(>1)	পুত্ৰ কলা নাই পুণাইর বড় ছঃখ মন	•••	•••	>65
(74)	অঞ্লে বাধা স্থল দূর নদীতে জল	•••	•••	>4.
(25)	তবে ভো ভিলক রার কোন্ কাম করে	•••	•••	394
(२०)	বিদেশেতে যায় বাজু, ঘদুর দেখা যায়	•••	•••	२०•
<b>(</b> < >)	আমি নারী থাকিতে ভোমার কলছ না ৰা	ৰে	•••	570
(२२)	পালকে বসিয়া কলা চিক্তে মায়ের কথা	•••	•••	२२६
(२७)	বেৰী ভালা কেল ভার চরণে দুটার	•••	•••	२७२
(8۶)	লোহার শাবল মোর হাত ছইখান	•••	•••	₹8•
(48)	না ধরিব না ছুঁইব বাই সে কহিয়া	•••	•••	186
(२७)	টাদ শ্বন্ধৰ বেন ৰোড়ার চড়িল	•••	•••	515
(२१)	লোণার ভক্ষা বঁধু একবার দেখ	•••	•••	364
(২৮)	হাঁক ছাড়িয়া ভাকে বাজ	***	•••	9.8
(45)	লাপনার <b>ব্রে লাছে ক্</b> ভা	•••	•••	675
(••)	নোুলর নৌকাতে চইড়া নাচ ডোষরা কে	•••	•••	<b>65</b> P
(62)	দেখিতে সোণার নাগর টাবের সমান	•••	•••	906
(65)	ছৰ্জন ছ্ৰুষণ ভাৰনার আশা না প্রিল	•••	***	988
(00)	७। र्ड गीत ७ ७७ रर	•••	•••	**
(98)	কেছ বলে ভূলি বরে, কেছ বলে নর	•••	•••	500
(se)	রাজার ছাও্যাল ভূমি পুরমানী টাদ	•••	***	4
(**)	ছ্যুণত লাঠিয়াল সন্দেতে করিয়া	•••	***	455

## আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেনের

### জীবন-কথা

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ঢাকা জেলার বগজুরি গ্রামে ১৮৬৬ ইং সনের 💐 নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বগজুরী গ্রাম ডাঁহার মাতুলালর।

ইহার। বৈভ কুলীনদের অগ্যতম প্রধান কেন্দ্র খুলনা ক্লেলায় পরোগ্রামের অধিবাসী এবং মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের বন্ধু ও সামন্ত-রাজ ধোয়ীর বংশধর। ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভায় ইনি ধোয়ী, ধৃহি এবং ছহি এই ভাবেই ক্ষিত হইয়াছেন। জয়দেবের প্রাচীন শীতগোবিন্দের পুঁষিতেও ধোয়ীকে স্থানে ভানে চীকায় ছহি নামে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

পবন-দৃত নামক কাব্য রচনার পর লক্ষণ সেন ইছাকে আৰ্প ছঅ, চামর ও চন্তী প্রভৃতি উপহার দিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। জয়দেব ইহাকে 'কবিক্সাপতি' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন,—এই উপাধি ছারা 'কবিশ্রেষ্ঠ'—ইহা যেরূপ বুঝায়, তেমনই আবার তিনি যে কোন খণ্ড রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চক্রপ্রভায় উল্লিখিত আছে, ধোয়ী বৈশু সমাজের শক্তি, গোত্রীয় অক্সতম বীজপুরুষ ছিলেন; কিছু ইনি কবিছ, পাণ্ডিত্য এবং বিভা-বৃদ্ধি-প্রতিষ্ঠায় এক্সপ উচ্চ ছান অধিকার করিয়াছিলেন যে শক্তি,-গোত্রের অভ কয়েকজন বীজপুরুষ থাকিলেও ইনিই সমন্ত শক্তি,-গোত্রের বীজপুরুষ বিলিয়া করিত হইয়া থাকেন।

ধোরী সেনের কাশী ও কুশলী নামে ছই প্রখ্যাত-নামা পুত্র ছিলেন।
তথ্যথ্য কাশী রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং কুশলী বন্ধদেশে আসিরা বাল
ছাপন করেন। ধোরীর বংশধরগণ পাণ্ডিত্য ও ধর্মপরারণতার জন্ত বৈশ্ব-কুলের উজ্জ্বল প্রদীপ বরূপ ছিলেন; ইহারা এখন পর্যন্ত পূর্মপুরুষদের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিরাছেন; এই বংশেই মহানহোপাধ্যার ঘারকানাথ সেন, সহামহোপাধ্যার পণনাথ সেন, বহামহোপাধ্যার বিজয়রত্ব সেন্ধ, বৈভরত্ন যোগেন্দ্রনাথ সেন, কবিরান্ধ রান্ধেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্রের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮২০ খৃঃ অব্দে ঢাকা জেলার সুরাপুর প্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রখুনাথ সেন ৭ বংসর বয়স হইতে তাঁহার সুরাপুর গ্রামে মাতামহ ভবানীপ্রসাদ দাসের বাড়ীতে লালিত পালিত হন এবং তদবধি ঢাকা জেলায় বাস স্থাপন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, ইংরেজী, বাংলা ও কার্সীতে স্থপণ্ডিত ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি বাংলাতে 'সত্য ধর্ম্মোদীপক নাটক,' 'ব্রহ্মসঙ্গীত রত্নাবলী' এবং 'দিনাঞ্চপুরের ইতিহাস' রচনা করেন। শেষোক্ত বইখানির পাণ্ডলিপি হারাইয়া গিয়াছে এবং অপর চুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। নবকান্ত চটোপাধাায়-সন্তলিত ব্রহ্মসঙ্গীত সংগ্রহের প্রথম সংস্করণে 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত রত্বাবলী' হইতে কয়েকটি গান উদ্ধৃত হইয়াছিল। 'সত্য ধর্মোদ্দীপক নাটক' হইতে কতকগুলি অংশ 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' নামক পুস্তকের পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে। তিনি তাৎকালিক ইংরেজী প্রধান পত্রিকা ইংলিশম্যানে সর্ববদা প্রবন্ধাদি লিখিতেন, এবং ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে আচার্য্য স্বরূপ যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহার অনেকগুলি সেই সময়ের ঢাকা হটতে প্রকাশিত কয়েকখানি বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত ছইয়াছিল। ১২৭২ বাং সনে তিনি এইভাবে সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমত আদিসমাজের অমুকুল ছিল। তাঁহার সহধর্দ্দিশী রূপলতা দেবীর প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতায় তিনি বান্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইতে পারেন নাই; কিছু ভিনি চিরকাল একনিষ্ঠ বান্ধ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন,—মৃত্যুকালে জনৈক আত্মীয়া তাঁহার কর্ণে কালীনাম আবৃত্তি করিতে গেলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যৌবনে তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ছাত্র কলিকাতার অক্সতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ৮০ন্দ্রশেশর কালী তাঁহার একশানি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অক্সতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র ট্টাট্টারী সিভিলিয়ান বিখ্যাত জব্দ অধিকা চরণ সেন করেক বংসর হর পরলোক গমন করিয়াছেন। পাটনার প্রধান উকীল প্রজেক্সনাথ বলাক, গৌহাটীর প্রধান উকীল দীননাথ সেন প্রভৃতি আরও অনেক ছাত্র ভাঁছার প্রেডি অকৃত্রিম অমুরাগ ও আছা বহন করিতেন। পাটনার অজেক বাবু ভাঁছার প্রেডি বয়সে সমস্ত বিষয় ও সম্পত্তি ভাগ করিয়া সন্মাস অবলম্বন করেন এবং তিনি ও সেন মহাশয়ের অস্ত এক ছাত্র হরিমোহন চক্রবর্তী বৃন্দাবনে যাইয়া আজ্ঞাম স্থাপন করেন; শোবোক্ত সন্মাসী ভদকলে "গোলক বাবাজি" নামে পরিচিত।

দীনেশচন্দ্রের একটি জীবন-চরিত লগুনের এসিয়াটিক রিভিউ পত্রিকার ১৯১৩ সনের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—তাহা প্রায় এক ফর্মা ব্যাপক। লেখক অধ্যাপক জে, ডি, এগুরসন একস্থানে এইভাবে লিখিয়াছিলেন:

"Mr Sen's maternal grandfather was a typical Bengali country gentleman, lavish in expenditure on the musical plays called Yatras and other such amusements, which being performed before the family temple are held to give pleasure to gods as well as to mortals. All such dissipations were uncongenial to Mr Sen's father who thought them at once frivolous and irreligious. He was something of an authority on the doctrines of Samaj and wrote books on the subject. He also composed hymns and spiritual songs, one of which is roughly translated to the following effect.-My mind, if you would enjoy the sight of beautiful dancing, what need is there to frequent gaudily dressed dancing girls? What is more entrancing than the dance of the peacock ! What Baijder's dance can compare with his spendid attire? And if you love the brilliant midnight, illumination of royal palaces, what can compare with the glorious firmsment when the moon holds his court among his minister

stars! In costly entertainments a petty question of precedence may cause jealousy and heart-burning. But here the entertainment is open to all, king and cowherd alike.

দীনেশচন্দ্রের মাতামহ ৮গোকুলকৃষ্ণ মূলী বগজুরীতে প্রাসাদোপম গৃহ নির্মাণ করিয়া সে অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে রাজ-যোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অর্জ শতাকী পর্বেব

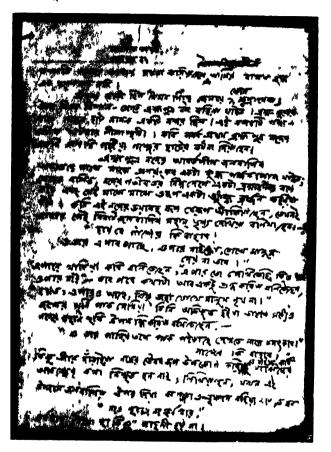
> "গণি মিঞার বড়ি, নীলাবরের বড়ি, গোকুল মুন্সীর গোঁপে ভা, গল্প কুনবি ভো মুড়াঞ্কর মুন্সীর কাছে বা।"——

এই ছড়া না জানিত, পূর্ববঙ্গে এবপ লোক ছিল না। গোকুল
মূলীর সূকৃক লীলারিত গোঁপ ছটির ভোরাজের জন্ম ছইটি ভ্রভা নিযুক্ত ছিল,
ভাছারা মোমজমা প্রভৃতি উপচারে দেই গোঁপ জোড়ার সকালে বিকালে
দেবা ও সোষ্ঠব সাধন করিত। ৪০ বংসর বরসেও তিনি যে জড়োরা সাঁচচা
পাধর সংযুক্ত চটী জুড়া ব্যবহার করিতেন, ভাছার দাম ছিল ৪০।৪২
টাকা। তিনি ঢাকার সর্বপ্রধান উকীল ছিলেন এবং ভাঁছার যে আর ও
প্রভিষ্ঠা ছিল, পরবর্ত্তী কোন উকীলই সে বিবরে ভাঁছার সমকক্ষতা অর্ক্তন
করিতে পারেন নাই। জক লুই জ্যাকসান বলিডেন, "মূলী গোকুল কিবণ
ছীরাকো টুকুরা"। ঢাকার নবাব গণি মিঞা ভাঁছার অন্তর্জ্ব বদ্ধ ছিলেন।

প্রশাসন্ত এই মূলী মহাশয়ের কন্তা স্থাপলতা দেবীকে বিবাহ করেন।
স্থাপলতা দেবী সম্বদ্ধে ডাঃ চন্দ্রশেধর কালী লিখিয়াছেন—

ভাঁহার (ঈশ্বরচন্দ্রের) পত্নী প্রমাস্থ্যরী, সোঁরবর্ণা এবং কীপালী ছিলেন।···ভাঁহার নাম ছিল অপলভা। ভিনি স্কপে, ভাগে ও স্কেছে দেবী ও জননী বিশেষ ছিলেন।"

দীনেশচন্দ্রের মাডা রূপলতা দেবী হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন, স্কুডরাং ধর্ম লইরা স্বামী শ্রীন সধ্যে সর্বকাই মডান্তর হইত। কিছু এই দাম্পত্য



কলহ পরস্পারের প্রতি অমুরাগ বৃদ্ধি করিয়াছিল মাত্র, একদিনের জন্ত তাঁহারা একে অক্সকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। মূলী মহালরের বাড়ীতে যে ছর্গোৎসব হইড, ভাহার প্রতিমার মত এত বড় মূর্দ্ধি বঙ্গদেশের আর কোথাও হইড কিনা, সন্দেহ। হিন্দু ও মূসলমান প্রজাদের মধ্যে কোন কোন দল নূপুর পায়ে দেবীর আদিনার নাচিয়া গাইড—"আমরা দেইখা আইলাম গোকুল মূলীর বাড়ী। বাড়ীটা সাজাইছে যেন রাবশের পুরী।"

যাত্রা, কবি, কথকতা, কীর্ন্তন, তরজার লড়াই, টগ্ণা, বিশ্বাস্থন্দর নাট্য, বাই ও খেমটা প্রভৃতি সঙ্গীত চর্চার লে অঞ্চলে যতগুলি দল ছিল, ভাহারা মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অক্সত্র প্রভিষ্ঠা পাইড।

ঈশরচন্দ্র অনেক সময় শশুরালয়ে থাকিয়াও এই উৎসবে যোগ দিডেন না। তিনি খীয় ককে অর্গল বন্ধ করিয়া ব্রক্ষোপাসনায় নিযুক্ত থাকিডেন, এবং এই সকল বুখা বিলাস-উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেন।

দীনেশচন্দ্রের পূর্ব্বে এগারটি ভগিনী হইরাছিল; শেব কালে যখন পুত্র লাভের আশা একরূপ তিরোছিত হইয়াছিল, তখন সহসা দীনেশচন্দ্র তাঁহার আর একটি যমল ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া মাতৃলালয়ের স্ভিকাপৃত্ত আবিস্কৃতি হইলেন।

তাঁহার যখন সাত বৎসর বরুস তখন পিতা ঈশরচক্র বছমূত্র-রোগাক্রান্ত হইয়া করেক বৎসরের জন্ত দৃষ্টিহারা হ'ন। এই সমরে কডকটা আর্থিক কট উপস্থিত হয়। তথাপি জীবনের প্রথম দিকটায় দীনেশচক্র অভিশর বদ্ধে ও বহু ব্যরে পালিত হন। তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। এতগুলি কন্তার মধ্যে একটি পূত্র, তাঁহার সেবার জন্ত ছই তিনটি ভূত্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। তাঁহার সমস্ত আবদার ও অত্যাচার তাহাদিশকে অক্লান বদনে সক্র করিতে হইত।

দীনেশ বাব্ব পিডামহ রবুনাথ সেন উাহাদের স্থরাপুরের বা**ধান ক্রিটি** একটি দশনীয় স্থানের মড অভি বন্ধে নির্মাণ করিয়াছিলেন। বোরাই দিন্দ্রে, কিষণ ভোগ প্রভৃতি ৪০০ শত আমগাছ, অতি বৃহৎ গোলাপজাম, লিচু, কালোজাম, কাঁটাল, নারিকেল, এমন কি কমলা লেবু প্রভৃতি বৃক্ষমণ্ডলীতে সুসজ্জিত হইয়া বাগান-বাটাটি প্রকৃতির একটি প্রিয় ছবির মড শোভা পাইত। সদ্ধ্যাকালে নীল, লাল, কালো প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের শত শত পক্ষী দূর-দূরাস্তর হইতে কলরব করিতে করিতে আসিয়া কাঁক বাঁধিয়া লেই বাগানের ভালে বসিত এবং প্রহরে প্রহরে মিষ্ট কোলাহল করিয়া সুপ্ত ও অর্জ-জাগ্রত গৃহবাসীদের কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিত। এই বাড়ী রঘুনাধ সেনের আদরের জিনিব ছিল। এমন কোন ফুল-ফলের বৃক্ষ ছিল না, বাহা তিনি দূর দূরাস্তর হইতে আনিয়া সেই বাগান অলক্ষত করেন নাই। ডাঃ চক্রশেধর কালী লিখিয়ালেন:—

"ঈশ্বর বাবু অনেকদিন সপরিবারে ধামরাই রামগতি কর্মকারের বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন। একবার তাঁহার সুরাপুরের বাড়ীর বাগানের লিচুফল আমাদিগকে খাইতে দিলেন। ইতঃপুর্বের আমরা কখনও লিচুফল দেখি নাই। আমাদের গ্রামে ওখনও লিচুফলের গাছ ছিল না।" ১৯১৯ সনের ঝড়ে এই স্থাপৃত্তা বাগানের ১০।১২ বিঘা ব্যাপক ফলের বৃক্ষগুলি উড়াইয়া লইয়া গিয়া যেন রাজ-রাশীকে কাজালিনীর নিরাভরণ বেশে পরিণত করিয়াছে। কোখার গেল সে সবুজ রজের সমারোহ এবং দীর্ঘাকৃতি শিখ-প্রহরীর মত উন্নত দেবদাকর পংক্তি! কলগাছগুলির সমস্তই ঝড়ে গ্রাস করিয়াছে।

১৮৮৬ সমে দীনেশচন্দ্রের শাস্ত পরিবারবর্গের উপর বেন আকৃত্রিক বক্সাবাত ছইল। ঐ সনের ভাজ মাসে ঈবরুচন্দ্র এবং পাঁচ মাস পরে ক্রিভ অভুতে তাঁছার সহধর্ষিণী এবং পর পর করেকটি প্রাপ্তবর্গ করা পরলোক গমন করেন। অকত্যাৎ বেন 'কুসুমিত নাট্যশালা সম' পুরীর সমস্ত আনন্দ কলরব থামিরা গেল এবং তাছা শ্মশানের মত তক্ক ও জম-বিরল ছইরা পভিল।

দীনেশ বাবু এই সময় ঢাকা কলেকে বি এ ক্লাসে পড়িডেছিলেন। জিনি ইংলেকী সাহিত্যের অন্তরাণী ছিলেন এবং পাঠ্য পুত্তক ড্যাগ করিরা অপাঠ্য পুত্তকের প্রতি বেশী মনোবোদী হইরাছিলেন। বাড়ীতে উাহার বিধবা ভগিনী দিগ্বসনী দেবীর কুপায় তিনি তাঁহার তিন বৎসর বয়স হইডেই বর্ণ পরিচয়ের পূর্বেই কুন্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের অনেকালে মূখে মূখে আর্ত্তি করিতে শিথিয়াছিলেন। দিগ্বসনীর বিবাহ হইয়াছিল বৈষ্ণব পরিবারে এবং তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের একজন ভক্ত ও অল্বরাকী পাঠিকা ছিলেন। যে সময়ে দীনেশ বাব্র সহপাঠিগণ কেবলই ইংরেজীর অন্থশীলন করিতেন সেই সময় তিনি ইংরেজীর সঙ্গে প্রতি অন্থরায়ী হইয়াছিলেন।

যে ক্লাসেই তিনি পড়িতেন তাহাতেই তিনি পরীক্ষায় ইংরেজীতে ধর উচ্চ নম্মর পাইতেন কিন্ধ গণিত ও অপরাপর বিষয়ে তাঁহার ফল অভীব শোচনীয় হইড। সে সকল বিষয়ে ডিনি অমনোযোগী ছিলেন। ছাত্র-সভায় সেক্সপীয়র ও মিণ্টন প্রভতি ইংরেজী নাট্যকার ও কবিদের সম্বত্তে তাঁছার পালিতা দেখিয়া সহ-পাঠিরা চমংকত হইতেন। ভোটকাল इन्ट्रेंटिन जानाव अक्योनि नेश्यको मानिएलात नेजिनान निधितात सन्ता ছিল। ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া তিনি সংস্কৃত ও গ্রীক আলদ্ধারিকদিপের রীতির আলোচনা করিতে প্রবন্ধ হইয়াছিলেন। সেল্পীয়র ভাল করিয়া বুঝিবরি জন্ম তিনি শুধু হলিনসেডের ক্রেনিকলের মূল পাঠ করেন নাই. এলিজাবেধের ও তৎপরবর্ত্তী যুগের জন অয়েবষ্টার, কোর্ড, মার্লে, বোমণ্ট ফ্লেচার প্রভৃতি নাট্যকারদের লেখা তিনি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। টেনিসনের রাউও টেবলের গলগুলি মূল পাঠের সহিভ মিলাইরা পাঠ করিয়াছিলেন, মিণ্টনের প্যারাডাইস লষ্টের কতকগুলি আছের অনেকাশে ডিনি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিডেন। লেক করি-গণের ডিনি অন্তরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং কটের লেডী অব দি লেক, লে অব দি লাই মিনিসট্রেল প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে ষ্ট-দেশে প্রচলিত পদ্ধী-গাথার তুলনা-যুলক সমালোচনা করিতেন। চেটারটনের "ডেথু অব চার্লস বজয়ইন" এবং কিটুসের হাই পেরিরেনের অনেকাংশ ভিনি স্বৃতি হইতে আবৃদ্ধি করিতে পারিভেন। লেডি অব দি লেকের প্রায় সমস্তটা ভিনি अञ्चलन वारमा ছत्य अञ्चलान कतियाहितमन, छयन छाहात्र बद्धम ১१ स्थमक ৰাজ। ডিনি টেনিসনের কবিডা পড়িয়া কখনও ক্লান্তি বোধ ক্ষেত্রন নাই, এবং যেদিন সেই বিখ্যাত কবি পরলোক গমন করেন, সেই সংবাদ ভার যোগে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিলে সমস্ত দিনটা ভিনি উপবাস করিয়াছিলেন।

চাকা কলেন্দ্রের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি বাড রোগে শ্র্যাশারী হইরাছিলেন। সে বংসর আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। ইহার ছই বংসর পরে ১৮৮৯ সনে তিনি শ্রীহট্ট স্লেলার হবিগঞ্জ স্কুলে মাষ্টারী করিয়াবি, এ পরীক্ষা দেন। পাঠ্য-পুস্তকের সঙ্গে তাঁহার কোন কালেই সম্বদ্ধ ছিল না। এবারও বি, এর কতকগুলি বই যথা আর্লের 'ফাইললন্ধি', তিনি একেবারে স্পর্শ করেন নাই, তথাপি বি, এ পরীক্ষায় ইংরেশীতে অনার্স সহ উত্তীর্শ হইয়াছিলেন।

এই সময় তিনি ইংরেজী সাহিত্য, ফরাসী, জার্মান ও রাসিয়ান সাহিত্যের ইংরাজী অন্ধুবাদগুলি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। ভিকটর হিওগোর লে মিজারেবল, হাঞ্ব্যাক্ অফ্নটার ডেম, বাই কিংস কমাও, ইউজন স্থ-র ওয়াণ্ডারিং জু, গেটের ফট্ট প্রভৃতি গ্রন্থের চরিত্র বিশ্লেষণ থারা তিনি সতীর্থবর্গকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার আর একটা দিক্ ছিল, যে বিষয়ে সেই কালে তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে আর কেহই তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারিতেন না।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাঁছার জ্যেষ্ঠা ভগিনী দিগ্বসনী দেবীর কুপার ভিনি আশৈলব বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে ঘনিষ্টভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। দিদির মূখে পদাবলীর আর্ভি শুনিয়া ভিনি ভরর হইয়া বাইতেন। বাংলা রামায়ণ, মছাভারত, কবিকরণের চন্তীর অনেকাংশ এবং চন্তীদাস, জানদাস এবং গোবিন্দদাসের অনেক পদ ভিনি সাভ বংসর বর্জে মূখে মূখে আর্ভি করিতে পারিতেন। ১৮৭৮ কিংবা ইছার নিকটবর্জী কোন সময়ে ঢাকা মন্তগ্রামবাসী স্থপন্তিত উমাচরণ দাস মহাশরের সাহাত্যে কুমিয়া গবর্ণমেণ্ট ছাই ভ্লের হেড মাষ্টার জগবজু ভরু মহাময় বিভাপতি ও চন্তীদাসের পদাবলীর একটি সংজ্বণ প্রকাশিত করেন। বৈক্ষর বাবাজীর কুলি হইতে নিজ্ঞাভ চইয়া এই ছুই অমর কবি এই স্ক্রে সর্ব্বেথ্য বজীর

#### 2487 BI

বৈন্দলিকে কুজা নদীয় পাড়ে আড়লিয়া প্রাক্টোপু বিলোধ নামক একটি কুমী ভালে বৃত্তক বাল করিত। তারার একমার মনিনীয় বিভাগ হটয়া পিয়াহিল এবং পিড়বিংলাগের পার অবস্থায় বিপর্বাহে নামান্ত কৃত্তির উপার নির্ভয় করিয়া মাতা ও পুত্র কথাকিং জীবিকা বির্কাহ করিত।

নেবার আবিনের বড়/বৃটিতে পটাঙালি ছুবিয়া নিয়াছিল, কেন্ত্রের লয় নমজই এই হবঁলাছিল। চাল/বিনোল ছিল একজন ডাল ছুক্টালিভার/
ভাষা বাড়া বাড়া নির্বাণ পুরুজ নে সুক্তম ছিল। কেন্তে বনিয়া লভ
বলত, কল নেচন ও আলাছা ছুলিয়া কেন্ত নিষ্টাইতে লে ভালবানিক লা,
এই কভ বাড়া ভাষাকে গঞ্জনা করিছেল, ডালার লগ লালিভানিক লা,
বিলা হবঁলা বাইছ।

এ কথার ছবিশ ত অন্যার সোবের বড় কট ছবিশু কেই কেই বাড়ী বিজ্ঞান কবিল, চালের বাব এক টাকার ভিন্ন না কবিল, করীকে পরীকে হাহাকার পড়িল। হুগোৎসবের সময় লোকে ভাহারের হেলে বাবা বিজ্ঞা করালের সংখ্যান কবিল।

র্চাণ বিনোপের বা কোলাগর সম্মীপুলার দিন প্রাচ্চ যুব হুইচে উঠিছা বেফিসেন, সম্মীপুলার লক বনে এক বৃষ্টি চাপিও নাই, কবন কেন্ডে বাইছা কিছু বান সংগ্রহ করিতে পারেন কিনা, রাল বিনোধকে সেই টেটা করিছা ক্রেমিড বলিসেন।

অনেকজনে ভাছার খুন ভাজিল,

"পাচপানি বেভের ভূঞাঁ হাজেভে ভবিরা। মাঠের পানে বাব বিনোধ বারবাদী কাইবা ং"

কালাবের প্রতি উদাসীন বারের চুলাল এই পুত্র নিল্ বিতে বিতে প্রথ বারবালি বান পারিতে গাহিতে কেন্দ্রের বিতে চলিল। 💸

কিছ 'আবিদের বসার নিছুই নাই—বের্ডু জনে ভার্নিরা নিরাতে, একটি বানের করে ৬ জনের উপর রাখা কাবাইনা নাই। কিছা হিছে ঠাব্ বিনোপ বার্টাতে কিরিয়া সাভাবে ভারতের কৃতির অবস্থা কাবাইন। বাভা নাবার হাত বিয়া বনিয়া গড়িকেন।

े अर्थित विकास कार्य माहि वरेन, <u>बार व निर्मा कार्यः</u> माना श्राद कार्यः कार्यः

শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জগছছু ভজ মহাশয় মেখনাদ-বৰ কাব্যের বাজ-কাব্য 'ছুহন্দরী বধ কাব্য' প্রশয়ন করিয়া সেই সময়ে বশবী হইয়াছিলেন। উত্তরকালে 'গৌরপদ তরজিনী' সঙ্গন করিয়া ইনি বৈকাব সমাজে বিশেবরূপে পরিচিত হন।

দীনেশবাবু তথন হবিগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কিন্ত ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সজে তিনি সেই সময়েই বিভাপতি-চণ্ডীদাসের পদমাধুর্ব্যের রসাস্বাদন করিতে কখনই বিরত হন নাই।

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।"
"কাহারে কহিব মনেরই মরম কেবা বাবে পরতীত",
"এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে"
"বথা তথা যাই আমি যতদূর বাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে ভিলেকে জুড়াই।"
"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে,
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে।"

প্রভৃতি পদ আমাণের গায়তীর মত তিনি ত্রিসদ্ধ্যা মপ করিতেন। সে সময়ে ব্রহ্ম-সঙ্গীত শিক্ষিতদের কঠে কঠে বহুত হইত এবং তত্মবোধিনী পত্রিকার লম্পট দঠ বংশীধারীর কুৎসা প্রতিনিয়ত প্রচারিত হইত। তথনও এ সকল পদের রস-বোদ্ধা শিক্ষিত সমাজে একরপ ছিল না বলিলে অভ্যুক্তি হয় না। দীনেখবারু নিজের মনে মনে এই সকল দীতি গুণ গুণ করিয়া আরুভি করিতেন এবং ভাহাতেই পরিভৃপ্ত হইতেন। পাণী বেরপ কাহাকেও ভানাইবার জন্ম গান করে না, ভাহার মিষ্ট-অরের পুলকে স্বয়ং পুলকিত হয়, কোন দরদী শ্রোভার প্রতীকা করে না—দীনেশবাবুর পক্ষে বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের সাধনা ছিল সেইয়প গৃঢ় সাধনা অপরের অপোচরে। ইহা বে কোন কালে কোন কাজে লাগিবে—ভাহা তিনি ভাবেন নাই।

বি, এ পাশ করার পর ভিনি শভুনার্থ ইন্স্টিটউসনের প্রধান শিক্ষ হবরা কুমিলা চলিয়া আদেন। এই সময়ে কবি নবীনচক্র সেন ছিলেন কেনী সবভিভিসনের ম্যাজিট্রেট। তিনি দীনেশবাবৃকে কেনী হাইকুদের তেও মাষ্টারী দিয়া একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আপনি যখন ভূষর্গ (Earthly Paradise) খণ্ডর-বাড়ীতে কুমিল্লায় আছেন, তখন সেই বন্ধন কাটিয়া যে আপনি কেনীতে আসিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমার ভরসা অন্ত্র।" বাস্তবিকই তাঁছার কেনীতে যাওয়া হয় নাই।

কুমিলায় তথন (১৮৯০ সনে) ছুইটি হাইস্কুল ছিল—একটি গভর্গনেষ্ট স্থল, অপরটি ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল। ভিক্টোরিয়া স্থলের কভিপয় বিজ্ঞাই ছাত্র সেই স্থল ডাগ করিয়া শস্তুনাথ স্থল স্থাপন করে। ডাহাদের নেতা হন একটি দৃঢ়চেতা অথচ নিঃস্ব ভজ্রলোক। সেই ভজ্রলোক (অম্বিকাবাব্) ছাত্রদের সঙ্গে বছ মিনতি করিয়া শস্তুনাথ নামক এক মাড়োয়ারী ধনীর সম্মতি গ্রহণপূর্বক ইহার নামের সঙ্গে স্থলের নাম যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শস্তুনাথ কয়েক মাসের জন্ম তাঁহার একটা বড় তাঁবু ভূলকে ধার দেন, স্থলের প্রতিষ্ঠা এই তাঁবুতেই হয়। সন্তবতঃ শস্তুনাথ ইহা ছাড়া স্থলের আর কোন সাহায্য করেন নাই। এই তাঁবুও তিনি কিছু কাল পরে লইয়া যান। তখন স্থল বসিত কতকগুলি ভাঙ্গা খড়ের চালের ঘরে। কিন্তু ছাত্রদের ছিল ভিক্টোরিয়া স্থলের প্রতি কি বিজ্ঞাতীয় ক্রোথ! ডাহারা বর্ষার বৃষ্টিতে ভাঙ্গা ঘরে ছাতা মাথায় দিয়া সিক্ত শশক ও বস্তু মার্জারের মত ভিজিতে থাকিড, তথাপি তাহারা কোন অভাব লইয়া অভিযোগ করিত না।

এই সময়ে পূর্ববলের শিক্ষা-বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন, বার্লীর দীননাথ সেন। দীনেশবাব্র সঙ্গে তাঁহার একটু আছীয়ভা ছিল। সেক্রেটারী অন্থিকা বাব্ মনে করিয়াছিলেন দীনেশবাব্র সনিবর্ধক অন্থরোধে ছুলটি গ্রাফিলিরেশন (affiliation) পাইবে, দীননাথ সেনের ছাডেই এইরপ অন্থরাহ প্রদর্শনের ক্ষমতা ছিল। গ্রসম্বাক্ষে বহু লেখা-লেখির পরে দীননাথ সেন তাঁহার শেব সিভান্ত জানাইলেন।—"পভুনাথ ছুলের বর্ব ভাঙার শৃত্ত, ছুলের বীয় বর বাড়ী নাই, ভালা গোয়াল বরের মত একটা বরে ছুল বলে। মাষ্টারগণ রীডিমভ বেডন পান না, আনেকে কেবল ভবিক্তের আশার উপর নির্ভর করিয়। বারু-ছুক অবস্থার আছেল। তাঁহার্ম

चीवन-चर्चा १८/०

ৰখন ইচ্ছা ছুলে আসেন, যখন ইচ্ছা যান, হেড মাষ্টারের কোন শাসন মাক্ত করেন না। অবৈডনিক মাষ্টারদের উপর সেক্রেটারী কোন আইন জারি করিতে সাহলী হন না।" তাঁহাদের বিছা বৃদ্ধির দৌড় সভাই অভি অরই ছিল। একদিন দীনেশ বাবু দেখিলেন, একটি ছাত্রের প্রতি ক্রুছ হইয়া কোন মাষ্টার বিকট চীৎকার করিয়া বলিডেছেন :—"Stood up on the bench, I say"!

দীননাথ বাবু শেবে লিখিলেন, "হউক কুলের এই ছ্রবস্থা। আমি
ইহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সলে affiliation-এর অমুকূলে মত দিতে পারি, বদি
একজন দায়িছশীল যোগ্য ব্যক্তি কুলের ভার গ্রহণ করেন ও ইহার ব্যর ভার গ্রহণে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন।" অধিকা বাবু বহু চেষ্টা করিরাও সেরপ লোক সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। ছাত্রগণ বাল-খির শ্ববিদের মত আশার একটা ক্ষীণ ভালে বুলিতেছিল। এইবার ব্বিল, সে আশা ছ্রাশা।

এদিকে দীনেশ বাব্ৰ শিক্ষাপ্রণালী ও প্রতিভা কুমিল্লাবালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভিক্টোরিয়া কুলের বছাধিকারী আনন্দ চন্দ্র রায় মহাশয় ওাঁহাকে জানাইলেন বে, ওাঁহার জুলের রেক্টার আশু বাব্ সবিভিপুটি হইয়া চলিয়া যাইডেছেন। দীনেশ বাব্ বেদিন ইচ্ছা করিবেন, সেই দিনই ওাঁহার পদটি পাইডে পারেন। এই সমস্থার বেভাবে সমাধান হইল ভাহা দীনেশ বাব্র প্র বিবেক-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। আত্মীরদের আগ্রহাভিশব্যে ও একান্ত অমুরোধে তিনি শল্পনাথ ইনস্টিটিউসন ভ্যাগ করিয়া ভিক্টোরিয়া ভুলের পদ গ্রহণ করিলেন। সেই দিন জরাজীর্ণ কুলটি হায় শৃশ্ভ হইল এবং বাের নৈরাশ্র ও লক্ষায় শল্পনাথের হায়পণ, পরাভূত সৈভের আত্ম-সমর্শনের ভায় দীনেশ বাব্র পশ্চাথ পালাথ পুনশ্ভ জিক্টোরিয়া ভুলে প্রবেশ করিল। ভিক্টোরিয়া ভুলের হায়পণ বিজয়গর্কে ক্রজানি দিয়া ভাজল রে ভাসুনাথ বিলয়া ভারতরে চীৎকার করিয়া সেই অপমানিত হায়দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। শল্পনাথ ইনস্টিটিউসন ক্রক দিন সেই মাড়োরারীর তাঁবুতে আঞার পহিলাছিল, এই জক্ষ ভিক্টোরিয়া ভুলের হারণও বিজ্ঞপ করিয়া ঐ ভুলের নাম বিয়াছিল, এই জক্ষ ভিক্টোরিয়া ভুলের হারণও বিজ্ঞপ করিয়া ঐ ভুলের নাম বিয়াছিল, এই জক্ষ ভিক্টোরিয়া ভুলের হারণও বিজ্ঞপ করিয়া ঐ ভুলের নাম বিয়াছিল "ভালুনাথ"

দীনেশ বাবু ১৮৯১ সনে ভিক্টোরিয়া ছুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন—সেই বংসরই ঐ স্থুলের ছাত্র কাড়ু মিঞা (এক্ষেম্বর আলী) চট্টগ্রাম বিভাগের স্থুল সমূহের মধ্যে প্রথম হয়। শুধু তাহাই নহে, বিশ্বভাগেরের প্রথম দশলনের একজন হইরা সে ২০০ টাকা বৃদ্ধিলাভ করে। সে সংস্কৃত ও গণিতে প্রথম হয়। এতাদৃশ সোভাগ্য চট্টগ্রাম ভিভিসনের কোন ছাত্রের আর হয় নাই। তার পর ছই ভিন বংসর ক্রমাগত ভিক্টোরিয়া ছুল চট্টগ্রাম ভিভিসনের হাই ছুলসমূহের মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করে। এই সময় বর্ত্তমান মন্ত্রী নবাব মসরেফ হোসেন বাহাছর এই ছুল হইতে এন্ট্রাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বলেশ্বর সার চার্লস্ ইলিয়ট ছুল পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য করেন, "যখন ভিক্টোরিয়া স্থুলের মত এমন একটি স্থপরিচালিত উৎকৃষ্ট স্থল এই সহরে বিভ্যমান, তখন গভর্ণমেন্ট স্থল এখানে রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না।" লাট সাহেব নানাদিক দিয়া সরকারী বায় হাসের জন্ম চেষ্টিত ছিলেন।

এই ভিক্টোরিয়া স্থলে অধ্যাপনা করার সময়ই দীনেশচন্ত্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রছের স্ত্রপাত হয়। পিতামাতা ও ভগিনীদের অধিকাংশ এক বংসরের মধ্যে বড়ে পড়া বাগানের মত অন্তর্হিত হইলেন; দীনেশ বাবুর পরিবারে এক স্ত্রী ভিন্ন কেছ ছিল না। খণ্ডর বাড়ীর সঙ্গেও তাঁহার নানা কারণে মনোমালিক্ত হইয়াছিল। একক্ত তিনি জীবনের প্রতি একেবারে বীজস্পৃহ হইয়াছিলেন, সর্ব্বদা তাঁহার মনে হইত, কোন এক মহংক্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিবেন এবং "মন্ত্রের সাধন কিয়া শরীর পাতন" এইরূপ কোন একনিষ্ঠ কর্ম্বে তিনি নিজকে নিযুক্ত করিবেন।

অধ্যাপক ডাক্টার ডমোনাশ চক্র দাসের পিডা অবিনাশ চক্র দাস উাহার ব্যামবাসী আত্মীয় ও বাল্য স্কুলং; উভয়েই প্রায় সমবরত্ব। বধন উাহাদের সাভ বংসর বয়স, তখন দীনেশ বাবু উাহাকে বলিয়াহিলেন, "আমি ধন মান প্রতিষ্ঠা কিছুই চাহি না। আমি বাংলার সর্ক্রের্ছ কবি ছইব। বদি ভাহা হইডে না পারি, তবে সর্ক্রেছ ঐডিহাসিক হইব।" মনে মনে কৈশোর ও ডরুপ জীবনের এই সজ্জ ডিনি পোষণ করিয়াহিলেন। ভিনিবে কভ কবিভা লিখিরাহিলেন ভাহার সংখ্যা বলা বারু না। ভাহা একতা করিলে ওয়েবটারের অভিধানের মত একখানি অবৃহৎ পুত্তক হবৈছে
পারিত। কিন্তু কবি-খ্যাতি তাঁহার নিভান্ত অন্তরক্ষ আদ্মীয় ও বন্ধুদের
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সঞ্জীব বাব্র সম্পাদিত 'বক্ষদর্শন' পাতিকার
"পূলার কুমুম" নামক তাঁহার একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন
দীনেশ বাব্র বয়স ১৫ বৎসর। অধ্যাপক নীলকণ্ঠ মতুমদার পি, আর, এস,
ঐ পত্রিকায় লিখিতেন, তিনি একটি বালক ছাত্রের কবিতা বক্ষদর্শনের মত
উচ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ভাহার
পর অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি 'কুমার ভূপেক্র সিংহ" নামক একখানি কাব্য
রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন, ঐ পুত্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই
পুত্তকগুলি অয়িদাহে নই হইয়া বায়—ইহার পর তাঁহার কাব্য-প্রতিভাগ
আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১৮৯১ সন হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা বলীয় পাঠক মধলীকে আকৃষ্ট করে। ঐ সনে তিনি তিনটি প্রবন্ধ লেখেন—প্রথমটি "কালিলাস ও সেক্ষণীয়র" 'ক্ষাভূমিতে' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক যোগেক্স নাথ বন্ধু মহালায় এই প্রবন্ধটি পাইয়া আকৃষ্মিক ও অ্যাচিতভাবে দীনেশ বাবুকে আর্শিক পুরকার পাঠাইয়া দেন। ছিতীয় প্রবন্ধ "ক্ষান্তর-বাদ" 'অনুসভান' পরিকাশ্ধ প্রকাশিত হয়। তাহা পাঠ করিয়া কবি হেমচক্স বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাভা ক্ষানচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রবন্ধের অক্ষন্ত প্রদাসন করিয়া সম্পাদককে একখানা পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিত ছিল, আমি ভবিশ্বং বাদী করিভেনি, এই লেখক অচিরে বন্ধ-সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেব প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

তৃতীয় প্রবন্ধ বন্ধভাষা ও সাহিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইডিহাস। কলিকাভার এক এসোসিয়েসন উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধের জন্ম একটি পদক ঘোষণা করে। পরীক্ষক ছিলেন স্বর্গায় চন্দ্রনাথ বস্থ ও পণ্ডিত রন্ধনীকান্ত ওপ্ত। বছ বিশিষ্ট লেখক এই পদকের জন্ম প্রবন্ধ লিখিরাছিলেন, ভর্মেশ হারাণ চন্দ্র রন্ধিত মহাশয় ছিলেন, কিন্তু পূর্ববন্ধের একজন স্বজ্ঞাভ ভরুশ মৃত্যুক্তর প্রবন্ধর বিশ্বরা মনোনীত হইরাছিল।

এই প্রবন্ধ লেখার বহু পূর্বে হইন্ডে ভিনি প্রাচীন নাছিজ্যের বে আলোচনা করিডেছিলেন ভাষা এইবার কাজে গালিল। করেবক্স বিজ আোভা ভূটিয়া গেল। দীনেশ বাবু বধন প্রাচীন সাহিত্যের গুণ বিশ্লেক করিয়া বলীর প্রাচীন কবিদিগের কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিতেন. ভাষা কুমিল্লার শিক্ষিতমণ্ডলী মুগ্ধ ছইয়া যাইতেন, তাঁহাদের মুদিখানার পাঠ্য ভাষাগুলিতে যে এরপ অপূর্বে রসের সন্ধান পাওয়া যায়—তাহা कांकाता क्रामिएकन ना। मौरनम वावत शम्श्रम कर्छ क्रावृद्धिः देवकवशरमत ৰছিমা-প্রচার এবং চৈতভাদেবের জীবনকাহিনী **শু**নিয়া শ্রোডবর্গ **ভাঁ**হাকে অনেক ধন্মবাদ দিয়াছেন। ঢাকায় একবার ছটির সময যাইয়া ডিনি "পদা-ৰলীর আলোকে চৈতন্তু" এই বিষয়ে অল্ল সংখ্যক স্রধী-মণ্ডলীর নিকট এক ৰক্ষতা করেন—তখন এক বৃদ্ধ বসাক মহাশয় উচ্চৈ:স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় এয়াটর্লি প্রসন্তকুমার সেন (অধ্যাপক প্রিয়রম্বন সেন ও পুরীবাসী সাহিত্যিক কুমুদবন্ধু সেনের পিডা) ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বছ বিলাডী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি কোন বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষে কুমিল্লায় যাইয়া দীনেশ বাবুর বাসায় প্রায় ছই সপ্তাহকাল ছিলেন। এই সময় দীনেশ বাব কবিকম্বণ-চণ্ডীর বিশ্লেষণ করিয়া শুনান। তিনি এডটা মুখ্ধ ছইয়াছিলেন যে, দীনেশ বাবুকে বলিয়াছিলেন "কি আশ্চর্য্য ! আমাদের দেশী সাহিত্য যে এরপ রছের ভাণ্ডার তাহা আমি জানিতাম না। এবার হইতে আমি ইংরাজি ও সংকৃত ছাড়িয়া দিয়া প্রাচীন বল সাহিত্য ভাল করিরা পাঠ করিব।" ইহার একমান পরে ভিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। নতুবা তাঁহার একনিষ্ঠ সাহিত্যদেবা বন্ধ সাহিত্যের অনেক কালে আসিত। এই সময় ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস না লিখিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইভিহাস লেখাই দীনেশচন্ত্রের জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিরা ডিনি ছির করিলেন। কুমিলা ভিক্টোরিয়া স্থলের প্রধান পণ্ডিড চন্দ্র কুমার কাব্যতীর্থ এবং অপরাপর সুস্তাদবর্গ এই বিবয়ে তাঁহাকে ক্রমাগত উৎসাহের ইন্ধন জোগাইজেন।

ইহার বধ্যে উাহার আর এক আবিকার, শিক্তি ক্রায়ারকের চৰণ্ডুত করিল। তিনি ফানিলেন, ত্রিপুরার আরণ্য-পঞ্জীগুলিতে বহু-রংগ্যক দীর্ণ ডালগান্তার ও ফুলট কার্যকের বাংলা পুঁথি আহে। এ পর্যন্ত এসিরাটিক সোসাইটি অব বেলল তথু সংস্কৃত পুঁথিরই খোঁজ করিডেছিলেন,—কিন্তু বাংলা পুঁথির ছুই একখানির নাম হরপ্রসাদ শাল্পী
জানিলেও এপর্যান্ত ভাহা উপেক্ষার বিষয়ই ছিল। পারিবারিক অশান্তি
ও শোকে ভাপে জীর্ণ দীনেশচন্দ্র ভখন জীবনের প্রতি উপেক্ষানীল ছিলেন,
ভিনি এইবার ভাঁহার ব্রভ ঠিক করিলেন। পুঁথির সন্ধানে ভিনি
আত্মহারা পাগলের স্থায় রাত্রি দিন পল্লীতে পল্লীতে বুরিয়া বেড়াইডে
লাগিলেন।

ময়নামতীর পাদম্লে কৃত্য গ্রামগুলিতে তিনি কখনও কখনও তুল সংবাদ পাইয়া রাত্রিকালে উপন্থিত হইয়াছেন। বছ আম ও কট বীকার এইজাবে বার্থ হইয়া গিয়াছে। একদিন কালিকান্ত বর্ষন ও দীনেশ বার্ রাত্রি বারটার সময় অক্ষকারাছের পার্বত্য পথে বাইডেছিলেন। সে কি স্টিসংহারক বাড় বৃষ্টি। সেই বিরল-বস্তি পাহাড়ের দেশ ভীবণ অক্ষরর সর্প ও ব্যাত্র সংকৃত্য, কালিকান্ত বাব্র মূখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু দীনেশবাশ্ব তখন অসমসাহসী তরুল যুবক, তিনি ভাবিলেন, এভাবে মুছ্যু হইলেই মঙ্গল, তাহার পিতামাতার কথা মনে পড়িয়া হই চকু অঞ্চতে ভরিয়া গেল। "তোমরা কি ভোমাভার কথা মনে পড়িয়া হই চকু অঞ্চতে ভরিয়া গেল। "তোমরা কি ভোমাভার বিভার হইয়া বর্ষার নিদারল অসপ্রপাত্তর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। এইয়প দৃঢ় সম্বন্ধিত হইয়া প্রতি পদে মৃত্যুকে বরুষ করিছে সমূৎস্ক হইয়া তিনি অকৃত্য সমূত্রে পতিত একখানি ক্রিকা নৌকার লায় ভূবিতে ভূবিতে বাঁচিয়া গেলেন।

কথন কথনও তিলক কোঁটা কাটিয়া বৈক্ষের হয়বেশে তিনি ভাহাদেশ্ব সলে মিশিয়া পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। উত্তরকালে এসিয়াটিক সোমাইটির নিষ্কু ভট্টপল্লী বাসী বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ উহার সহচর হইয়াছিলেন। উত্তরে সমবয়য়, তাঁহারা ভামল শস্যক্ষেত্র, হন্তী দলিত পদ্মবন-সভুল প্রাচীল দীঘি, গোলার ধান ভর্তি করিতে নিযুক্ত পল্লীয়্বক ঘ্রতী, রক্ষমশীলা রক্ষীর আল্লায়িত কেশ ও খোঁয়ায় অঞ্চপূর্ণ চন্দু, অপোদও শিভর কালা, ও স্কের কোঁচা ধরিলা বাসকের আবদার, রুক্ৎ মুবের নাহান্তে ভারায় কেঞা চাব ইত্যাদি পল্লীপ্রামের শত শত দৃশ্ব দেখিতে দেখিতে বাইতেম; কোনাও দ্বি চিড়া, কোণাও কল, কোণাও উপবাস, কোণাও বৃক্তলে সমতল খালের প্রায়রের উপর উপবেশন ও বিশ্রাম—এইভাবে ভীরনের 🙀 শ্ববিধা ও স্বান্থ্যের প্রতি জ্রন্ফেপহীন কড রাত্রি, কড দিন কাটিয়া **গিয়াছে** ! এই অভিযানে কড অপুর্ব্ব আবিকার ভাঁহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছে। পরাগল খাঁয়ের আদেশে রচিত মহাভারত, ছটিখার **অখনে**ধ পর্ব্ব, সঞ্লয়ের মহাভারত, চন্দ্রাবতীর মনসাদেবীর ভাসান, আলাওলের পদ্মাবং ইত্যাদি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব শত শত পুঁথি দীনেশবাবু আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। সুরেশ সমান্তপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' এবং অক্সাক্ত পত্রিকায় ভাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময় দীনেশ বাবু বঙ্গের পল্লীর এই বিরাট সম্পদের সংক্ষেপে পরিচয় দিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির ডাক্ষার হোরণেলের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তিনি তাঁছাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া হরপ্রসাদ শাল্পী মহাশয়কে এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবার ব্দক্ত অকুরোধ করেন। দীনেশ বাবুর সংগৃহীত প্রায় তিন শত পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটি পণ্ডিত বিনোদবিহারীর মারকং ক্রের করেন। পণ্ডিত মহাশয় পু'থির মালিকদিগের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন,—যে পর্যান্ত দীনেশবাবুর পুত্তকের জন্ম প্রয়োজন হইবে, সে পর্যান্ত পুঁধি তাঁহারই নিকট থাকিবে।

পূর্ববদের নানা ছানে ষয়ং পুঁথি সংগ্রহ করা ছাড়াও দীনেশচন্দ্র পত্র

ছারা বছ পুঁথি সন্ধান করিয়াছিলেন। উদ্ধারণ দত্তের বলেধর ছগলী
বদনগঞ্জ নিবালী হারাধন দত্ত ভাক্তবিনোদ, জীহট্টের অচ্যুডচরণ তত্তনিধি
প্রভৃতি পণ্ডিতের সঙ্গে পত্রছারা পরিচয় ছাপন করিয়া দীনেশ বাবু অনেক
সহায়তা প্রাপ্ত হন। কৃতিবাসের আত্মবিবরণটি হারাধন দত্ত মহাশর ছাঁহার
গৃহছিত প্রাচীন রামায়ণের পুঁথি হইতে নিজ হত্তে নকল করিয়া দীনেশ
বাবুকে পাঠান। তাঁহার পুঁথিশালায় বে এই মূল্যবান ঐতিহাসিক বিবরণটি
ছিল, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। দীনেশ বাবু উপর্যুপরি পত্রছারা
তাঁহাকে খোঁচাইয়া তাঁহার পুঁথিশালা হইতে তাহা বাহির করেন। এই
বিবরণটি "বলভাষা ও সাহিত্যের" প্রথম সংকরণেই উদ্ধৃত হইয়াছিল।
স্বপ্রেশিক গোবিন্দ দানের করচার খোঁজও বৈক্ষব শিরোমণি অচ্যুত বাবুই
দীনেশ বাবুকে দিয়াছিলেন।



3

257

forty Harry

189 in small of

प्रकार विद्यासका होते। एक प्राच्या

ES by Misser

দীনেশ বাবুর এছ প্রকাশিত হইবার পূর্বে ওগু কুন্তিবাসের নাম লোকে कानिछ। मोतन वांव विक मधु कर्छ, ब्रामानन वांव, क्लावछो, ब्रह्मवद्ध, গঙ্গাদাস, রঘুনন্দন, অন্তভাচার্যা, রামমোহন, ক্রিচন্দ্র প্রস্তৃতি প্রায় ২৫ জন লেখক-লেখিকার রচিত প্রাচীন রামায়ণের পরিচয় বঙ্গভাবা ও সাহিত্যে প্রদান করেন। ইতিপূর্বে ওখু কাশীদাসের নামই মহাভারতের অমুবাদ-ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। দীনেশ বাবু সঞ্চয়, পরাগলী মহাভারত, ছুটিখার মহাভারত (অখ্যেধ পর্বে), নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী, রাজেন্দ্র দাস ও শিবরাম সেনের মহাভারত—প্রভৃতি ৩৪খানি প্রাচীন অমুবাদের বিবরণ তাঁহার এছে লিপিবছ করেন। দীনেশ বাবুর পুস্তকের পূর্বে শুধু কেডকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা দেবীর গানের কথা ভানা ছিল, কিছ তাঁহার প্রন্থে হরিদত্ত, বিজয় গুপু, বংশীদাস, নারায়ণ ও চল্লাবড়ী, বন্ধীবর ও গঙ্গাদালের মনসা মঙ্গল প্রভৃতি ১৫০টি মনসা দেবীর ভাসান গানের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এক ভারতচন্দ্রের অন্তলামক্ষলের নাম জানা ছিল, কিন্তু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" ক**ছ, কুঞ্চরাম, রামপ্রসাদ** প্রভৃতি বছ বিভাসুন্দর-আখ্যানকারের পরিচয় আছে। আ**লাওরালের** পদ্মাবতের নাম কেহই জানিত না, দীনেশ বাবুই সর্বপ্রথম তাঁহার পরিচয় প্রদান করেন। অপরাপর শত শত পুত্তকের কথা দীনেশ বারুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পাঠ করিলে জানা যায়।

ইভিপূৰ্বে বাজলা সাহিত্যের ইভিহাস সম্বন্ধ ডিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমটি কয়েকথানি অল্পসংখ্যক পৃষ্ঠা মাত্র, ইহাতে কোন সংবাদই নাই বলিলে অভ্যক্তি হইবে না।

বিভীর পুত্তক রামগতি ক্রাররত্ব প্রশীত ইতিহাস। প্রাচীন সাহিত্য সহকে তাঁহার দান অতি অর, সেকালে তাহার ক্ষে কিছু করার সুবোগও হিল না। তিনি বাজলা পুঁথির কোন স্থানই রাখেন নাই,—ভারতক্রের সমর হইতে তিনি বিত্তারিত ভাবে আলোচনা করিরাহেন। তাঁহার পূর্বে হই ভিনটি প্রহ্বারের নাম ও অওক পরিচর তাঁহার পুত্তকে পাঙ্যা বার। কৃতিবাস যে সাপের ওবা হিলেন না, বাজণ হিলেন, ইয়া প্রশাধ করিতেই তিনি গলস্বর্দ্ধ হইরা পড়িরাছিলেন। স্থাতি ইন্টার পুত্র ভাঁহার নামে বে "রামগতি ছায়রত্ব প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিবয়ক প্রস্তাব" বাহির করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দীনেশ বাবুর সংগৃহীত সমস্ত তব ভিনি দকাইয়া দিয়াছেন। ছ'কাও নলচে বদলাইয়াছে। অথচ তাঁহার পিতার নাম বজায় রাখিয়া একখানি বই লিখাইবার জন্ম ডিনি প্রথমত: দীনেশ বাবুর শরণাপন্ন হন। দীনেশ বাবু তখন রুগ্ন শয্যাশায়ী, তিনি এই কার্যো স্বীকৃত হন নাই। স্বর্গীয় রামগতি স্থায়রত্বের পুত্রের উচিত ছিল, পণ্ডিত মহাশয় যে পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহারই প্রতি-লিপি পুনমুদ্রিণ করা, এবং যাহা কিছু নৃতন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই व्यक्त महासीत व्यक्षिकवान गाभिया य ममस अतिवर्धन चियाह, छाहा সম্পাদকের নামে ভূমিকায় অথবা পাদটীকায় স্বীকার পূর্বক উল্লেখ করা। ইতিহাস পঙ্গুর স্থায় একস্থানে বসিয়া থাকে না—তাহা গতিশীল। স্বতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের পুস্তকের পরে যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আরও অগ্রগামী হইবে না, এক্লপ আশা করা ভূল। কিন্তু তথাপি প্রাচীন জিনিষের একটা মূল্য আছে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের সুপ্রাচীন নিবন্ধমালার মধ্যে এই পুস্তকখানি অক্সতম। তাঁহার সময়ে এ বিষয়ে কডটা জ্ঞান লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তিনিই বা কি দান করিয়াছেন, তাহা জানার <sup>\*</sup>কৌতৃহল অনেকের আছে। কিন্তু সে পথে উক্ত নৃতন সংস্করণথানি একবারে এরাবতের মত বিশ্ব উপস্থিত করিয়াছে। এইক্লপ পুস্তক সম্পাদন বিজ্ঞান-সঙ্গত নহে।

ভৃতীয় ইতিহাসখানি ইংরেজীতে লেখা। সুপ্রাসিদ্ধ রমেশচক্র দন্ত মহাশয় ইহার রচয়িতা। যদিও তাঁহার সময়ে অনেক তত্ত্বই অপরিজ্ঞাত ছিল, তথাপি তাঁহার সমালোচনা-রীতি, সাহিত্যে অন্তর্গ টি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি অন্তর্গাও আজা—পুত্তকথানিকে একটা শুরুদ্ধ ও গৌরব প্রদান করিয়াতে।

১৮৯৬ খৃটাব্দে আিপুরা রাধারমণ প্রেস হইতে দীনেশ বাব্র "বঙ্গভাবা ও সাহিত্য" নামক বৃহৎ প্রস্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্র ইহা বেরূপ আদরের সহিত সূহীত হইরাছিল, এদেশের সাহিত্যে ডজ্রপ দৃটাস্থ বিরল। কবি-ভক্ত রবীজ্ঞনাথ একথানি কুল নীল রঙ্গের চিঠির কাগকে বে মন্তব্য লিধিরা क्षीका-कथा ५४०

পাঠাইলেন ভাষা কুল ছইলেও বিশেষ মৃদ্য বহন করে। উত্তর কালে কবিবর বিভাসাগর কলেজ গৃহে এই পুস্তকের স্থার্থ সমালোচনা পাঠ করিয়াছিলেন—ভাষা ভাঁছার প্রস্থাবলীর অস্তর্গত হইয়া আছে। কবি ভি, এল, রায় স্থ্রেল সমাজপতির গৃহে এই বইখানি দেখিয়া ভাষার মৃখপত্রে নিজ্ব ছাতে লিখিয়াছিলেন "দীনেল চক্র সেন, হবেন আমাদের টেন।" প্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও দীনেল বাবুকে ভৎসম্পাদিত পত্রিকায় টেনের সঙ্গে ভূলনা করিয়া বিভ্তত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ছরপ্রসাদ শাল্রী মহালয় এই পুস্তকের বহু সমালোচনা করিয়াছিলেন, ভাষা স্থান্ধ এবং অজপ্র প্রস্কাশনান্দ চক। জল্প বরদা চরণ মিত্র লিখিলেন, "এই পুস্তক সমালোচনার ক্ষেত্রে টেনের মত ভীক্ষ অস্তর্দ ষ্টিশালী এবং উপকরণ সংগ্রহের বিশালভায় মরলের ক্ষেচের মত একটি রত্ন ভাণ্ডার।" 'সাহিত্য' পত্রিকায় হীরেজ্প নাথ দম্ব মহালয়ও বইখানির স্থান্থ সমালোচনা প্রকাশ করেন।

জীবন মৃত্যুর প্রতি জক্ষেপহীন অধ্যবসায় ও বছ বৎসরের অক্লাম্ব পরিপ্রমে দীনেশ বাবু নিদারুণ মন্তিছ-পীড়ায় শ্যাশায়ী হইরা পড়িলেন। এই সময় তিনি ভিক্টোরিয়া স্কুলকে কলেজে পরিণত করিবার উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। স্কুলের অক্ষাধিকারী দীনেশ বাবুর অকৃত্রিম সুত্রুদ্ আনক্ষরের রায় মহাশয় দীনেশ বাবুরেই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নির্ভ্ত করার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখেন। এই সময় উাহার মন্তিছ-পীড়া এক্লপ প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, আসাম বেজল রেলওয়ের প্রধান ভাজার ফ্রেক্ট সাহেব তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বিলয়াছিলেন—"দীনেশ বাবু আর কোন কালেই লিখিবার শক্তি ক্রিরা পাইবেন না।"

এই বিপাদের সময় দীনেশবাবুর অস্তরক বন্ধু, পূর্ববাদের শিক্ষা-বিভাগের ইলপেট্রর কুমুদবন্ধু বস্থ এবং আনন্দচন্দ্র রার মহাশর্বর উাহাকে বে সাহায্য ও সহামুস্থি প্রদান করিরাহিলেন, ভাহা সুবর্ণ অক্সরে লিখিত হইবার বােগ্য।

চিকিৎনার্থ দীনেশ বাবু শব্যাশারী চইরা কলিকাভার আনীক ছইলেন। ১৮৯৭ নালের এপ্রিল বালে ভিনি কলিকাভার আনিরা নেক্মিজন, নাইজ লমাজে ভিনি অল্পদিনের মধ্যে সুপরিচিত হইরাছেন। নগেন্দ্রনাথ বস্থ্য, ছরপ্রদাদ শালী, রামেক্রস্থার তিবেদী, হীরেক্রনাথ দত্ত, অক্ষয় কুমার বড়াল, ছিজেন্দ্রলাল রাম, জলধর সেন, অবনীক্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বছ আজেয় গাহিতিয়ক দীনেশ বাব্র কুজ গৃহে আসিয়া সর্ববদা তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। মহামহোপাধ্যায় বারকানাথ সেন, বৈভরত্ব যোগেক্রনাথ সেন, ডাঃ নীলরতন সরকার এবং মহামহোপাধ্যায় বিজ্য়রত্ব সেন অ্যাচিত-রূপে এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শুধু তাঁহার চিকিৎসার ভারই গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার পরিবারবর্গেরও চিকিৎসা করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম ডিভিসনের কমিসনার এক, এইচ, দ্ধাইন, সুপ্রসিদ্ধ সার क्क গ্রীয়ারসন প্রভৃতি অনেক ইংরেজ বন্ধুও এই সময়ে দীনেশবাবুর নানা উপকার করিয়াছেন। সার জন উডবার্ণ, মি: স্থাভেজ প্রভৃতি রাজ-পুরুষদের আমুকুল্যে এই সময় ষ্টেট সেক্রেটারী দীনেশবাবুকে একটি আজীবন সাহিত্যিক-বৃত্তি প্রদান করেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য "বঙ্গভাষা ও সাহিতা" প্রকাশের সমগ্র বায় প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্তী রাজা রাধাকিশোর মাণিকা দীনেশ বাবুকে একটি সাহিভ্যিক-বৃত্তি প্রদান করেন। মৃত্যু পর্যান্ত দীনেশ বাবু ভাছা পাইয়া আসিতেছিলেন। প্রাব্ন দশ বংসর কাল শ্যাগিত অবস্থায় দীনেশবার পড়িয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার লেখা-পড়ার শক্তি ছিল না. কোন উপার্জ্জনের পদ্ম ছিল না। কিছ সার জন উডবার্ণ ও বরষক্রেশ মিত্র প্রভৃতি হিতৈবিগণের চেষ্টার দীনেশ বাবুর সমস্ত আর্থিক অভিযোগ ও অভাব দুর হইরা গিরাছিল। দীঘা-পাডিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় তাঁহাকে বছকাল আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। মর্বভঞ্জের মহারাজা বাহাছর, জীবুক্ত গগনেজনার ঠাকুর, সমরেক্রনাথ ঠাকুর ও অবনীক্রনাথ ঠাকুর দীনেশ বারুকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি ডাঁহার বাগবাজারের বাড়ী নির্দ্ধাণের **এখন** দিক্কার ব্যয়ভার ভাঁছারা বহন করিয়াছিলেন।

ক্রমণ: দৃগু থাত্য কিরিয়া আসিল এবং দীনেশ বাবু ইংরেজী ও বাঞ্চণা পরিকাগুলিতে রীডিমত লেখা দিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রকর্ম লিখিরা ভিনি মালিক ২০০ (২৫০ টাকা উপার্জন করিতে লাগিলেন। এক্সকরে जीवन-कथा ১৮०

রবীজ্রনাথের সম্পাদকথের কালে দীনেশ বাবু বজদর্শনের গুরুতর সম্পাদকীয় কার্যাগুলি কবিবরের উপদেশ অনুসারে সম্পাদন করিতেন। জীবৃদ্ধা সরলা দেবী সম্পাদিও ভারতীরও অনেক কাজ তিনি এইভাবে নির্বাহ করিয়াছিলেন।

দীনেশবাব্র স্নায়ুদৌর্বল্য অনেককাল ছিল; এই সময় করিদপুরে থাকাকালীন সর্পভয় তাঁহাকে এরূপ পাইয়া বসিয়াছিল যে তাহা একটা উৎকট রোগে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, তিনি এই সময় মনসাদেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া ভদত্মসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন এবং অচিরে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। মনের অতি নিজ্ত কোণে তাঁহার যে কৃতজ্ঞতা ছিল তথারা অমুপ্রাণিত হইয়া তিনি কৃত্র "বেছলা" পুত্তকশানি রচনা করেন—উহা কোনকালেই পাঠ্যভালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, অথচ এই কৃত্র বইধানির এত বেশী বিক্রেয় হইয়াছিল যে, বোধ হয় দীনেশ বাবুর আর কোন পুত্তক বালারে ইহার সমক্ষতা করিতে পারে নাই।

নিভান্ত ছংখদারক রোগ শ্যার বাল্মীকির রামারণ ও বৈক্ষমদিগের পদাবলী ভাঁছার নিভ্য সহচর ছিল। বাল্মীকি-রামারণের
কয়েকটি কাণ্ড তিনি একবারে মুখ্ছ করিরা কেলিরাছিলেন। রামারণের
প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বছবর্ববালী অন্থরাগের ফলে তিনি "রামারশী
কথা" নামক অপূর্বে প্রেছ রচনা করেন, এই বইখানি পুরী-সরাজে বিশেষ
প্রতিষ্ঠা লাভ করিরাছে। বেছলার ভার—সভী, রাগরল, পুরল স্থার, ধরাজ্রোধ্
কুশবল, মৃভাচুরী, রাখালের রাজনী, রাগরল, পুরল স্থার কাভ ও
ভামলী খোঁলা প্রভৃতি কভকগুলি পুত্তক তিনি রচনা করেন। ইছালা
বেরপ আনরের সহিত সাহিত্যিক সমাজে গৃহীত হইরাহিল—ভাইন
অভ্যত্যপূর্ব। এই জনপ্রিরতার কারণ, নীনেশবার কথনই এই সমত উলাধ্যার
বাজে গল্প বা রাপকথার ভাবে লেখেন নাই। ইহাদের অলোকিক বর্ণনার
মর্গেও সর্বাত্ত লেখেন নাই। ইহাদের অলোকিক বর্ণনার
মর্গেও সর্বাত্ত লেখেন বাইন ওনিরা ভাহার অক্সের অভ্যত্তর
ক্রেশ বে গৃড় ভভিন্নস স্থার করিরাছিলেন, এই বইকলি ভাহারই
অভিন্তিতি। "বেছলা" নীনেশ বাবুর পুত্র ভিন্তকর এক কারেল লিউছেল

ইংরেজীতে অন্তবাদ করেন। দীনেশ বাবু নিজেই সতীর অন্তবাদ করিরাছিলেন। অধ্যাপক জে, ডি, এগুরিসন আই, দি, এস (কেস্থি,জে
বাংলার অধ্যাপক) এই অন্তবাদখানির একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা দিখিরা
দিয়াছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় বসিতেন, "দীনেশবাবুর জড়ভরত পড়িয়া আমি বহু অঞ্চপাত করিয়াছি।" "সতী" আশুভোৰ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিশয় প্রিয় গ্রন্থ ছিল।

১৯০১ সনে দীনেশ বাবর জীবনে আকন্মিক এক শুভপ্রভাত হুইল। ঐ সময়ে ডিনি স্থার আশুতোৰ মুখোপাধাায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। ঐ সনে পণ্ডিত রন্ধনীকান্ত গুণ্ডের মৃত্যু হয়। তখনও বি, এ. পরীক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা একটা পরীক্ষার বিষয় ছিল, এবং পণ্ডিত রম্বনীকান্ত বৎসর হুংসর ভাষার পরীক্ষক ছইতেন। পঞ্চিভঞ্জীর পরলোক-গমনের পর সেই পদটি খালি হইল। এই উপলক্ষে দীনেশবাব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (ভদানীন্তন বিশ্ববিভালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার) সঙ্গে দেখা করেন। সেই ১৯০২ সন হইতে দীনেশ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ক্রেমশঃ শ্বনিষ্ঠভাবে জ্ঞতি ছইয়া পড়েন। পর বংসর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিডার' নিযুক্ত ছইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একখানি ইতিহাস ইংরেকী ভাষায় निषिए नियुक्त इरेलन; नर्ख धरे इरेन त्व, रेश्त्रकी वरेषानि त्वन সম্পূর্ণরূপে মৌলিক হয়। কেহ যেন উহাকে বাংলা বছির ইংরেজী ज्ब्बा मत्न ना करतन। मीत्ननवाद धहे विवस्त्र श्रीत्र विभाग विक्रण পাঠ করেন। স্থপ্রসিদ্ধ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বহু সাহেব ও বাঙ্গালী রধা সভীন মূখোপাধ্যায়, ডাঃ রাধাক্ষল মূখোপাধ্যায়, ডাঃ রাধাকুর্দ बृत्यां शांवात, छाः विमय नतकात, छाः त्रायम स्थूमनात अकृषि अधिकां मानी স্মেক ব্যক্তি এই বক্তৃতাগুলির নিড্য শ্রোডা ছিলেন; ডাঃ রাধাক্ষক ৰুখোপাধ্যার ও বিনয় সরকার প্রভৃতি মনী(বিপণ নোট কুক দীনেশবাৰ্র অনেক কথা টুকিয়া লইরা যাইডেন। ভণিনী নিৰেকিভা (Miss Margaret Nobel) এই পুত্তকথানির আভত্ত দেবিরা লিলাছিলেন। দীনেশ বাবৃত্ত বোবনের অন্তরল বন্ধু কুমুদবন্ধু বস্থুও বইশানি একবার দেখিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তকের বিলাতে বে সমাদর ছইয়াছিল ভাহা বোধ হয় সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীক্রনাথ ভিন্ন বজীয় অশ্য কোন লেখকের ভাগ্যে ঘটে নাই। ডাঃ ওজেনবার্গ, ডাঃ কারণ, ডাঃ গ্রিয়ারসন, ডাঃ সিল্ডাঁ লেভি ও ডাঃ রক প্রভৃতি প্রাচ্য বিভার পণ্ডিভগণ এবং বিলাতের প্রসিদ্ধ পাত্রিকা-সম্পাদকেরা ওাঁহাদের লিখিত স্থার্থি সমালোচনায় যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ভাহা শুধু প্রশংসা নহে—স্তাবকের উচ্ছার কলেজ পরিদর্শনার্থ লইয়া যান, এবং এই উপলক্ষে আহুত সভায় বলেন—"আপনারা এই একাস্থ আনাড়ম্বর বালালী লেখকের নাম অবস্তই শুনিয়াছেন, হয়ত আপনারা জানেন ইনি একজন বাংলা ভাষার লেখক, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না যে, ইউরোপের এমন কোন প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র নাই যেখানে ডাঃ সেনের নাম সম্মানের সহিত উচ্চারিত হয় না।"

হাওএলস্ সাহেবের স্থায় জে, ডি, এণ্ডারসন, আই, সি, এস, দীনেশ বাব্কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আপনি ওাঁহাদের নাম **লানেন না**, এক্লপ বহু শিক্ষিত লোক জগতের নানা ছানে আছেন, বাঁহারা **আপনার** লেখার প্রতি আছারিক শ্রদা বহুন করেন।"

শাসনকর্তাদের মধ্যে সার জন উড্বার্ণ, সর্ড হাজিল, সর্ড রোমালড্ডে, সর্ড লিটন, সার ইানলী জ্যাক্সন প্রেকৃতি সকলেই দীনেশ বাবুর দেশাল অন্তরন্ত পাঠক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমার্ক্তর্তাপাকে প্রকাশভাবে তাঁহার সাহিত্যিক মৌলিক অবলানের অনেক প্রাথকাকরিরাহেন। ডাঃ সিল্ড । লেভি করাসী নানা পত্রিকার দীনেশ বাবুর কৃতিকের কথা সুদীর্ঘ প্রবিদ্ধে উদ্ধেশ করিরাহেন। একথানি পত্রিকার ভিনি নিমিরা-ইন্দেশকে ইউরোপের সুধী সমাজে খনিষ্ঠভাবে চিনাইবার জন্ত দীনেশ বাবু বাহা করিরাহেন, অন্ত কোন লেখক ডাহা করিতে পারেল নাই ।

দীনেশ বাবু এই সময় কলিকাজা বিশ্ববিভালয়ের নিনেটের সকত পালে নিৰ্ক হন, এবং বিশ বংসর কাম এই পালে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সকরে তিনি নিয়নিবিত পুতক্তনি প্রশাসন করেন, :—History ভা Bengali Language & Literature; Typical Selections from old Bengali Literature; Chaitanya and His age; Mediaeval Vaisnab Literature; History of Bengali Prose style; Climpses of Bengal History; Folk Literature of Bengal; The Bengali Ramayanas, ইড়াদি। শেৰোক্ত পুত্তকের সমালোচনা প্রস্কে সার কর্ম্ম প্রীয়ারসন বলেন, "কেকবীর পর রামায়ণ সম্বন্ধে এরপ উৎকৃষ্ট পুত্তক আর বাহির হয় নাই।" তাহার Mediaeval Vaisnab Literature সম্বন্ধে Dr. J. D. Anderson বলেন "শুধু কলিকাজা বিশ্ববিভালয়ের লাঠ্য হওয়া উচিত। তাহার আক্র্যী শক্তি এত প্রকল্প বে, আমাদের এই হুঃসময়ে যথন আমার একটি পুত্র বৃদ্ধে হত হইয়াছে—তথন এই পুত্তক পড়িয়া আমি অপুর্ব্ধ সান্ধনা ও শান্তি পাইয়াছি।"

প্রথমত: দীনেশ বাবু যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজীডে লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন লার ভর্জ গ্রীয়ারসন ভাঁহাকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন. "বিলাডের টাইমস্ পত্রিকা যদি আপনার পুস্তকের সম্বন্ধে ছুইটি ছত্রও লেখেন, তবে তাহা আপনার আশাতীত সাকলা মনে ভরিবেন।"— কিন্তু শেষে দেখা গেল সেই পত্ৰিকায় দীনেল বাবুর গ্রন্থের ছুই স্তম্ভ ব্যাপী এক সমালোচনা বাহির ছইল, ইছার পর টাইমস পত্রিকার দীনেশ বাবুর পুত্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই এক শুভ কি ছুই শুভ ব্যাপী সমালোচনা বাহির হইয়াছে, এবং বিলাডের Spectator, Athenium, Luzacs' Oriental List প্রভৃতি ইংরেজী পত্তে, Revue Critique প্রভৃতি করানী পত্রিকার Franfurter Zeiting প্রভৃতি আর্থান পত্রিকার এক Deutgotic Rund Schon প্রভৃতি ইটানীয় পত্রিকায় দীনেশ বাবুর প্রছাবলীর প্রশংসান্তক সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হ**ই**য়া**ছে। ইউরোপির** পণ্ডিত মঙলীর সজে তাঁহার যে সমস্ত আলোচনামূলক পাল ব্যবহার হৰীয়াহে—ভাহা একটি অনভিকুত সাহিভ্যিক-খনি বয়প। টাইমস্ পৰিকায় দীনেশ বাৰু সহছে একবার লিখিত হইয়াহিল বে,—"এই একখানি পু<del>তক</del> (History of Bengali Language and Literature) \*\*\* (History of Bengali Language and Literature)

বে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, বিলাতি ৫০ জন ভূপর্য্যটকের (Globe trotters) পুত্তকে বা লেখায় তাহা পাইবেন না। লটির ত্রিবাঙ্ক্রের মন্দিরের অনুষ্ঠান-গুলির কৌতৃহল উত্তেককারী বর্ণনা ও নিভাবিলনের আড়ম্বরপূর্ণ হিন্দু শাল্লের ব্যাখ্যা এই সহজ্ঞ ও অনাড়ম্বর বইখানির সঙ্গে ভূলনায় অভি অকিঞ্চিৎকর বোধ হুইত।" আর একবার ঐ পত্রিকায় নিম্নালিখিত মস্তব্য প্রকাশিত হুইরাছিল—

"ভবিশ্বতে বলবাসীর মানসনেত্রে উপকরণ-সংগ্রছ বিবরে দীনেশচছের বীরভূমির রক্তবর্ণ ভূমি ও পূর্ববঙ্গের নদ-নদীর উপকৃদে শুমণ একটা কল্পনা লগৎ বিচিত্র করিয়া দেখাইবে, যেন আবহমান কাল ধরিয়া এক পর্বাটক গ্রীম-ঋতুর সৌরকর মাধায় করিয়া এবং ঝড় বৃষ্টির পথ দিয়া গলার নিল্ল উপত্যকাতে খীয় দেশের ভাষার সমৃদ্ধির জক্ত রত্ন সন্ধান করিতেকেন।"

দীনেশ বাবু এপর্য্যন্ত আশুবাবুকে অনেক্ষার বাংলায় এম-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্ম অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সনির্বন্ধ অমুরোধ বরাবরই উপেক্ষা করিছেন। ১৯১৯ সনে একদিন তিনি দীনেশ বারকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "এম-এ-তে বাংলার পরীক্ষা গহীত হইবে ঠিক করিয়াছি, আপনি এয়াণ্ডার-সনকে বিলাতে চিঠি লিখন, পাঠা ভালিকা ও অষ্টাহবাাপী পরীক্ষার বিষয়-সূচি প্রস্তুত করিতে। তিনি তাহা পাঠাইলে আমরা তাহা বিবেচনা করিস্তা সমস্ত ব্যবস্থা সমাধা করিব।" দীনেশ বাবু বলিলেন, "এডদিন ধরিক্স আমার অন্তরোধ আপনি অগ্রাম্ভ করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ এই 🐗 পরিবর্তনের কারণ কি ? আমার নিকট ইহা বড়ই অন্তত বোধ হইডেছে 🗗 উভরে আওতোধ বলিলেন—"এম, এ, পরীকা ওধু বাংলার *দীমান*ভ থাকিবে না. প্রাদেশিক অক্সান্ত ভাষা-ভাষী লোকদের করও ছার খোলা রাখিব, অধ্য বাংলা ভাষা এখনও কগতে এরপ প্রভিষ্ঠিত হয় নাই বে-সকলেই ভাছা বুবিবে। এজন্য ইংরেজী ভাষায় ইহার ইভিছাস, ভাষাতক প্ৰভৃতি বিৰয়ক বই থাকা চাই, বডদিন বাৰত আপনাৱা এইস্কপ অনুযোগ করিরাহেন, ডভদিন প্রধানতঃ আমি স্নাপনার হারা উপযুক্ত পাঠ্য পুত্রক नियारेका महेवाहि। अयन और कांक चारनकी। मन्तूर्य हरेवाहरू---আসম এইবার বিষয়েটাডে ক্রমেল করিছে গারি।"

প্রায় ২৩২৪ বংসর কাল দীনেশ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বাংলা বিভাগের কর্ণধার ছিলেন। এই সময় তিনি অধিকাংশ পুত্তকই ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। কিন্তু ভাই বলিয়া বাংলা লেখা তিনি ছাড়িয়া দেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি 'ওপারের আলো', 'নীলমাণিক' 'আলো অ'ধারে', 'চাকুরীর বিড়ম্বনা', 'তিনবন্ধু', 'সাঁজের ভোগ', 'বৈশাখী' প্রভৃতি কতকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। নীলমাণিক নামক গল্পের বইএর বিস্তৃত সমালোচনা বিলাতের Times পত্রিকায় প্রকাশিত হইরাছিল। 'গৃছ্ঞী'র ১৮শ সংস্করণ চলিতেছে।

দীনেশ বাব্র শেষ দিককার সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও কম মৃল্যবান নহে।
তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক অপূর্ব্ব ও
বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৪া৫ বৎসরের প্রাণান্ত চেষ্টায়
এই বইখানি লিখিত হয়। বাংলা দেলের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ-নীতি
ও ধর্ম এবং সুকুমার কলা সম্বন্ধে যাহারা কিছু জানিতে চাহিবেন, এই পুল্তকখানি তাহাদের অপরিহার্য্য সঙ্গী স্থরূপ হইবে। এই একখানি বই পড়িয়া
লোকে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, স্বয়ং দীর্ঘকাল বঙ্গের
পল্লীতে পল্লীতে দুরিয়াও পাঠক সেরূপ তন্ধগ্রাহী হইতে পারিবেন না।
বঙ্গবাসী এই পুল্তক সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, নতুবা অন্ধ দিনের মধ্যে ৪০০০
টাকার পুল্তক বিক্রয় হইবে কিরূপে? বিশ্ববিদ্যালয় এই পুল্তক প্রকাশ
করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্চ হইয়াছেন।

দীনেশ বাবুর অক্সতম শ্রেষ্ঠ অবদান, ময়মনসিংহ সীতিকা (মামান্তর পূর্ববদ সীতিকা)। প্রীবৃক্ত চন্দ্র কুমার দে নামক এক হৃংছ ও ভন্ন-বাদ্যা দুবকের কেনারাম' শীর্বক একটি ক্ষুত্র প্রবদ্ধে উক্ত গটি কডক গড়েলাঠ করিয়া তিনি বুবিতে পারেন বে,বলীয় পদ্মীবাসীদের পদ্ধ বলিবার একটা বিশেষ জলী ভাছে। এই প্রবদ্ধটি ময়মনসিংহের 'লৌরড' নামক একটি পাত্রকায় প্রকাশিক হইরাছিল ও ভাহাতে উক্ত কবিভার মাত্র ৮/১০টি পংক্তি উক্ত ভইরাছিল। দীনেশ বাবু চন্দ্র কুমার দের খোঁক করিয়া লানিলেন, ভিনি অভি নিঃছ, লেখা পঞ্চা সামাক্ষই লানেন, এবং সম্প্রতিক ব্রাকে আক্রান্ত হইয়া একবারে কাজের বাহির হইয়া দিয়াছেন। ঐ কেনারামের মূল কবিভাটি পাওরা

जीवन-कथा अर्थः

বার কিনা, বছ অনুস্কান করিয়াও ডিনি তাহার সন্ধান পাইলেন না। 葉 বৎসর পরে চক্রকুমার কডকটা কুস্থ হইয়া কলিকাভায় আসিয়া দীনেশ বাৰুছ সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি দীনেশ বাবুর অন্তরোধে আরও চুই একট্ট পল্লী স্থীতি সংগ্রহ করিয়া অনিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু বুঝিলেন, এই কবিতা করেকটি খাঁটি সোণার খনি হটতে পাওয়া। চক্রকুমার বাব গ্রাম্য কুবকদের সলে মিশিয়া এই গীতিগুলির প্রতি অন্তরক্ত হইয়াছিলেন. কিন্তু হীনেশ বাবু যথন তাঁহাকে এইগুলি সংগ্ৰহ করিতে বলিলেন, তখন তিনি ভডকাইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "এগুলি নিরক্ষর কৃষকদের গান, ইছাদের ভাষা পূর্ব-বলের পল্লীর নিতান্ত অমার্চ্ছিত ভাষা, শিক্ষিত সমাজ এসব গান পাঠ করিয়া ঠাট্রা করিবে।" কিন্তু দীনেশ বাবর একান্ত আগ্রহ ও আগুবাবুর প্রদন্ত আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়া তিনি অবশেবে এই কার্য্যে উৎসাহ দেখাইলেন। দীনেশ বাবু এই সকল পালাগানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ছটলেন। ইউনিভারসিটির আর্থিক অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। গভর্ণ-মেন্টের সঙ্গে আশুবাবুর নানা বিষয়ে মডান্তর হওয়াডে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী দান বন্ধ হইরা গিয়াছিল, তথাপি তিনি অবিরত দীনেশ বাবুকে উৎসাহ দিলেন এবং প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অন্তবাদ ও বুল কবিডা এই চুই कांश विश्वविकांनायत वार्य श्राकांनिक इटेन। मह्यात देशत्रकी अध्यान পড়িয়া ইউরোপের পণ্ডিত মণ্ডলী বঙ্গীয় নিরক্ষর চাষাদিগের কবিখ-শক্তির পরিচর পাইরা চমংকৃত হইলেন। তংকালীন বলের লাট লর্ড রোনালড লে (বর্ত্তমানে লর্ড জেটল্যাণ্ড) প্রথম বণ্ডের একটি ভূমিকা লিখিলেন এবং বিলাডের বছ মণীবী পণ্ডিত এই গীডিকাগুলির বিশেষ প্রাশংসা করিয়া নানা বিলাডি পত্রিকার সমালোচনা করিছে লাগিলেন। এই সময় স্থীনেশচন্দ্র বঙ্গেশ্বর লিটন मारहर्तक भारी-भीषिकाश्चनि श्राकातम् वारायः क्षक चारवस्य विद्रालयः। এবং সেই আবেদনের কলে করেক সছল্র টাকা সরকারের মন্ত্ররী পাওর গেল। পূর্ববন্দের অভাত দান হইতে এই পল্লী গাথাওলি পাওলা রাইতে লাপিল এবং বিতীয় ভাগে ইহার মহমনলিংহ গীতিকা নামন্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া "পূর্ববন্দ গীডিকা" নাম দেওয়া ছইল। কুর্মী আরও অনেক আরিরা স্কুটিল। দীনেশ বাব বিস্তারিত ভাবে লিখিত উপবেশ দিয়া ইচাবিকতে হক্ষরতো

শীতিকা সংগ্রহ করিতে নিবৃক্ত করিলেন। সংগ্রাহকদের মধ্যে প্রধান

ক্রিবৃক্ত চন্দ্র কুমার দে ছাড়াও জীবৃক্ত আশুতোর চৌধুরী, বিহারী লাল

চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি আরও কয়েকজন উৎকৃত্ত গীতিকা সংগ্রহ করিরাহেন।

কৃত্র ও বলার্থান সমেত, চারি খণ্ডে (৮ ভাগে) গভর্ণমেন্টের অর্জেক আর্থিক

সাহাব্যে এই গীতিকাগুলি বিশ্ববিভালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই

করেক খণ্ডে মোট ৫৮টি গীতিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের প্রশংসা

বে কিরুপ উচ্ছাসপূর্ণ ভাহা নিয়োজ্বত কয়েকটি ছত্রে প্রভিপন্ন হইবে:—

#### রবীক্রনাথ লিখিয়াছেন-

"বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মলল কাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের করমানে ও ধরচে ধনন করা পুক্রিণী, কিন্তু ময়মনসিং গীতিকা বাংলা পল্লীজ্বদরের গভীর স্তর থেকে বত উচ্চ্বৃসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার ব্যক্ত ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিশ্বত রসসৃষ্টি আর কধনো হয়নি। এই আবিক্বৃতির ক্রয়ে আপনি ধন্য।"

একটি বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-সমালোচক লিখিয়াছিলেন-

"এই গীভিকাগুলি জগতের সাহিত্যের প্রথম পংক্তিতে স্থান পাইবে এবং মূগে মূগে ভবিষাৎ বংশীয় পাঠকের। ইহাদের নব নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবে, নারী চরিত্রগুলি সেক্ষণীয়র ও রেসনির রমণী চরিত্রের মত রুরোপের ঘরে ঘরে পাঠ হওয়ার যোগ্য। মেটারলিজের নাটকে পুঁৎ বরা বায় কিন্তু এগুলি একবারে নিপুঁৎ।"

বিলাভের স্থবিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সমালোচক সার **উইলির**ম রখন্ টাইন্ লিথিরাহেন, "অজস্তা, বাগ ও ইলোরা প্রাভৃতি স্থানে বাহা চিত্রিভ দেখিয়াহিলাম, ভারতনারীর সেই অপরূপ রূপ বঙ্গপল্লী-স্থিতিকার জীবস্ত হইরা উঠিরাহে।"

নিলভা লেভি বলিরাছেন—"আমানের শীতার্ড প্রকৃতির ক্রোড়ে বনিরা মছরা পাঠ করিরা মনে হইল, ভারতের উষ্ণ আবহাওরার শীত ও ফান্ত ব্যস্তুর কৃত উপভোগ করিতেছি—নায়ক-নায়িকার প্রেম-কথা অপূর্ক পরিবেটনীর মধ্যে কি ফুলরভাবে বিকাশ পাইরাছে !" অধ্যাপক ভাঃ টেলা ক্রেমরিশ লিশিয়াছেন—"মছয়ার অমুবাদ পড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া আমি ডিনদিন করে ভূপিয়াছিলাম। এই ডিনদিম বথে ভাগরণে কাব্যের নদের চাঁদ, মছয়া, পালছ সধী ও হোমরা বেদে আমি বেন চক্ষে দেখিয়াছি। সমস্ত ভারতীয় সাছিত্যে আমি বছয়ায় ভায় আর একটি গয় পড়ি নাই।"

বলের ভূতপূর্ব্ব শিকা বিভাগের কর্তা মি: ওটেন লিখিরাছেন, "মিলের ধোঁয়া ও ধূলি বালিতে আছের সহরের মলিন আকাল দেখিতে অভ্যন্ত চকু বলি সহসা পূর্ববলের অবাধ নদ নদী ও মুক্ত আকাল বাডাসের সম্মুখীন হয়, তবে তাহার মনের ভাব বেমন হয়—কৃত্রিম ও পাণ্ডিভ্যের আভ্যন্তপূর্ব সাহিত্য পড়িয়া ক্লান্ত মন এই জীবন্ত পল্লীগীভিকা-পাঠে ভেমনই ভৃত্তি লাভ করিবে।"

এ্যামেরিকান সমালোচক এ্যালেন লিখিলেন, "এই দ্বীভিকাশুলি পাঠ করিয়া মনে হইল বাঙ্গালী জাভি যৌবনের ক্ষুর্ত্তি কিছুমাত্র হারায় নাই, বহু সহত্র বৎসরের সংস্কৃতির পরে ভাহারা আজও পাশ্চাড্য দেশের লোকের মত সক্রিয় ও জীবন্ত আছে, ইহাদের সঙ্গে আমাদের আভিছ ও ভাব-সায়্য এই দ্বীভিকাশুলি পড়িয়া আমি বিশেবভাবে উপলব্ধি করিলাম। যে পরিমাশে এই প্রাচীন দ্বীভিকাশুলির মর্ম্ম বঙ্গীয় পাঠকেরা গ্রহণ করিছে পারিষে সেই পরিমাণে ভাহারা ভাবী উন্নভির পথে সিছিলাভ করিতে পারিষে।"

দর্ভ রোণান্ডনে (মারকুইন অব কেটল্যাণ্ড) নিবিলেন, "আমানের প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তারা একেশের লোকের চরিত্রের পরিচয় ভাল করিয়া আনিতে চাহিলে ভাহাদের প্রভ্যেকের এই গীতিকাগুলি ভাল করিয়া পাঠ করা উচিভ।"

বছ সুদীর্ঘ সমালোচনা ও মন্তব্য হইডে উপরে অভি সামান্ত করেছ হত্র উদ্বত হইল।

গত বংসর প্রাসিত্ব করাসী সেখক রেঁশিয়া রোঁলার বিহুবী ভাগিনী দীনেশচল্লের এই পদ্ধী-দীতিকা হইতে দশটি দীতি করাসী ভাষার অনুধারিত করেন। প্রাসিত্ব চিত্রশিল্পী মিসেস এয়ান্তি, পারকস্স হলব্যান এই সুভক্ষানি নানা চিত্র পরিশোভিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। করাসী বেশে এই পুত্তকথানি বিশেষদ্ধণে আদৃত হইয়াছে, এবং এই গীতিকা-গুলির মর্শ্মকথা এবং ইহাদের উচ্চ প্রশংসা রেডিও যোগে করাসী দেশের সর্ব্যক্ত বিঘোষিত হইরাছে। এই হঃসময়েও গীতিকাগুলির সুইড়িস ভাষায় অনুবাদ হইবার কথা চলিডেছে।

দীনেশবাবর পাণ্ডিতা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে স্বদেশে ও विकास विकास करमश्रमीत माथा विभिष्ट कान नियादः। माएएनिन त्केला डाँगारक Savant अर्थार चार्गाश विनया छेटाच कतिया সংক্রেপে ভাঁহার জীবনী ও ভদর্চিত পুস্তক-তালিকা প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তি সর্ববাদিস্বীকৃত চইয়াছে। প্রথম বোরনে যিনি বাংলার গুপ্তপ্রায় শত শত প্রাচীন গ্রন্থ আবিকার ক্রিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রোচ বয়সে বিনি বৈক্ষব সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বাংলা ও ইংরেজীতে বক্ত সরস প্রবন্ধে চৈডক্রজীবন ও রাধাকুক্ত-লীলা স্ফললিভ ও মর্ম্মন্সর্লী ভাষায় লিপিবছ করিয়াছেন.—বাছকো যিনি বঙ্গদেশের জাতীয় জীবন ও ডাহার শিক্ষা সংক্রান্ত, এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মনৈডিক ও অর্থ নৈডিক প্রভঙ্জি বিবিধ বিৰয়ের ধারাবাছিক ইডিছাস লিখিয়া যদস্বী ছইয়াছেন এবং জীবন সায়াহে যিনি বঙ্গপল্লীর অপূর্ব্ব সম্পদ পল্লী-গীডিগুলি প্রকাশিত করিয়া বঙ্গাহিত্যের একটা নুতন দিক উদ্ধানিত করিয়াছেন,—শৈশব হইতে জীবনে যিনি কোনদিন বিশ্রাম প্রার্থী হন নাই. বাঁহার রচনার লালিত্য ও মধুর ভাবা পাঠকের মর্মা স্পর্শ করিয়া শতবার চকু অঞ্চপ্লাবিত করিয়াছে— ভাঁহার প্রতি বাঙালীমাত্রেই কৃডজ্ঞতা পালে আবদ্ধ। লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকা একদা তাঁহার সম্বদ্ধে লিখিয়াছিল, "কি বাললা, কি ইংরেজী বে ভাষায় দীনেশচন্দ্র লেখেন—ভাঁহার রচনার একটা মর্শ্বন্দার্শী শক্তি সকলেই স্বীকার করিবেন।" ডা: সিল্ডাঁ লেভি লিখিরা**হিলেন,** *বছালে***ণকে** পাশ্চাত্য লগতে প্রচারিত করিবার পক্ষে দীনেশ বাবুর মত আর কোন দেশক সকল প্রচেষ্টা করেন নাই, এবং টাইমস্ পত্রিকার পুনরার লিখিয়া-ছিলেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে পাশ্চাত্য স্বপতে প্রতিষ্ঠিত করিবার ৰক্ত দ্বিনি বাহা করিয়াছেন, বরং রবীজনাথও ডাচা পারেন নাই।

পারী-সীভিদাঙাল লইয়া তিনি "পুরাডনী" নামক সন্থাতি প্রকাশিত পুলকে লিখিরাছেন—ইহাতে বলীয় প্রাচীন মুসলমান মহিলাদের আনর্ল জীবনী লিখিত হইয়াছে এবং এই পুতকে বে সকল ছিল্পুরম্পীর কথা প্রচারিত হইল তাহা পড়িয়া পাঠকগণ দেশের মেরেদের বর্মণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দীনেশবাব্র আর একখানি স্থলিখিত বাংলা পুতক "পদাবলী মাধুয়্য" এবং বছপ্রে লিখিত 'রেখা' নামক একখানি পত্ত প্রছ। দীনেশবাব্ বে কত প্রবদ্ধ সাময়িক, মাসিক ও দৈনিক পত্তিকার লিখিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নির্দিয় করা কঠিন।

যে বংসর প্রিষ্ণ অব্ ওয়েলস্ কলিকাতা বিশ্ববিভালয় প্রান্ত "ভান্তপন্ধ অব লিটারেচার (ভিলিট)" উপাধি গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিভালয়কে সন্মানিভ করেন, লেই বংসর লর্ড রোণান্ডসে, সিলভা। লোভ, প্রান্তভি ৭৮ অন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সঙ্গে তিনজন বালালী ভান্তার অব কিলজপি ও ভান্তার অব লিটারেচার উপাধি বারা সন্মানিত হন;—ব্রক্তেম শীল; অবনীজ্ঞরাধ ঠাকুর ও দীনেশচক্র সেন। দীনেশচক্র ভারতমহামণ্ডলী কর্তৃক "পুরাত্তব বিশারদ" এবং নবদীপ বিছৎমণ্ডলী কর্তৃক "ক্বিশেষর" এবং পভর্শনেক কর্তৃক "রায় বাহাছর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

বাঁহার। দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যিকগুণে আকৃষ্ট হইরা তাঁহার অন্তরক্ত বন্ধু ও জীবনের চিরসহায় স্বরূপ হইয়াছিলেন, তন্মব্যে টাটুটারী সিভিলিয়ন বরদাচরণ মিত্র, আগুডোব মুখোপাধার, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মারকুইস অক্ জেটল্যাও, ডাঃ জে ডি এগুর্সনি, সম্ভোবের রাজা প্রমধনাথ রাম্ম চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য।

আচার্য্য দীনেশচন্দ্রের কর্ম-শক্তি ছিল অসাধারণ, শেব বরুলে অতিরিক্ত পরিক্রমে ডিনি ভয়খাছা ও করালসার, ডথাপি রাড্রদিন ডিনি সাহিডাের জভ ক্রম করিরাছেন, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তকে বৌবনােচিড সরস্তা, ভাবমাধুর্য ও করুল রস শেব পর্যন্ত উৎসারিত হইরাছে, জীর্ম ও কর পর্যন্ত কর্মা আহিছ লাহার আহাত সহস্তা, ভাবমাধুর্য ও করুল রস শেব পর্যন্ত উৎসারিত হইরাছে, জীর্ম ও কর পর্যন্ত করিরা তিনি অক্তম রস্বারা আলভভাবে বিভরণ করিরা গিরাছেন। এই পুত্তকে বে সকল নারীচরিত্র প্রকত্ত হইল, ভাহা

ক্লীর পরীদীতিকা হইতে স্থলিত। মূল দীতিকাগুলি পূর্ববলের পাড়া-সেঁরে ভাষার লিখিত,—ভাষা সকলের সহজবোধ্য নহে। দীনেশ বাবুর সহজ ও সরল ভাষার লিখিত এই উপাধ্যানগুলি সকলেই উপভোগ করিতে পারিবেন, আশা করা যায়।

वाक्तिशृष्ठ कीवत मीत्मारुख्यत यु मनामात्री. नित्रह्यात, छेनात, স্লেহদীল, ও সরল মানুষ খব কমই দেখা যায়। এই আত্মভোলা মানুষটির কাছে সাহিত্যই ছিল ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক। জীবনের শেষ মুহুর্ত্ত পর্যাস্ত সাহিত্য-বিষয়ক চিস্তায় তাঁহার চিন্ত আচ্ছন্ন ছিল। ১০ নভেম্বর কালীপঞ্জার রাত্রে 'বাংলার পুরনারী' সংক্রাম্ভ শ্রুক দেখা ও লেখা শেব করিয়া ডিনি অকুস্থ হইয়া পড়েন; ২০শে নভেম্বর জগজাত্রী পূজার দিন সন্ধ্যা সাভটার ভাঁহার জীবনান্ত হয়। অসুস্থভার মধ্যেও ডিনি প্রায়ই আমাদিগকে ভাকিয়া পাঠাইয়া এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিছেন, স্কান হারাইবার কিছুক্রণ আগে তিনি আমাদের জানান যে বইখানি তিনি রবীজ্রনাথকে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করেন। মৃত্যুর ছদিন আগে নিজের পরিবারবর্গের ভবিশ্বত-চিস্তায় ডিনি বিচলিত হন এবং অভিক্রমে উঠিয়া বসিয়া একখানি চেক্ সই করেন। এই অস্থাধের প্রারম্ভ ছইছেট ভিনি বেন বুৰিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার এ পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হইয়াছে। দীনেশচক্র কুল বড় ভালবাসিডেন। মুড়ার দিন বেলা ছুইটার সময় ভিনি বলেন, "আমার জন্মে সুবাস দেশী কুল এনে দাও, সাদা কুলের পদ্ধ ভেলে আত্তক আমার খরে। দরজা জানালা সব পুলে দাও, আলো আত্ত্বক, বাডাস আমুক।" মৃত্যুকে ডিনি বরণ করিয়াছিলেন, একাস্ক সজ্ঞানে, . শান্ত সমাহিত উদ্বেগহীন নির্বিকার চিত্তে।

## ভূমিকা

এই পুজকে বে কয়টি প্রাচীন বুগের বল লকনার আখ্যারিক। প্রথম হইল ডাহাদের মধ্যে রাণী কমলা সম্বন্ধে আমরা হইটি পর্রীণীতি পাইরাহি, প্রথমটিতে তাঁহার নামে একটা বৃহৎ দীঘিকা খনন করিতে রাজ্যকের রাজীর অন্তরোধ, দীঘি খনিত হইলেও জল না পাওরা বাওরার ওকোজারের জন্তু রাণীর আত্ম-বিসর্ক্তন এবং বিরহ-বিধুর রাজার পত্নী-শোকে মৃত্যুমুধে পতিত হওয়া। বিতীয় দীতিকাটিতে সংক্ষেপে পূর্বোক্ত আখ্যারিকা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উপসংহারে জল্পবাড়ির ভূঞানরাজা দীশা খাঁ কর্তৃক শিশু রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া বাওয়ার বৃত্তান্ত এবং স্ক্র্মারকে গাড়ো প্রজাদের অসমসাহসিক চেষ্টার কলে কুয়ারকে উজার করার কথাও দেওয়া হইয়াছে।

এই গীডিকাগুলির মধ্যে কান্ধলরেখা ও রাজা ডিলকবসন্তের উপাখ্যান । অনেকটা কল্লনামূলক।

কালদারেখা ধর্মমতি শুকের মূখে উপাদেশ শুনিভেছেন এবং সন্থানী কর্তৃক সূ<sup>\*</sup> চ অভুতভাবে জীবনরকা প্রভৃতি ঘটনাবলীর মধ্যে অপ্রাক্তিক কথারই প্রাধান্ত—বান্তবভার সক্ষে ভাহারের সম্পর্ক আরু । রাজা ভিলক কসন্তের আভিথি-বেশী কর্মাপুক্তবের অভিশাপে বনবাস, সূলা রাশীর স্পর্শ যাত্র আবদ্ধ ভিজার জলে ভাসা, ইউমত্র শবণ করিয়া রাশী নিজ বেছে কুঠ রোগের আবির্ভাব করা, রাজা ভিলকবদন্তের প্রার্থী বাজানে বীর চন্দ্ দান, রাশীর স্পর্শে চন্দ্প্রান্তি ইভ্যাদি অসৌভিক ঘটনার ছড়াছড়ি।

এই চুইটি কাহিনীতে নিছক কয়নার খেলা দেখা বার। বিশ্ব কলীর ক্ষটির মধ্যে একটা বিবয় লক্ষ্য করিবার আহে। বাজালী যাহা কয়না দিয়া আরম্ভ করে বীরে বীরে ভাবা গুলাইরা সভ্যকার বিশ্বরে পরিশত করে। শিশু বেমন ব্যবের বাহিরে স্কুটিরা খেলিরা কর্মন জ্ঞান্তি বোধ করে তখন বাড়ীতে আনিরা যা কি বিবিশাক কাক্ষ্যাইরা ব্যৱির থেকত বাঙ্গাল্য উপভোগ লা করা পর্যন্ত পারি পার না, বাংলার প্রাচীন লেখকেরাও সেইরপ অবান্তব ও অপ্রাকৃত কথা দিরা বে সকল বিষয়ের অবতারণা করে তাহা অচিরাৎ বান্তব জগতের কথার পরিণত করিয়া খাঁটি বস্তব-রস বারা তাহা জীবন্ত করিয়া তোলে।

এই ছুইটি কাহিনীতেও এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরছে ছাজল রেখা কডকগুলি অলোকিক কথার একটা রহস্তের মত আবিস্তৃতি ছুইল। সে নাকি পিতার সংসারে থাকিলে সংসারের সর্ক্রাশ হুইবে, তাহাকে মৃত স্বামীর সহিত বিবাহ দিতে হুইবে। এই অসম্ভব অপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে তাহার আবির্ভাবের পরিকল্পনা এবং ইহার ভবিত্তৎ বাণী করিলেন একটা বনের পাখী। সেই পাখীর কথায় একান্ত নির্ভরণরায়ণ ধনেখর সাধু তাঁহার জ্বদয়ের মণি-মাণিক্যের হারের মত ছুলালী ক্যাকে নিঃসহারভাবে ভীবণ জঙ্গলে একটা শবের পার্বে রাখিয়া গৃহে প্রভাগেমন করিলেন।

অর্লোকিকভার উপর এইখানেই একরূপ তৎসময়ের জক্ত যবনিকা পড়িল এবং তাহার পরে কল্পনার অনুস্থা সলিল-ডল হইতে জন্মিলেন সভ্যকার কাজলরেখা। যে সকল কল্পনার আবর্জনার মধ্যে তাঁহার জন্ম এবার ডাহার কোন চিহ্ন তাঁহার মধ্যে নাই—ডিনি একাস্কভাবে রমণীকুল-লাম্বন দেবী মূর্ত্তি, তাঁহার অমলংবল রূপের মধ্যে আবর্জনা বা কর্দ্ধমের লেশ নাই--ডিনি পুনঃ পুনঃ অভি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন ছইডেছেন এবং সোনাকে পুনঃ পুনঃ কৰিলে যেরূপ ভাহার রূপ আরও ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ সেই সকল পরীকার উত্তীর্ণ হইরা ডিনি উজ্জলতর হইরা দেবী প্রতিষা হইরা উঠিলের। <del>কৰণ</del> দাসীর চফ্রণন্তে, যিনি ছইবেন রাজরাণী তিনি ক্**নি**টা ছইলেন। এড বড় বিড়ম্বনা সহু করিয়াও ডিনি চুপ করিয়া রহিলেন, ডিনি বুদিকেন, ভাঁহার প্রতি দৈব বিক্লছ—ইহার প্রতিকৃলে গাড়াইলে ডিনি জনী হইতে शांतिरक ना । व्यत्नक निर्दर्भावी लाटक विठातानरत सानि कार्ड कुविका পাকে, এবং পুনী নির্দোধী হবরা মুক্তি পার। এইবন্ধ স্কার্থ हिल्लम यथन वृत्तित्व, जूबि न्यनृष्टेत त्करत शिक्षताच, क्रांच औ ৰক্ষকে ঠেকাইডে বাইও না, resist no evil. স্বাল্য জীয়াৰ মার। জীত চালীর হাতে কড় লাছনা পাইডেজেন, বি

হাসি মূখে বিব সিলিরা কেলিডেছেন। বখন অহেছুক অভিবোগে ভিনি
নির্বাসিত হইলেন এবং তাঁহার পরম হিডেবী শুক পাখীও তাঁহার বিরুদ্ধে
সাক্ষী দিলেন, তখন তিনি বৃবিলেন, অবস্থা এখন দৈব-নির্বন্ধিত।
সকলের জীবনেই এইরূপ ছুঃসময় আসে। তখন বন্ধু শক্ত হয়, বাহা দিবালোকের জার সত্য, তাহা কোরাসার মত মিখ্যা ও ভিনিরাবৃত হয়—এইরূপ
সময়ে পরের উপর রাগ করিলে কি হইবে ? ভিনি কাহারও উপর ভোল
রাগ করিলেন না। নির্বাসনের সপুটা তাঁহার প্রাণে বেশী দাপা দিল—
এড কটের মধ্যে এইটুকু স্থুখ তাঁহার হিল, খানীর মুখখানি দেখা।
ভগবান তাঁহাকে এই প্রথাক হইতেও বঞ্জিত করিলেন।

কাজল চোধের জল কেলিতে কেলিতে সকলের নিকট বিলায় নিতেছেন। কডটা উদারতা ও ক্ষমালীলতা থাকিলে তিনি কছল দালীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারেন তাহা অহ্মমান করেন। এই ক্ষমা চাওরা সজ্ঞার ক্ষমা গুণ, পাঠক মনে ভাবিবেন না কাজল এখানে ক্ষমালীলতার অভিনয় করিতেছেন। সভাই তিনি দালীর কাছে ক্ষমা চাহিরাছিলেন, এখানে তিনি মানবী নহেন—দেবী। তিনি কোটীখরের এক্ষমাত্র জ্ঞান পূত্র প্রাক্ষর বালালী অনেক মেরেরই ছিল, এক্স এ বিষয়ট লইয়া কেনী কাম মন্তব্য করার প্রয়োজন নাই; বে-দিন তিনি বালের বাড়ীতে চুকিলেন, তখন তাঁহার মাতা লিতার স্নেহ-নিকর্শন প্রতিটিক্ষ বেথিরা বাংসন্তেয় তাঁহার ক্ষম্য জরিরা ক্ষেন, কোন কক্ষে ক্ষিত্রক বা তাঁহাকী ছ্ম থাওরাইডেন, কোন কক্ষে ভ্রম-পাড়ানিরা পান পাক্ষিয়া তাঁহাকি কোনে বালিকার ক্ষম্য মণিত করিরা বে ক্ষমেক কিয়ু তাঁহার ক্ষম্য বিভাকিল কায় বালিকার ক্ষম্য মণিত করিরা বে ক্ষমেক কিয়ু তাঁহার ক্ষম্য নহে—ত্বকা।

শান্তি শ্রীহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কাজত এই প্রভাবে কডকটা আন্ত্রিকটা সেবের অধিনরের নতে বে পভা আরম্ভ করিলেন; লে অধিন্তি শ্রীকা অহুবান করিতে শান্তি, ঠাকের কর্মণ কর্চের করিন, অব্যান্তি বাঁকৃতিয়া ভবন তিনি কিয়াণ আর্থনিগানী হাবের গাইত ভাইর নীরতে অনিভেতিদের রূবং সভাগৃতের অন্ত কোপে অবস্থিত ভীহার স্বানী প্রি ক্লারে প্রতি কি অসীম প্রেমে যন যন দৃষ্টিপাড করিতেছিলেন।

শৃত্যাং একটা অবান্তব কথা—জীবনের কডগুলি মহাসভ্যকে
ক্ষিপ্রপান্তাবে উজ্জল করিয়া দেখাইয়াছে, তাহা শেব পর্যান্ত পড়িলে
পাঠক বুবিতে পারিবেন । কাজল-রেখার চিত্রাহন, রহন-ক্ষতা,
তাঁহার স্ভোল সোম্য-স্থলর মূর্তীতে রাজ্ঞী-জনোচিত মহিমা, তীক্ত বৃদ্ধি, অপার ক্ষমা, এই সকল স্থানীয় শুণরাশির নম্পনবনের কুল দিল্লা কবি আমাদিগকে যে উপহার দিয়াছেন, সেরপ একখানি চিত্র আধুনিক কেহ দিতে পারিবেন না—বেহেড় সে পুরাতন আবেষ্টনী এখন আর নাই—এখন ক্ষমাশুণ ও সহিক্তা এ বুগে ভাহাদের মূল্য হারাইয়াছে।

ডিলকবসন্তের চিত্রে ও রাণী স্থলার চিত্রে এইরূপ অবাস্তুবের 🖦 বান্তব রস উত্তেকের স্থবোগ দিয়াছে। স্থলার প্রেম 🛰 বীর পারিজাত-কুত্বম—কাঠুরিয়া ও কাঠুরাণীরা যখন তাঁহার হর্দশা দেখিঁরা অঞ্জারাক্রান্ত কঠে তাঁহাকে সান্ত্রনা দিতেছে—তখন রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেহেন, আমার নিজের দেহের মুধ-জুংখ-বোধ কিছুমাত নাই, ভোমরা আমার মাংস কাটিয়া হি'ড়িয়া কেল ভাহাতে আমি ছঃখ বৌৰ করিব না, কিন্তু যিনি রাজ্যেরর, বাঁহার মাধায় সোনার ইন্স ছিল, শভ শত কিছর বাঁহার সেবায় ব্যস্ত থাকিত, সেই **সহারাজ আজ** ভিন দিন ভিন রাঝ ভোলানাথের মন্ত কুধার আলার বনে বনে বেড়া-ইডেছেন, আমি উচাকে বাইবার জন্ত একটু কিছু দিডে পারি দাই, এ কট বে খনছ**় কি ফুলর এই পঞ্জে কা**ট্ট-নিলা কাঠুলাণীনদের হবি! ভাহার কেঁচ পাছের পাছার টোপাল ভাহাকে জল নিডেকে; কেন্ত সধুর চাক ভান্ধিরা রাষ্ট্রকে রল वाक्तारेट्टर, त्वर राजनी राज याजन कविरक्टर, त्वर या शास दोव कतिका कॅनिएक्टर। कांत्रभव कांश्रेतिकांवा अकरण विकिता कि আনদে বাবি দিন দানিবী সাহ, ডান ও পাডার রাজা ও আছিল क्षक स्ट निर्दाण कविता किए।

স্তমাং আনরা পূর্বে বাছা বলিরাছি লে কথা গুলারাল হইটাছে বে আবাতব পরগুলি বালালী-কবিষের হতে পড়িয়া এই দেশের অনুরাপ্তানির্চা ও আদর্শ জীবনের প্রেরণা পাইয়া দেব-দেরীর মৃতিতি পরিবত্ত হইয়াছে। এই গীতিগুলির অপ্রাক্তত অংশ ওগু শিশুদের মনোরন্ধনের উপবোগী হয় নাই, তাহা আপামর সাধারণের উপজোগ্য হিতপর্ভ আখ্যারিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বনের কলমূল দিয়া কবিরা দেবভোগ ও দেবনৈরকা স্তি করিয়াছেন।

রাণী কমলার গয়ে কিছু অংশ অপ্রাকৃতের সঙ্গে বর্ণিত হইরাছে। ক্লিন্ত ঘটনার ভিত্তি দুঢ় সভ্যকার ইতিহাসের উপর প্রভিত্তিত। কৰি वाखव कारिनीवित व्यक्तिक धकी कवि-कन्ननात मोलर्या-कुरत्केत्र शक्ति-বেষ্টনী দিয়াছেন, ৰাহাতে ৰান্তব স্বৰ্গীয় জ্যোতি লাভ করিরা স্থূপর হইরাছে। আঁধা বঁধুর গল্পে অলোকিক কিছুই নাই—তথাপি বাক্তৰ कबर्ट असन कह ७ असन व्यवज्ञिनीत शतिकत्रनात गृहोच कुट्टर्ग छं, বলৈ হয় এই কাব্য-কথা যেন বাংলার বানীর একটা ভর। রাজকর্তা পজিকে ছাভিয়া বাহিরের ভাকে বাহিরে পিছনে বাইভেছেন, আছের যনে বে অনুৱাগ ছাছিবাছে ডাহার শক্তি এড বড় বে ভিনি প্রাণাপেকা প্রিয় বাঁশী নদীর কলে ভাসাইয়া দিডেকেন, কবি লক্ষ্য কৃত ঘটনীই ঘটাইডেকেন রাজা ব'াশী শুনিয়া অর্থেক রাজহ ভিপারীকে দিরা কেলিভেছেন, সভীকস্তা স্বানীকে ছাড়িরা স্বস্থীর वक भारतुक्तरवा भिक्टन थिक्टन वांकेटकटकु-किक धारे नवकः नाकीः কিক লীলার কোনও স্থানে এক কিকুও মনে আঘাত করে 🐗 नकन मृक्षरे स्थर; स्वार, पश्चान-वाक्ष्य । अविदय अविदय निक्कि ভাতার নীতি কৰা ভূলিয়া বান, পণ্ডিত ভাঁহার পাল ভূলিয়া अकाश इदेशा (भारतम । वांचित चूस अमनदे विष्ठे व शिक्क নীভিবিং, ইভিহালয়া ও দান্তকার সকলে কোনা বৰিয়া গুৰু তেইছা এই ছারস নোহে ধর বেন। রাজকরা শীর পভিত্র বাছি<del>র</del> त्यानन कान मारावर महिरात १ और और एक प्रतिरक संस्था **에**제 포 :

অক্সান্ত গল্লের সকলগুলিই বাস্তব। হৃথের বিষয় নিডান্ত অলিক্ষিডের হতে মাণিকভারা চরিত্রটি বেভাবে ফুটিডে আরস্ত করিয়াহিল, ভাহার সমাধান পাইলাম না। এই রমণী চরিত্রে বাঙ্গালী-নারী তথু সাধ্বী কহেন—শক্তিত্বরূপিনী, তিনি তথু স্বামীর কণ্ঠলয় হইডে বা ভাহার ক্টিভা-সঙ্গিনী হইডে শিখেন নাই, অলোকিক বীর্য্যবন্ধা ও উত্তাবনী শক্তিতে তিনি আমাণিগকে বিশ্বিত করিয়া দিয়াহেন। এই পল্লটির মাত্র তিনভাগের একভাগ পাইয়াহি, বঙ্গের পল্লীরসক্ত এমন কেছ কি নাই, ইহার অবশিষ্ট অংশ উদ্ধার করিডে পারেন ?—আমি যে এখন পক্ষপৃত্ত জটার্, না আহে দৈহিক শক্তি, না আছে জীবনী-শক্তি।

ষ্ণক্তান্ত আখ্যায়িকা সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকের প্রতি গল্পের উপসংহার ভাগে আমার বক্তব্য বলিয়াছি।

বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতি কি উপাদানে গড়া এই পরগুলিতে ভাহার অভাস পাইবেন। বাঙ্গালী যে সমূত্রে ও বড় বড় নদ নদীতে ডিকা পরিচালনা করিতে দক্ষ ছিল—ডাহার প্রমাণ এই গল্পগুলিডে প্রচর পরিমানে পাওয়া বাইবে। তথ এই গল্পভালিতে কেন, প্রাচীন কল-সাহিত্যের অলিগলিতে লে প্রমাণ অকল ! বাংলার ছোট ছোট মেরেরা বে সকল ব্ৰড ও পূজা করিত—তাহার একমাত্র সক্ষ্য হিল—ভাহাদের সমূত্র-প্রবাসী বগনগণের বিদেশে নিরাপদ-বাত্রার বস্তু প্রার্থনা। ভাছদি প্রকৃতি ক্রভের কথা পড়িলে পাঠক বৃদ্ধিতে পারিবেন, ছোট ছোট মেরেরা ভাহানের কচি কচি হাভ জোড় করিয়া দেবভাদিগকে সম্বাভৱে প্রার্থনা জানায় বেন বড়-বৃত্তি থামাইরা হিংল্র পশুদের আক্রমণ চুইডে রক্ষা করিয়া ভাঁহার। পিডা প্রাডা ও স্বামীদের বাড়ীতে কিরাইরা দেন। নদ নদী, वम वानाम, वाच छानूक, शब्दा छि, देशताहे और कुछ निकासन দেৰতা, ভাষাদেরই ছবি আলপনার জীকিয়া ভাছারা খড় খড বার প্রশাস করিয়া কড়ও জীব জগভের সব কিছুর প্রাণ প্রভিষ্ঠা করিভেছে, ইহারাই ভালের চোণে শব্জিকার দেবতা, ইহারা যদি ভূপা **করি**রা দেই প্রাণপ্রির ব্যাণগণের কোন অনিষ্ট না করেন, অবেই ভাষারা ভাঁহাদের কিরিরা পাইরা ভাদের ঘর বাড়ী আনন্দ কলরবে মুখরিছ করিতে পারে। দিন রাত্রি ভাহারা বাঘ, ভালুক, জল-প্লাবন বড় ও উভাল ভরকের কথা ভাবিতেহে এবং ভাহারাই ভাহাদের ইট দেবতা হইরা এভ উপলক্ষে প্রভাজ দেখা দিতেহে, ইহাদেরই রূপ ভাহারা পিঠালী দিরা আলপনার আকিতেহে, ইহাদেরই নাম করিয়া ভাহারা গালে স্লান করিয়া প্রার্থনা করিভেহে, কলার কাণ্ডের ভিলিকে সাজাইয়া জলে ভাসাইয়া আখায়ায়গণের শুভকামনা করিতেহে। বংশীদাসের মনসা দেবীর ভাসারে, বিজয় গুপ্তের মনসা মললে, চণ্ডীমললগুলির ছত্রে এই সমুজ যাত্রার কথা আহে, কিন্তু বিশেষ করিয়া বিস্তারিত ভাবে পল্লী-যাত্রীদের সমুজ্ব ও বিশাল নদ নদীতে যাত্রার কথা এই গলগুলতে পাওয়া যায়।

এই গল্পগুলিতে বাংলা-মাটির একটা চিন্তাকর্যক আণ আছে—ডাছাই পাঠককে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিবে,—ভাজ মানে কেরা, কৃষ্ণ এবং কেলি-কদম্ব, বসন্তকালে মালতী, জবা, নব-মল্লিকা, শরৎকালে কুমুদ, পদ্ম ও জল-কজ্ঞার প্রভৃতি চিরপরিচিত ফুলের গদ্ধে চিনাইরা দেয় যে কবিগণ বাংলারই কথা বলিতেছেন। বর্ষার বর্ণনা যে কত প্রিয় ও প্রেমিকের ছাদয়ে কিরপ আবেগ আনয়ন করে তাহা পূন: পুন: কৃদ্ধ ও লীলার গদ্ধে চিত্রিত দেখা বায়।

এই গল্পগুলির সর্ব্বে বিল খাল, গাঙ্চিল, কেরাবন ও নিগ-রুক্ক—
এসমস্তই পূর্ববন্ধের বর্বাকালীন চিত্রপট মনে জাগাইডেছে,—লাকলালারের
কল্পা কমলার বাল্যকালের স্থৃতিতে বন্ধদেশ কি মধুর ভাবে জঞ্জি
ছইরা আছে—ভাহা পড়িয়া পড়িয়া মনে ক্লান্তি আলে না, প্রজ্যেকনারেই নুজন বোধ হয়। বাল্যকালে এই দিনে মাতা ভালের পিঠা তৈনী
করিডেন, ভাত্র মানে এই দিনে মনসা দেবীর পূজায় কড লোক নব বন্ধ পরিক্কা
ভাহাদের পূজা মণ্ডপে আসিড, এখন সেই মন্দির দেবতাপূল, সন্ধার কেহ
সেখানে আর আরভির বাভি ভালে না, বাছভাণ্ড থামিয়া সিয়াছে। বর্বাপের
ক্রম্বেকরা লোনার কসল কাতিয়া আনিত, রমনীয়া শীক বাজাইলা, প্রদীপ
আলাইলা নবালের গান গাহিয়া 'লোকার' দিরা লামী, ভাইদিগকে আগাইলা
ভবে লইলা বাইড এবং আজিনার ক্রমণ কেলিয়া মজলোৎসক করিড।

কৃষি-এথান বছদেশ—এই গানগুলির সর্বত্ত আমাদের নরনগথে দেখা দিক্তের।

বস্তুত: এই গল্লগুলির যে দিক্ দিয়া বাও, যে পথে হাঁট—সব ছানেই বাংলার পুণ্য তীর্থের মাটা। বহুকাল হইল আমরা পানীর মাটি হারাইরাহি, আমরা পাথরের বন্দীশালায় আবদ্ধ, শুক পাখীর মত পিছরের সোনার শলাকাগুলির মূল্য নিরুপণ করিতেছি, কিন্তু কোথায় গেল সেই বৃথি ছাতি কুন্দ করবা রক্তাশোকের খেলা, কোথায় গেল সেই সন্ধামালতী, নব-মল্লিকা ও চাঁপা কদত্বের সন্ভার, সেই ধারাহত পচ্ছালের আণ, কদত্বের শোভা এবং দিগন্তাশিহরণজাগ্রতকারি কোকিলের সেই অ্মিট কাকলী ও অমর ভারবণ—এই কথা-সাহিত্যের মূকুরে, পুরাতন বঙ্গপল্লী, অধুনাবিল্প্র সমাজ ও বজের চির-নবীন খ্রামল জী আবার দেখা দিয়াছে। এই দৃশ্রক্তি একত্ব আমাদের এত প্রিয় ও এত স্নেহ মাধানো।

গ্রন্থলির যে আদর্শ-ভাহাও বালালী-প্রভিভার বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক---এমন গিরিকাস্তার নদনদীপ্লাবী প্রেমের বক্সা অক্স কোন দেশে কোন কালে আসিয়াছে কিনা জানিনা। বাজালীর বাছা কামা—ভাছার জন্ম সে না করিতে পারে এমন কিছু নাই। তাহার দেহ মন মাটির পুতুলের মত উৎসৰ্গ করিয়া সে কাম্য বস্তুর সন্ধানে অতলে ৰাপাইয়া পছে। **এই छेमाम १७ -- मत्नद्र এই প্রাণাম্ভ চেষ্টা বাংলা দেশের মাটির। वाङ्गाली** অলভার-শাল্ত হাতে লইয়া তাহার ছাঁচে ভালবালার আনর্শ গভে নাই। ভাহার প্রেম কোন শান্তের ধার ধারে না, প্রপরিনী ভাহার স্বামীকে কম্বের উপর ভাহার প্রণয়ীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পারে—"ডিন সভ্য কর ছুবি আমাকে এ লোককে দিয়া দেবে।" বে দেশের রমণী কুঁড়িকুলের সভ, মনের কথা মুখে আনিতে যাহার বাধ বাধ ঠেকে, সেই লামশীলার এ কি चाबीन प्रकार चिक्रनाव ! य भरव वाजानी हिनाद दन भरवह स्वद नाहे । প্রথের বিপদ দেখাইয়া তুমি ভাহাকে থামাইতে পারিবে **না। সে পর্বত**, সমূজ ও শত বাধাবিছের ভয় রাখে না। সে নি**ভাঁক পথিক ভারার** পৰের গণ্ডী নাই, সে গণ্ডী স্বীকার করে না, গণ্ডীর ধর্ম মানে না, সে পূঁ বির কুলি ৰলে না, সে শিখানো কথা আহুতি করে না। সেরপ বালানী, বাহারা বাঁটি বালালী—ভাহাদিগকৈ যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, ডবে এই পল্লগুলিতে পাইবে। কাজলরেখার মত থৈহাঁ কাছার, মলুয়ার মত আছকিলক্তন কাছার, মহুয়ার মত সত্তউদ্ভাবনশীলা, সব কর্ম্মের কর্মী, প্রোমের জভ সর্ববিহারা নায়িকা কোখায় ? ইহাদের অঞ্চ কি শেব কইয়াছে ? ভাহাতে যে শিলা গলিয়া যায়, এরাবত ভাসিয়া যায়—সেই সকল শক্তিমতী নারীরা কোখায় গেলেন ? তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই কি আমরা হীনবীর্ম্ম হইয়া পভিয়াছি ?

এই পদ্মীকাহিনীগুলির ভাষা খাঁটি বালালীর ভাষা, তাহা আধ সংস্কৃত আধ ইংরাজীর খিচ্ড়ী নহে। যে ভাষাকে আমরা মাড়ভাষা বলিরা ভানি, ইহা সেই ভাষা। এই ভাষার বল ব্রাইব কিরপে? মাড়ভাজের সজে যে ভাষার শিক্ষা হইরাহিল, ভাহা মাড়জেহের মডই অপূর্ব্ব লান, পাঠক দেখিবেন, মনের সমস্ত কথা এই ভাষায় যেমন বোঝান বার, সংস্কৃত সমাস ও আভিধানিক শব্দ চর্যাণ করিয়া তেমন কিছুতেই ব্র্ঝান বার না, এই ভাষাধার করা কথাব লোর চাহে নাই, নিজের ভোবে গাড়াইরা আছে।

মাণিকতারার গল্পে ভাষার কডকগুলি বর্ণবিক্তাস দেখিলাম, বেখানে আমরা 'ও' কার সংযোগে কথা বলিয়া থাকি, সেইখানেই আমরা সংস্কৃত্ত অভিধানের অনুকরণে 'ও' কারটি লেখায় ব্যবহার করিতে ভূলিরা বাই। এই গানটি পড়িয়া এ কথা বুঝিলাম,—ইহাতে নিম্নলিখিত শক্তাল ওকার সংযোগে লেখা হইয়াহে:—

কোম = কম ( "বৃদ্ধি আছে কোম" )
মোডন = মডন
মোন = মন
মোন্দ = মন্দ
পোণ = পণ
জোজন = সজান
মোড = মড
জোন = সড

সোংসার — সংসার গোণক — গণক জোল — জল

এই সকল কথার সবগুলিই পূর্ববঙ্গে 'ও' কার সংযোগে কথার ব্যবহার হয়; পশ্চিমবঙ্গেও কডকগুলি মূখে ও-কার দিয়া কথায় বলা হয়—বিদ্ধ লিখিবার সময় 'মোন' কে মন, 'মোন' কে 'মন্দ' 'যোম' কে 'যম' লিখিড হয়। নিয়প্রেণীর পূর্ববঙ্গের লোকেরা 'হ'-কার প্রায় ব্যবহার করে না। (য়থা—অইয়া = হইয়া, এন = হেন, ইন্দু = হিন্দু, হয়ার = ইহার,) এবং কোন কোন হ্ছানে 'স' অনেক সময়ই 'হ'-ডে পরিণড হয়। জীয় জাতাকে সে দেশে 'শ' কার দিয়া কথা বলে না তৎস্থলে 'হ' কার উচ্চারণ করে। তাহা হাড়া হাজি = সাজি, হাজ = সাজ হাড = সাড প্রেড্ডির বছল প্রয়োগ আছে। পূর্বব দেশে বিশেষ মৈমনসিংহ চট্টগ্রাম প্রাভৃতির বছল প্রয়োগ আছে। পূর্বব দেশে বিশেষ মেমনসিংহ চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে 'ও' কারের স্থানে 'উ' কার ব্যবহাত হয়। যথা, 'ডুল = ডোল, কুণা = কোনা, ভুলা = ভোলা, ওব (হিস) = উব, হোট = ছুট। অনেক হলে 'ট' স্থানে 'ড' ব্যবহাত হয়, যথা হড় = হোট।

অনেক সময় 'ও' কার দেওয়ার জক্ত কবিতার চরণের মিল হয় নাই বিলয়া এম হইতে পারে— কিন্তু বাস্তবিক কবির আঁতির কোন ক্রটির জক্ত তাহা হয় নাই। যেমন 'চূল' শব্দের সঙ্গে 'ঢোল' মিল পড়ে না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, জীহট্ট প্রভৃতি স্থানে উচ্চারণ চোল নহে, 'চূল', মুতরাং লিখিতে যাইয়া আধুনিক রীতিতে ঢোল লিখিলে ও উচ্চারণ কালে 'চূল' বলিলে এই বৈষম্য ঘটিয়া খাকে। কথায় কথায় নিরক্ষর কবিরা মিল দিতেন, লেখা জিনিবটা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না, তাই বখন 'চূল' এর সঙ্গে 'ঢূল'র মিল দিয়া যাইডেন, তখন তাহাতে কোন অসক্ত হিউ না। এই ভাবে কুণ (কোণ) শব্দের সঙ্গে 'চূন' মিল পড়িত। এক্লণ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

বৈক্ষৰ কবিতার সজে এই পদ্ধী-সীতিকার অনেক সামৃত আহে, কিছ ভাহা সামৃত মাত্র। বাঁচারা বৈক্ষৰ-কবিতা ও পদ্ধী-সীতিকা থুব পৃত্যভাবে আলোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন ইহারা ছই পৃথক বস্তু। বৈক্ষৰ

কবিতা বন্ধতে ভালার স্বকীয় গণ্ডী হইতে উর্কে উঠাইয়া ভালাকে আধাৰিক রাজ্যে পৌছিরা দিয়াছে, কিন্তু পল্লী-দীতিকার মধ্যে দেই আধ্যান্তিক জগতের ইন্সিত নাই। কয়েকটি গীতি যথা "আঁখা বঁধু", "ভাম রায়" "কাজন রেখা" "কাঞ্চন-মালা" প্রভতির মধ্যে বাস্তবের সুর পুর উচ্চগ্রামে পৌচিয়াতে—তাহা প্রায় অধ্যাদ্ধ-লোকের কাছে গিয়াছে। কিছু পদ্ধী-গীতিকা অধ্যাত্ম-জগতের কথা নহে, তাহা বান্ধব-জগতের কথা, বালোর সহজিয়ারা যুগ যুগ ধরিয়া প্রেমের তপস্যা করিয়াছিল, সভীরা স্বামীর চিডার প্রসন্ন চিত্তে পুড়িয়া মরিয়াছে, এই গীতিকাঞ্চলিতেও পাঠক দেখিতে পাই-বেন, এদেশের রমণীরা প্রেমের জন্ম এমন কোন বিপদ ও ত্যাগ নাই, যাছার সম্মধীন হন নাই। এইভাবে এদেশে প্রেম এবং কোমলভাব-সম্পদের च्यत्नक कथा स्मरात्मत भूरथ भूरथ हिनाया चानियाहिन, रेवकव भहासन ७ পল্লী-গীতিকার উভয়ে সেই কথিত ভাষায় মূখে মুখে প্রচলিত অক্ষয় অভিধান ছইতে শব্দ চয়ন করিয়াছেন, সেই জ্বন্তই তাহাদের পূর্ব্ব-ক্ষিত সাদৃশ্র---ইছা একের নিকট অপরের ঋণ নহে। সময় সময় চণ্ডীদাসের পদ এवः প্রাচীন পল্লী-কবির পদ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া বাম, যথা दिका कवित "ज्न ज्न कांठा चालत नावनी, चवनी वश्ति यात्र" एतंत्र माल সোনাই গীতিকার ''অলের লাবণী গো সোনাইর বাইয়া পড়ে ভূমে", **এইস্ক**প সাদৃত্য অনেকগুলি চক্ষে পড়িবে, মনে হইবে যেন আমরা বাস্তব রাজ্য হাজিয়া বৈষ্ণব জগতে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু পল্লী-কবির বাস্তবভা খুব উচ্চস্তব স্পর্ণ করিলেও তাহা অধ্যাস্থ-রাজ্যে পৌছে নাই। মহাজনের ও পত্রী ক্ৰিরা উভয়েই বাংলার দেশক শব্দের ভাণ্ডার সূটিয়াছেন, কেহ কাহারঙ ঋণ গ্ৰহণ করেন নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যান্ত বজনেশে কীর্ত্তনের খোল এরপ জোরে বাজিয়া উঠিয়াছিল বে. ভালার व्यक्तिमिन अरात्मात गर्वक क्षेत्र क्षेत्र हरेएक्सिन, त्यास्तर निरम श्री-क्षित्रं হয়ত তথারা ভাষাকেলে কিছু প্রভাষাথিত হইরা থাকিবেন: কিছু বাঁহালের আনৰ্শ বছন্ত-অগতের প্ৰেম : বাজবাকে রূপক ব্যৱস্থা ব্যবস্থাতি ক্রিয়া ভাঁছারা त्नांन मधाच-च्य थानंत्र करतन माहे। स्राप तांत्र, मीक्षा केंद्र क महेबान বছুর পালার মধুর ও কোষল কাব্য-পরাবলীর হুড়াছটি ধাবং বাঁদীর প্রচের

প্রাণোত্মাদকারী ব্যক্ষনা, কিন্তু ভাহারা বৈক্ষব পদাবলীর মন্ত হইলেও বৈক্ষব কৰিতা-সন্তবা কবিতা নহে। আঁথা বঁধুর নায়িকার "বেণী-ভালা কেশ ভার চরণে লুটার" রাধিকার রূপ বর্ণনার মন্ত শুনায়। "ভোমায় বুকে লইয়া আমি শুনৰ ভোমার বাঁলী। মরণে জীবনে বঁধু হইলাম দাসী।" "মুখেতে রাখিয়া মুখ মনের কথা কও", "বুকেতে আঁকিয়া রাখি ভোমার মুখের হাসি", "মন ব্যুনা উদ্ধান বহে, ঐ না বাশীর গানে" (আঁথা বঁধু) প্রাভৃতি বহু সংখ্যক পদ এই লক্ষণাক্রান্ত, বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

বাংলা দেশ যে এককালে জগতের অক্সতম সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল, তাহার প্রমাণ এই গরগুলির অনেক স্থানেই পাওয়া যায় ৷ সোনার কলস, সোনার পালম্ব, সোনার ঝারির ত কথাই নাই ; ধনীর গুহে পরিবেশনের সময় সোনার থালা এবং সোনার বাটীর ছডাছড়ি হইত। ধনবান গৃহস্থের ঘরের মেয়েরা বহুসংখ্যক সহচরীর সঙ্গে নদীর ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন, ভাহা-**(मंद्र काहाद्र अभाषात्र वर्ष कुछ, काहाद्र आधार स्मानाद धामार नौमायती,** অগ্নিপাটের সাড়ী বা মেঘড়ম্বর বত্ত্র, কাহারও হাতে নানাক্রপ গন্ধ তৈল ও প্রসাধনের স্তব্য। চাকলাদারের কল্পা কমলার স্নানের বর্ণনা, ও রাণী কমলার সোমেশ্বরী নদীতে শেব স্নানের বর্ণনা পাঠ করুন। চাকলাদারের মেয়ে ভখন নতন বয়সী, সহচরীরা গান গাছিতে গাছিতে ও নতা করিতে করিতে চলিরাছে। তাহাদের উল্লাসের কলকাকলী নদীর তীর মুখরিত করিতেছে। পাঁচ শভ টাকার হাভীর দাঁভের শীভল পাটীর উল্লেখ অনেক গীভিকারই পাওরা বার : চাকলাদারের কন্মা রাজসভায় তাঁহার বাল্যকালের বে বর্ণনা দিয়াছেন, ভাহাতে এদেশের পল্লী-চিত্র একটি লোনা-বাঁধা ক্লেমের ছবির মড ৰলমল করিয়া উঠিতেছে, বার মাস তের পার্ব্বণে পল্লীগুলি বেন সারা বংসর বুষ্ট্য করিতে থাকিত। সোনার বাটার কেরা থরের, চুরা ও এলাচি *বেও*রা পানের খিলি লইরা ডরুশীরা বাসর-গৃহে প্রবেশ করিছেন। গ্রীষ্মকালে নানা-শ্বপ আনবাৰে সঞ্জিত জনটুলী যৱ, দীঘির জলে অবস্থিত বাঞ্চিত। দম্পতি নানা বহুত ও মধুর আলাপে বজনী কাটাইরা দিডেন, দীবির জলের প্রাকৃতি পজের স্বতি দইরা বসভানিল মাঝে মাঝে সেই গৃহে চুকিরা ভাহা স্বাদিভ ক্ষিরা দিও। প্রমন্তির মালা, হীরার হার, লোলার গাঁভ খোচানী কাঁট প্রস্তুতি অলভারপত্র ও বিলাসের সামগ্রী যে কত ছিল তাহার ইয়ন্তা নাই, "লক্ষের দাড়ী" ভ কথার কথার পাওরা যায়। স্থানের সময় মেয়েরা পলার হীরার হার এবং সোনা ও জহরতের অলম্বার খুলিয়া রাখিতেন, পাছে ভৈলসিক্ত দেহের স্পর্ণে তাহারা মলিন হয়। সাধারণব্রপ ধনী গৃহন্থের বাড়ীতে লড়াই করার জন্ম আটটা, দশটা যাঁড থাকিত "লড়াই করিতে আছে আট গোটা বাঁড়" (মলুয়া) এবং প্রত্যেক ঘাটেই "বাইচ" খেলিরার জন্ম দীর্ঘ স্থদর্শন ডিন্সি বাঁধা থাকিত। এই সকল সীভিকায় ভৌগোলিক বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। রূপবতী গল্পে রাজা বাড়ী হইতে রওনা হইয়া ফুলেখরী পাড়ি দিয়া নরস্থন্দার मृत्य পড़िलन, এবং मেই नमी छेसीन हरेग़ा खाफा-छेदता ७ शस्त्र स्मानात्र আসিয়া পড়িলেন, এইভাবে কড নদ-নদী ও তীর্থস্থানের উল্লেখ পল্লী-দীতিকার পাওয়া যায়। মোট কথা, তখনকার দিনে লোক ছুই চকু বিস্থারিত করিয়া জাপান বা কামস্কট্কা দেখিত না, তাহারা স্বপ্পবিলাসী ছিল না। তাহাদের পল্লী ও গৃহ তাহাদের বড় আদরের সামগ্রী ছিল। এখন আমরা দরদেশ সম্বন্ধে প্রাক্ত হইয়াছি, কিন্তু নিজ্ঞামের নদীটির নাম পৰ্যান্ত জানি না। এই পদ্মীগাখান্তলিতে যে দেশ দেখিতে পাই, ভাছাই খাঁটি বলদেশ। এখন সে দেশ কোথায়—তাহার আনন্দময় খ্রামর্ল ক্রম কোখায় গেল, ভাহার উৎসবগুলির কি হইল, প্রতিমা, মঠ, মসঞ্জিল, মন্দির নির্দ্বাশোপদক্ষে দে চারুশিল্লকলার চর্চ্চা কোথায় গেল ? এদেশে কি আর বসন্ত খাত আলে না, এদেশের কোকিল ও বউ-কথা-কও কি আর ডালে ৰসিয়া ভাকে না. কোখায় গেল সেই সকল সন্ধামালভী ও কেয়া বনের সৌরত ? বর্বা আলে—কিন্ত প্লাবন লইয়া বস্তা লইয়া ডাছা কৃটির ভাসাইয়া লইয়া বায়—দে বর্বার কদম্বর্ণ ও চাঁপার ঘটা কুরাইয়া নিরাছে। এই প্রীক্রীভিকার করেকখানি প্রাচীন চিত্রপর্ট আছে, ভাহারও অনেকগুলি পুথ হইরাছে। কে ভাহানের উদ্ধার করিবে? আনরা মোটরে করিরা বিদেশীদের পাছে পাছে বুরিভেছি—এই পুদ্র্গ্রাহিভার বিন কবে অবসান ছইবে ?

ज्ञानीयनमान कार

# नालाब शूबनाबी

# ক্রা**লী ক্**মলা প্রথম গীতিকা

### দীঘি কাটাইবার অন্যুরোধ

আক্বরের সময় ময়মনসিং "সূত্যুং ছুর্গাপুরে" জানকীনাথ মার্ক্সক নামে এক জমিদার ছিলেন; তিনি সোমেশ্বর সিং নামক এক ক্ষত্রিয় সেনাপভিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুন্দর পুরীর শ্রাম অঞ্চল চুম্বন করিয়া উপ্রনা সোমাই নদী বহিয়া বহিজ, সৈই নদীর তরজের করতালি-শব্দে জাগিয়া উঠিয়া ছুইপারের কোকিল কুছম্বনি করিয়া উঠিত এবং উবার অলক্তক রাগ আমগাছের মাধায় পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কাকসকল কলরব করিয়া আকাশ-পথে লোকালয়ে উডিয়া আসিয়া গুহুস্থের চালের উপর বসিত।

রাজা জানকীনাথ ও ওঁছার স্ত্রী কঁমলা দেবী উভরে নানারপে অসংলয় ও অর্থহীন কথার আনজে "জ্বলটুলী"হরে গ্রীমের রাত্রি কাটাইরা দিডেন; সারারাত্রি লে কথা কুরাইত না, সারারাত্রি লে আনজের প্রহাহ এক ভিলের ক্র থামিত না, সারারাত্রি এক মৃহুর্ড ওঁছারা ছুমাইডেন না, সারারাত্রি এক মৃহুর্ড ওঁছারা ছুমাইডেন না, সারারাত্রি কর্ম প্রদিত না। লেই "জ্বলটুলী"হরের অবিনিতগত্যামা নিশিখিনীর কথা ভাঁছারা সারাধিন ক্রমণ করিডেন একং ক্রডোরে মাডোয়ারা হইরা থাকিডেন।

একদিন কমলাদেবী রাজাকে বলিলেন, "কৃষি তো কর্তবারই বল বে আমাকে কৃষি ভালবান। সজাই বে ভালবাস তাহা আমি সংকর কৃষি না। কিন্তু তোমার কাছে আমুন্তি, এই নিজেন, এই ভালবানক একটা ক্লিক চেখাও।", হাবা ইনিজেন্ত্র উপনিয়াকে কি কবিছে আঁইও কল চি রাণী বলিলেন, "আমার একটা ধেরাল হইরাছে, ভাহা ভোমার পূর্ণ করিছে ছইবে। আমি সাভদিন সাভরাত্রি কাল্ক করিয়া এক টাকিয়া' সূতা কাটিব। সেই সূতার বেড় দিয়া যভটা জমি ধেরা যায় ভতটা জমিডে ভূমি আমাব নামে একটা দীঘি কাটিবে, ভাহার নাম হইবে "কমলার্দ সাগর।" চিবকাল এই রাজধানীর বক্ষে সেট দীঘি—আমার নাম বহন করিয়া আমাব প্রাণপতির ভালবাসার পরিচয় দিবে।" রাজা বলিলেন, "ভাহাই হইবে"।

এই সময় জলটুঙ্গী ঘরের প্বদিক হইতে একটা গৃগ্র শাণিত ছুরির মত তীত্র চিৎকারে আকাশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল—ঘরটা যেন মুহূর্ডের জন্ম কাঁপিয়া উঠিল।

#### রাণীর অভিযান

#### ক্ষতোভার:

দীঘি খনিত হইতে লাগিল, শত শত মজুর রাতদিন কাটিতেছে ;— যেন তাহারা পাতালপুরীতে অভিযান করিবে, দীঘির-খাদ গভীর হইতে গভীরতর হইতে চলিল, কিন্তু এক ফোঁটা জল উঠিল না।

রাজা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, সভাসদ পণ্ডিতেরা বলিলেন—"কোন দীঘি খনন আরম্ভ করিয়া তাহাতে জল না উঠা পর্যান্ত কাজ বন্ধ রাখিলে, দীঘি-স্থামীর চৌদ্ধ পুরুষ নরকন্থ হইবেন।"

যাহা দাস্পত্য প্রেমের আনন্দে একটা সংখর বলে জানকীনাথ করিছে বসিরাছিলেন, তাহা এইবার দারুণ ছন্চিস্তার বিষয় ছইয়া পড়িল। "চৌম্ব পুরুষ নরকন্থ হইবে"— কি গুরুতর অভিশাপ! এদিকে শত্ত-শদ্ধ বহুপ্র-সহস্রে মন্ত্রুর হয়রাণ হইয়া গেল। রাজা প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেন;

<sup>#&</sup>lt;del>তে বীন্তিতে কৰ স্কান্ত কৰাকে ডকোবাৰ ব</del>লে।

त्रामि क्यमा

জল না উঠা পর্যান্ত ভাছারা কোঁলাল জ্যাগ করিছে পারিবে না, জাছার।
একদিনের ছুটি পাইবে না। ভয়ে—বোর অমাবভার অন্ধলারে গা-ঢাকা
দিয়া ভাছাদের অনেকে উর্দ্ধানে ছুটিয়া পলাইল, এদিকে পাছে রাজার
পেয়াদা আসিয়া ভাছাদিগকে ধরে—এই ভয়ে ভাছারা ছুটিয়া পলায় ও পিছন
দিকে মুখ ফিরাইয়া পুন: পুন: সভর্ক দৃষ্টিপাত করে।

রাজা একদিন দেখিলেন, মজুরের দলের টু অংশ আছে কিনা সন্দেহ। যাহারা আছে, তাহারা কাঁদিয়া কাঁটিয়া যোড়হন্তে রাজার নিকট ছুট চাছিল। তাহাদের ছুর্দ্দশা দেখিয়া রাজা ব্যথিত হউলেন।

সেই রাত্রে রাজা বিমর্যচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এ চিন্তার পার নাই, শেষ নাই। মৃত্তিকার তল হইতে তাপ নিঃস্ত হইডেছে। পাহাড়িরা জাযগা,—ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক বিপর্যায় হইয়া পুরী ধ্বংস করিবে না তো ? এদিকে তাঁহার পূর্বপুরুবেরা উৎকটিত নেত্রে বেন তাহার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহাদের বিশীর্ণ বার্ভ্ত নিরাশ্রম মূর্ত্তি বেন তাঁহাকে শ্যনে-উপবেশনে ও জাগবণে দেখা দিতে লাগল। দারুশ ব্যামার রাজা ফ্র-পালত্তে শুইরা ছট্ফট করিতে লাগিলেন।

সহসা এক দিন গভীর রাত্রে তিনি এক অথ দেখিয়া অভিতৃত হইয়া পড়িলেন; বেন তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এক অলৌকিক রাজ্যে, তাঁহার চতুর্দিক হইতে কোকিলের কৃছ কৃছ শব্দ ভাসিয়া আসিভেছে—ক্ষিদ্র একটি কোকিলও দেখা যায় না; বেন শউ শত কৃষ্ণের পদ্ধ লইয়া মলর সমীর উাহার ঘরে প্রবেশ করিতেছে, অথচ কোন ফুল-ভাগান নাই। লেখানে কামটুলীখরে ও প্রদীপ অলিতেছে,—তাহার কিরণে চতুর্দিক স্কল্মক করিতেছে অথচ সেই ঘরখানি কি বৈকৃঠে, অথবা অলভায় কিবা কৈলালে তাহা তিনি বৃথিতে পারিলেন না। এই অপূর্বা ছাম হইতে বিনি বাহা ভনিলেন তাহাতে তাহার গণ্ডম রাবিত করিয়া অব্যাহ্মক পাছিছে লাভিনা।

ভিনি সেই রাত্রে পালের কক্ষে বাইরা নিজিভা রানীর কিরতে থাটিলের; একখানি বর্গ-প্রতিমার ভার রানী কমলা ভইরাছিলেন। গোহের নির্মিক

<sup>•</sup> वार्यपूरी--वानवारणय नव चंत्रिक पत्र, नक्ष्मक देशः सीविक व्यक्ति विकास

পৰিত্র মাধুরীতে যেন গৃহধানি স্বর্গীয় স্থ্যমায় ভরপুর করিয়া রাখিরাছে— রাজা উাহার স্নেছ-শীভল হত্তে রাশীর অজ স্পর্ণ করিলেন। রাণী জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, স্বামী তাঁহার শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছেন।

ভাঁচার স্বামী লৃচ্চেডাঃ, তাঁহার কোন চুর্বলভার চিহ্ন ভিনি কখনও দেখেন নাই। অভি করণ ও শোকার্স্ত ভাবে ভিনি রাজাকে আদর করিয়া তাঁহার হুমেখর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার অঞ্চ তখনও থামে নাই। ভিনি গদ গদ কঠে বলিলেন—"আমি বড একটা হুঃস্বপ্ত দেখিয়াছি, আমি যে এক গভীর করিয়া দীঘি কাটাইলাম, ভাহাতে জানি না কোন্ গ্রহের দোষে জল উঠিল না, দীঘি খুব গভীর হইয়াছে, তথাপি ভাহা ত্তক জলপ্তা। স্বেধে দেখিলাম, ভূমি সেই গভীর পুকুরে নামিতেছ, এবং ভূমি ভলদেশে পদার্পণ করা মাত্র, যেন মেদিনী ভেদ করিয়া জলরাশি ভয়ানক ভোড়ে উঠিতে লাগিল—এবং ভোমাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সেই জল যেন পাভাল হইতে উঠিয়া আমার রাজ্য আক্রমণ করিল, জল-স্থল একাকার হইয়া গেল।

"আমার মন বিষম আডত্তে কাঁপিয়া উঠিল, কোন্ দৈব আমাকে যেন দীবি কাটাইতে প্রস্তুত্ত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধনের সভর করিয়াছে। রাষ্ট্র, আমি রাজ্য চাই না,—এখর্ষ্য, ধনদোলত কিছুই চাই না, পাডার কুট্টিরে ডোমাকে লইয়া থাকিব। হায়! ডোমাকে হারাইয়া আমি জীবন রাখিতে পারিব না, ছির জানিও।"

কিছদন্তী আছে, যদি খনিত দীখিতে জল না উঠে, তবে দীখির স্বামী বা গৃহলন্ত্রী আন্থোৎসর্গ করিলে জল নিশ্চরই উঠিবে। রাজা শিররে বসিরা কাঁদিতেহেন, সেই মর্মভেদী দীর্ঘসা ও অকুরম্ভ চোখের জলে রাণী কি ইন্দিত পাইলেন জানি না, কিন্তু সেই মধ্য রাত্রেই রাণী বীর পাদক্ষেপে বার-বাললা স্বরে তাঁহার পরিচারিকাদের নিকটে চলিরা গেলেন। রাণী ভাকিরা কলিলেন "ভোরা সব ওঠ,—আমি সান করিতে লোমেখরী নদীতে হাইব,— ভোরা জাযার সলে আর।"

দানীৰা বাঁক বাঁৰিয়া হাণীন সকে চলিল। কাহারও ককে লোণার কলনী, মণিমণ্ডিত অৰ্থানি, কারও হাতে অভি গরিপাটী কারুবচিত স্থানতঃ তাহা মেচ্ জাতীয় শিল্পীরা তৈরী করিয়াছে, কেহ কেহ স্থপদ্ধি তৈলের বাটা লইয়া চলিয়াছে,—নানারপ কেল-ভৈলের স্বর্জিতে সমস্ত পল্লী যেন সুবাসিত হইয়াছে। কাহারও হত্তে সাদা, লাল, নীল পুষ্পের সান্ধি, কাহারও হত্তে (मर-अब्बात बन्ध शाम कर्रवामन। त्मरे व्यक्तकात तात्व विक्रिवादिनिनी পরিচারিকারা রাণী কমলাকে লইয়া সোমেশ্বরী নদীর কূলে চলিয়াছেন। যিনি অসুর্য্যস্পাশ্যা ও দেবনারীর মত জর্মভ-দর্শন, সেই মহারাণী অন্ধকার রাত্রে রাজপথ দিয়া পদক্রজে চলিয়াছেন! ঘন ঘোর অন্ধকার রাত্রির আকাশে যেন কালো বস্ত্রের আচ্চাদনের উপর শত শত সোণার চাঁপা কৃটিয়া আছে, কুল্র কুল্র সেই তারাগুলি একটা নীলকুঞ্চ ফুলের বুলের মত দেখা বাইতেছে। সেই আধারে সোমাই নদী উজ্ঞান পথে ছটিয়াছে। নদীর তীরে আসিয়া।দাসীরা সুরঞ্জিত গামছা ছারা রাণীর ঐীঅদ্ধ মার্জনা করিল, কেছ কেছ গন্ধ তৈল দিয়া রাণীর চুল স্থবাসিত করিল। নানান্ধপ প্রসাধনের পর রাণী জলে নামিয়া স্নান করিলেন, দাসীরা তাঁহার অঙ্গ কোমল গামছা দারা মুছাইয়া দিল, আর্ক্র বন্ত্র ছাডাইয়া "অগ্নিপাটের শাড়ী" পরাইল। স্নানান্তে দেবীপ্রতিমার মত কমলারাণী পূজায় বসিলেন—তিনি কুল-ত্ৰ্বাদল ও ধান প্ৰভৃতি মাঙ্গলিক জব্য দারা সোমাই নদীকে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমি আজ আমার প্রাণপতির বিপদ উদ্ধারের জন্ম আন্মোৎসর্গ করিব.—ভূমি নদী সাক্ষী থাকিও.—নদীর তীরে এই স্থামলঞ্জী তক্ররাজি তোমরা সাক্ষী থাকিও, আমি স্বামীর জন্ম আন্ধান করিব। আমার স্বামীর পূর্বপুরুষেরা যেন উদ্ধার পান, পুরুর যেন জলে ভর্ডি হয়। হৈ আকানের ভারাসমূহ ভোমরা সাক্ষী থাকিও, হে দেবধর্ম—ভোমরা সাক্ষী থাকিও।" স্থামীর শুভচিম্ভার আত্মহারা রাণী পুস্প-বিবদল সোমাই নদীতে অৰ্পণ কৰিলেন। ভাঁচাৰ মনে চইল কেছ যেন অভয় দিয়া ভাঁহাৰ প্ৰাৰ্থনা নিত্ৰ হুইয়াছে এই আশ্বাস দিলেন।

ভূমন মণিমাণিক্য-খচিত সোণার কলনী ভরিরা নোমাই নদীর জল ভূলিরা,লিবিগতে ভিনি রাজপথে জানিলেন; দেখিলেন, পূর্বাকাল বিকিনিকি করিতেহে, উমার পারের জালভার দাগ বেন নেখে নেখে খেলিজেছে। প্রভাতে নবজাঞ্জ লোককোলাকল জনকই বাজিজেছে। গৃহে প্রভাবর্ত্তন করিয়া রাণী নিজের শ্যায় শুইলেন,— শিশুপুক্রটিকে কোলে শোওরাইরা আদর করিয়া চুমো দিতে লাগিলেন, "আজ ভোমার সঙ্গে আমার শেব দেখা, আর ভোমার চাঁদমুখ দেখিতে পাইব না"— অঞ্চপূর্ণ চোখে, ইহাই ভাবিলেন, কিন্তু মুখে কথা নাই। ছয় মাসের শিশু—ভাহাকে শেষ দেখার সময় বাণীর যে শোক হইল, ভাহা প্রকাশ করিবার কোন ভাবা নাই।

তার পর জানকীনাথের কাছে আসিয়া রাণী বলিলেন. "কি জানি আমাব প্রোণ কেমন করিতেছে, যদি আমি মরি,—তবে আমাদেব নয়নের মণি খোকাকে সর্ব্বদা তোমার কাছে রাখিও।" রাজা বলিলেন, "তুমি না খাকিলে আমিও খাকিব না।" রাণী দাসীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "মুয়া দাসী, তুমি আমার বাপের বাড়ীর লোক, আমার ব্বের ধনকে তোমার হাতে অর্পণ করিয়া যাইতেছি।" শুকশারিকে বলিলেন, "আমাব বাপের বাড়ী হইতে তোমাদিগকে আনিয়াছি, তোমরা আমাব ছেলেকে "মা" ডাক ডাকিতে শিখাইও। যখন সে "মা" ডাক শিখিয়া কুখার সয়য় "মা মা" বলিয়া কাদিবে, তখন তোমরা তোমাদের মিইস্বরে শিব দিয়া তাহাকে সান্ধনা করিবে। আমি চলিলাম সুয়া—রাজ্ব তোগ করিয়া যাইতেছি, তাহাতে হুগে নাই। কিন্তু প্রোণের পুত্রকে হাড়িয়া যাইতে বুক বিদীর্গ হইতেছে।"

রাণী এই বলিয়া শিশুপুত্রকে সুয়া দাসীর হাতে দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কি এক অনিশ্চিত বিপদ আশহা করিয়া সুয়া আর্জনাদ করিয়া কাঁদিরা উঠিল, অপরাপর দাসদাসীরাও চোখের জল সামলাইতে পারিস না।

### রাণীর ভালোৎসর্গ

গ্রাণী দেই নদীর জলে পূর্ণ বর্ণ-কলনী কলে তুলিয়া চাইটেন, ভবন বিম বিন দেবপথকি লিকুনের বর্ণে যদিক, পুনুদ্ধ-পাড়েন বিজে লোক্সনের ভিড় হইল—তাহারা মহারাণীকে পার হাঁটিয়া নদীর দিকে বাইতে দেখিরা অব্যক্ত শোকে কাঁদিরা আকুল হইল। কেউ বলিল, রাজা কি স্বপ্ন দেখিরাছেন, তাঁহার মন্তিক কি ঠিক আছে, রাণী এ ভাবে পদক্রজে পুকুরের দিকে বাইতেছেন কেন? মা—তুমি রাজবাড়ীতে ফিরিরা এস, ভূমি কি করিয়া বসিবে, আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না, আমরা বড় কই পাইতেছি।

"কিসের দীখি, কিসের খণন— নাই সে উঠুক পানি। এই গহিন পুকুরে বেন না বাউন যা রাণী।"

রাণী সেই শুকনো পুকুবের তলদেশে নামিলেন,—তথায় ফুল ছর্ব্বাদল ও ধাস্ত ছিটাইয়া দিলেন এবং এক অঞ্চলি কল সেই দীঘির তলমেশে ছড়াইলেন। অনিৰ্দিষ্ট আশহায় শত শত লোক পাড়ে দাড়াইয়া 'হায় হার' করিতে লাগিল। বাণী মৃত্তস্বরে প্রার্থনা করিলেন—"কারমনোবাক্যে আমি যদি ধর্ম রক্ষা করিয়া থাকি, তবে পুকুর জলে ভর্তি হউক, আমার স্বামীর পিতকুল রক্ষা পাউন। যদি আমি চিরদিন ধর্ম্মের প্রা**তি আচলা** ভক্তি রাখিয়া থাকি, তবে যেন আমার প্রভুর মনোবাছা সিদ্ধ হয়। পুরুর যেন জলে ভর্ত্তি হয়। পাতাল ভেদ করিয়া বস্তা এস-আমাকে ভালাইয়া লইয়া যাও।" হাত উচ করিয়া রাণী কলসী হইতে কল হিটাইতে লাগিলেন,—তত্তই ভরা কলসী ভরাই রহিল। তল হড়াইরা কেলিটে কেলিতে অকন্মাৎ আন্তে আন্তে পুকুরের তলা হইতে জল নিঃস্ত হইন্ধ রাণীর পায়ের ছখানি পাতা ভিজাইয়া কেলিল। হাত উর্চ্চে উঠাইয়া রাণী আরও কল হিটাইতে লাগিলেন, রাণীর হাঁটু পর্যন্ত কলমর হইল :--কল চালিতে চালিতে রাণীর মুণাল-শুল গ্রীবাদেশ জলমগ্ন হইয়া গেল-জার পর লেই কর্ণমূর্ত্তি একেবারে জলে ফুরিয়া গেল। তথন সেই জলের খের জ্ঞানাঃ বাছিয়া চলিল,—বেন ছয়ার করিয়া জলদেবী পাড়ালের ক্লম্ভ জন্মবালয় ছাজিয়া দিলেন, কাদীর মাধার স্থানিকৰ কেই অবর্তের উপন কর্মনীতে নার্চিক, ल्यांड अन्ते शास त्राक्षेत्र च्यांत निकृषे स्वता स्वता त्रा, च्यांत्राहीक लागीक

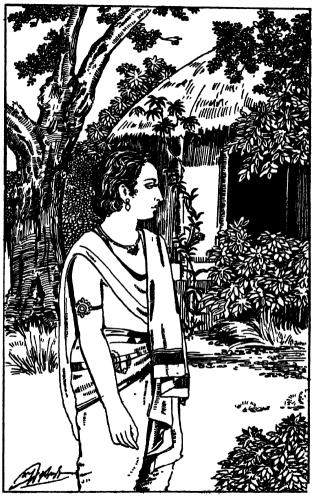
আৰুল ক্ষণেকের জন্ম তরজের উপর নাচিয়া চলিল পরক্ষণে আর কিছুই নাই; প্রবল বেগে জল উপরে উঠিয়া পুকুরের পাড় ভাসাইয়া ছুটিল।

#### রাণীর জন্ম শোকার্ড রাজার বিলাপ

রাজা পাগলের মত ছুটিয়া 'হায় রাণী' 'হায় আমার কমলা' বলিরা কাঁদিতে কাঁদিতে উর্জ্বাসে ছুটিয়াছেন, নগরের লোকেদের কুটির জলের তোড়ে ভাসিয়া যায়, সে দিকে দৃকপাত না করিয়া তাহারা 'হায়! রাণীমা' 'হায়! পুরলন্দ্রী' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, প্রথম পুত্র লাভ করিয়া জননী তাহার দিকে না চাহিয়া 'হায় মা রাণী' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে।

বনের পাখীরা তথন আকাশে উড়িয়া উডিয়া কলরব করিয়া কাঁদিতেছে, রাজ্বন্তীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পিঞ্জরের পাখীগুলি যেন কি হারাইয়া ছুটাছুটা করিতেছে ও বর্ণ শলাকা গুলিডে মাধা খুঁড়িতেছে। রাজার পাত্র-মিত্র সভাসদ সকলের বাষ্পাক্ষত্ব কথে কথা ফুটিতেছে না। রাজার উভানে কলি ফুটিতেছে না, প্রস্কৃত ফুল অকালে ক্লান হইয়া বাইতেছে। প্রজারা দলে দলে সোমাই নদীর ভীরে আসিরা কাঁদিরা কলিতেছে, "আমাদের রাজ-লজ্বীকে কালা পানির চেউ কোধায় ভাসাইরা লইয়া গেল।" সমস্ত দেশময় যেন বিজয়া দশমীর বিসর্জনের বাস্থ বাজিয়া উঠিল, কে কাহাকে প্রবোধ দিরে ভাহার ঠিকানা ছছিল না।

রাজ-সিংহাসন শৃত্ত—রাজা ভাহাতে বসেন না। শৃত্তে বখন পাখীরা উড়ে, তখন ভাহা ভর্তি হইরা বার—ভাহাই শৃত্তের শোভা। আনমানে রবি, চক্র উঠিলে ভাহার পূর্ণভা হর—নভুবা আসমান ধৃ ধ্ আধার, জীপৃত্ত'। রাজীতে কুলের বাগান রা থাকিলে, নারীর কপালে সিল্বুর না থাকিলে, কুল শুক্তবের পার্থে নারী না থাকিলে কে ভাহালের দিকে কিরিয়া চার।



"বাজ্যের যতেক লোক খুনার এই মতে। গাণল হইজা নাউল হাজা কাঁদে পদে শবে ॥" ( পুঠা ম )

श्रांचे कमना

রাণীকে হারাইয়া রাজা একেবারে বাউপ হইলেন; জুখা-ভূজা নাই, চুলঙালি উক-শুক, রাজা রাতদিন সেই অলক্ষণা পুকুরের চার পার্বে খুরিয়া বেড়ান, একটি বুৰুদ দেখিলে ছির দৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, ভাবেন কে যেন আসিতেছে। পাত্র মিত্রগণ রাজাকে কত প্রবোধ দের, কিছ ভাহাদের কথা রাজার কাণে যায় না:—

"পাত্র মিজগণ যত রাজারে ব্রায়। প্রবোধ না মানে রাজা করে হায় হায়॥"

পুন্প ছি'ড়িয়া ফেলিলে বোঁটাটা যেমন শোভাশৃন্ত হ**ইরা গাছের** উপর দাঁড়াইয়া থাকে, রাজলকীকে হারাইয়া রাজা তেমনই **জী**হীন হুইলেন।

"রাজ্য-ঐশর্য্য দিয়া আমি কি করিব, আমার সাতরাজার ধন এক মাণিক কোথায় গেল! কার রাজ্য? আমার এত সাধের জলটুলীঘর, কার জন্ত ? আমার মলয় বাতাস, চল্লের জ্যোৎসা, কার জন্ত আমার চল্লিকা-বেল বার-বাললার ঘর? কার জন্ত আমার আকাল-ছোঁয়া যোড়-মন্দির।" রাজা বলিলেন—"আমার রাণীকে আনিকা লাও, নতুবা আমার জীবন যায়।"

পাঁচ কাহন মজুর সেঁচন যন্ত্র দিয়া দীঘির জল তুলিয়া কেলিতে নিযুক্ত হইল। সমূজ মন্থন করিয়া যেরূপ দেবতারা লন্দ্রীকে তুলিরাছিলেন,—দীঘির জল সেঁচিরা কেলিয়া রাজা তাঁহার অন্তঃপুর লন্দ্রীকে তুলিবেন—এই সক্তর। মজুরেরা সর্রুট রাজি নয়টি দিন সেই দীঘির জল তুলিয়া কেলিতে লাগিল, কিন্তু বেমন জল—তেমনই রহিল, জল এক চুলও কমিল মা;—

> "রাত নাই দিন নাই সিঞ্চেন বীবির পানি । সিচনে না কৰে কল গো, চুল পরমাণি ।"

পরস্ক সেই সেঁচা জল সেমাই নদীর বালুর চর পরিমাবিভ করিরা কেবিল প্রালরকালের নিবের নিজার মত পর্কাম ইরিরা সেই বিপুল জলরাশি আকাশে উঠিল, জলস্থল একাকার করিরা কেলিল; স্কৃতির স্বর, স্কার্যব্যবিদ্ধা স্থানিরা প্রেল। জল পারের আগা পর্যান্ত ছুবাইরা কেলিল। "ভাটি ছিল সোমাই নদী উন্ধান বহি বার। পানির কেনা উঠল পিয়া গাছের ডগায়।"

রাজার চক্ষে ঘুম নাই—তথাপি এক রাতে বার-বাললা ঘবে তিনি চোধ বুজিয়া শুইযা আছেন—এমনসময় আবার একটা অলোকিক স্বপ্ন দেখিলেন:—

রাণী আসিয়া শিয়রে বসিয়া তাঁহাব দেহে হাত দিলেন, রাজার সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া গেল, রাণীব কণ্ঠবর শুনিলেন, সেই মিষ্টব্যবে কাণ ভরিযা গেল।

তখন মেঘরাশি উতলা হইয়া কি হারাইযা ঘন ঘন গর্জন করিতেছে, রিমি ঝিমি শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে। ভেক কুলের সমবেত স্থরে যেন ঘুমের নেশা চোখে আসিতেছে। রাণীর স্পর্শে রাজার কাছে শত শত স্থর্গের দরজা খুলিয়া গেল, তাঁহার শরীরে ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। রাণী বলিলেন:—

"রাজা—তোমাকে ছাডিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন দিন-রাত্রি ছ ছ করিয়া কাঁদিতেছে; এমন ভোলা মহেশ্বর যাহার আমী, সেই হডভাগিনী আমীহারা হইয়া কিবপে থাকিবে ? আমার ছেলের শোকে বুক বিদীর্ণ হইযা যাইতেছে, আমার কড জন্মের তপস্থার ফল ঐ শিশু। নারীর আমীপুত্র ছাড়া আর কোন্ সম্পদ আছে—সেই আমী পুত্র হারা হইয়া আমি যে ভাবে আছি তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব ?

"আমার কথার আর একটা কান্ধ কর, দীঘিটার পাড়ে একথানি বাললা ঘর শীল্ল ভৈরী কর। সন্ধ্যাকালে প্রতিদিন আমার বাপের বাড়ীয় স্থ্যা-দাসীর কোলে ছেলেকে দিয়া সেই ঘরে পাঠাইয়া দিও। আমি ছুপুর রাতে সেই ঘরে বাইয়া আমার বাছকে ছুধ খাওরাইয়া আসিব।

"একখা যেন একটা কীট কি পজ্জ ও জানিতে না পারে, গোপন রাখিও।

"এই এক বছর বদি করে ভূগ পান ভবে ভো হইবে ছেলে ইচ্ছের সমান।"

্শ্ৰেই একট বছর বুক বাঁধিরা থাক, শোক ক'র না, এক বছর পরে আবাইনর নিলন হইবে। রাজা দেখিলেন—রাণী ঠিক তেমনই আছেন, নানা বেশ ও আভরণ পরিয়া রাণী কখনও বেশভূষার দিকে ত্রুক্তেপ করিতেন না, এখনও সেই এলোমেলে অসম্বৃত বেশ। সেই সোণার মত—চাঁপাফুলের মত বর্ণ তেমনই আছে, পরণে সেইরূপ অগ্নিপাটের শাড়ী। পাটেখরীর আল পূর্ববং নানা জহরতের অলহারে ঝলমল করিতেছে, সেইরূপ শাড়ীর আঁচল ও কেশ-পাশ বাতাসে উড়িতেছে, আর সেইরূপ স্লেহ-বিগলিত আদরের ডাক—ভাহা সর্বালে যেন অমুতের প্রলেপ দিল।

> "একেত বাউরা রাজা গো আরো হইল পাগল অপনের দেখা ভনা—না পায় লাগল।"

রাজা পরদিন পাত্রমিত্র সকলকে ডাকাইয় আনিলেন, তাঁহার চক্ষেল,—মুখের পবিষ্পান মাধুরী যেন করুণরসে ভরপুর। তিনি দীঘির পারে, একদিনের মধ্যে একখানি স্থানর বাঙ্গলাঘর নির্মাণ করিতে ছকুম দিলেন। বছ কারিগব নিযুক্ত হইল, আদেশ হইল যেন গৃহে কোন রক্ষ্ণ নাধাকে; রোজ, হাওয়া ও জ্যোৎসা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইবে এই গুপু গৃহ।

কারিগরেরা গজারির কাঠ দিয়া থাম নির্মাণ করিল, সেই থাম কড বিচিত্র কারুকার্য্যে থচিত। উল্ছনের চাল এমন শব্দু ও সুঠাম হইল যে তাহা সম্পূর্ণ হইলে পর, ওস্তাল তাহার উপরে স্তুপে স্কুপে থড় রাখিরা আশুন ধরাইয়া দিলেন,—খড়গুলি পুড়িয়া তাহার ছাই বাতাসে উড়িয়া গেল, কিন্তু চালের কান অংশ পুড়িল না; উল্পড়ের চালের উপর হেঁচা বাঁশের চাকনিতে অগ্নিদেব কিছুকাল থাকিয়া উহা আরও পরিছার করিয়া গেলেন, চালগুলি ঝলমল করিতে লাগিল। শীতলপাটীর নানারূপ ফুল পরবের গেরো লইয়া গৃহখানি যেন হালিয়া উঠিল। সেই বেতের গেরোগুলির মধ্যে কড অলারা কিররীর মুখ, কড হাতীর ও ড়, কড অখারোহী, কড বিচিত্র ও উইট, খর্লা-শুক্র্ ভূত্যের মুখ—এই শীতলপাটি বেয়া ঘরের বেড়াও নানারূপ আনের কারের কারের ক্রিয়া গ্রহার ক্রিয়া গ্রহার ক্রিয়া ক্রিকাটিডে স্বানির্মিত ছরখানি একবারে নিরক্র, একটি পিনড়ার শ্বরণ ভাহাতে মাই,—গ্রহর বব্যতাগে শুক্র দর্শকের ভার একখানি পালভ রাখা ছবল; বিক্রাটিড

এইভাবে প্রতিদিন প্রদোবে স্থা-দাসী কুমারকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং রাত্রি শেষ না হইতে হইতেই তথা হইতে চলিয়া আসে। একদিন রাজা স্থা-দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "এক বছর তো প্রায় শেষ হইল, তুমি রোজই ত কুমারকে লইয়া ঐ ঘরে রাত্রি-বাস কর; অলৌকিক কিছু কি দেখিতে পাইয়াছ ?"

স্থা বলিল, "প্ৰিড়ি রাত্রে রাণীমা আসিয়া কুমারকে ছখ খাওয়াইরা বান :—

"সই যত হাব ভাব দেখিতে তেমন।
সেই মত দেখি রাণীর সোণার বরণ॥
সেই মত চাচর কেশ বাতাসেতে উড়ে।
সেই মত সর্ক অল রতনেতে কুড়ে॥
সেই মত পিছন তার অগ্নিপাটের শাড়ী।
সেই মত দেখি রালা তোমার সে নারী॥"
রজনী বঞ্চিয়া বায় শিত লৈয়া কোরে।
বজনী পোহাইরা সেনে না দেখি বে তারে॥
ঘর বাধা ছ্রার বাধা—নাই সে দেখা বার,
কোনু বা পথে আইনে বাণী কোর বা পথে বার ॥"

রাজা স্থাকে বলিলেন "এক বছরের আর একটিমাত্র দিন বাকী আছে পুরা, আজ আমি আমার রাণীকে দেখিব, আমি আর সহ্য করিতে পারিভেছি না। ভূমি আজ কুমারকে বুকে সাইরা সাঁজের বেলা শীক্ষ শীক্ষ নেই ছরে ক্ষেক্তে করিও।"

স্ক্রার স্থার কুষারকে সইরা সূহে একেন করিল ;

সোণার বাটায় পান স্থারি-চুয়া-চন্দন লইয়া স্থ্যা-দাসী ঘরে বাইরা দরজা আঁটিয়া বাঁধিল। কুমারকে পালতে শোয়াইয়া নিজে ভাহার পার্তে ভইল।

340

এদিকে দিপ্রহের রাত্রিতে রাজা তাঁহার বাহির বাজলাখর ছইতে রাণীকে দেখিতে বাহির ছইলেন। তখন পৃথিবী স্তব্ধ— সেই বিশালপুরীর একটি লোকও জাগিয়া নাই। পুকুরের চারি পারে ফুলের গাছ, বাতাস নাই, ফুলগুলি হেলেও না দোলেও না, চিত্রপটের মত স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। রাজা সকল পার ঘুরিয়া পাগলের মত, দীঘির যে দিকে পুব-ছ্য়ারী কুমারের ঘর, সেইদিকে চলিয়া আগিলেন।

তথন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। স্থপ্তোখিত সোণার কোকিলের কঠের জডতা তথনও যায় নাই, তাহার আধ আধ ভালা সুর থমকিয়া আকাশের কোণে শোনা যাইতেছে। এই সময় পাগল রাজা যেন বাহ্য-জ্ঞান হারাইলেন।

তখন স্র্য্যোদয় আসয়। সে কোন পাছাড়ের সর্ব্বোচ শৃলের মাণিক !
একটি মাত্র মাণিকের প্রভায় চোদ্দভূবন আলোকিত করিতেছে ! কোন্
জন একটি ঘরে মাত্র বাতি জালাইলেন, সেই একটি বাতিতে সবগুলি
ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল।

পূব দিকের সমূদ্রে সূর্য্য স্নান করিলেন, সেইখানে খানিক দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিলেন, উবা-কন্সার সহিত মিলিত হইতে যাইবেন। তারপর নিজপুরীব্ধ দিকে যাইবার জন্ম রথখানি প্রস্তুত করিতে অন্ত্র্মতি করিলেন, উজ্জান বর্ণ অখ,—হুধের জ্ঞায় সাদা সমস্ত শরীর, তাহার পাখা ছুইটি আপ্তনের বর্ণ। ক্ষিপ্রতায় সে ঘোড়া বাতাসকে হারাইয়া দেয়—গতির চক্রাকার আবর্ধে—সে ঘোড়াকে ঘোড়া বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। পূব পাহাড়ের পথে রথ উবার সঙ্গে মিলনের জন্ম রওনা হইল।

এই সময় পাগল রাজা আলুখালু বেলে, জাগরণ ক্লান্ত চোখে—ইছ ক্ষমখে সেই বরের বারে আসিরা গাড়াইলেন।

শ্বনা খার খোল, আবি আর সত্ত করিতে পারিভেছি না, একরার কাষ্ট্রকে কেবাইডা আনার গ্রোল ইচাঞ ্ তাঁছার পদ-শব্দে চমকিত হইয়া রাণী দ্রুত পদে আসিয়া ছার মোচন করিলেন—

> "হার হার করিয়া রাজা ধরে সাপ্টিয়া রাজার কালনে গলে পাবাণের হিয়া।"

রাণী বলিলেন, "আমার প্রাণপতি—আমাকে ছাডিযা দাও—আজ আমার শাপ মোচন হইবে, আমি দেবপুরে যাইব।

> "এই কথা বলিয়া বাণী শৃন্যে গেল উড়ি। হন্তেতে ছিড়িয়া বইল অগ্নিপাটের শাড়ী।"

### এই গীতিকার ঐতিহাসিকতা।

দীবির জলে রাণী আন্থোৎসর্গ করিয়াছিলেন, "শুকোখার" হইয়াছিল, যে কারণেই হউক দীবি জলে থৈ থৈ করিয়া পূর্ণ হইয়া উঠিযাছিল। এই পর্যান্ত ঐতিহাসিক সত্য। তারপর রাণীর শোক সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা জানকী নাথ মল্লিক অকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।

স্বামীর পূর্ব্ব পুরুষদের উদ্ধারের জন্ম শুদ্ধা অপাপবিদ্ধ, পতিব্রতা রাণী
—সরল বিখাসের হোমায়িতে আদ্বলান করিয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকেরা
এই কুলংখারের যতই লোষ বাহির করুন না কেন, এবং এই কার্ব্যের
বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক টিট্কারি দেন না কেন—জন-সাধারণ এই বিখাসপরায়ণার অর্ণ ছবি,—নানারূপ অলোকিক সৌন্দর্য্য ও ঘটনার পরিকর্মনা
করিয়া সাজাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক খুটি নাটি প্রশ্ন না তুলিয়া আমি এই
সাধারণের পরিকরিত দেবীমৃত্তি খানির পাদপল্লে আদ্বা ও ভক্তির পুলাজনী
জিজেই। এইরূপ আন্ধান আমানের দেশে প্রাচীনকালে র্যুক্ত ছিল

## त्रामी क्मला

না। বাঁহারা স্বামীর চিভানলে স্বামীর শবের পার্বে শুইয়া সিন্দুর রঞ্জিত ললাটে, ও অগ্নিপাটের শাড়ী পরিরা—শন্ধ বলর হত্তে—ভালবাসার করম আদর্শ দেখাইতেন, অগ্নি-জ্বালা যাহাদের অলে কোন ব্যাথা দিতে পারে নাই—বঙ্গ দেশের সেই শত শত সহমরণ যাত্রী সভীরন্দের পার্বে রাণী কমলার জন্মও একটি স্থান আছে। এই গল্লটি অপর দেশীয়দের জন্ম লিখিত হয় নাই। ইহা তাহাদের জন্মই লিখিত হইয়াছে, বাঁহারা আত্মবলি দিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন—ভাহাদেরই বংশধর।

এই পল্লী গীতিকাটি অধর চন্দ্র নামক এক পল্লী কবি রচনা করিয়া-ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাল্লা জানকীনাথ বোডশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন।

# ৰাণী কসলা

# দিতীয় পীতিকা

কমলারাণী চলিয়া গিয়াছেন, পত্নীবিয়োগ-বিধুর বাজা জানকী নাথ শোকে আহার নিজা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন যে ছুখে আলভার বর্ণ, ভাহাতে কালী পড়িয়াছে; ভাহার দেহ অর্জেক হইয়াছে, সর্বাদা বার-বাললা ঘরে কমলা সায়রের দিকে ভাকাইয়া থাকেন এবং চোখের জলে অবিরভ মুখমগুল প্লাবিভ হয়। "রাণী আমায ফেলিয়া গিয়াছ। ভোমাকে ছাড়া আমি থাকিতে পারিভেছি না, আর ছুখের ছেলেকে কার কাছে দিয়া গেলে, আমি ভাহাকে কিরূপে পালন কবিব।"—সর্বাদা এইভাবে বিলাপ করেন। কখনও কখনও, যেমন কোন অন্ধ ঘবময ভাহাব লাঠি খুঁজিয়া বেড়ায়, ভেমনই রাজা বিছানা হাভড়াইয়া কি খুঁজিতে থাকেন। সেই গুহে বাণীর নিখাসের সুরভি আছে, এবং শয্যায় সেই স্পর্শ আছে।

একদিন রাজা শ্যায় শুইয়া 'হায় রাণী' 'হায় কমলা'—বলিয়া অপ্রযোরে কাঁদিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, যেন রাণী দীঘির জল হইডে উঠিয়া ভাহার শ্যায় বসিলেন; রাণী ভাহার গায়ে হাভ বুলাইডে লাগিলেন; সেই আদরে রাজার চক্ হইডে টপ্টপ্করিয়া জল পড়িডে লাগিল।

রাণী বলিলেন, "দীখির পারে পূব-ছুরারী একটি ঘর তৈরি করে রাখ, যখন প্রতিদিন দাসদাসীরা কুমারকে সাঁজের সময় বেড়াইয়া লইয়া ছুম পাড়াইডে আসিবে, তাহাদিগকে এই আদেশ দিও, খোকা ছুমাইলে তাহাকে সেই নুতন ঘরে ঘেন শয়ায় রাখিয়া চলিয়া যায়। আমি তাঁহাকে নিশিরাত্রে ঘাইয়া ভক্ত পান করিয়া শিশু আয়ু-সময়েয় মধ্যে বাড়িয়া উঠিবে।"

্রাণীর খন তথনও রাজার কর্ণে ছিল, তিনি সেই স্নুকঠের খন শুনিতে শ্বনিতে বেন খর্মের আনন্দে বিভোর ছিলেন, এমন সময় সহলা খুম ভালিয়া



"गटिंटर के छिया देवन दोकांत चित्रभारहेद भाकी…" ( शृक्षे >8 )

গেল। রাণীর স্থপ এমনই স্পষ্ট ও ভাহার বর এমনই মিট যে রালা ভাহা বর্ম বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না। ভিনি মনে করিলেন, রাণী সভ্য-সভ্যই আসিয়া দেখা দিয়া গিয়াছেন।

#### "পরীরের মধ্যে পাইভেছি দ্বে রাণীর অঞ্চের পরশন।"

এই স্পূর্ণ এই আদর কখনও মিধ্যা হইতে পারে না। আমার কি কাল নিজাই পাইরাছিল, হার। তিনি আসিরাছিলেন, আমি কেন ভাহাকে আকড়াইরা ধরিরা রাখিলাম না।

> "তাকে পাইয়া হারাইলাম নিজ কর্ম লোবে লাকণিয়া যুম এসেছিল আমার চকুচ্টীর পালে।

প্রবিদন দীঘির পারে, পূব-ছ্য়ারী ঘর তৈরী ছইল। ভাছাতে কোমল শ্যা প্রস্তুত ছইল, ঘুম পাড়ানিয়া দাসীরা কুমারকে সন্ধার সময় বেড়াইরা লইয়া আসিয়া সেই শ্যায় শোওয়াইয়া চলিয়া গেল।

রাজার মনে হউতে লাগিল, যেন দীবির জল হইতে এক মহিষা**নজীবৃত্তি** স্নেহের আবেগে ছই হাত বাড়াইয়া নৃতন ঘরে চুকিলেন।

এইরপ প্রতিদিন শিশু কুমার রঘুনাথ একাকী শয্যার থাকেন, কিছ তাঁহার কান্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিডেছে, হয় মাসের মধ্যে শরীর বলিষ্ঠ ও রূপবস্ত হইয়া উঠিল। রাজার মনে নিশ্চর বিধাল হইল, সভাই রামী পুত্র-ক্লেছে সেইখানে আসেন এবং তাহাকে ভক্ত দান করেন—না হইলে শিশু ইহার মধ্যে এমন অলোকিক রূপ ও কান্তি কোধার পাইবে ?

একদিন রাজা মনে ছির করিলেন, আজ আমি নিক্তরই রাইকে একবার দেখিব। খুনের হোরে একদিন উাহাকে পাইরাও হারাইরা ছিলান, আজ আর সেইরাণ ভুল হইবে না। আমি বেরুণে পারি, উাষাকে বরিরা রাখিব।

রাণী প্রতি রাজেই আলেন, রাজার আদেশে সেই শব্যার এক কোনে নোনার বাটার স্থপনি পান, ও চুলা-চলন বাবিরা কোনা বহুঁক। বিজ্ঞানী আলা শব্যাক করেন না। "না হোঁৰ পান, না হোঁৰ গুৱা, বাৰী বাৰ বস্ত বিৱা। মৰ্তেৰ মাটী হাড়িয়া আভাহি, তাৰ লাগি কেন মাৰা ।"

রাজা ভাবেন, রাণী যদি একটি পান মুখে দেন, একটিবার চুয়া-চন্দনের আবাণ গ্রহন করেন—তবে তিনি কৃতার্থ হন। কিন্তু বিদেহী রাণী, রাজার ভালবাসা দেখিয়া মনে মনে হঃখের সহিত একবার হাসেন; রাণী ভাবেন, "আমি তো সমস্ত স্থুখই ছাড়িয়া পৃথিবীর মায়াপাশ কাটাইয়া আসিয়াছি, আমাকে সামাক্ত একটা পানের আদর দেখাইয়া আবার সংসারের দিকে টানিতেছেন কেন ? এই ছেলে বংশের একমাত্র প্রদীপ, ইহাকে হারাইলে যে রাজছত্র শৃষ্ঠা হইবে, ও এই বংশের বাতি নিভিয়া যাইবে, এইজন্তু আমার এখানে আসা।"

সেইদিন রাজা চিস্তা করিয়া সন্ধ্যার পর হইতে আরাম-গৃহ ছাড়িয়া
দীধির পারে বেড়াইতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন কমলা-সায়রে একটি
কুলকমল কৃটিয়াছে, তখন "আমার কমলা কোথায়" ভাবিয়া রাজার চক্ষে
আক্ষ টিল্টল্ করিতে লাগিল।

রাত্রি এক প্রহর হইল, তথনও রাজপথে জনতা খনে নাই; পথচারীর ভাকাডাকি, দোকানদারগণের হাঁকাহাঁকি ও বান-বাহণের শব্দে রাস্তাঘাট সরগরম। বিতীয় প্রহরেও কুমকের ভাটিয়াল রাগ—বড় মান্তবের জৌলসী বৈঠকে মৃত্য-গীড়, টোলের ছাত্রদের ব্যাকরণ আবৃত্তি শোনা যাইতে লাগিল। বিপ্রহর রাজে অভিসারিকার মছর পাদক্ষেপ ও বোমটার অন্তরালে অভিমৃত্ব প্রেম-আলাপন, খুম-ভালা শিশুর ক্রন্দন ও হবের বাটী ও বিস্তবের ঠুন্টুন্ শব্দ—এসকলও থারিয়া গেল, এবং ভূতীয় প্রহরে কটিই খুহপালিভ পাষীর মিষ্ট কলরবে ভ্রমান্তির বার্তাল বেন খুমের বোর ছড়াইরা দিন। ভবম নিজক আকাশে ভারাভাগি নিশ্নক ইইরা ভাতিরা আবৈশে হেলিলা শিশুরাকে, এবং সারা জগৎ স্ব্যুপ্তির আবৈশে নিশ্নল ভাবে মোহাক্ষর ছইরা শ্রম্পিরাকে, এবং সারা জগৎ স্ব্যুপ্তির আবৈশে নিশ্নল ভাবে মোহাক্ষর ছইরা শ্রম্পিরাকে।

নাজার চৌৰ হাট একবানও মূলিত হয় নাই ; জাহার বিরহ-লাভ ঠাকু কাইতে খুন চলিয়া দিয়াহে। বাজা এই নিবর নিজন সক্ষনীতে কেনিলেন, দীখির একটি কোণ্ হইতে এক অপুর্ব জ্যোজিঃ মূটরা উঠিরাছে এক ক্ষণপরে এক জ্যোজিররী মূর্তি বীরে বীরে উঠিয়া দীখির পারে চলিরাছেন। রাজা ছটি চক্ষুর সমগ্র দৃষ্টি সেই মূর্তির দিকে নিবদ্ধ করিয়া বুঝিলেন—এ তাঁহারই কমলা রাণী—যাহার জন্ম তিনি এই হয় মাস বিলাপ করিয়া ক্ষাল-সার হইয়াছেন।

অমনই সেই শীর্ণ শরীরে অসামাত্ত শক্তির সঞ্চার হইল, ভিনি সেই
মূর্ত্তির পাছে পাছে উন্মন্তের তায় ছুটিলেন। রাণী নৃতন থরে প্রবেশ করিরা
শিশুকে স্তত্ত্ব পান করাইলেন এবং তাহার পর শিশুর চোখের উপর তাহার
কোমল কব বৃলাইয়া ছুম পাড়াইলেন। তখন রাত্তি প্রায় শেষ হইরা
আসিয়াছে,—প্রভাতের বায়্ যেন দূর দিয়ণ্ডল হইডে মাঝে মাঝে আসিয়া
- সুপ্রের চোখের ঘুম আরও গাঢ়তর করিয়া দিতেছে।

যখন রাণী বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, অমনই রাজা ভাঁহাকে জভাইরা ধরিলেন ; তাঁহার চকু ছটি কাঁদিয়া জবা ফুলের মত লাল হ**ইয়াছে. "রাদী** কমলা, আমাকে কেলিয়া যাইও না, আমি আর ডোমার বিরহ সম্ভ করিতে পারিতেছি না ; না হয় তুমি যেখানে যাইতেছ, আমাকে সেইখানে লইয়া বাও।" উন্মন্ত বেগে রাণী ছটিয়াছেন, উন্মন্ত বেগে রাজা পিছু পিছু বাইভেছেন: হঠাৎ রাণী সেই সায়রে বাঁপাইয়া পড়িবেন, রাজা উচ্চার আঁচল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বলিলেন "এ কাল দীবিতে বাইও না, নামী! লোহাই ডোমার।" বাকী রাত্রিটুকু রাজা সাঁডরাইয়া দীখির সেওলা ছাভড়াইশ্ল कांটিয়া দিলেন। প্রাতে লোকে দেখিল—দীঘির মধ্যে এক স্লপবান 🚧 মুর্দ্তি। রাজাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। ভাঁহার সমস্ত শ্রীর পানা সেওলা ও পদ্ধ-পৃশ্বরের পল্লের নালে আছের; চকু ছটি লাল, কথা বলিবার শক্তি নাই, হত্তে দুড় মৃষ্টিডে রাণীর অন্নিগাট শাড়ীর অঞ্চলর একটি আন্ধ क्षतिया कारका। धारे कारन बाकाब बच्छा हरेगा। नकरण बंगिन, "धा শাভীর অংশ রাজা কিল্লগে পাইলেন ?" হরত স্থাহার মনের একাঞ্জেল 🗴 ভালবালার লাবেউনীর মধ্যে রাণীর স্থানির এই সম্পট্টস্থ ভলানিক।স্থানীর क्रेक्सिक्ति। और पद्मारण स्मान क्रीकि सा द्वाला देखती प्रदर्भ माहि केल क्षांत्रहु, जत्मव पश्चिम्मद्रश्चन (स म्यन्य अवश्वांत्रे शिक्षांत्रः ।

শোকাছত রাজা জানকীনাথ এই ভাবে প্রাণ জ্যাগ করিলেন। রাজা অভি থার্মিক এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত রাজ্যমন্ত্র শোকের বজ্ঞা বহিয়া গেল।

#### ইশা খাঁ

শিশু রঘুনাথকে উজির নাজির ও মন্ত্রীমণ্ডলী প্রাণ-প্রিয় জ্ঞানে পালন করিছে লাগিলেন, তাঁহারা প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্য শাসন করিলেন। শিশুকুমারের প্রতি প্রজাদের আন্তরিক দরদবশতঃ তাহারা মৃক্ত হত্তে রাজস্ব দিতে লাগিল, কলে রাজ্যের আয় বাড়িয়া গেল। রঘুনাথের যথন পাঁচ বংসের বয়স, তখন মন্ত্রীরা তাহাকে সিংহাসনে অভিবিক্ত করিলেন। তীর্ষোদকে স্নান করাইয়া, চন্দন কুরুমে অজরাগ করাইয়া, কন্তরির তিলক ক্পালে পরাইয়া, কন্তলে চক্ত্র রঞ্জিত করিয়া মন্ত্রীরা তাঁহার মাধায় খেত ছত্র বিশিলন; কেহ কেহ স্বর্ণ দণ্ড চামর বাজন করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্গারীকারা চোধের জল মৃছিয়া জয় জয়কার ও শত্তাধানি করিতে লাগিলেন; এদিকে যত্ত্রী-তত্ত্রী ও গায়কেরা চোধের জল মৃছিয়া উৎসবে বেগলান করিলেন, "আমাদের কুমারকে বর্গলতা রাণী স্তক্ত দিয়া বাইতেন এবং এই ছেলে রাজার চোধের তারা ছিল"—এই বিলাপ ধ্বনির সঙ্গে উৎসবের উক্ত কলরব শোনা বাইতে লাগিল।

দক্ষিণে জলপৰাড়ী নামক নগৰ তখন একটা প্ৰেসিছ ছান ছিল, সেধানে কেওয়ান ইশা থাঁ রাজধ করিডেন। ইশা খাঁর লোকিও প্রতাপ সকলের বিদিত ছিল। তিনি বিশ্লীখন আকবনের সলে বছবার মৃদ্ধ করিয়াছিলেন! ছুন্মা রাজ্যনের মধ্যে তিনি ও প্রতাপাদিত্য ছিলেন সর্বপ্রধান। ইশা থা কর্মানক পালোরান ছিলেন; তিনি হাতীর খুঁড় ধরিয়া চক্রাখানে ভাহাকে ক্লাখানার মুমাইডে পারিডেন, তিনি যথন রোবাতিই হুইয়া গর্জন করিডেন, ক্লাখান ননে হুইত আকাশেয় মেধ ভালিয়া পঞ্চিতহে এখা বৰ্ম বন্ধী-ভাট হাঁটিয়া বেড়াইতেন, তখন তাহার পাদক্ষেপে নদীর পাড় কাঁপিরা উঠিত।

কিন্তু রাজা জানকীনাথ ছিলেন ইশা খাঁর শক্ত। উভয়ে বছবার পড়াই করিয়াছেন, কিন্তু কে বড়, কে ছোট, ভাহা লোকে বুৰিভে পারিভ না।

জঙ্গলবাড়ী হইতে ইশা খাঁ তাঁহার চির বৈরী জানকীনাথের মৃত্যু-সংবাদ শুনিলেন। তিনি তাঁহার অজেয় সৈন্য সামস্ত লইয়া সুস্কৃদ ছুর্গাপুরের দিকে রওনা হইয়া আসিলেন।

অক্সাৎ প্লাবনের মত আসিয়া ইশা ধাঁর সৈক্তগণ স্থ্যজের ছর্গ অবরোধ করিল। তিন মাস কাল দেওযান ইশা ধাঁ ছর্গাপুর রাজধানী অবরোধ করিয়া রহিলেন। তিনি ছিলেন অতি কন্দীবাজ লোক, বিনা সংবাদে এবং এক্সপ ক্রুতভাবে ইশা আসিয়া পড়িয়াছিলেন যে ছ্র্গাপুরের লোক পূর্ব্বে তাঁহার অভিযান টের পাইয়া প্রস্তুত হইতে পারে নাই। তিন মাস কালের মধ্যে রাজধানীর ছর্গের রসদ ফুরাইয়া গেল এবং এক অণ্ড মৃহুর্ব্বে ইশা ধাঁর সৈক্ত অনাহার-ক্লিষ্ট রাজসৈক্তলিগকে হটাইয়া দিয়া অতর্কিত ভাবে রাক্রিক্যুব্বে শিশু বছুনাথকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

সমস্ত ছুৰ্গাপুর অঞ্চলে ছলছুল পড়িয়া গেল। "আমাদের প্রাণের কুমারকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই পুরীর আর কি রহিল ? রাজার ছরের বাভি নিভাইয়া নিয়াছে," এই বলিয়া কেন বুক চাপড়াইয়া কাঁনিছে লাগিল, কেছ নদীভীরে, কেছ রাজপথে ধৃলার স্টিয়া 'গড়াগড়ি বাইছে লাগিল, কেছ কেছ কুজনেত্রে দুর দক্ষিণ-মূল্কের দিকে লৃষ্টিপাভ করিছে লাগিল। ভাহারা রাজাকে উদ্ধার করিবার জন্ত সর্ক্ষৰ পশ করিয়া বিলিল।

ইহার মধ্যে উত্তর পাহাড়ে রাজার গাড়ে। প্রজারা এই হুসমুর্থান শুনিতে পাইল। বারুদে অন্তি সংযোগ করিলে বেরুপ হয়—ভাহার্রা সংবাদ শুনির্বা তেলনই অভিনা উঠিন,—বিশুভাবে সমস্ত পাহাক্ষর পাবসের মন্ত কি ক্ষরিবে, তাহার উন্নায় দ্বির করিকে শুনিরা বেড়াইছে লাকিল। "মূৰ্ক ভাৰিব। জাৱা পাগল হই রা কেরে।
কেমন হিমাৎ বেটার রাজারে নিছে ধ'রে।
ডার মুখ্ট কাট্যা কেলামু সাররের মাবে।
ডা' নইলে পারাপার নাহি এই কালে।
জলনবাড়ী সহর ভাইলা করব ঋড়া ঋড়া।
ইহার শান্তি দিতে হবে মোদের আছা কর্যা।
রাজার লাগিরা ভারা পাগল হৈয়া কেরে।
ক্তক গিরা লাখিল হৈল জ্বলবাড়ী স'রে।

দশ-কলক্ষ্ বৰ্বা, রাম-কাটারি, বল্পম ও ধন্থব্বাণ লইরা ত্রিশ হাজার বাছাই-করা গাড়ো দৈল্প বিছাৎবৈগে ছুটিল। পাহাড় হইতে বেন প্রচণ্ড বেগে ছল নামিয়া আসিল। চামুণ্ডার দলের মত ভীষণ-দর্শন এই ক্ষিপ্ত গাড়ো-লৈক্ত জীবনপণে তাহাদের রাজাকে উদ্ধার করিতে ছুটিয়াছে। ভাহাদের উদ্ধান-ভাশ্ববে পদভরে ধরিত্রী মৃত্মুহ্ কম্পিত হইতে কালিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, দেওয়ান ইশা বাঁ খ্ব কন্দীবাজ বোজা। তিনি তাঁহার রাজধানী জললবাড়ী সহর এমন স্বাক্তিত করিয়া রাখিয়াছিলেন বে কাহার সাধ্য জখার প্রবেশ করে? সহরের চড়ার্দিক ব্যাপিয়া পরিগাটি (গালিনা) কিশাল ও অডল-ন্পর্ল। গাড়োরা সেই পরিখার উত্তর পারে জললে আসিয়া পরিখা দেখিয়া অভিত ও হতবুজি হইয়া গাড়াইল। পরপারে লক্ষ সৈভ পারারা লিভেছে, তাহাদের অলু-শল্লের অবধি নাই। বন্দুক্ধারী এই সকল শিক্তিত সৈন্যের সকলে বর্ষা ও বন্ধম লইয়া তাহারা কি করিবে? গাড়োরা ভারাকের বেশের বেগবতী পাহাড়িয়া নদী সাঁডড়িয়া পার হইতে পারে, লে জিয়াবে এই গালিনাটি বিরাট হইলেও হর্মখা নহে। কিছ গালিনার মধ্যে ইশা বাঁ বড় বড় হালর-কুমীর রাখিয়া লিয়াছেন, সেই জলে নামিয়া জান করিতে বড় বড় বড় বোজারাও সাহস করে না। একদিকে পরিখা সেই সকল জয়লদাইয়, হিল্লে জভতে পূর্ব্য—অপর পারে ইশা বাঁর হুর্ছর্য সৈন্য।

🔆 कोवृत्त्वः जात्राकि विन द्वारे समस्यात् ग्रह्मारेता पावित्रः नांत्राक्षण विभाग विकासन समित्रः सामितः विकादसमिति सन्तर्गकः स्वीतः सः । प्रसारकारः कंपनां प्रार्थि ५७

এক বৃদ্ধ গাড়োর পরামর্শ সর্ক্ষসমতিক্রমে গৃহীত হইল। তিন ফ্রেলশ দুরে
"খনাইর খাল" নামক একটি নদী আছে। সেই বৃদ্ধ গাড়ো বলিল, "বদি
রাতারাতি আমরা অন্ধকারে নালা কাটিয়া এই গাদিনার সহিত দদীর বোদ
করিতে পারি, তবে ইশা খাঁর ভাওয়ালিয়া গুলি দিয়াই আমরা অন্ধলবাড়ীর
সহরে পৌছিতে পারিব।"

সেই রাত্রি আঁধার ও মেঘপূর্ণ ছিল, নিঃশব্দে দূরে 'ধনাইর খাল' হইছে তাহারা নালা কাটিতে আরম্ভ করিল। ত্রিল হাজার সবল হস্তের কোলালের আঘাতে রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই নালা কাটা শেব হইয়া গেল।

কুমার রঘুনাথকে ধরিয়া আনিয়া ইশা খাঁ জলল-বাড়ীতে বিজয়োৎসৰ করিছেছিলেন। সেরাত্রে সহরেব সমস্ত লোক মন্তণান করিয়া আনন্দোৎসবে মন্ত হইয়াছিল। এমন সময় যে গাড়োরা এরূপ কাণ্ড করিবে, ভাছা কে জানিত ?

ইশা খাঁর ভাওয়ালিয়াগুলি ঘাটে ঘাটে বাঁথা ছিল, মাঝি মল্লারা নিশিক্ষভাবে উৎসব করিতেছিল,—গাড়োরা সেই শত শত রণভরী পুলিয়া দইল
এবং বন্যার মত যাইয়া বন্দী-শালার প্রহরীদিগকে মারিয়া রাজস্থারক্ষ
উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিল। এই ঘটনা যেন চোখের পলকে
ঘটিয়া গেল।

"ভাওরাল্যার উঠিয়া তবে রাড় যারল টান। পথী-উড়া করে বেমন পবন সমান। তিন বিনের পথ বার প্রকরেতে বাইয়া। ইশা বাঁ। নাগাল পাবে কেমন করিয়া।

#### यक्षा ५ चाटनांड्यां

"স্বত্তই কেন কলোঁকিক বটনা স্বালিত হউক বা, ক্রিকার্নসীর 'নীট' নুবাট ক্রাহিনী-"নাতিবালিক ভিতিত কলা সংক্রিকার্নসায়ত্ ক্ষান্থা একটা প্রাচীন সংখারের বশবর্তী হইয়া জীবন বিসর্জন বিদ্ধাহিলেন। পূজন খণিড দীঘিতে জল না উঠিলে লোকে নরবলি ক্ষিত্র। এইরপ বিখাল ছিল যে দীঘি কাটাইতে আরম্ভ করিয়া জল না উঠা পর্যান্ত কাজ থামাইলে দীঘি-স্থামীর চৌদ্দ পুরুষ নরকন্থ হয়। এই সংস্থারটা সামাজিক গুরুগণ জন-হিত করেই লোকের মনে স্থান্ত সংস্থার পরিণত করাইয়া ছিলেন। তখনকার দিনে জলাশয় খনন না করিলে কোন পারী বা নগরীই বাস্যোগ্য হইত না। অথচ জন-সাধারণ ছিল দরিত্র ও সহায়-হীন,—দৈবে কখনও প্রচুর বর্ষণ হইত, কখনও নির্মেখ আকাশ মাসের পার মাল জ্রুকুটি করিয়া থাকিত, এক বিন্দু জল ও দিত না। রাজা বা ধনী ব্যক্তিরা থাম-খেয়ালি। দীঘি খনন করিতে আরম্ভ করিয়া সহজে জল না উঠিলে হয়ত তাহারা বিরক্ত বা আসহিষ্ণু হইয়া কার্য্য বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারিতেন,—কিন্ত পূর্ব-পূক্ষেরা নরক-বাসী হইবেন—এই অমুশাসনের কলে দীঘি জল-দানের যোগ্য না হইবার পূর্বেষ্ঠ কেই নির্ভ হইতেন না।

অপর একটা সংস্কার কুসংস্কারে দাঁড়াইয়াছিল। বদি পুকুরে কোন ব্যক্তিকে উৎসর্গ করিয়া কেলিয়া দেওয়া হইড, কিম্বা কর্ত্বপক্ষের কেহ আছ-দান করিতেন ভবে পুকুরে জল উঠিবে লোকের মনে এইরূপ একটা ধারণাও ছিল।

ভ্রমোখারের জন্ম ছল্চিন্তার রাজা বড়ই বিবৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন।
নাহাড়িয়া দেশ, সেখানে সহজে দীবি কাটিয়া জল আনা বার না। এজন্ত বছ
ক্রেটার কলে দীবি অতি গভীর করিয়া খনন করিলেও যখন জন্ম পাওরা গোল
বা, রলাডল রস-পৃত্ত হইয়া জল দানে ক্রিড হইলেন, তখন মুর্ভানার বিচলিত
নাজা বারে দেখিলেন বেন কন্তলারাণী জলে নামিতেছেন এবং সজে সজে
নির, হইডে জলের কোরারা নিঃস্ত হইডেছে। স্থর্ভাগ্য বলভঃ রাজা
রাণীকে পরের বৃভান্ত বলাডে অনর্ব উৎপাদিত হইল। রাণী এই পরে
ভাষার আত্মদানের ইঞ্জিত বৃত্তিতে পারিরা দীবিতে জীবনদান করিছে
ক্রমেন্ডের ইইলেন।

লেপান লাকানৰ সাধা খানকীনাথ খানিক আঁহাৰ জীৱ নাবে "খানান-নামান" নামক অকাৰ নামট কীৰি কাটাইনা বিবেনঃ নাকাৰ প্ৰজান্ত वीषे प्रवणा १६

কমলারাণী তাঁহার ছবের শিশুটিকে কেলিরা স্থামীর পূর্বপুরুষনিগতে নরক ছইতে রক্ষা করিবার মানসে দীখির জলে জীবন সমর্পণ করিরাছিলেন, একথাও সভ্য বে রাজা জানকীনাথ তাঁহার ধর্মশীলা জীর বিরহ লক্ত করিতে না পারিয়া সেই ঘটনার অব্যবহিত পরে মৃত্যুমূথে পতিত হন এবং একথাও সভ্য যে সেই পিতৃ-মাতৃহীন অভাগা শিশু পরে জাহাজীরের নিকট "রাজা" উপাধি পাইরাছিলেন।

স্তরাং এই গরটির মৃল ঘটনা সত্য। পদ্মী-কবিরা ইহার করণ রসাক্ষক অংশগুলির উপর করনার ছটা কেলিয়া ইহা মনোক্স করিয়া তুলিয়াছেন। স্বর্গ মৃর্তি বা মর্ণ্যকের প্রতিকৃতি যেকপ প্রকৃত না হইয়াও ভাহা লোকের প্রীতি-শ্রন্থা আকর্ষণ করে, আধ-করনা বিক্ষড়িত কমলারাশীর মৃর্তি ভেমনই ধাতব বা প্রস্তর মৃত্তির স্থায় এই ৪।৫ শত বৎসর বাবৎ লোকের শ্রাকাশালা স্থালি পাইয়া আসিভেছে। সুস্ক ফুর্গাপুর অঞ্চলে রাণী কমলা সম্বন্ধে পদ্মীক্বিরা অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, ভাহার অনেক গুলিই পাওয়া বার্য় নাই। চেষ্টা করিলে হয় ভ আরো কয়েকটির উদ্ধার হইতে পারে।

রাণীর সংকার বা অজ্ঞতা লইয়া বিজ্ঞ পাঠকেরা যতই আলোচনা করুন না কেন, রাণী কমলার চিত্র কবি-কর্মনার সংবোগে এক ভিল ও মনোহারিও হারায় নাই,—বরং তিনি কর্ম-লোকের কোন বর্ণপ্রতিমার জার আমাদের চোখে আরও বেশী মোহনী মূর্ত্তিতে দেখা দিরাছেন। ভাঁছার অটুট গাজীর্ব্য, সাআজীর মত সংবম ও বাক্যবিরল প্রেম বাহা পারী কবির আবিরাছেন—তাহা আমাদিগকে বিশ্বিত কহুর এবং করণার আমাদের মন ভরিরা দের;—Morti de Arthurএর আখ্যানের মত জানকীনাথের অলোকিক প্রেমিকতা ও ত্যাগ; কবি চণ্ডীদানের হৃতি ছবা বারা রাণীর চরিত্র ব্যাখ্যা করা বার।

"পীরিভি না কহে কথা। পীরিভি নাগিরা পরাণ ভাজিলে পীরিভি মিলিবে ভথা।"

'साधारे केंगिया कांग्रिया विमाल कविया चलक विसंद (तसना क्यांकेंश्रीह्मक), अभि छाषात चया चांग्री कींग्रियन अकवारतके स्थित स्थान कथा कांग्रिया संस्थित

ছথচ কি পভীর তাঁর প্রেম, যিনি স্বামীর পূর্ব্বপুরুষদের জন্য অকাডরে রাজস্বামী, চোথের পুতৃল হথের ছেলে এবং রাজস্বায় পরিভাগ করিয়া জীবন আছভি দিয়াছেন! পূর্ব্বাধ্যায়ের কবি গল্পটি কবিছের ইক্সজ্বালে মণ্ডিত করিয়াছেন। যেখানে সধীরা রাণীর সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে চলিয়াছেন; সেখানকার চিত্র কি স্থন্দর! যেখানে বিরহী রাজার চোথের সামনে ধীরে ধীরে স্থ্যোদয় হইতেছে, সে দৃশ্যটি বৈদিক ঋষির উষার কথা মনে করাইয়া দেয়।

"কোন্পাহাড়ে জলে মাণিক এমন প্রবল। এক মাণিকে চৌদ ভূবন করিল উজ্জল। কোন্জনে জালাইল বাভিরে এমন জাঁধার খরে। এক খরে জালাইলে বাভি সকল উজ্জল করে।"

কবি-প্রসিদ্ধির ধার কবি অধরচন্দ্র ধারিতেন না, সূর্য্যের সপ্তাধের কথা হয়তঃ তিনি শোনেন নাই। উষা যে সূর্য্যের প্রণয়িনী, একথা তাঁহার নিছক করনা: তথাপি সুর্য্যোদয়ের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন ভাহা ঋথেদের স্থাক্তর ন্যায়ই সরল এবং সৌন্দর্য্য মণ্ডিত। সূর্য্যের ষোভাটির ছইটি আগুন বর্ণের পাখা। স্নানাস্তে সূর্য্যদেব উবার সঙ্গে মিলিভ হইতে যাইভেছেন, সেই চিত্রটি পাঠক মূল গান হইতে পড়িয়া দেখিবেন, আমার কি সাধ্য যে পল্লী-কবির সরল বিবৃতির পদমাধ্ব্য রক্ষা করিব! আমরা যাহা বলি তার অর্থেকটার ভাষা ধারকরা, কালিদাস-সেক্ষণীয়র প্রভৃতি মহাকবিগণের কথা আমাদের লিখিবার সময় মনের মধ্যে উকি বুঁকি দিয়া আনাগোণা করিয়া রল ক্<del>ষ্</del> করিয়া দেয়, তারপর অভিবান তো শব্দের ভাণ্ডার পুলিরাই আছে, নেই সকল ধার-করা শব্দ বারা ভাব যতটা না প্রকাশ পারু, ছট্টাল ও শুক্র শব্দের আবর্জনার তাহা ততোধিক পরিমাণে চাপা পড়ে। ইহা ছাড়া অলভার-শাষের কৃত্রিম উপাদান—উৎপ্রেকা, উপমা প্রভৃতি আমাদের ভাষাতে ক্রমাগত প্রচন্তর থাকিয়া ভাল বুনিওে থাকে। কিন্তু এই সকল পল্লী-কৰি রোটেই এ সকল সংস্থারের অধীন হন নাই—ভাহাদের একমাত্র শুকুতি। न्त्राचार प्रमृत्त माकार अवगरे जाशास्त्र श्रेष्ठ शक्तिवात अक्से छेशासाम ।

এজন্য তাহাদের কথায় একটিও আবাস্তর শব্দ নাই । তাই, বর্ণনা এড সরল সংক্রিপ্ত ও উপাদের । তাঁহারা যখন করণ রসের ছবি আঁকেন, তখন যেন তাঁহাদের প্রতিছত্র হাইতে অঞ্চ করিয়া পড়ে,—যখন কোন চরিত্র অবন করেন, তখন ছকণায় সরল স্পষ্ট চিত্র ফুটিয়া উঠে, যদিও সে রচনা সংক্রিপ্ত, তথাপি তাহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যথার্ঘভাবে প্রতিবিশ্বিত হয়; বর্ণনার বাছল্য নাই—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যান্তের উল্লেখ নাই, অথচ ছাই একটি পংক্তিতে যেন কবি, প্রাকৃতিক বৈভব হাইতে মণি-মুক্তা খ্রিয়া বাহির করেন, প্রকৃতি যেন পরম কুপায় এই পল্পী-কবিদের সক্রেদিক কথাবার্ত্তা বলেন।

স্থুতরাং যাহারা মূল কবিতাগুলি পড়িবেন, তাঁহারা আমার বর্ণনা পড়িয়া গল্পের কাব্যভাবের প্রকৃত স্বাদ পাইবেন না। যদি আমার এই লেখায়—মূল গীতিকাগুলি পড়িবার জন্য আমি কোতৃহল উল্লেক করিতে পারি, তবেই আমার লেখা সার্থক মনে করিব।

জানকীনাথ মল্লিক আকবরের সমকালিক। গল্লের রঘুনাথকে অতি শৈশবে গাড়ো প্রজারা জীবনপণ করিয়া ইশা খাঁরের বন্দীশালা ছইতে উদ্ধার করিয়াছিল, এই কথার মধ্যে অবশ্যুই কিছু সত্য ছিল। কিছু সেই রঘুনাথ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে গোড়ারা বিজোহ করিলে এই পাহাড়িয়া প্রজাদিগের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করিয়া ভাহাদিগকে দমন করেন। সেই কাজের পুরন্ধার স্বরূপ জাহাজীর রঘুনাথকে রাজা উপাধি এবং খেতাব প্রদান করেন; গাড়োরা অতি সরল সাহসী ও বিশ্বন্ত, লোক, ভাহারা সাধারণতঃ রাজভন্ত, কিন্তু কি কারণে ভাহারা বিজোহী ছইল এবং কেনই বা রঘুনাথ সিংহ, যিনি ইহাদের প্রাণপণ চেষ্টার কলে অভিশোবে ইশা খাঁর মত প্রবল শক্রুর হন্ত হইতে আগ পাইরাছিলেন, সেই প্রমা কৃত্তক্রভার পাত্র প্রভাদিগের বিরুদ্ধে আন ধারণ করিলেন, এই জটিল ঐতিহাসিক সমন্তার আমরা এখনক সমাবান করিছে পারি নাই। রাজবাড়ীর দলিল পত্র ও মুসলমান ঐতিহাসিকসপের হোগল ইতিহালের বিবরণের কোন স্থানে হরত এমন কিছু আছে, বাহা স্বর্জ ইতিহালের এই অক্টার অধ্যারের উপর ভবিষ্ক্তে আলোগাত স্থাকিট্র

পারে। আবৃল ফজল কৃত আকবর নামার জানকীনাথের নাম পাওয়া কার।

রাণী কমলার নামে উৎসর্গ করা কমলা-সারর এখনও বিভযান; ভাহার একাংশ সোমেবরী নদীর গর্জস্থ হইরাছে; যেখানে ৩০ হাজার গাড়ো খাল কাটিরা ভাহাদের কোদাল ধোরার জন্য ৩০ হাজার কোপ কোলালের ঘারে একটা দীঘি করিয়াছিল, জলল বাড়ীর সেই 'কোদাল খোরা দীঘি' এখনও আছে, আর আছে সেই 'ধানইয়ের খাল'। এই সকল ঐতিহালিক চাল-চিত্রের মধ্যে পুণাশীলা রাণী কমলা ও জানকীনাখের প্রাধ-ক্ষান্তার যে করনা বিজড়িত চিত্র ফুটিয়াছে, ভাহা আধ-আলোক আধ-আধারের প্রস্থান্ত ও চল্লোদরের সদ্ধি-স্থলে দৃশ্যমান জগতের ন্যায় কতকটা বাধা প্রহেলিকাময়, কতকটা সভ্যের আলোকে উদ্ভাসিত।

## কাজল ব্ৰেখা

## থনেখরের হুর্ভাগ্য

ভাটী মূর্কে ধনেশর নামক এক সম্ভ্রান্ত সদাগর ছিলেন। **ভাঁছার** কুবেরের মত ঐশর্য ছিল:—বাড়ীর ছয়ারে হাতী, বোঞা বাঁথা থাকিও এবং গৃহে এগার বছরের এক কফা ও চার বছরের এক পূত্র, ছইটি সাঁকের বাতির মত ঘরখানি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। ক্স্তাটি এমন রূপবতী ছিল,—

"হীরা মতি জলে কন্তা বধন নাকি হালে। নৃতন বর্বায় বেমন পদ্ম ফুল ভালে॥"

ছেলেটিও একটি সোনার পুড়লের মত আঙ্গিনার খেলিরা বেড়াইরা যেন অর্ণ বৃষ্টি করিরা যাইত। কিন্তু মান্থবের সৌভাগ্য চিরদিন ছির থাকেনা।

সদাসরের হব্ জি হইল, তিনি জুয়া খেলায় সর্কবান্ত হইলেন। আঞ্চন লাগিলে বেরণ অল সময়ের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া ঘর বাড়ী পুড়িরা বার, এই জুয়া খেলায় দেখিতে দেখিতে তাঁহার হর্জশার চরম অবস্থা গাঁড়াইল। এত বড় রাজপ্রালাদের 'মাল মান্তা', হাতী, ঘোড়া, যানবাহন বেন ভোজবাজির প্রভাবে অনুভ হইল; বারখানি মাল-বোঝাই আহাজ তাহাদের সোনার মান্তল লইয়া জুয়া খেলার অভল জলে ডুবিয়া গেল। পাশার হারিরা মহারাজা বৃথিটির কৌপীন-বন্ত হইয়া বনে গিরাছিলেন, খনেশ্বর সদাপত্রের অবস্থা নেইরূপ হইল।

ইহার উপর আর এক বিপদ, কডাটি খাদশ কলেরে পঞ্জিলেই। ইহাকে এখন বিবাহ না দিলে সামাছিক সমান খাকে না; কিছ 'খুলাইয়িব

वृदन 'क्काफि' घटन चावि 'वृक्त' प्रश्न विकासि ।

মেরে বিশিরা কেছ তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল না। সদাগর যেন অকুল সমুজে পড়িয়া হাবুড়বু খাইতে লাগিলেন।

এমন ছর্দিনে এক জটাজুট সমন্বিত সন্ত্যাসী আসিয়া তাঁহাকে একটি ক্লিটি চিহান্বিত মানিকের আংটী ও একটি শুক পাধী উপহার দিলেন। বিশিক কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন।—সন্ত্যাসী বলিলেন, "এই শুক পাখিটির নাম "ধর্ম-মতি"। ইহার পরামর্শ মত কাল করিলে তোমার বিপাদের জনেকটা কাটিয়া ঘাইবে।"

শুকৃটি অভি-বৃদ্ধ ; ভাহার লদ্ধার মত টক্টকে লাল ছটি ঠোঁট বয়সের দক্ষন ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে, পক্ষ ছটির সবৃদ্ধ রং—মলিন হইয়াছে এবং ছানে ছানে পালক ধসিয়া পড়িয়াছে—গ্রীবার রামধন্থ রং—এমন কি মাংস পর্যান্ত উঠিয়া গিয়া একটা শীর্ণ কঞ্চীর মত দেখাইতেছে। কেবল ছইটি দীপ্ত চোধের জ্যোভি কমে নাই, বরং আরও বাড়িয়াছে,—সে দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ বেন তাহা ভবিষ্যতে ও অভিতের যবণিকা ভেদ করিয়া সত্যের আলোক দেখিতে শক্তিমান।

সাধু শুকের নিকট কিজ্ঞাসা করিলেন—"শুক, আমার ছর্দ্ধশা দেখ।
আমার রত্ন-মন্দির, 'জল টুজি' কাম টুজি' \* ও মণিমণ্ডিও আরামগৃছ
ভাজিরা পড়িরাছে। একটা মাছর পর্যান্ত নাই, মাটিতে শুইরা থাকি—
একটা গাড়ু কি পাত্র নাই—অঞ্জলীতে করিয়া জল পান করি, পথের
ক্রিরের মন্ড বনে বনে খুরিয়া বেড়াই। এই বংশের শেষ বাতিশ্বরূপ একটি শৃত্রা বিভ্রমান, এই ছুই সন্তানকে কি
দিয়া প্রভিপালন করিব ?" বলিতে বলিতে সদাগরের ছুই চকু জলে
ভাসিয়া গেল।

<sup>•</sup> লল টুড়ি ও কাৰ টুড়ী,—এীমকালে নবী বা পুত্ৰের মধ্যে উথিত বৃহ বিশেষ;
বন্ধ বাহ্যবের গৃহ-প্রাদ্ধে পদ্ম পুত্রে 'লল টুড়ী' বর নির্দিত হইত, শীতল পদ্ধ-ক্ষেত্রক বাজালে তথ-নিব। হইত। 'কাৰ টুড়ী'ও নেইক্স, আলাব গুড়; ভাছার শীক্ষকা বৈঠকখানার যত হইত, তবে 'কাৰ টুড়ী' বর ঠিক বলের মধ্যে নির্দিত হুট্ট হা। পুতুর পাতে তৈনী চুট্ত।

কাক্স রেখা

শুক বলিল, "তোমার দারিজ্য শীজই দূর হইবে। সন্ন্যাসী দশ্ত 'জী আংটি' বাজারে যাচাই করিয়া বিক্রের করিয়া কেল এবং উষ্পত টাকা দিরা ভূমি ব্যবসা আরম্ভ কর, তোমার দিন ফিরিবে।"

### অবস্থার পরিবর্ত্তন—কিন্তু কল্যাকে লইয়া বিপদ

শ্রী আংটির দাম যাহা হইল, ভাহার কভকাংশ দিরা ভিনি বাড়ী
মেরামত করিলেন এবং বাকী টাকা দিরা ভিনি ব্যবসারে নামিলেন। তা
দিনে সব দিক দিরাই সুবিধা হইল। তাক বলিয়াছিল—"ভূমি এক বংসর
ব্যবসা করিয়া যাহা পাইবে, ভাহাতে বার বংসর রাজার হালে জীবন বাপন
করিতে পারিবে।" বস্তুতঃ ভাহাই হইল। সদাগর পুনরায় ধনী হইলেন,
এবং পুর্ববং ধনধাত্য সমন্বিভ, কিছর ও দাসদাসী পরিবৃত গৃহে—পরমস্কুশে
বাস করিতে লাগিলেন। 'কাম টুলী' 'জল টুলী ঘর' ও 'ময়ুরপথী' ও
'হালরমুখী' জাহাজগুলি সমন্তই বেরূপ ছিল, তেমনই হইল।

কিন্তু কল্মার বার বৎসর পার হইয়া গেল, অথচ কোন বর জুটিভেছে না।
এই এক ছংখ তাঁহার সমস্ত সুখ মাটা করিল। সদাপর বহু অনিজরাত্তি
ছল্ডিস্তায় কাটাইলেন, সোণার ঘর ও মডির থাম তাহাকে কোন সুখ দিছে
পারিল না।

অবশেষে তিনি শুকের কাছে বাইয়া তাহার ছলালী ক্সা কা**জকরেবার** বিবাহ সম্বন্ধে উপদেশ কিজাসা করিলেন।

শুক বলিল, "এ কন্তাকে লইয়া তোমার আরো অনেক কট আছে। আমার কথা যদি খোন, তুমি ইহাকে বনবাস দিয়া আইস; একটি মুক্ত কুমারের সঙ্গে ইহার জিলাহ হইবে; ইহার কপালের বিভ্যুবনা কে খুচাইবে? যদি কন্তার প্রতি ছেহবলতঃ তুমি আমার উপদেশ না লও, তবে ভোষার কন্তাও তুমি খোর বিপদে পড়িবে।"

নদাগর ভূকার মৃতপ্রার হইরা ভবের নিকট এক কোঁটা বাল চার্ছিত। গিরাছিলেন, কিন্তু যেন পাইলেন একটা চথা লোহের মুদ্রার। আরুর্ক ভাবিরা চিন্তিরা তিনি সর্বনাশ হইতে সেই গৃহ রক্ষা করিতে প্রন্তুত ছইলেন, কারণ শুকের কথার উপর ভাঁহার অটুট বিশাস হইয়াছিল।

এই ক্স্যাকে মাঘমাসের শীতে বুকে রাখিরা রাত্রি কাটাইরাছেন। পাছে

শ্ব ভাঙ্গে—এই ভরে ছঙ্ককেননিভ শব্যার শোরাইরা সোরান্তি পান নাই।

কভ ছংখের, কভ বিপদের শ্বৃতি এই আদরের ক্স্যার সঙ্গে জড়িত, এমন

ক্স্যাকে কেমন করিয়া তিনি বনে পাঠাইবেন!

চোখের জল মৃ্ছিতে মৃ্ছিতে তিনি বাণিজ্যের ছল করিয়া ক্যাকে লইয়া জাহাজে উঠিলেন। উজান বাহিয়া ডিঙ্গা এক গভীর জললের দিকে ছুটিল। ছালশ-বর্বীয়া ক্স্মা —লে আকারে-প্রকারে সকল কথাই বৃধিতে পারিয়াছিল। এ তো বাণিজ্যের পথ নহে,—এ যে ঘোর অরণ্য, এখানে পিতা কেন আমায় আনিলেন? সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাবিতে লাগিল:—"বাণিজ্য করিবার জ্যু আসিরাছ—বাবা, তুমি আমাকে লইয়া জলপথ ছাড়িয়া কেন এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলে? যদি বনে দেওয়াই তোমার অভীষ্ট ছিল, কেন আমার আর ছটি দিন মায়ের কাছে থাকিতে দিলে না, আমার সোণামণি ভাইটিকে বুকে জড়াইয়া ছটি দিন আমার প্রাণ জুড়াইত!

"কি কারণে আইলা বনে কিছুই না জানি।
বনবাসে দিবে মারে হেন অছমানি।
বনের যত তক্লতার দেখহ জিজাসি।
বাগ হৈরা কল্লাকে কে করেছে বনবালী।
চা'র ব্লের সাজী ঐ চল্ল-ছ্ব্য-ভারা।
ধর্ষের প্রধান খুটি খর্মের পাহারা।
জিজানা করহ বাবা ইহাবের ছানে।
বাগ হৈরা কল্লাকে কে হিরাছে গো বলে।
গাহাড় থেকে ভাটরাল নরী নাগরে বরে বার।
চার ব্লের বভ কবা জিজান জাহার।
জিজানা করহ বাবা জিজান জাহার।
বনের পাবীর কথার কে কল্লা দিছে বনাভরে।

**फोबद तार्वा** 

বাপ ও কল্পা খোর বনে চলিরাছেন, দিশেছারা পথিকের মন্ত। ক্রাক্টিদিকে খাল, তাল, তমাল বৃক্ষ বেন স্তম্ভিত হইরা ফটার্লুটবারী সন্মালীর বঙ দাঁড়াইয়া আছে। লে অরণ্যে না ছিল মান্তব, না ছিল পশু—দূর নীল আকালে একটি পাখী পর্যান্ত উড়িতে দেখা গেল না, সন্মুখে একটা ভালা মন্দির। মন্দিরের মধ্য হইতে কপাট বন্ধ। পিতা ও কল্পা যাইরা নিজির উপর বসিলেন।

পথআন্তি ও অনাহারে কাজলরেখা এড ছর্কল হইরা পড়িয়াছিল যে ভাছার আর এক পা'ও অগ্রলর হইবার সামর্য্য ছিল না। সে ভাছার পিডাকে বলিল, "তৃঞ্চায় আমার ছাতি কাটিয়া যাইডেছে, আমার এক কোঁটা জল আনিয়া দিয়া আমাব প্রাণ রকা কর।"

ধনেশ্বর সদাগর জল আনিতে গেলেন। কাজলরেশা খুরিয়া খুরিয়া সেই
মন্দিরের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। দরজা বদ্ধ ছিল, কিন্তু কাজলের
স্পর্শমাত্র দবজা খুলিয়া গেল, কিন্তু সেই মন্দিরে চুকিয়া উাহার ভয় হইছে
লাগিল। তিনি বাহির হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু দরজা তখন এত শক্ত
ভাবে বন্ধ হইয়াছে যে তিনি কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। ইহার মধ্যে
তাঁহার পিতা জল লইয়া উপস্থিত। সদাগর মন্দিরের মধ্য হইতে কল্পার
ব্বর শুনিয়া ভাকিয়া তাঁহাকে দরজা খুলিতে বলিলেন। কাজল বলিলেন
"আমি দরজা কিছুতেই খুলিতে পারিতেছি না।" তখন তাঁহার বলির্চ্চ পিতা
ও তিনি নিজে খ্ব ধরাধান্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু দরজা খুলিল না।
সদাগর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটা পাধরের ত্বুণ হইতে পাধর আনিয়া
দরজার প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তুতেই কিন্তু হইল না,
তখন সদাগর বলিলেন, "কাজল, মন্দিরে কি আছে।" কলা বলিলেন
"একটি বিরের বাতি এই মন্দিরে রাত্রিদিন অলিতেছে, পার্থে এক পালকে
শক্তার উপর একটি যুবকের যুতদেহ।"

সলাগর বলিলেন, "বামার প্রাণের সুমারী, ভোষার কণালে হাব আবি কি করিব! এই শবই ডোমার খাবী, ডকের কথা গঠা। আমি ভাল বার কিয়া বিভে প্রতিরাহিলাদ, দৈব প্রতিবাদী হুইম্বার্টিশ প্রাণ্টি কর্ম বর্ষ নাজী ক্ষারা এই বৃত কুমারের কলে আরি ভোমাক বিশ্বস্থানীয়ালাকাক ক্ষারাশ্র বিহনে আমার ঘর বাড়ী শৃক্ত—আমার জাহাজের অমৃণ্য রত্ন তুমি, ভোমাকে বিসর্জন দিয়া আমি কি ধন লইয়া ঘরে কিরিব ?" তাঁহার উচ্চ কাল্লার শব্দ ক্তনিয়া কাজলের বৃক্ত কাটিয়া যাইতে লাগিল। সদাগর কিছু থামিয়া ঘর পরিষ্কৃত করিয়া পুনরায় বলিলেন "এই মৃত কুমারই ভোমার আমী। যদি ভপক্তার গুণে ইহাকে বাঁচাইতে পার, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিও। কপালে সিন্দুর রাখিও এবং হাতের শাঁখা ভাঙ্গিও না।"

পিডা কাঁদিতে লাগিলেন, কন্মার চকু অঞ্চপূর্ণ; চারদিগের তরুরাঞ্চিও বেন এই নিদারুল শোকে স্তম্ভিত স্টরা অঞ্চ বিসর্জন করিতে লাগিল। কন্মার নিকট বিদায় লইয়া যখন সদাগর চলিয়া যান, তখন তিনি চোখের জলে পথ দেখিতে পাইলেন না। কাজল ল্টাইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিলেন— কি কষ্ট! বিদায়কালে পিতা ও কন্মা পরস্পারের মুখ দেখিতে পাইলেন না।

### মৃত স্বামীর পার্বে

কাজলরেখা কিছুকাল পরে উঠিয়া সিয়া শবের পার্শ্বে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন "হে সুন্দর কুমার, তুমি জাগিয়া উঠিয়া আমার জ্বন্দনা দেখ, জুমি মৃত তব্ জুমি ভিন্ন আমার আর কেছ নাই। বাপ বলিয়া সিয়াহেন, জুমিই আমার আমান সেই কথাই আমার শিরোধার্য্য। চাছিয়া দেখ, তিন দিন-ভিন রাত্রি আমি উপবাসী। ভোমার মূর্ত্তি চাঁকের মত করিতেহে, অভুসীগুলি চম্পাকের মত, মৃত্যু ভোমার জ্বী চক্রা ক্রিক্রিক্র পাঁরে নাই।

"টাদের দুবত» ক্ষার ভোষার ভাষতল্পী বেবেতে ঢাকিরা আর্চে প্রভাতের ভাজ। ভোষার বে যা বাপ বা আনি ভেষদ বংশের প্রবীণ পুরে বেখে বেক্সে কন।"

<sup>· ### - 176, 41</sup> 

र मानका - गोपका परीत ।

कांचक (तयां 🔍

ভোষার পিতা কি আষার পিতার মতই কগট ? ভিনি বনে আনিরা সম্ভানকে বিসর্জন করিয়া সিয়াছেন।

> "ৰে হও সে হও প্ৰাড় তৃমি তো সোৰামী বত কাল দেহ তোমার, তত কাল আমি।" মূখ খুলি কথা কও আঁখি মেলি চাও। জাগিয়া উত্তর দেও মোরে না ভাঁড়াও। কর্ম লোবে বেহলা রাড়ী, শিরেতে বলিয়া। মরা শতির কাচে বাবা দিয়া গেচে বিয়া।"

## "জোর করিয়া কপালের তুঃখ খণ্ডাইতে যাইও না"

খানিক পরে মন্দিরের কপাট আবার খুলিয়া গেল, চকিত ও ভীত দৃষ্টিতে কাজলরেখা চাহিয়া দেখিলেন, এক ডেজবী সন্থানী সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পিতা ও কল্পা এত ধন্তাধন্তি করিয়া বে কপাট খুলিতে পারেন নাই, তাহা সন্থানীর স্পূর্ণমাত্র খুলিয়া গিরাছে, একটু শব্দমাত্র হয় নাই . কাজল ভাবিলেন, সন্থানী নিশ্চয়ই কোন সিছপুরুষ, তিনি সেই সাধুর পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বিভোর হইলেন।

সাধু বলিলেন—"ভূমি কাঁদিও না, মৃত কুমার এক রাজার পুত্র। তাঁছার বাতা প্রসব করার পর আমি দেখিলাম—এই বৃত-প্রার লিণ্ডর প্রাণরক্ষা হুইতে পারে। রাজাকে কহিয়া এই ভালা মন্দিরে আমি ইহার সর্বাঞ্চ পৃতিবিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। কতকগুলি দৈবী প্রক্রিয়ার কলে কুলারেয় দেহের বী অক্ষা আছে এবং ইহার নৈস্ত্রিক দেহ-বৃদ্ধি থানে নাই। ভূমি একটি করিয়া ইহার প্রভাগ প্রসার কেল, কেবল তোখের হুটি পৃতি এবনই পুলিও না। দেহমার পৃতি উদ্ধার হুওয়ায় পরে, আমি ভোলাইল বে পাকা দিয়া বাইভেছি, তোখের হুটি পৃতি পুলিয়া কেই ব্যাকার কর বিশ্বর ইনি

"কিন্তু কাৰল, তোমার আরও অনেক কট আছে,—ভূমি কট সহিয়া থাকিও এবং যে পর্যান্ত ধর্ম-মতি শুক ভোমার পরিচয় না দেন, দে পর্যান্ত ভোমার পরিচয় নিজে দিতে যাইও না। জানিও কপালের তুঃখ জোর করিয়া কেহ খণ্ডাইতে পারে না।"

এই বলিয়া সন্মালী চলিয়া গেলেন। কাজল শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া একটি একটি করিয়া সেই স্ট্'চগুলি খুলিতে লাগিলেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি তিন দিনের উপবালী ছিলেন। এখন আরও সাত দিন সাত রাত্রি উপবালী থাকিয়া তিনি সর্বাক্তের স্টু'চ খুলিয়া কেলিলেন।

ভারপর শুদ্ধ-স্লাভা ছইয়া চোখের স্<sup>ৰ্ট</sup>চ ছটি খুলিয়া স্বামীকে দেখা দিবেন, এই ইচ্ছা করিয়া নিকটবর্ত্তী এক সরোবরে স্লান করিভে গেলেন।

পুকুরের জলের রং ভালিমের মত এবং উহার চারদিকেই বাঁধা ঘাট আছে।

পূর্ব্ধ খাটে বলিয়া ভিবি গাত্র মার্জনা করিয়া স্থান করিলেন, প্রভাতের কিরপে তাহার রূপ কলমল করিয়া উঠিল। এমন সময় একটি বৃদ্ধ—চীৎকার করিয়া বাইভেছিল, "হালী নেবে গো।" বৃদ্ধের পলিত কেল, সামাত্র একটা কটিলাস, না খাইয়া লরীয় বিশীর্ণ, ভাঁহার সক্ষে একটি মেয়ে,—সাধালিয়া চাষার খরের মেয়ে, পরণে একখানা ময়লা শাড়ী। বৃদ্ধ কাজলের কাছে আনিয়া বলিল, "আমি অভি গরীয়, আমার দিন অনেক সময়ই উপহাসে যায়। গ্রহ্মবৈশ্বশ্বে কভাতিকে বিক্রেয় করিছে উভত হইয়াছি, তাহা না হইলে নিজেই বা কি খাইয় ইহাকেই বা কি খাওয়াইব ? এই জনহীন জললাদেশে ক্রেছ ইহাকে বিবিতে চাছিল না—এ ভারগা জনমানবহীয়। কিন্তু এক বয়ালী এই পুক্রের ঘাট দেখাইয়া বলিল, "ঐ ঘাটে একজন রাজকুমারী স্থান করিছেল, তিনি হয়ত কোমার কলাকে কিনিতে পারেন।"

ক্ষাক্রণ ভাবিলেন, আবি এক ছুর্তাগা ক্যা, ক্রানোবে আনার বাবা ক্ষাক্রকে ক্ষান দিরাকেন; এই ক্যাও আনারই মত ক্ষাক্রখিনী, ভাষার বাবা প্রেটের বাবে ইয়াকে বিক্রর ক্ষিতে আনিরাছে। ক্যাক্রমর প্রোপ সহাত্মস্থতিতে ভরিয়া গেল। "এই মেরে আমার ছাথের দোসর ছইবে," স্থতরাং কন্মার ছঃখে ছংখিত ছইয়া তিনি তাঁহার হাতের কন্ধণ দিয়া কন্মাটিকে কিনিলেন।

> কৰ্মলোবে কাজসরেখা হৈল বনবাসী কল্প দিয়া কিনিল ধাই, নাম কল্পদাসী।

কাজল ভাঙ্গা মন্দির দেখাইরা তাহাকে বলিল, "তুমি ঐ মন্দিরে বাও, দেখানে একটি মৃত কুমার আছেন, তুমি ভয় পাইও না। আমি স্নান করিরা শীত্র বাইভেছি। আমি বাইয়া তাঁহার চোধের ছটি স্ট খুলিরা জেলিব এবং শিয়বের কাছে গাছের পাডা আছে তাহার রব চোধে দিব, ভবেই ভিনি বাঁচিয়া উঠিবেন। ভূমি সেই পাডা বাটিয়া রস করিয়া রাখিও।" তখন হঠাৎ তাঁহার বৃক ছক্ত ছক্ত করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং প্রকৃতি বেন নিঃশব্দে ছর্লকণ দেখাইয়া ভাঁহার ভাবী হুংখময় জীবনের আভাস দিলেন।

#### কম্বণদাসীর ক্রতহ্যতা

ক্ষণদাসী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই পাডার রস প্রান্তত ক্ষিণ, এবং কুমারের চোখের শল্য উদ্ধার করিল এবং পাডার রস চক্ষে চালিরা দিল। রাজপুত্রের যেন বছদিনের বুম ভালিল। তিনি লাগিরা উঠিরা কেবিলেন—সন্মুখে ভাঁছার জীবনদাক্রী রমণী। এ দিকে ক্ষণদাসীর মনে তথন অনুমূনবৃদ্ধি লাগিরা উঠিরাতে, সে বলিল "কুমার আমাকে বিবাহ কর।"

"এক সভ্য করে কুমার চিনিতে না পারে। পরাণ বিবাছ আমার, বিবা করব ভোবে ॥ ছই সভ্য করে কুমার বাসীকে ছুইরা। ধরাধ বায়াইরাই আমার, স্কৃষি পরাকুরিরা।

<sup>+</sup> सारे - शाबी, शानी।

কাণতে কোলয়া বোলে সেল অকেবর । কুপাতে ভোমার কল্পা পরাণ বে পাই। ভোমা বিনা এ সংসাবে ভোর কল নাই।"

কুমারের জ্বদন্ম কৃতজ্ঞতার পূর্ণ হইরা গেল। তিনি দাসীর পরিচরাদি কিছু লা লইরাই তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

"বরে ছিল স্বতের বাতি সদাই শন্তি জলে। তারে ছুঁইরা কুমার প্রতিকা বে করে।"

এই সময়ে সভোস্নাতা কাজলারেখা আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন গ্রহণমুক্ত চন্দ্রের ছায় পুনচ্জীবিত রাজপুত্রের রূপ ঝলমল করিছেছে। কুমারও কাজলারেখাকে দেখিয়া বিশ্বিত হুইলেন, এমন রূপ সংলারে কাছারও আছে বলিয়া তিনি জানিতেন না, তিনি বলিলেন, "তুমি কে —ভোমার মাতা ও পিতা কোখায়—এই ঘোর বন-প্রদেশে এমন রূপনী ক্লাকে ভাছারা কিরুপে হাডিয়া দিয়াছেন।"

বীড়ানতা কাজসরেখা উত্তর দিবার পূর্বেই করণদাসী অগ্রসর হইরা অনিস, এ আমার দাসী.

> "আও হৈয়া পৰিচয় কহে কছণদাসী। কছণে কিনেছি ধাই নাম কছণ দাসী।"

এইবার ভাগ্যের বিপর্যায় হইরা গেল ;

"রাণী হৈল গালী আর গালী হৈল রাণী। কর্ম হোবে কাজসরেবা ক্ষম-অভাগিলী।"

্ৰান্ত্ৰটালীৰ আবেশে কাৰ্যত নিজের পরিচর দিতে পারিজেন না, বানী ক্ষুমা ক্ষুমীৰ বাজ্যে চলিরা গেলেন। কালল রাজপুরীতে নুকল রাশীর দালীর যতন আছেন। তাঁহার লাল হইল ঘর বাঁট দেওরা, গৃহ মার্জনা করা, বাসন মালা এবং প্রতিনিরত নকল রাশীর পরিচর্যা করা। এত করিয়াও তিনি নকল রাশীকে তুই স্থারিতে পারেন না, দিনরাত্রি তাহার গালাগালি খান; পাছে কালল তাহার প্রকৃত পরিচর বলিয়া কেলেন এই আশহার কহণদাসী সর্বাদা তাহাকে কাছে কাছে রাখে—চোখের আড় হইতে দেয় না। কিন্তু রালার সতর্ক দৃষ্টিতে কিছুই এড়ার না। তিনি কাললের হাব-ভাব, চাল-চলন, আদব-কায়দা এবং সক্লের উপার চাঁদের মত তাঁহার রূপের হটা দেখিয়া মনে মনে তাঁহার অক্সরত হইরা প্রতিদেন।

রাজা পুন: পুন: কাজদের পরিচয় জিজাসা করেন, "কে ভূমি ক্রন্তরী কন্তা ? এই দাসীর্ভি মোটেই ভোমাকে মানায় না, ভূমি কোন রাজ-ক্র্ন অলক্ষত করিয়াছ, ভূমি কোন রাজার হলালী কন্তা, আমায় সভ্য করিয়া করু,

> "তোমার ভূপর রূপ কন্তা চাঁদ কক্ষা পার। ভাঁডায়ো না কল্লা মোরে বলগো আমার।"

মাথা নত করিয়া কাজল কডার্থভাবে উত্তর করিড:---

"আমি যে কছণ দাসী রাজা শুন দিয়া মন। ভোমার নারী কিনিল দিয়া হাতের কলণ।

"এ কথা ভো ভূমি ভার মূখে শুনিয়াছ।"

"বনে ছিলাৰ, বনবাসী ছাথে ছিন বাব । ভাত কাণড় জোটে যোৱ ডোবার রুপার । যা নাই, বাপ নাই, নাই সহোধৰ ভাই । আসমানের যেব বেন তাসিবা বেড়াই ॥"

প্রভাষ এইরাণ উত্তর পাইরা রাজ্য আরও বেনী কৌছুবলী মুইলেন। ভাষার মন বাছা বৃবে, বাছিরে কাজলের কথায় আমার প্রায়েশন। লক্ষ্য কাজন বেঁ কোন গুড় কথা ক্রমাণ্ড উম্মান বিশক্তি প্রথমিক সুক্রীয়েলিক ভাষা ভিনি স্বায়ে প্রবাহ অধিক করেন। "কি মুক্তা প্রথমি নিজ্ঞান বিশক্তি ভারির বালী হইরা হাড়ভালা বাটুনি থাটিভেছ।" মনে মনে এই প্রশ্ন ভারির উচির হটি চকু অঞ্চপূর্ণ হয়। অপর দিকে নকল রাণীর বাব্যে ও অক্ষরের, কথাবার্তা ও ব্যাধানের চোটে রাজপুরীর হাওয়া তাঁহার বিকট স্থানহ হইল। রাজা বাওয়া লাওয়া হাড়িলেন, তাঁহার ঘূম নাই, পৃথিবীটা তাঁহার কাছে ক'লি। একদিন তিনি বৃদ্ধ মন্ত্রীকে বলিলেন—"মন্ত্রি, আমি ছম্মান-ছমপক্ষের জন্ত দেশ অমণে যাইব, তৃমি এই সময়ের মধ্যে কাজল-রেবার প্রকৃত পরিচর জানিতে চেটা করিও। আমার সন্দেহ হয়—এই ক্ষা লানীর রঙে।"

ভ্ৰকল রাণীর নিকট অন্তঃপরে যাইয়া রাজা বলিলেন "আমি কিছকালের क्क বিদেশে যাইব. ভোমার ক্ষ্ম কি আনিব. বলিয়া দাও।" রাণী সোৎসাহে বলিল "আমার বন্ধ একটা বেতের বালি ও বেতের কুলা আনিও," তারপরে একট ভাৰিয়া আবার বলিল, "শুনছ, আমলি কাঠের একটা টেকী, পিডলের নখ, কাঁসার বাক্ খাড়ু ও কাঠের চিক্রণি লইয়া আসিও। রাজা <del>ড</del>নিয়া मिक्क । विवक इंडेलन, काक्नार्त्रभात कार्क यांच्या विमाय गाहिएक शाला উচ্ছার মুখখানি বিবাদে যেন সাদা হইয়া গেল; তাঁহার জন্ম কি আনিডে इहेर्द, धरे श्रम नरेम तांका नीषांनीषि कतिरान-कांकन वनिरान- "वामि ভো ভোষার এখানে খুব সুখে আছি, আমার কোন অভাব নাই। আমি আর কিছু চাই না।" তথাপি রাজা হাড়িবেন না--নিতাস্ত বাধ্য হইরা কাজন বলিলেন-"আমাদের "ধর্ম্মতি" নামক একটা শুকপাৰী ভিল যদি পার সেইটিকে আনিও।" নকল রাণীর করমাইলী জিনিব সংগ্রহ ক্সিডে বাজার মোটেই কোন বেগ পাইতে হইলনা, নিভাস্ত দরিত্র-প্রতীর বাজারেও ভাষা পাঁওরা যায় ন কিছ কাজদের প্রার্থিত ধর্মমতি গুক পুজিয়া স্থালা হয়রাণ করিলেন ক্ষমত কাজনোর ক্ষমক্ষিণ, ইছা পালন করিছেই ছইবে। ভাষা না লইরা তিনি বাড়ী কিরিতে পারেন না। এক রাজার मुक्तक महिता पाक तामान प्रमुक, धानः ननागरतन धनाका प्रदेशक पाक न्त्रेरविक्षा अवस्थार क्षेप्र विश्व द्वीक क्रक्रिक वानित्य ।

न्त्रभावोत्रको व्यवस्थानामाः निवृत्तकः नत्नकः कृत्यः छवः निवृत्तिः विक्रमः नृत्यमि व्यवस्थानामा वर्षि एकः विक्रमः करः। काः व्यवस्थानामा Where Chai

ধনেশ্বর ভাবিলেন, "ধর্মতি ওকের কথাতো আমি এবং কাজল রেখা ছাড়া আর কেছ জানে না। নিশ্চরই কাজল বাঁচিয়া আছে, এবং স্থাধ থাকুক, ছাথে থাকুক সে-ই এই ওক পাণীটি বুঁজিডেছে।" এই মনে করিরা ডিনি সুঁচ রাজার লোকের কাছে ধর্ম্মতি ওক আনাইরা দিলেন।

পূঁচ রাজা অতিশর আনন্দে বাড়ী কিরিলেন। নক্স রাইকে ভাষার ক্রমাইসী ত্রব্যাধি দিলেন এবং ক্ষণ-দালীর হাতে তক পাবীট দিলা ভাষার মুখখানিতে যে আনন্দের দীপ্তি দেখিলেন, ভাষাতে ভাষার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিলেন।

### নকল রাণী ও কাছল রেখা

রাজা বিদেশে গেলে মন্ত্রী রাজ কার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথাই রাজিকে জিল্লাসা করিতেন; রাণী সে সকলের কিছুই বুঝিত না, অথচ যা' তা বলিরা একটা ছকুম জারি করিত। সেইরপ ভাবেই আরু কাজ করিতেন, রাধীর মর্য্যাদা তিনি লজন করিতেন না; কিন্তু তাহাতে আলাল ক্ষতি হইত। এক দিন একটা বিপদের সম্মুখীন হইরা মন্ত্রী কাজলের সজে পরামর্শ করিলেন, কাজল এমনই উৎকৃষ্ট উপাল্ল বলিয়া উপদেশ দিলেন বে তাহাতে রাজ্যেই মুমন্তর্ভা বিপদ কাটিয়া গিয়া বরং ইউই হইল। মন্ত্রী বুঝিলেন, ক্ষেত্রার হাসী কথনই নিয় শ্রেণীর কন্তা নহেন।

কিন্তু আর কোন পরিচর পাওরা গেল না। ইহার মধ্যে রাজার এক বালু অভিনি হইরা উপস্থিত হইলেন। সূঁচ রাজা রাণীর উপর উহার কালিকেন্দ্র ভার দিলেন। নকল রাণী বাঁবিলেন ভৌরার কাল, চালাকার সাইক্র্যুক্ত কালিক। স্পাতাহতে লবন পরভূ নাই। রাজা ব্যুক্ত পরে প্রতিষ্ঠান ক্রিকার্ট্রাইনির

## পর্বিদ দাসীর উপর মাতিখ্যের ভার

কাৰল অভি প্রভূবে উঠিয়া ভোরের স্থান সমাধা করিলেন , শুদ্ধ শাস্ত হইরা রাল্লা ঘরে প্রবেশ করিলেন, একখানা হোট শাড়ী পরিয়া উভূ করিয়া মাধার চূল বাঁধিলেন। গঙ্গা জল দিয়া রাল্লা ঘরখানি মার্ক্ষন করিলেন। একটা বাটীতে মসলা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন;—মানকচূ কাটিয়া ভাহা ভাজিয়া লইলেন, একজোড়া কপোডের মাংস রাঁধিলেন, ভারপর নানা প্রশালীতে নানাবিধ মান্দের ব্যক্তনাদি রাল্লা হইল। পায়েশ—পর্মাল্ল রাল্লার কাজল সিদ্ধ হস্তঃ।

নানা জাতি পিঠা করে গছে আমোদিত। চক্র পুলী করে কল্পা চক্রের আকৃত।\*

চিডই, পাটি সান্টা, মালপোয়া প্রভৃতি পিটকের গদ্ধে গৃহ স্থ্বাসিত

"কীর পুলি করে কম্বা কীরেতে ভরিয়া। রসাল করিল তাহা চিনির ভাক দিয়া।"

পরিবেশনের স্থানে জলের ছিটা দিরা সেস্থানে একটা উত্তম কাঁটালের পিড়ি পাডিরা স্বর্ণ থালার খাডগুলি সাজাইলেন। অতি সক্র শালী-থানের চাউলের ভাত বাড়িরা থালার একপালে পাডিলেব্ কাটিরা রাখিলেন। স্বিরে ক্লম্ম্য ক্ষমিন কলা কাটিরা ক্লপরাপর কলের সজে পরিবেশন ক্রিকেন।

"লোণার বাটাডে রাথে দ্বি ছথ কীর।"

<sup>»</sup> বাহও – বাহতি।

के ব্যৱ স্থা⇒ মাধ্য ব্যৱ গাকিলা পাকান হইলাছে,—বভাত পাকিলা ছবাছ ধুবুঁবাছে।

কাৰণ রেখা 🔞

ভারপরে বর্ণ গাড়ুতে জল রাখিরা দিলেন। "কেওরা খরেরে" স্থান করিরা সোণার বাটাভে পান রাখিলেন, এবং রাল্লা ঘরের এক কোণে যাইল্লা বিনীভভাবে অপেকা করিতে লাগিলেন 1

এইসমস্তই মন্ত্রীর উপদেশ মত কাললকে পরীক্ষা করার বস্তু ব্যবস্থা হইয়াছিল। আর এক দিন কোলাগর লক্ষ্মীর পূজা। রাণী ও কছণ-দাসীকে ভাল করিয়া আলপনা আঁকিতে বলা হইল। রাজা বলিলেন, "আমার বস্তু আজ আবার আদবেন, আলপনা যত ভাল পার,—করিবে।"

নকল রাণী আঁকিলেন বকের পা, সরিবার টাইল (পাত্র), কাকের ঠ্যাং এবং ধানের ছড়া।

কাজল সরু শালী ধানের চাউল আগের দিন জলে ভিজাইয়া—ভাষ্ঠা বাটিয়া অভি মস্ন পিঠালির প্রলেপ তৈরী করিলেন। সর্বপ্রেশম বাপমায়ের পাদ-পদ্ম আঁকিলেন,—উহা তাঁহার প্রাণে গাঁথা ছিল। ভারপরে ধানের গোলা আর ধানের ছড়া আঁকিলেন—এবং অবকাশ-ছানগুলি সন্মীর পদক্তিক বারা পূর্ণ করিলেন।

কৈলালে শিব তুর্গার যুগুল ছবি, হংস রথে মা বিবছরি দেনী, ও ডাক্লিইন্দের মৃত্তি—দিক্প্রান্তে সিদ্ধ বিভাধরীদের ও বন দেবীর ছবি এবং আরও কড কি আঁকিলেন, সেওরা গাছের নিম্নে বন দেবীর মৃত্তি অতি সুন্দর হইল। তার পরে রকা কালীর ছবি,—রাম লক্ষ্মণ সীতার মৃত্তি চিত্রিত হইল। কার্তিক গণেশ প্রভৃতি কোন দেবতাই বাদ পভিল না।

এসকল অন্ধন করিয়া কান্ধল রেখা হিমাজি পর্বাত, লবার পুলাক রখ, ইন্দ্র যম ও ডাহাদের আবাস খল, গলা—গোলাবরী প্রস্তৃত্তি নদী, সমুক্তের ভেউ, চন্দ্র—পূর্ব্যের চিত্র, প্রাভৃতি, কড ছবিই বে আক্রিনেন, ভারার সীলা-সংখ্যা নাই।

শেব চিত্র ভালা মন্দির। যোর খারণ্য এবং মৃত কুমারের চিত্র ; ক্রিপ্তা কামল কোন থানেই নিজের ছবি আঁকিলেন না। পুচ স্থান ও উাহাছ সভাসল্ দিসের চিত্র ও এই স্থুলুভ আলীপনা খুল্ফুড করিল। আন্ধানারী ইতের বাভি আলিরা চিত্রকরী ভাঁহার আন্ধিক আলপনাকে প্রলক্ষ্ম ক্রীয়া প্রশাস করিলেন। নকল রাষ্ট্রর আলপনা দর্শনান্তর রাজা, তাঁহার বন্ধু ও পরিবদ বৃক্ত ক্রাজন-রেখার আঁকা ছবি দেখিয়া বিশ্বিত হুইলেন।

এদিকে শুক পাথীকে পাইয়া গভীর রাতে কাজন রেখা জিল্ঞানা করেন---

> পাণী আমার মা বাবা কেমন আছেন বল, "প্রাণের দোশর + ছিল মোর ছোটভাই নিশার বপনে ভার মুধ দেখতে পাই।"

ভারপরে মৃতকুমারকে দর্শনাবধি পরবর্তী হৃংখের অধ্যায় কাজল-রেখা কাঁদিতে কাঁদিতে বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন:—

হাতের কমণ দিয়া কিনিলাম দাসী।
কে হইল রাণী আর আমি বনবাসী।
সভার্গের পক্ষী ভূমি কও সভ্য বাদী।
কোন দিন পোহাইবে মোর ছংখের রক্ষনী।"
দশ কছর গোরাইলাম পাইয়৷ নানা ছংখ।
একদিন না দেখিলাম যা বাপের মুধ।"

কত দিন আমার কণালে এই কট আছে ! কুক বলিল, "শেষরাত্রে আমার কাছে আসিও, আমি উত্তর দিব।"

"নিশিরা'তে প্ন: কডা ডাক বিরা ক'ব।
জাগ জাগ তক পাবী রাজি বে ডোর হর।"
বাপের বাড়ী বাদ-বাদী বেবা জোখা নাই।
কর্ম বোবে বাদী হৈবা জীবন কাটাই।"
বাপের বাড়ীতে থাট পাবদ আছে শীতনপাটি। "
কর্ম বোবে আহার পাবী শরন ভূঞি মাটা ।
বাপে তো কিনিরা বিত অরিপাটের শাড়ী।
দেই অকে পইরা থাকি জোলার পাহাড়ী।

লোলর — প্রবাদ, স্কুল্য।

হাতের কছণ দিবা কিনিলাম দানী। সে হইল রাণী আর আমি বনবানী। সভ্য যুগের পাণী ভূমি কহ সভ্য বাণী কোন দিন পোহাবে যোর ভূথের র্জনী॥"

কাজলের কালায় ব্যথিত হইয়া শুক গদগদকঠে বলিল, "কাজল আর কাঁদিও না, ভোমার বাপের বাড়ীর সমাচার বলিতেছি। ভোমাকে বনবাস দিয়া এই দশ বছর ভোমার পিতা বাণিজ্যে যান নাই। কাঁদিরা কাঁদিরা তোমার মা বাবার চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। দাসদাসীরা এই দশ বছর সর্বাদ তোমারই কথা বলিয়া চোধের জল কেলে। নির্বাহ্ম কক্ষাকে বিনাদোবে খোর জললে বনবাস দেওয়া হইয়াছে—এই সংবাদ যেন গৃহপালিত পশু পক্ষীরাও মর্ম্মে মর্ম্মে অমুভব করিয়াছে,—হাজী, ঘোড়া ঘাস জল ধায় না, ভাহাদের চোধে জল টল টল করে। যে দিন হইতে তুমি বাড়ী ত্যাগ করিয়াছ, সেই দিন হইতে ডোমাদের পুরীতে স্ব্র্যের আলো মলিন হইয়াছে, রাত্রে জ্যোৎস্লা নাই:—

### "আলালে না অলে বাতি পুরী অন্ধকার"

বনের পাধীগুলি আকাশে উড়িয়া উড়িয়া আর্ডনাদ করিতে থাকে—
বাপ মায়ের ছলালী কন্যার অভাবে সমস্ত পুরী শৃক্ত হইয়া গেছে। দশ
বছর সিয়াছে; আরো ছই বছর ভোমার কপালে ছঃখ আছে।

এই ভাবে রোজ রাতে কাজন ওকের কাছে আসিরা কথাবার্তা কল ; হংশীর হংশের কথা,—ভাহা আর কুরার না।

ইহার মধ্যে রাজার সেই বন্ধু কাজলের রূপ গুপ দেখির। মৃদ্ধ হইলেম।
তিনি থ্ব উচু দরের জানী ছিলেন না, ধর্মাধর্মের জ্ঞান ততটা ছিল না।
তিনি ভাষিলেন, "এই কল্পা নিশ্চরই কোন রাজার কিরারী;» কর্মান দোবে দালীবৃদ্ধি করিভেছে। যদি ইহাকে কোনজনে আমি এই প্রানাল হইতে লইরা বাইতে পারি, তবে আমি ইহাকে বিবাহ করিব।"

<sup>\*</sup> विश्वति = क्ला

নকল রাশীরও মিশদের অন্ত নাই। রাজা—কছপ-দাসীর প্রেডি এডটা অন্তর্গক হইরাছেন যে, তিনি মধু গজে অন্ধ অলির স্থায় সর্ব্বদা কাজলের কাছে কাছে থাকেন—রাশীর দিকে ফিরিয়াও চান না। রাশী ঠিক করিল বে করিলা হউক, কছণ-দাসীকে সেখান হইডে দূর করিয়া দিতে হইবে। রাজপদ্ধী ও রাজবন্ধুর উভরের উদ্দেশ্য এক হইল, তখন তাহারা বড়যন্ত্র করিলা কোন এক রাত্রে কাজলের ঘর্ষের সিঁড়ির উপর সিন্দুর ছড়াইয়া রাখিল। রাজবন্ধু সেই সিঁড়ির উপর পদচারণ করিলেন;—ছইটি স্পষ্ট পদ চিক্ন হইল, তাহাতে বোঝা যায় যে কোন একব্যক্তি ঘরে চুকিয়া পুনরায় চলিয়া আসিয়াছে।

পরদিন নকলরাণী চীৎকার করিয়া পুরীটা মাধায় করিয়া তুলিল। রাজার কাছে প্রচার করিল, কছন দাসী কলছিনী।

### কাজলরেখা কলছিনী

कांचन रनिरनन,---

একলা করি নিশি রাইডে বরেডে শ্বন, কোন জন হৈল মোর এমন ছ্বমন। সাজী হৈও বেব ধর্ম ডোমরা সকলে সাজী হৈও চক্র ডারা বেখেছ সকলে।"

আর এই ঘরের বাড়িট সারারাত্রি ঘলে, আমি ইহাকেই সাক্ষী করি-ভেছি—কালকার রাত্রি সাক্ষী,—আর সাক্ষী কোধার পাইব ?

> দরে থাকে ভক্ন পাথী সাকী যানি ভারে । নেই জ কমুক ধর্ব সভার গোচকে এ

সোনার পিছরে ধর্মমতি শুক-সেই সভার আনীত হইল।

"কও কথা পাধী—ধর্ম সাকী করি, কাল রাতে ছিল কিনা কঁটা একেখরী। বোবী কি নির্দোবী কঁটা কও সভ্যবাদী ধর্ম সভার আৰু শীৰী সাকী হৈলা ভূমি"।

অভিশয় বিপদের সময় একান্ত অন্তর্জ ও বিরূপ হয়। পাশী বাহা বলিল, তাহাতো ক্সার অন্ত্র্কুল হইলই না, পরন্ত বিপক্ষের অন্তিবোগ দেন কডকটা সমর্থন করিল—পাশীর সেই প্রাহেলিকাময় উল্লি এইরূপ :---

> "কইব কি না কইব রাজা তন বিয়া মন। কাইল রাতের কথা নাহিক সরণ। কণালে করাইছে লোব পঞ্চিয়াছে লোক্ষাক কলকী বলিয়া কলার দেও বনবালে।"

রাজা তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, সমুদ্রের ধারে বালু—চড়ার ইইটিই নির্বাসন করিয়া আইস, বন্ধুর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, কিন্তু এই আদেশ দিতে রাজার মর্মান্তিক কট হইল।

সকল ছংখে সকল বিপদে কাজল স্বামীর মুখখানি দেখিতে পাইতেন।
আজ তিনি সর্বতোভাবে বজিতা হইরা বিদার গ্রহণ করিতেহেন। স্বামীর
মুখের বিকে চাইতে পারিতেহেন না, অঞ্চতে গণ্ড ভাসিরা বাইতেহে।
ভিনি বলিতেহেন, "এখানে বড় সুখে ছিলাম, আপনার পারে বেন কল্ড
কাট হইরাছে, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি দাসী বলিরা আমাকে,
মনে রাখিবেন।" এই বলিরা কথাটি সংশোধন করিরা লইলেন—"আমাকে
মনে রাখিবেন" এই অন্থুরোধ করিবারই বা তাঁহান কি দাবী আছে ? ভিনি
বলিতেন, "আপনি আমার মনে রাখুন বা না রাখুন, আমার একটি অনুরোধ
পালের করিবেন; বেখানে বেভাবে আমার ক্ষ্মা হর্মান, আপনি স্বামিতে
পারিতে মুড্যুক্তালে সামারক রেকা সিকেন ট্রু মুক্তালিশ অক্ষম ক্ষাম্বক

ভাসিয়া গেল, আঁচলে চোধ মৃছিতে মৃছিতে ভিনি নক্ল-রাশীর নিকটে গেলেন। নক্লরাণী তাঁহাকে দেখিয়া বিরক্তির ভাবে মূখ ফিরাইলেন, কিছু কাজলের মনে কোন কোভ বা ক্রোধ নাই:—

> "নকলরাপীর কাছে কল্পা মালিল বিলার চোধের জলে কাজলরেখা পথ নাছি পার। করেছি অনেক লোব চিত্তে ক্ষমা দিও। লাসী বলিয়া মেনের মনেতে রাখিও।"

ইহা প্রাঞ্জন নহস্তের কথা নহে, সভ্য সভ্যই কাম্বল স্বভ্যাচারীর স্বজ্ঞাচার ভূলিয়াছিলেন, শক্রর শক্রভা ভূলিয়াছিলেন, — এক্লপ একটি দৃশ্য কোন সাহিত্যে আর একটি পাওয়া যাইবে কিনা, সন্দেহ। ইহা ক্লমাশীলভা ও সাধুছের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ। এই নারীর চরিত্রে যাহা কিছু বুদ্ধ বা ক্রাইট বলিয়াছেন সেই সমস্ত উপদেশামুভের উৎস বহিয়া গিয়াছে; বন্ধনারীর চরিত্রে যে কি মাধুরী, কি ধৈর্য্য, কি আত্মবিলোপী পরার্থপরভা ও সর্ববংসহা ক্লমা বিভ্যান্—ভাহা এই চিত্রে একাধারে বিরাজিত।

অবশেবে—"বিদার মাগিল কয়। শুক্ত পঞ্চীর কাছে। চন্দের অলেতে কন্তার বস্তমতী ভাগে। চন্দ্র সূর্ব্য সাকী কৈল উঠিল ভিদায়। পুরবাসী যত লোক করে হায় হায়॥

যাহারা শাল পড়ে নাই—পুরোহিতের মন্ত্র শোনে নাই,—চোধের সন্মুখে বাহা ঘটে, ভাহা দেখিরা নিজেরা বিচার করে এবং লোক-চরিত্রের মূল্য নিজারণ করে, ভাহাদের বোধ হয় ঠিকে ভূল হয় না। এই জন্ত কাজলের, মর্থ-বিদারী বিদার দৃশ্তে পুরবাসীরা হার জার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অতল অনীম সমূল গর্ভে উজা ভাসিতে সাগিল, রাছার বছু কালসভে নির্ক্তনে একলা পাইয়া বলিল :---

শক্ষানার বড়ী কাকনপুর। আনার পিতা মন্তবড় রাজা—জীচুর নাম মোটাকন। আনাধের সিংকারে কড বাল-বাহন, কড বোল-মার্টা



"कर्ष (शांत्य मानी हहेबा खीवन कांडोहे…" ( शृक्षां ६८)

বাঁধা, আমাদের বাধানেকে চরে "নবলক পাই।" সমুদ্রের বারে বর্ণ মতিও অলটুদি ঘর আছে—আমি পিডার একমাত্র সন্তান,—এখন পর্যন্ত অকি বাহিত। আমি ডোমাকে বিবাহ করিতে চাই, চল বাই—ডোমার সম্বান্ত লইয়া আমি কাঞ্চনপুরে ভোমাকে বিবাহ করিব। শত শত দাস-দালী ও কিছরী ভোমার সেবা করিবে। আমি স্বর্ণালভারে ভোমার দেহ মুড়িরা দিব।"

কাজল বলিলেন, "তুমি রাজার বন্ধু, আমি সেই রাজার দাসী। তুমি
নিজে রাজপুত্র হইয়া দাসীকে কেন বিবাহ করিবে? আর রাজা আমার
বনবাস দিতে সম্বন্ধ করিয়া ভোমার সদে পাঠাইয়াছেন, তুমি উাহাকে
সেইয়প প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়ায়, তুমি সে প্রতিশ্রুতি ভালিবে কেমন
করিয়া?"

সদাগর-পূত্র বলিলেন, "তুমি আর দাসী থাকিবে না। আমি ভোষাকে রাণী করিব। স্থবর্ণ মন্দিবে আমার সোণার ধাট পালভ আছে, সেইখানে তোমার স্থান হটবে।"

কাঁজল বলিলেন, "দেখ কুমার, আমার পিতা আমাঁকে কলঙী বালিন্ধি বনবাস দিয়াছেন, বাঁহার আন্তরে ছিলাম তিনিও কলঙী জানির আবাকে বনবাস দিবার জন্ম তোমার সঙ্গে দিয়াছেন। বাহার সর্বত্ত এই অপবাদ, তাহার নিকট তোমার এরপ প্রস্তাব করা অসদত, বরং তুমি আমাকে গলার কলসী বাঁধিয়া এই সমূজের জলে নিজেপ কর। প্রথিবী হইতে এই কলভিনীর নাম চিরতরে মূছিয়া বা'ক্। মন্তব্য সমাকৈ আনার মুখ দেখাইবার কোন ইচ্ছা নাই।"

কিন্ত সদাগর পূত্র কাজনের কথার কর্ণপাত করিল না, সে সমুদ্রের পথ ছাড়িরা সেই অরণ্যপ্রদেশ অভিক্রম করিয়া—কাজনপুরে ভাছার খীর পুরের দিকে ভিন্নি চালাইরা দিল।

তখন নিসেহায়া, বিপন্না কাজ্প-রেখা সাজ্জনতে আকাশের জিছে তাক্টিয়া বলিলেন, "হে বেব ধর্ম আমার রক্ষা করু। কার্যনে**ক্ট্র**জের বলি

<sup>ं</sup> श्रीवाद - श्रीवाद रे

আমি নিশাপ হইয়া থাকি, তবে আমাকে উদ্ধার কর। কলছিনী জানিয়া সামী আমাকে ইহার হাতে দিয়াছেন বনবাস দিতে :---

> "মড়ার উপরে ছুট তুলিয়াছে থাড়া। সতী নারী হই বদি, সমূত্রে পড়ুক চড়া॥"

সেই অব্যর্থ অভিশাপে, সভীনারীর উত্তপ্ত দীর্ঘধাসে সমুজ ছলিয়া উঠিল, সেইখানে ধৃ ধৃ বালির চড়া পড়িল, বণিকের ডিঙ্গা সেই বালিচরায় ঠেকিয়া অনড় অচল হইরা রহিল।

মাঝি মাল্লারা বলিল "এই কক্সা ডাকিনী, ইহার মন্ত্রগুণে ডিঙ্গার এই ছুর্গতি হইল। যে করিয়া হউক, ইহাকে এইখানে নামাইয়া দেওয়া হউক—নডুবা এই জনমানব-শৃত্য বালির চবায় আমরা অনাহারে শুকাইয়া মরিব। সাধুর অনেক প্রতিবাদ সম্বেও লোকজনেরা কন্সাকে সমুত্রের চরায় নামাইয়া দিল, তখন সত্যসত্যই অচল ডিঙ্গা পুনরায় জলপথে চলিল। বণিক নিরালার ঘোরে ঐকান্তিক মনোবেদনায় সেই বালির চরায় বিস্ক্রিতা ক্লপসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নির্ক্রন চরাশ্বদি ভাহার দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল।

#### ब्रद्भधदतत जून

ধনেশ্বর সাধু মরিয়া সিরাহেন, ক্সার শোকে ভিনি জীবজুত ছইয়া-ছিলেন, এবার উপর ছইতে তাঁর ভাক পড়িয়াছে।

রত্বেশর বৌধনে পদার্শণ করিরাছেন, তিনি বাণিজ্য করিবার জক্ত সমূজকুর্নে জিলা বহাইরা দিলেন। কত গ্রাম-আন্তর বুরিরা ভাটীরবাণে একটা
ক্রিক্তিত চরার আনিরা কড়ের মূখে জিলা ঠেকিল। হছ করিরা বাভান,
র্মীক্তিতে, ভিক্তি শ্রামি কন্দশ করিতেতে, নাবি নারারা কর্ করি ভিক্তির

काचन (तर्ग) 🖖 🔥

দড়ি কাহি বাঁথিয়া নোলয় করিয়া রাজি কাটাইল। নুশাতে ছাল্লিড বাহু বহিল, পবন দেব উগ্রভাব ভ্যাপ করিয়া শীতল স্ফুর্ন বাজীকের রেছ ভূড়াইয়া দিলেন।

রত্নেধর চরায় নামিয়া দেখিলেন, বিশাল নল-খাগড়ার বন, সেখানে মলিন-বসনা এক পরমা সুন্দরী কলা। লেই কলা বে কালল রেখা—ভাহার সহোদরা ভগিনী, ভাহা ভিনি চিনিডে পারিলেন না, কালল রেখাও ভাহাকে ভাই বলিয়া ব্রিভে পারিলেন না, কারণ বখন ভিনি বাড়ী হাড়িরা বান তখন রত্নেধর ছিলেন চার বংসরের শিশু। প্রায় ছই মাস লেই চরায় পড়িয়া কালল রেখা নল-খাগড়ার রস চিবাইয়া জীখন কারণ করিয়াছিলেন!

রত্নেশ্বর নিজের জাহাজে তুলিয়া কাজলরেখাকে বাড়ীতে লইরা আসিলেন, তখন কাজলরেখা সমস্তই চিনিতে পারিল।

আছে, আছে হাতী বোড়া রে বে বাহার ঠাই।
অভাগিনী বাজল রেঞার মা বাপ নাই।
বড় বড় লালান কোঠা রবেছে পড়িরা।
জরের মত মা বাপ পিরাছে ছাড়িয়া
এই বরে মারের কোলে পালকে শবন,
ছুবাইরা বেবেছি কত নিশার অপন।
এই বরে থাকিরা মার বিছে কীয় ননী।
কোই মার হারারেছি জন্ম-অভাগিনী।
কোঝা বাপ ধনেশর পোলা কোঝাকারে।
আজার কন্যা খবে আসিছে যার বৎসর পরে।
মা নাই বাপ নাই লাই ভক্ পানী।
বড় বাড়ীর বড় বরে রবেছি একাকী।

সেই বহু যাণ্য-শৃতি ক্ষমিত হয় বাছি ক্ষেত্ৰিয়া কৰিছ ক্ষমিত কৰিছ ক্ষ্মিত কৰিছ উৰলিয়া উঠে। তিনিজিবানাত বিশ্বত বিশ্বত, ক্ষিমাণ্ডিত ক্ষ্মিত ক্ষমিত ক্ষ্মিত অব বোলে পঞ্জিয়া বাজেন।ে ক্ষমিত পঞ্জিয়াল্ডিকার ক্ষমিতিকার ক্ষমিতিকার ছ্মধের কারণ বিজ্ঞালা করে, কিন্তু দেই স্তব্ধ দেবী মূর্ত্তির ন্যায় বিষয় কর্যা কোন কথা বলেন না। একদিন রত্নেশ্বর স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, বিধুমূশী কন্যা ভূমি সমূত্রের চরায় ভাটীবাগে পড়িয়াছিলে—

ভাটী বাগে÷ পড়েছিলা সমূলের চরে।
ডথা চ্ইতে দ্বপনী কলা উদার করলাম ভোরে।
হাদর কুমীর ভোমায় করিত ভক্ষণ।
বাড়ীতে আনিলাম, ভোমা করিয়া বতন।"

"আমি বিবাহ করি নাই, তুমি যদি অনুষ্ঠি দেও আমি কালই তোমাকে বিবাহ করিয়া জীবন সার্থক করি; বস্তুতঃ আমি এজন্য উত্তোগের ক্রাট করি নাই, আমার পিতা মাতা নাই, স্থতরাং আমার বিবাহ কাহারো মডের প্রতীক্ষা করিবে না। আত্মীয় বন্ধু, জ্ঞাতি সকলকে থবর দিয়া আনাইরাছি, পুরোহিত সমস্ত আয়োজন পত্র ঠিক ঠাক করিয়া রাখিয়াছেন, বাজনদার, গারক ও যম্মধারী-বাছকর সকলেই উপস্থিত আছে। এখন ভোমার মত ছইলে কালই আমাদের বিবাহ হইতে পারে। এখানে আমাদের কোন হুংখ বা অস্থবিধা নাই, বাসর ঘর নানারপ স্বর্ণ পালছ ও তৈজসপত্রে সাজাইয়াছি। দাস দাসী মঙ্গলাচরণে নিযুক্ত হইয়াছে, আমি শুধু ভোমার মডের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।"

কাৰণ উত্তরে বলিলেন, "কুমার আমার বিবাহের একটা সর্গু আছে, ভাষা ভোমাকে পুরুষ করিতে হইবে। আমার বংশ পরিচর, পিতা মাতা কে—ইহার কিছু না জানিরাই ভূমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেহ? আমি হাড়ি কি ডোমের কন্যা এ সকল ভো জানা চাই, ডাহা না জানিরা বিবাহ করা বৈধ হইবে না।"

রক্ষেধন বলিলেন "বাঁহার এমন চাঁদের মত মুখখানি, এত রূপ যার নে কখনও কি হাড়ি ভোষের কন্যা হয়! আছো, ভূমি ভোষার বংশ প্রীয়ের আহাকে কয়, ভোষার পিজা মাজা কে? কেনই,বা একাকী কুমি মাক্ষাবাহার চারার পড়িবাছিলে!"

<sup>·#</sup>श्रातीः वादन--असीय अस्मिन जिटमं कामेन मृद्यः।

क्षांबन त्वर्ग

কাজল বলিলেন, "কুমার আমি দশ করের সময় পুঁব ডী ছাড়িয়াই, লে সময় আমার বংশের পরিচয় জানার কথা নতে। স্টু রাজার করে একটি শুকণাখী আছে, ভাছার নাম ধর্মতি। সেই পাখী আমার সমস্ত কথা জানে এবং সেই আমার বিবাহের ঘটকালি করিবে। তুমি ভাছাকে খোঁজ করিয়া আন—সেই সর্ব্ধ সমক্ষে আমার পরিচয় দিবে।"

এই কথা শুনিয়া রড়েশব দেশ বিদেশে ধর্মতি শুকের খোঁজে লোক পাঠাইলেন। স্চ রাজার দেশে এক ডিলি বোঝাই খনরত্ব লাইরা শুক্ পাখীর খোঁজে লোকজন রওনা হইল। স্চ রাজার দেশে আলিরা রড়েশবের দূতেরা দেখিলেন, রাজা দেশাস্তরী হইরা কোখার চলিরা গিরাছেন। কহণ দাসী ধনের লোভে রড়েশবের দূতদের কাছে শুক্ষ পাখী বিক্রেয় করিল।

# ধর্ম্মতি শুক কর্তৃক পরিচয় দান

এদিকে কাৰ্জন রেখাকে বাড়ী হুছতে নির্বাসন করিয়া প্রাচ রাজ্য একবারে পাগল হুইলেন, তিনি বাড়ী বর হাড়িয়া রাজ্যে রাজ্যে কেল কিছেলে ভাহার হারাণো রড়টি পুলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন রাজ্যরাজ্য ক্রানিয়া গুনিলেন রাজা চরায় কুড়াইয়া একজন পরী লইয়া আলিয়াছেন, ধর্মমতি গুকের নিকট ভাহার পরিচয় লইয়া তিনি আলই ভাহাকে বিবাহ করিবেন । রাজসভায় ভয়ানক ভীড় হইয়াছে । রাজ সভায় একটা বরেলাও পলী নেইজন পরীয় পরিচয় নিবে, তখন বহু রাজা ও রাজপুর এই আকর্ষ্য কাঞ্চ কেলিল পুলীর পরিচয় নিবে, তখন বহু রাজা ও রাজপুর এই আকর্ষ্য কাঞ্চ কেলিল পুলীর পরিচয় নিবে, তখন বহু রাজা ও রাজপুর এই আকর্ষ্য কাঞ্চ কাঞ্চিল পাখীর সুবে এ আনের্টুকিক কাঞ্চিলী ভানিকে ক্রিট্রা ক্রেলেন।

**<sup>े</sup> परता** 

সভার বর্ণনদকা বিশিষ্ট পিঞ্চরে শুক পার্থীটা আনীত হইল। শুক সভাবিণকে প্রধান করিয়া নিবেদন করিলেন—

"ভাচিরাল দেশে ধনেশ্বর নামক বণিকরাজ বাস করিতেন। তিনি 
কুবেরের মন্ত ধনশালী ছিলেন, তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কল্পা। যথন
কল্পাটির বরস ১১ এবং ছেলের বরল মাত্র চার; তথন জুরা খেলিরা তিনি
সর্কবি হারা হইলেন। কোন সন্থাসী তাঁহাকে একটি ব্রী আংটা ও ধর্মমতি
নামক একটি শুক পক্ষী দিয়া বলিলেন, পাখীটের উপদেশ মত যদি ভূমি চল,
তবে ডোমার ইষ্ট হইবে। ব্রী আংটিটি বিক্রের করিয়া সাধু অনেক ধন
পাইলেন, ভাহার ঘারা ভাহার বিশালপুরী মেরামত করিয়া উদ্ভ অর্থ
লইয়া বাণিজ্যে গেলেন। এইবার ভাহার ভাগ্য করিল। তিনি বাণিজ্য
করিয়া এত লাভবান হইলেন যে ভাহার পুরী ধনধান্য ও সমৃদ্ধিশালী
হইয়া পুর্ববিৎ হইল।

কিন্ত তাহার মেয়ে তখন ঘাদশবর্ষে পড়িছে। জুয়া খেলার জ্ব্যু তাঁহার ছন'ম হইয়াছিল; জুয়ারীর ক্স্তাকে কেহ বিবাহ করিতে রাজী হুইদেন না।

আমার কাছে সদাগর পরামর্শ চাহিলেন আমি বলিলাম, এই কল্ঞা আতি ছুষ্ঠাগা, তুমি আত্মই ইহাকে বনবাসে দিয়া আস—যদি সন্তান স্নেহে ভূমি ছাহা না পার, তবে কল্ঞা ও তুমি ঘোর বিপদে পড়িবে। একটি ভালা মন্দিরে একটা বৃত রাজকুমার আছেন, কল্ঞার অদৃষ্ট সেই বৃত কুলাকই ইহার খানী ইইবে।

কাদিয়া কাটিয়া ধনেশ্বর সে ভাটা অঞ্চলের নিবিড় অরণ্যে ক্সাকে সেই
মৃত রাজকুমারের নিকট কেলিয়া আসিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি ক্সা
কিছু ধান নাই। এক সয়াসীর উপদেশ সাত দিন সাত রাত্রি আলিয়া ক্ষা
একটি একটি করিয়া রাজকুমারের সর্বাচ্ছের শল্য উদ্ধার করিলেন, কিছ
পাঁলালীয়া উপদেশে চন্দের ছটি পূঁচ তিনি তখনও উঠান নাই। স্বাধানের
নালালীয়া কর্ম পাতার রস চোখে দিয়া সেই পূঁচ ছটি তুলিতে হইবে; এই
ক্রিল সয়াসীর নির্দ্ধেশ। কাজস্বরখা পূক্র ঘাটে লান করিয়া গুড় খাছ
ভাষে কালীয়া রচকর পুঁচ ছুলিকেন, এইজভ নেই ঘাটে কলিয়া গুড় রাজনা

क्षेत्रण (क्ष्पं

করিভেছিলেন, এমন সমর একটি বৃদ্ধ ভাষার করা বিক্রের করিতে নেধানে আসিল। বৃদ্ধ একটি চাবা, ভাষাকে নিজ হাতের করা দিরা কাজল করেটিকে ক্রের করিবাছিলেন। পিতা হইরা কর্জাকে বিক্রের করিবছের, ইহা শুনিরা কর্জাটির প্রতি ভাষার আন্তরিক সহায়স্থতি হইরাছিল। 'কিন্তু করার ছিল আসুরিক বৃদ্ধি, সে কাজলের কাছে সমস্ত অবস্থা শুনিরা ভাড়াভাড়ি মন্দিরে চুকিয়া রাজার চোধের স্ট নিজেই ডুলিয়া কেলিয়া সন্থাসী দন্ত পাভার রুক্ষ ভাষার চক্ষে দিল।

রাজপুত্র পুনরায় জীবনলাভ করিলেন, তখন এক অণ্ডভ মুহুর্তে নেই কল্প দাসীকে তাঁহার প্রাণদাত্রী মনে করিয়া তাহাকে বিবাহ করিছে প্রতিঞ্জতি দিলেন। এমন সময় স্নানাস্তে লন্ধী প্রতিমার জার কাজলরেখা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূঁচ রাজার প্রশেষ উদ্ভর দিবার পূর্বেই কল্পদাসী অগ্রসর হইয়া কাজলরেখার পরিচয় দিল, লে বলিল "এটি আমার দাসী, আমি কল্প দিয়া ইহাকে ক্রয় করিয়াছি, ইহার নাম কল্পদাসী।"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ শুকের চক্ষের জল আর খামে না, সক্ষণদানী এইভাবে রাণী হইল এবং প্রকৃত রাণী ভাহার দানী ক্রইবেন; কাজলকে দানী যত ছংখ দিরাছে, ভাহা বর্ণনা করিতে বাইরা, কালদকতে অঞ্চপুর্ভচ্চেত্র পাণী সব কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল; ভাহাতে সভার সক্ষললোক কাঁদিরা উঠিল। ভারপরে কি ভাবে বৃথা অভিবোধ করিরা কলদ্ধিনী করিরা ভাহাকে সেই সদাধ্বর যে ভাবে সমুজের চড়ার কেলিরা আনিরাক্তির, শুক্ত ভাহার একটা বিবৃত্তি দিল।

এই সময়ে সুট রাজা সম্পর্কে ও শুক এক জলোকিক কাহিনী গুলাইল। চাম্পা নগরের রাজমহিনী এই মৃত কুমারকে প্রস্ব করেল। এক লালানীর উপলেশে এই মৃত কুমারকে সেই ভাটি অঞ্চলের ভালা মন্দিরে রাজ্য কর্মানীর করে কেহের জী ভাষার থাকিরা রার এবং লেহের স্থানী জারী ইয়ার সর্বাদের স্থানী ইহার সর্বাদের স্থানী বিহার সর্বাদের প্রস্কার কর্মার ক্যার ক্যা

गर्पर्भरत भूकानापि बनिरमम् बर्क्षका कावन्यम जिलाह कविरक्ष होत्र

"উড়িতে উড়িতে পাৰী সভার আগে কর। তাই হয়ে রয়েশর বিরা করতে চার। আন হৈতে কলার বার বছর গত হয়। এই কথা কহি পাৰী শুৱেতে যিলায়।"

#### নকল রাণীর শাস্তি

রত্বেশর বিষম লক্ষা পাইয়া অন্তঃপুরে যাইয়া দিদির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এতকাল পরে হুই প্রাতা ভগিনীর মিলনে যে আনন্দ হইয়াছিল, ভাহাতে রাজপুরী যেন স্থের বস্তায় ভাসিয়া গিয়াছিল। স্ট রাজা ভাহার হারানো ধন পাইয়া পরম হুইচিতে গৃহে ফিরিলেন। তিনি স্থাহে যাইয়া একটা অতি গভীর ও প্রকাণ্ড গর্ড খনন করাইলেন এবং অন্তঃপুরে যাইয়া নকল রাণীকে বলিলেন, "ভাটাদেশের রাজা ধনেশর আমাদের বাড়ী লৃটিতে আলিয়াছেন, স্তুতরাং আইস আমরা প্রাণ লইয়া এই বেলা পলাইয়া যাই।" নকল রাণী কালবিলম্ব না করিয়া সর্ব্বাহ্যে ভাহার মূল্যবান রম্বগুলি কোটায় পুরিয়া সেই গর্ডে প্রবেশ করিলেন। রাজার ইলিতে লোক জন আসিয়া গেই গর্ড মাটা দিয়া পূর্ণ করিল, এইভাবে কম্বণদাসীর সেইখানে সমাধি হুইল।

#### पारगाम्ना

কাজল-রেখা, ভারতীয় আদর্শের একটি সর্বোচ্চ পরিষয়না। এই রিয় রেম আম্বর্জাপীল কবী মহিমহবেদ মধ্য উন্নত গৌরীলয়ন।



ন্তক সভ্যদিপকে প্রণাম করিয়া নিষেদন ক্রব্রিক্ত---( পুঠা ১৪ )

কাজন রেখা প্র

পল্লী-কল্পনা যে সকল বদশী-চিত্ৰ আমাদের গোচৰ ক্লিক্সাছে, ভাছাৰ প্রত্যেকটিতে কোন না কোন গুণ বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। সাধুৰ ও চরিত্র-গুণে সকলেই পূজা ও প্রাদ্ধা-ভাজন, কিন্তু কাহারও মধ্যে অন্তুভ ডেজবিভা, উদ্ভাবনী শক্তি, কাহারও মধ্যে চূড়ান্ত স্বামী-প্রাণতা, কাহারও মধ্যে অপুর্ব্ধ সংযম দৃষ্ট হয়; প্রভ্যেকেরই মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য বিশ্বমান, এবং আক্তর্ব্যের বিষয় এই যে প্রায় এক শত পল্লী-চিত্র আমাদের হস্তপত হইয়াছে, ভল্পখ্যে পুনরাবৃত্তি দোষ, এবং একটি আদর্শকেই বারংবার বেশ পরিবর্ত্তন পূর্বক প্রদর্শন, অনর্থক বাক্য-বাহুল্য প্রস্কৃতি অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা নাই। প্রস্কেক চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং সুস্পষ্ট রেখায় অন্ধিত। এদেশে যে সকল কৰি প্রাচীন কালে মহিলা-চরিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, ভাষার সময় স্থানেই সে সকল চরিত্র সীতা-সাবিত্ৰীর ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে : কিন্তু বালালার এই পলীর ঐপর্বা কি বিরাট। এই চিত্রশালায় প্রায় ৫০টি আদর্শ রমণী পাইডেছি, ভারার কাহারও সাহস তুর্জ্বয়, কেহ উগ্র-প্রকৃতি, কেহ নানা বিরুদ্ধ অবস্থার পরীক্ষায় ও স্বীয় অকৃষ্ঠিত নির্ভিকতা বলে সর্বব্রজয়ী। এই সকল চিত্র-পরিক্রমার পাঠক কোন নৈতিক বা ধর্ম-সূত্র পাইবেন না। পল্লী-কবির ছাডের কাছে একটিমাত্র শাস্ত্র ছিল, অহ্ন কোন পণ্ডিতী অমুশাসন ছিল না। সে শান্ত— প্রকৃতি। এই গুরুই কবিকে ভালমন্দের বিচার শিক্ষইরাছেন, তিনি অন্য কোন শাসনের অম্বর্তী হন নাই।

কাজল-রেখা মূর্দ্বিমতি সহিষ্ণুতা। এলেশের নারী-জীবন নিরকৃত্বির কটের ইতিহাস,—নানাবিধ সামাজিক চুর্কুলা ও অবস্থার বৈওলে নারীকে প্রায়ই সকল কট নীরবে সক্ত করিতে হয়। এই সহিস্কৃতা কুলরবরীর বাভাবিক বাধুব ও লক্ষানীলতার উপর দাড়াইরা দেব-লোকের কি অপুর্ব্ব পারিজাত পুন্প উৎপর করিতে পারে, কাজল ভাহারই দুটান্ত।

কাৰসকে পিতা ভীষণ জ্বলতে ভালা মনিরে একটি প্রের পার্থে রাখিয়া গৃহে কিরিয়া আসিলেন। ইতিপুর্বেই ডিন দিন কালত উপবাসী হিলেন, ভারপর সাভ দিন সাড়, রাজি বৃভ কুবারের প্রয়ার বসিরা ভিনি ভোহার স্বাচ্ছের লগ্য উদ্বার করিলেন। কিন্তু বে মুকুর্যে ভালা ভারতবিশি পরিবর্তুন হইবে এবং ভিনি ভূপের ক্ষম ক্ষেত্রের, তথনই কি মার্কার্যার্থি বিপদ উপস্থিত হইল ! যাহাকে সমত্থী মনে করিয়া ভাহার হাদর করুণায় বিগলিত হইয়াছিল, যাহাকে তুংখের সহচরী ভাবিয়া অভি স্নেহে হাডের করুণা দিয়া কিনিয়াছিলেন, সেই রমণীর মনে 'অস্থ্রভাব' জাগিয়া উঠিল এবং লে এমনই আঘাত দিল, যাহাতে ভাহার জীবনের প্রথম অংশ একাস্ত ভাবে বার্থ হইয়া গেল।

কিন্তু সমন্ত অবস্থাই সহিতে হইবে, সন্মাসী বলিয়া গিয়াছেন, "ক্ষোর করিয়া কপালের ছঃখ খণ্ডাইতে যাইও না।" দৈবের বিধান ও সন্মাসীর উপদেশ মানিয়া কাজল চুপ কবিয়া রহিলেন; এত বড় একটা মিধ্যার ব্যাপার তাঁহার চক্ষের উপর বহিয়া গেল, কোধায় রাণী হইবেন, তৎপরিবর্ত্তে তিনি তাহার নিজের দাসীর দাসী হইলেন!

এই অকম্পিত দীপ-শিখার মত নির্বাক রমণী চিত্রে আমাদিগের পরম বিম্মর উৎপাদন করে। অস্তা কেহ হইলে কত আর্ত্তনাদ, কত ক্রোধ, কত বৃক্তি, কত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া সমস্তা বার্মণ্ডল আলোড়িত করিয়া কেলিতেন। কিন্তু কাজল নিষ্পাদ নিষ্কল,—তিনি দৈব মানিয়া মহাছঃখের জীবন বরণ করিয়া লইলেন।

দৈব কি ? লক্ষণ যথন ধমুর্বাণ আক্ষালন করিয়া বলিভেছিলেন, "হনিছো পিতরং বৃদ্ধং কৈকেব্যাসজ্ঞমানসম্" পুরুষকারের এই জলস্ত মূর্জিকে প্রবোধ দিয়া রাম বলিলেন—"লক্ষণ, ইহা দৈব! যে ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রজালিত, বাহা কোন্ দিক্ দিয়া ঘটে—মামুব ভাহা বৃদ্ধিতে না পাদিয়া হতন্তি হইয়া দাঁড়ার,—সেই সকল ঘটনা দৈব। রাজা দশরবের আনি প্রিয়তম সন্তান,—কৈকেয়ী আনাকে কৌশল্যা অপেকাও স্নেহ করিয়া আসিয়াহেন—আজ্কার ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে করনাতীত, এই অব্টন কি করিয়া ঘটল ভাহা আমি জানি না; ইহা দৈব, পুরুষকার দিয়া ইহার প্রতিকার হইবার নহে।"

প্রত্যেকের জীবনে সমরে সমরে এইরাপ দৈবের খেলা দেখা বার ; তখন বাহা সজ্য, বাহা দিবালোক, ভাহা প্রমাণ করা বার না, বাহা স্কুলরের দর্ম দিয়া শৃশ্পূর্ণ নিঃবার্যভাবে করা বার—নিভান্ত অন্তরজেরা এমন কি ক্ষামান্ত্রের ইটের জন্ত নিক ক্ষা ক্ষাম্যুলি দিরা শক্ত হংগ ব্যুগ করিয়া কাজস রেখা

লওয়া হইয়াছে, ভাহারাও সকলেই সম্বুখের সরল ক্লা দেখিতে পার না, প্রত্যেকটি কার্য্যের কৃট অর্থ করিয়া ভাহা হীন প্রভিপন্ন করে ;— বর্ধন নিভান্ত বগণেরা ভূল বুঝিয়া শক্রুতা করে, বহু প্রমাণ লইয়া আসিরা ক্লিপে বিপন্ন ব্যক্তি হুর্ভাগ্যের প্রভিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে আবর্জনার স্কুপ দিয়া আগুন নিভাইবার প্রচেষ্টার মত, ভাহাতে সেই হুর্ভাগ্যের আগুন দাউ দাউ করিয়া আরো বেশী অনিয়া উঠে, তথন বভই প্রমাণ দে আনিবে, ভাহা বিপক্ষের অমুকৃল হইবে, আদালভের বিচারে নিরপরাধের কাঁলি হইয়া ঘাইবে।

বাঁহারা জীবনের এই রহস্ত জানেন তাঁহারা বৃথিতে পারেন 'দৈব'
কিং সন্ন্যাসী এজস্তই বলিয়াছেন, "কপালের হুঃখ জোর করিয়া খণ্ডাইতে
যাইও না।" শাল্রে আছে, যখন দৈব প্রতিকৃল হয় তখন সমস্ত গুণ
লোমে পরিণত হয়, নিঃস্বার্থ ব্যবহার স্বার্থের কপ বলিয়া প্রমাণিত হয়,
—কিন্ত দৈব অমুকৃল হইলে দোবগুলি গুণরূপে প্রতিপদ্ধ হয় এবং যাহা
পাপ ও অধর্মের স্বরূপ—তাহা পুণ্য বলিয়া সকলের চক্ষে প্রশংসিত হয়।

এই রূপ ছাসময় কখনও কখনও উপস্থিত হয়, যখন যাহা কিছু পুতকে পড়া গিয়াছে, জীবনে তাহার অস্তথা প্রমাণিত হয়; সত্য কথা, সহায়ুজুঙি ও উদারতা জীবনে বার্ষ হইয়া যায়।

এজন্ম এই বলিয়াছেন "Resist not evil"—যখন ছঃসময় আসে তখন প্রতিরোধ করিতে যাইও না।

এক কৃষক বড়ের সময় বিপরীত দিকে ঠেকা না দিয়া—বেদিক হইতে বড় আসিতেছিল, সেই দিকে ঠেকা দিয়াছিল। লোকে উপহাস করাতে সে বলিয়াছিল, "আমার কি সাধ্য খোলার মন্দ্রির বিরুদ্ধে চলিব? বরু বদি নিজেকে তাঁহার বিধানের অনুকৃষ করিয়া ভূঁলিডে পারি, তবে লাভ আহে।"

এই গরের নীত-কথা এই: যদি নিভাপ্ত বিপদের সমর আক্ষাসন ও বশক্তিতে ভাহা খণ্ডাইবার চেটা না করিরা থৈষ্ট গুরিরা থাক, কবে নির্দিট্ট সমরে বিপদের যোর কাটিয়া ঘাইবে এবং আক্ষাশ-বাভাস নির্দিশ ক্ষামে এবং লোকে ভোষার বৃত্য বৃত্তিতে পারিবে! কিন্তু ভাহা কি আক্ষা টু বিশদের সময় কি কেহ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে?
কিন্তু নিজের উজার-সাধনের জন্ম বিপর ব্যক্তি যে চেষ্টা করিবে, নির্বিকার হইরা দৈবের উপর স্বার্থকে নির্ভ্ করিয়া থাকিতে তদপেক্ষা শতগুণ শক্তির দরকার; কাজল সেই অপরিমিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আদর্শ। কাজলের স্বভাবটি ছিল সহিষ্ণু—তাহার উপর তিনি পরম গুণবতী ও ক্ষমাশীলা ছিলেন। কৃষণ দালীর সঙ্গে তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, অল্প কেহ কি তাহা পারিত? তাঁহার চরিত্রের মাধ্র্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ সেই দিন তিনি দিয়াছিলেন যে দিন রাজপুরী হইতে বিদায়ের প্রাক্তালে তিনি কৃষণ দালীর নিক্ট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, তথ্ন তাঁহার চক্ষ্ণুটি জলে ভরা।

পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন, এসকল কথা মাথা ডিঙ্গাইয়া যায়, কোন দ্বীলোক কি বাস্তব জগতে এতটা উদারতা দেখাইতে পারে ? কিন্তু আমি আমার দেশের মেয়েদের হয়ত কিছু জানি, কারণ পল্লীজগত আমার পরিচিত; এখন সে জগত আর নাই। আমার ধারণা আমাদের দেশের পুর্কেকার মেয়েরা ধর্ম ও নীতির সর্কোচ্চ শৃঙ্গ অনায়াসে আরোহন করিতে পারিতেন।

জ্ঞানী ছিল শুকপাণী, তাহার কাজলের উপর দরদের অন্ত নাই। শেষ
অধ্যায়ে যথন সে কাজলের হুংথের জীবন বর্ণনা করিতেছিল, তথন সে অঞ্চক্ষ
কঠে সময়ে সময়ে থামিয়া অর পরিকার করিয়া লইয়াছে। কাজলের হুংথে
সে নিজে অত্যন্ত হুংথ পাইয়াছে। অথচ সে সত্য কথা বলিয়া কাজলকে রাজসভায় সমর্থন করিল না। যাহা কিছু বলিল তাহা দিবা ও রাত্রির সদ্ধিলর মত, প্রেছেলিকাময় ও অম্পই। এরপ করার কারণ কি? পাণী
জানিত, কাজলের মাথার উপর দিয়া তখন প্রবল দৈব— বুর্ণিবায়য় মত চলিয়া
বাইতেছে। এসময় সত্য বলিয়া চিৎকার করিলে তাহা প্রমাণে টিকিবে মা;
বৈর্ব ভাহা উড়াইয়া লইয়া যাইবে, এজক হুংগার্ড কঠে লে ব্যর্থ বোধক কথা
বিলিল। কাজলের অদৃষ্টের হুংথ ভাহাকে ভোগ করিছেই হইবে—সময়ের
পূর্বের্ব ভাহা পণ্ডিবে না, বরং বাধা পাইলে ভাহার গতি আরো বৃদ্ধি
পাইবে।

এই গল্পটি সম্ভবতঃ বেছি যুগে পরিকল্পিড হইয়াছে । ইহাতে খুব বড় বড় বিপদ ও হুংধের কথা আছে, কিন্তু 'চণ্ডীর চোডিসা' অথবা 'আকুকের শত নাম' নাই। বিপদের সময় ভগবানের সহায়তার জক্ত চেটা নাই—নিজের সহিষ্ণৃতা ও উদারতা মাত্র লইয়া কাজল সর্বব বিপদের অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।

সেই যুগে মেয়েদের চিত্রাছন, রন্ধন, শিল্প প্রভৃতির বিশেষ চর্চা ছইড। কিন্তু কোন স্থানেই ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব দৃষ্ট হয় না। চিত্রা**হণের সময় গণেলের** नाम क्रिकतीत मत्न अथम छेलग्र रुग्न नारे, तकन-मानाग्र व्यव-पूर्ण वा नचीत्क প্রণাম করিয়া কাজল বাঁধিতে বদেন নাই। দেব দেবীর কথা আছে.--তাহা চালচিত্ৰের নাায়, কিন্ধ বৌদ্ধাধিকারে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি প্রীদেবভার নাম পাওয়া যায়-যথা ডড়াই, ডাকিনী, সেওয়া গাছতলায় বনদেবী ইজাদি। সমস্ত অবস্থাস্তরের মধ্যে বিপদের ঘোরে এবং নৈরাশ্রের সাধারে কাঞ্চলরেখার যে দেবী-মূর্ত্তি ফুটিয়াছে তাহা সূর্য্যরশ্মির মত কিরণজাল প্রক্ষেপ করিয়া বিয়োগবিধুর গল্পটাকে স্বর্ণচ্ছটায় মণ্ডিভ করিয়াছে এবং কাজলের ক্ষমাশীল আত্মদান-সমূজ্জ্বল ও সহিষ্ণু পরিচর্ব্যার মৃর্ত্তিকে বরনীয় করিয়া দেখাইতেছে। চতুর্দিকে লবণ-সমূত্র, মধ্যে কুল্র বীপের কুল্ল দীঘিটির জল এত মিষ্ট কিরপে হইল ? কাজলের অভাব দেইরপ মিষ্ট। তাঁহার উপর দিয়া কৃতন্মতা, নিষ্ঠুরতা ও মিধ্যার বক্সা বহিয়া **বাইতেছে** কিছ এই অমৃতকুণ্ডের জল কেহ বিস্থাদ করিতে পারে নাই। কাজন অমৃত লোকের মাছুৰ, কি সাধ্য পার্থিব আবর্জনা তাঁহাকে বলিন कतिर्दे ? "प्रहेर प्रहेर छाक्षि न शूनः व्यक्तः वाक्शकर" अहे समद शूरणह সুর্বভি নষ্ট ক্রিবার অধিকার জড়শক্তির নাই।

এই কাজলের চিত্রে ছিল্পু রমণীর বে আদর্শ আছে, ডাছ। এক সমরে বজের পল্লী ও নগরের আকাশে বাতালে ছিল; সেই ত্যাগ ও সহিক্তা ও সেই প্রাণ-দেওয়া নীরব সেবা ও সর্ব্বব-হারার জীবন উৎসর্গ, কতবার সকলের গোচর হইয়াছে, কখনও বা লোক-চক্লুর অভ্যালে কৌনল্লপ হোবণা বা স্থিতি না রাখিয়া ভাছাদের লোপ ইইয়াছে। কিছ এই সকল মছৎ গুণ কোন কালেই বার্থ হইবার নছে। বনের কুমুব শভ শভ করিলা

পঞ্জিয়া বনের মাজীতে মিলাইলা বার, কেহ ভাহাদিগকে দেখে না। কিছ বে পরিত্র ভূমিতে ভাহাদের কম ভাহার কাছে ভাহাদের প্রতিটি রেপুর কর্ম আছে; সেই ভূমি নানা বর্ণের—নানা গছের রেপু কুড়াইয়৷ রাখেন, এবং পরে বে সকল ফুল কোটে ভাহা ভূমি হইতে সেই বিগভ বৈভবের রেপু লইয়া পুষ্ট হয়। আমাদের ধরিত্রীর ভাণ্ডারে ভাহা হারায় না। পুন: পুন: ভাহা কলেবর পরিবর্ডন করিয়া নৃতন রূপ ধরিয়া পৃথিবীকে লাবশাময় করিয়া ভোলে।

কাজল রেখার মত কত রমণী এইদেশে রহিয়াছেন, সন্ন্যাসিনীর মত সাধুদ লইয়া ত্যাগ ও আত্মদানের চূড়াস্ত নিদর্শন দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। क्किट क्या छाँचारात मिल्या वृत्य नाहे। विक्रक विहेनीत मृत्य छाँचारात्र লোকাতীত লোলবোর ও সরস প্রাণের রস-বোদ্ধা কেহ ছিল না: অকথ্য কষ্ট সহিতে সহিতে তাঁহারা চলিয়া সিয়াছেন: কিন্তু এ দেশের ৰাভাসে এখনও তাঁহাদের সুরভি আছে এবং অমুকুল গ্রহের বিধানে হয়ত আমাদের রমণী-সমাজে আবার সেইরূপ শাখা সিন্দুরের অভিমান ক্ষিরিবে,—হয়ত সেই গেরুয়ার নিস্পৃহতা ও সংযমের ক্ষায় বাস আবার জীবন্ত হট্য়া দেখা দিবে, তখন বৌদ্ধসভেবর পবিত্র বছির্ব্বাস হিন্দু ও অন্ত:পুরের পটুবাদের মহিমা—আবার উজ্জল হইয়া এই দেলে প্রভিষ্ঠা পাইবে। এদেশে কোনকালেই ভাহার অধ্যাত্ম সম্পদ বিচ্যুত হয় নাই। যাহারা চিডায় পুড়িয়া প্রেমের অকুডৌভয়তা এবং একনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন-যাহারা গার্হস্তা ধর্মপালন করিতে বাইয়া ক্রমচারিণীদের অপেকাও একবাড হইয়াছিলেন, সেই সকল অন্ধনা চলিয়া গিয়াছেন, প্রতিষ্ঠা তাঁহারা চান নাই-একস্থ পান নাই, কিন্তু প্রকৃতি তাঁহার জীচলে সেই সকল চিতা-ভন্ম রাখিয়া দিয়াছেন। আবার দেশের ভাষা কিরিলে সেই রিক্তাদের মহাবৈভব লোকচক্ষুর গোচর হইবে এবং ভারতবর্ব অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী হউবে।

এই গল্পের সামাজিক অবস্থা বাহা পরিকল্পিত ইইরাছে, ডাহাতে বক্ত লেখের পাল-বুগের বিপুল ঐবর্ত্তের কথা আছে, সেই সময়কার অপরাপর অনেক গল্পেই আহা পাওরা বায়। হয়ত অনেক অভিয়ন্ত্রন আছে, কিড ভবাপি বাদ সাদ দিয়া বাহা সভ্যিকার আভার্স দিতেছে, ভাহাতে মনে হর বালালার তথনকার বনৈবর্ধ্যের তুলনা ছিল না। এই পর নিহক পর—ইছা ইতিহাস-মূলক নছে। এই সকল গর রূপকবার পর্ব্যায়ে পড়ে। শিশুর করনা ও কৌত্তল ও প্রবীনের চিন্তাশীলভার জনেক উপাদান এই সকল রূপকথায় আছে। যথন বালালী লাভি ধন-জন ও ঐপর্য্যে সমৃদ্ধ ছিল, এবং বাললার ভিলি বাণিল্য পথে লগং পর্যাটন করিড, এসকল রূপকথা সেই যুগের। ভাষার অনেকটা পরিবর্তন হইলেও ইহার বিষয়-বন্ধু আছি প্রাচীন,—সন্তবত, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পাল-মুগের। সমান্ধ বে তথন উন্নত স্থনীতির পূর্তপোষক ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে জুয়ারীক্ষ কল্যাকে কেহ বিবাহ করিডে চাহিত না। অবস্তু ভাত্তিক-বিভার বিশেষ চর্চা থাকার দরন অলোকিক ঘটনার প্রতি লোকের বিশাস আঁইছে অনেক সময়ে সামান্ধিক হুর্গতি হইত প

# ঢাকলাদাৰের কস্যা

ষয়মনসিংহে নন্দাইল ষ্টেশন হইতে দশ মাইল দূরে ছলিয়া (বর্ত্তমান ছালিউড়া) গ্রামে মানিক চাকলাদার নামে একটি প্রভাপশালী ভাগ্যবস্থ লোক বাস করিজেন। সেই অঞ্চলের বান্ধার অধীনে ডিনি বিস্তৃত ক্ষমিদারী ভোগ করিতেন।

জাঁহার বাড়ীতে উল্ছণের ছাউনি এ সু'দি-বেডের বেড়াযুক্ত ২০ খানি বাজলা ঘর ছিল, সে আমলে অধিকাংশ অবস্থাপর লোকই এরপ ঘরে বাস করিছেন—পাকা ঘর নির্দাণের বড একটা রীতি ছিল না। নদীমাতৃক দেশে পাড় ভালার বিপদ আছে, ইষ্টকালয়ে বাস নিরাপদ নহে, এবং অনেক সময় বছবায়ে বাহা নির্দ্মিত হইত তাহা পাড ভালায় নদী গর্ভে পডিয়া বাইক

ক্ষিত্ব এই সকল উপুছণে নির্মিত গৃহ যেরপ বায় ও যত্নের সহিত গঠিত হইড, তাহা অনেক সময় পাকা ইমারত অপেক্ষা শুধু অধিক আরামপ্রদ ও বাসবোগ্য হইত না, তাহা নির্মাণ করিডেও বহু বায় পড়িত। আইন আকবরিতে বাংলাদেশের এইরপ খর নির্মাণের কথা আছে,— পাঁচ হাজার টাকার উপরে এক একখানি ঘরের পাছে বায় হইত, কোন জ্বেলি সৌধিন লোক একখানি ঘরের পাছে ২৫৩০ হাজার টাকা খরচ বিলিয়া কেলিতেন। বেতের খারা সে সমস্ত হাজার-মুখ, ব্যার্থ-মুখ এবং ক্রিয়া কেলিতেন। বেতের খারা সে সমস্ত হাজার-মুখ, ব্যার্থ-মুখ এবং ক্রিয়া করের মূর্ত্তি রচিত হইয়া চালের কাঠগুলির ক্লাভাবর্জন করা হইত। আত ও ম্ফেটিকের স্তন্তে কত বিচিত্র কারুকার্ম্ব প্রেণুর্শিত হইত। ঢাকার মললিন ও সোন্যার্যপার কাজ বেরপ অত্লনীয় ছিল, এই খড়োখরগুলিও লেইরপ বালালী কারিগরের অপূর্ব্ব ক্লডার নিদর্শন অরপ পরীতে পরীতে বোড়া পাইত। ১

ভাৰতাদারের বাড়ীর বরগুলি বেড ও হণে নির্দ্ধিত বলিরা উপেক্টনীয়া হিল না। ভাষার বাড়ীতে বহু ইন্নাক্তন থাটিত। বলটি হাড়ী এক



AND THE PARTY OF THE PARTY.

ত্রিশার্ট বোড়া ভাষার বাড়ীতে সর্ববা ব্যবহারের জন্ম জিন্দ্ এবং সো-গালনে লভ লভ মহিব, ভেড়া ও ছগ্ধবড়ী গাড়ী বিচরণ করিত। ভাষার,ভক্তিশ 'কুড়া' খামারের জনি ও বিত্তর সরু শস্যোর গোলা ছিল।

অতিথি ও বৈশ্বৰ আসিলে সে গৃহে কডই না আদর অভ্যর্থনা পাইছ এবং আশাতীত দানে আপ্যায়িত হইত। প্রান্ধণ আসিলে নববন্ধ ও দক্ষিণা পাইয়া গৃহখামীকে আশীর্থাদ করিয়া যাইতেন এবং খন্ধ, কাণা ও অন্যান্য ভিশারীরা কাঠা ভরিয়া চাউল ভিকা পাইত। ধনে-ধান্যে লক্ষ্মীনছ মাণিক চাকলাদার দয়া দাক্ষিণ্য ও সুবিচার হারা সে অঞ্চলে সুমাম অর্জান করিয়াছিলেন; তাঁহার একটি কিশোরী কন্যা হিল, নাম ভার ক্ষলা—বেন পদ্মাসনা পদ্ম ছাড়িয়া ভ্ভলে আবিভূতি হইয়াছিলেন, এবনই ভাহার রূপ। ভাহার কালে। চোথ ছটি নীলাজা বা অপরাজিভার বন্ধ সুন্দর হিল এবং দীর্ঘ কেশগুলি কালো মেহের লহরীর মত উড়িতে থাকিড, সেই কেশে "কখন খোপা বাঁবে কন্যা, কখন বাঁবে বেণী"—বৌধনাগ্যের এই কুমারীর রূপ শত গুণ বাড়িয়া জোয়ারের নদীর মত পূর্ণভা লাভ করিল।

রাঝাদের নীচে করেকজন চাকলাদার বা জনিত্ব নাকিছেন নান্ধ্রী পদের নীচে রাজব আদার উত্মল করার জন্য রাঝারা 'কারকুব' বারক আছিল শ্রেনীর কর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। নানিক চাকলাদারের অধীনে প্রক্রমা জরুব বরক কারকুব ছিল। জনিবারী সেরেন্ডার সমন্ত দলিল ও কাবানার আহার হেণাক্তে ক্ষতিভূ গুবং চাকলাদারের হিলাব-পত্র এই ক্ষত্রশূরী রাখিত।

প্রথম আর ভাহার স্কণের বাহার নাই "যদিও বৌধন গেছে, তবু আছে বেশ। বন্ধনের গোবে মাথার পাকিয়াছে কেশ। কোন দস্ত পড়িয়াছে, কোন দক্তে পোকা। সোয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে শাখা।"

বোৰন চলিয়া গেলে এই শ্রেণীর রমণীরা মন্ত্র তন্ত্র ও টোনা প্রভৃতি শিখাইয়া ছল্চরিত্র ব্বকদিগের কু-অভিপ্রায় দিদ্ধ করিতে সহায়তা করিযা খাকে। চিকন গোয়ালিনীও সেইরূপ অনেক 'টোনা' জানিত, তাহাব পান-পড়া একরূপ অব্যর্থ ছিল—লে তাহা দিয়া যুবক যুবতীদের অসং অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে সাহায্য করিত।

"আৰ একটা উবধ তনি আছে তার কাঁছে।
পৃথিপীৰ কান আৰু কালপনা মাছে।
কিছু কিছু পেঁচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া।
ডিল পরিমাণ বড়ী করে তকাইয়া।
এক এক বড়ীর দাম পাঁচ বৃড়ি কড়ি।
এবে থাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী।

কারকুণ কমলাকে বশীভূত করিবার উপায়ের জন্ম এই হুশ্চরিত্রা গোয়া-শিনীর বাড়ীতে গেল।

কেওবা খয়ের ও স্থাধি স্থারিবৃক্ত পানের খিলি দিয়া চিকন কারকুণের আন্তর্থনা করিল; সে অঞ্চলের খাজনা ডহসিকের ভার যে কর্মচারীর উপর, জিনি শব্ধ ভাহার বাড়ীতে আসিরাহেন এই গৌরবে উৎসূর হইয়া চিকন গোরালিনী ভাহার হাতে একটা গুড়গুড়ির নল দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, এত বড় সোঁভাগ্য ভাহার কিলে হইল বে শ্বম কারকুণ ভাহার কৃঁড়ে মরে, গাইরের ধূলো দিয়াহেন !

কার্ত্ব অভি লোপনে আহাতে ভাষার অভিথার আনাইল। গোলাগিনী কাই কাবা নোনা নার বাঁতে বিভ কাটিয়া টাহার অকষকা জানাইল, "ভিনি ক্রেন্ট্রক, ব্রিক্সালা, একখা আনিচ্ন জিনি জোবার পর্যান করবেন । আর ক্রিন্ট্রক নাক্ষায়ারের বাবিতে যা ও লৈ বৈদিয়া কার্যারের জিন্দ্রাবিত্বাল, করি তাঁহার কন্তাকে আমি বিপধগামিনী করিছে চেটা পাইতেছি—একথা গুনিলে কি আমার নিস্তার আছে? এই বৃদ্ধি পরিত্যাগ কর।"

কারকুণ বলিল "দৈবের উপর বল নাই, তুমি যে সকল মন্ত্র-তন্ত্র জান, তাহাদের প্রক্রিয়া বার্থ করিতে পারে – লোকের এমন কোন শক্তি নাই। তুমি তোমার মন্ত্র ও ঔষধের গুণে কমলাকে আমার প্রতি অন্ত্রুল করিরা দাও।"—এই কথা বলিরা কারকুণ বহু মিনতি পূর্ব্বক এক ভোড়া টাকা চিকনের হাতে দিল। সেই ভোড়াতে ১০০১ টাকা ছিল।

যদিও চিকনের বৃক ভাবী বিপদের আশবার ছক হক করিরা উঠিল, তবু একসঙ্গে এতগুলি টাকার লোভ তাহাকে কডকটা বিচলিত করিল। লেভাবিয়া চিন্ধিয়া টাকাগুলি গ্রহণ করিল এবং কমলার নিকট লিখিত কারকুণের একথানি পত্র আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া তাহাকে কডকটা আবাস দিয়া বিদায় করিল। এই কার্য্যের ফলাফল চিকন সন্ধ্যাকালে কারকুণকে জানাইবে—এই বলিয়া গোয়ালিনী চাকলাদারের বাড়ীতে যাওয়ার উড্যোগ করিল। কারকুণ উৎকণ্ডিত ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

চিকন যাইয়া দেখিল, বকুল ফুলের মালা জড়ানো খোঁপা হেলাইরা কমলা একখানি রেলমি বল্লের উপর জরোয়া কাজ করিছেছে চিক্-ছড় দেখিরা হঠাৎ কুছভাবে বলিল, "ভোমার দই এখন ক্রমণঃ অভক্ষ্য হইন্না উঠিভেছে, বলভ দই এভ ছুর্গছ ভূ জলো হয় কেন, এক্লপ করিলে আনি বাবাকে বলিয়া ভোমার শাসন করিব।

চিকন বলিল—"এ আমার দৈয়ের লোব নহে, কণালের লোবও নহে বরসের লোবে হইরাছে। বোরনে যাহা করিডাম, সকলেই ভাহার প্রশংকা করিড; মাধলন মিশাইলেও আমার পাছেক ক্ষিড মা।

> "এখন यस्त्र श्राह्म नहीं कान्नियान । भारता सुद्दे हेक हर, अमृति सक्षान, "

"अपन माश कति जकरानी कारोन् धर्मा है।" बार समा परमा स्थान विकास नामिन । अस समिन "स्ते ना स्थान कारा स्थानिक विकास কালে কিষ্ট মোর যা করেন গতি।" কমলা একটু অন্তত্ত ছইয়া হাসিরা কথা কহিল। চিকন উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল—"ভোমার মত কুন্দরী কন্তার এখনও বিবাহ হইল না—যৌবন চলিয়া গেলে কি ভাল বর পাইবে?

> "আধারে বদিয়া কন্যা থাকছ অন্সরে, বিশ্বা বদি হ'ত ভোমার বন ছুগাঁর বরে। ভাল দৈ আন্যা দিভাম খুদী কর্জাম বরে॥"

ক্রমে চিক্ন-পোরালিনীর রসিকভার কোরারা ছুটিল এবং সময় বৃঝিয়া লে একটা আখ্যানের ছলে কারকুণের কথা পড়িল। তাহার নাম করিল না, কিন্তু ভাহাকে করিভ কোন দেবতা বলিয়া তাহার রূপ গুণের ব্যাখ্যা করিছে লাগিল। কমলাও এগুলি শুধুই রহস্ত মনে করিয়াছিল। কিন্তু যখন চিক্ম মুখ টিপিয়া হাসিয়া কমলাকে কারকুণের প্রণয়-পত্রখানি হাডে দিল, তখন ফুলবনে আগুল লাগিলে যেরূপ রক্তরাগে বাগানের সমস্তটা রক্তিত হইয়া উঠে, তাঁহার মুখমগুলে, সমস্ত দেহে,—এমন কি তাঁহার চেলাকলে পর্যান্ত রক্তের আভা খেলিতে লাগিল; সে একটা থাপড় মারিয়া চিক্রের পড়ন্ত গাঁতগুলি কেলাইয়া দিল এবং এমন প্রহার করিল যে কেই রূপনী মূর্ত্তি যেন মহিষমন্দিনী রূপ পরিগ্রাহ করিল। ক্রেক্ম লৃষ্টিডে চিক্রেকে দক্ত করিয়া কমলা বলিল—

"কারকুনে কহিস তার মুখে মারি ব"াটা। বাজীর চাকর হৈরা এত বুকের পাটা। পাবের পোলাব হৈরা বিবে উঠতে চার পোবরা পোক পদ্মমূ খাইবার বার ব" চূপি চূপি পোরালিনী আসিল বাহিরে বন্ধ বাহিরা তার বক্তবারা বারে।"

এদিকে কারকুণ বড় আলা করিয়া চিক্তের পথের দিকে চাহিরা রহিয়াস্থিম-; পথের পোকেরা সোরাদিনীকৈ ভাহার ভালা হাত ও রক্ত-পাত
প্রথম করু এখাই সা করিয়াছিল,

পথের লোক বিজ্ঞানা করে "রক্ত কেন নাঁতে।" গোরালিনী কহে "মোরে মারিল নাছিকে।" আরও লোক জানিবারে চাহিত খোলনা যতই বিজ্ঞানা করে ডত হর গোনা।"

কারকুণকে নিজ কুটিরে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া সে যেন জ্বলিয়া উঠিল,

> কারত্নরে দেখিয়া কর "আটকুড়ির বেটা। মোর বাঙী আইলে পুন, মুখে মারব ঝাঁটা। ভোর লাগিয়া মোর এত অপমান। পুরুষ হইলে তোর কাইটা। দিতাম কান।"

কারকুণ আকার ইঙ্গিতে সবই বুঝিতে পারিল এবং শপথ করিয়া বলিল-

> "আর না আসিব ফিরে গোয়ালিনীর বাড়ী। ছারধার করিব চাকলা সাভদিনের আড়ি॥"

রাজার নাম দয়াল রায়—ডিনি রখুপুরে বাস করেন। সহসা ডিনি এক বেনামী চিঠি পাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, —

"ধর্মাবভার, আপনার চাকলাদার মানিক রার আপনার জমিতে লাভ

বড়া মোহর পাইরা নিজে আগ্বসাৎ করিরাছে। আপনার জমিতে প্রাপ্ত

এই ধনের মালিক আপনি। কিন্ত চাকলাদার খুণাক্ষরে ইহা হলুরে
না জানাইরা নিজে দখল করিরাছে, আমি আপনার একজন দীনাভিদীন

প্রান্ধা, আমি চিঠি লিখিয়া মহারাজকে সংবাদ দিরাছি, একখা জানিলে

চাকলাদার আমাকে খুন করিবে—এই ভয়ে নিজের নাম গোপন

করিলান।"

রাজা যানিক চাকলাবাদকে বাঁথিয়া আনিতে কর্ম করিছেন, এক লভ অবারোহী নেনা ক্রমনামা লইয়া-ছলিয়া প্রাচন উপস্থিত ক্ষিত, প্রাচন চাকলাবায়কে তথনই বাঁথিয়া রমুপুরে সাক্ষানীতে সাইয়া মোন ! রাজা বিচারাসনে বসিয়াছিলেন। মানিক চাকলাদারকে দেখিয়া কুন্ধ-ভাবে বলিলেন, "তুমি কত ধন পাইয়াছ ? আমাকে না জানাইয়া ভাহা আন্ধলাৎ করিয়াছ!"

চাকলাদার বলিলেন—"কিসের ধন ? আমি তো কিছুই জানি না।"

রাজা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না, ধন-লোভে তিনি উদ্ভেজিত অবস্থায় ছিলেন। চাকলাদারকে বন্দীশালায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, সেখানে তাঁহার পায়ে লোহার শৃথল পরানো হইল এবং বুকে পাথর ঢাপা দিয়া ধনের কথা প্রকাশ করিবার জন্ম পীড়ন করিবার ব্যবস্থা হইল।

এদিকে মানিক চাকলাদারের পরিবারে যখন এই অচিস্তিতপূর্ব্ব বিপদ, এবং তাঁহারা ছংখে অবসন্ধ, তখন কারকুন যাইয়া চাকলাদারের ছাদশ বর্ষীয় বালক স্থানের কাছে বন্ধুর ছন্মবেশ ধরিয়া উপদেশামৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। চাকলাদার গিয়াছেন, স্থান তরুণ বয়য় হইলেও তো সে পুরুষ— এবং ভাহার উদ্দেশ্য সফলতা লাভের বিদ্ধ স্বরূপ। স্থতরাং এই কণ্টকটিকেও পথ হইতে সরাইতে হইবে।

কারকুণ বলিল—"তোমার এই মহা বিপদের সময় তোমার পিতার জন্ম কি করিতেছ ? কি আশ্চর্যা, তুমি তোমার পিতার উদ্ধারের জন্ম কিছু করিছেই না! ধনপতি সিংহলে যাইয়া রাজরোবে বন্দী হইলে তাহার আন্দশ বর্ষীয় পুত্র মাতার নিবেধ না শুনিয়া পিতাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্ম অনুর দক্ষিণ বীপে রওনা হইয়া গিরাছিল। পিতার আদেশে রামশক্ষণ রাজবের আশা ছাড়িয়া দিয়া কোশীন ও জটা পরিয়া বনে গিয়াছিলেন,
—শরশুরাম ভাহার পিতার আদেশে ওঁহার মাতা রেছুকার শিরছেদ করিরাছিলেন। পিতা মহাশুরু, নিজের জীবন ক্যিজন করিরাভ ডোমার ভাহাকে রক্ষার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।"

স্থান অঞ্চপূৰ্ণ চোথে বলিল, "কি করিতে পারি ? আপনি উপলেশ নিন্।"
কাৰস্থা বলিল, "ভূষি অগোণে রস্থপুরে চলিরা রাজার সঙ্গে দেখা করিরা
ক্রিক্টাডে সভাই হন, ভাহার চেটা কর। আর দেখ, এক থলিরা মোহর
ক্রিক্টাডাঙাগ্রাক্ত ভাহা রাজাকে নজর দিও।"

কারকুণের উপদেশ অনুসারে স্থধন তথনই এক শ্বিলয়া মোহর লইর। রমুপুর রাজধানীতে রওনা হইয়া গেল।

রাজা বলিলেন "তোমার পিতা সাত ঘড়া মোহর আছসাৎ করিয়া কোখায় রাখিয়াছেন, তাহা ভূমি অবশ্যই জান।"

স্থান বহু মিনতি করিয়া বলিল, "এখবর সম্পূর্ণ মিখ্যা !"

কারকুণের কথামত রাজাকে সস্তুষ্ট করিবার জ্বন্থ মোহরের পলিরাটি নজর স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল; ফল উপ্টা হইল, রাজার ধারণা বন্ধমূল হইল যে চাকলাদার নিশ্চরই মোহর পাইয়াছে, সেই মোহর ছইতে এই পলিয়া আমাকে দিয়া আমার রাগ দূর করিতে চেষ্টা করিডেছে। ভিনি স্থখনকে বলিলেন, "এ কয়েকটি মোহরে কি হইবে? ছুমি সমস্ত মোছর আমাকে দাও—তাহা হইলে আমি তোমার পিতার বিবয় বিবেচনা করিতে পারি।"

সুখন যতই অস্বীকার করিতে লাগিল ততই রাজার ক্রোধ বাড়িরা চলিল। অবশেষে তিনি সেই বালককেও বন্দীশালায় শৃন্ধলিত করিরা রাখিতে আদেশ দিয়া বিরক্তির ভাবে দরবারগৃহ ত্যাগ করিলেন।

পিতা-পুত্রকে গৃহ হটতে এইভাবে বিতাড়িত করিয়া কারকুণ—, সেই অঞ্চলের বাকী থাজনা খুব জোরে আদায় করিতে লাগিয়া সেল। আরু সময়ের মধ্যে প্রচুর থাজনা আদায় করাতে রাজা কারকুণের দক্ষভার পরিচর পাইয়া সম্ভঃ হইলেন এবং মানিক রায়ের স্থলে ভাহাকেই চাকলা-দারের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এইভাবে সমস্ত অঞ্চলের সর্ব্বময় কর্তা হইরা কার<del>তুণ ক্রমলার সজে</del> দেখা করিরা ভাহার নিজের গুণপণার অনেক ব্যাখ্যা করিতে সাসিল এবং চাকলাদারীপদের নিরোগ পত্রখানি ক্রমলাকে দেখাইয়া বলিল:—

"কমলা, আমি চাকলাদারী পাইরাছি, এই দেখ ছব্দুরের আনের । এখন ডোনার কাছে আনার প্রক্তাব—ভূমি আনাকে বিবাহ কর, ভাকলা-দারী কাজে বহাল থাকিয়া আমি ভোনার দেবা করিব, ছব্দের প্রক্রি ক্ষে জীবন বাপন করিব। আমু ক্ষি ক্ষক্ত না হও, আজি ভোষার এমন হাল করিব যে, ভোমার হু:খ দেখিয়া গাছের পাভা পর্য্যস্ত বরিরা পড়িবে।"

"আর এক কথা,—যে ঘর-বাড়ীতে ভোমরা আছ তাহা রাজার।
আমি এখন চাকলাদার—মুভরাং এ বাড়ী ঘর আমার অধিকারে। আশা
করি ভূমি বিবাহে সম্মত হইবে, তাহা হইলে এই বিশাল প্রাসাদ
ভোমারই অধিকারে থাকিবে, অশুণা ভোমাদের এখানে থাকা চলিবে না।
ভোমাকে শীঘই স্থানাস্তরে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

একটি অগ্নিক্ষুলিক্ষের মত কমলা অলিয়া উঠিল এবং কারকুণকে পশুর অধম, নর পিশাচ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া ভর্ৎ সনা করিল, কমলা বলিল

"আমার বাপের লুন থাইয়া বাঁচিলি পরাণে ভার গলায় দিতে দড়ি না বাধিল প্রাণে। পরাণের দোদর ভাইয়ে যে সব ভুঃগ দিল"

—এই পাণিষ্টের মূখ দেখিলে পাপ হয়: আমরা মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষা করিয়া থাইব, গাছের তলায় শয়ন করিব—তব্ তোর এই মূণ্য বাড়ীতে থাকিব না।" উদ্বতভাবে কারকুণকে বিদায় করিয়া দিয়া কমলা আঁথি দাঁদি নামক ছই ভাইকে ডাকিয়া পাঠাইল। ইহারা ছইজন এই পরিবারে বক্ত কালাব্যি পান্ধী-বেহারার কাজ করিতেছে।

এই ছুই বিশন্ত ভূত্য কমলা ও তাহার মাতাকে সেই দিনই কমলার মাতুলালয়ে পৌছিয়া দিল।

এই সংবাদ পাইরা কারকুণ তখন সেই মামাকে চিঠি লিখিল—

"আপনার ভাগিনেরী কমলা অতি ছুল্চরিত্রা, কোন চপ্তাল যুবকের সলে তাহার আসন্তির কথা প্রকাশ হইরা পড়াতে সে নিজের দেশে না বাকিতে পারিরা তাহার মাতাকে লইরা আপনাদের বাড়ীতে পিরাহেই কিন্তু আপনি জানিরা রাধ্ন, যদি এই কুলকলভিনীকে আপনার বাড়ীতে আনহর দেন, তবে আপনার ধোপা-নাপিত বন্ধ হইবে এবং পুরোহিত ক্রাম্ট্রার বাড়ীতে পূলা করিবে না। এই বিবর্তন ভ্রম্ম আপনি বিশেষ

করিয়া বুঝিতে পারিবেন ; ইহা রাজার কর্ণগোচর হইয়াছে এবং ডিনি বলিয়া-ছেন, যে কেহ এই ছুষ্ট মেয়েকে আঞ্জয় দিবে, সে তাঁহার কোপানলে পড়িবে।"

কমলার মাডুল বিষয় কর্মোণলক্ষে বিদেশে থাকিডেন কিন্তু পরিবারবর্গ বাড়ীতেই থাকিড,—ভিনি কমলার বিরুদ্ধে এই পত্র পাইয়া ভাঁছার পত্নীকে লিখিলেন:—

"ভারাই টাড়ালের সঙ্গে খরের বাহির ইইল।
বিয়া না হইতে কমলা কুল মন্তাইল॥
এমন কল্পারে তুমি নাহি দিবা খান।
খরের বাহির কৈরা দিবা করি অপমান"॥
এক দও বেন নাহি থাকে মোর খরে।
চুলে ধরি খরের বাহির কৈরা দিবা ভারে॥
সমাজে না লৈবে মোরে কমলা থাকিলে।
পভিত হইয়া রৈব, মজব আভি কুলে॥"

মামী এই পত্র পাইয়া অত্যস্ত হৃঃখিত হইলেন। "সহোদরা ভাগনী আর তার অবিবাহিত কন্তা ইহাদিগকে কেমন করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিব ?"

> "ৰাতিকুল লৈয়া কলা বাবে কার কাছে। এমন কমলার ভাগ্যে কত ছঃথ আছে। মাবে বিহে কাঁহবে বধন কিবা কইব কথা। এমন কোমল প্রাণে কেমনে ধিব বাধা।"

ভাবিরা চিন্তিরা মামী কি করিবেন তাছা সি**দ্ধান্ত করিতে প**্রায়ন্ত্রেশ না। চিঠি খানি কমলার শব্যার উপরে কেলিয়া রাখিলেন।

সন্ধা বেলা, কমলা নিজের শরন-কক্ষে আসিরা দিবসের ক্লান্তির পর একটু বিশ্রাম ইচ্ছা করিয়াছিলেন; হঠাৎ বিছানার উপরে চিঠিখানির উপর দৃষ্টি পড়িল:—

> "পত্ৰ পড়ি চক্ষের জনে ভারিছে কথনা। এত ছঃৰ ভাগেয় যোগ বিধি নিবেছিলা।"

বাপ-ভাই কারাগারে বন্দী, শত্রু সর্বব্য পুটিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহারা ছটা প্রাদী গৃহত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে আত্রয় লইয়াছে—কিন্তু ইহার পরেও অনুষ্টের লাভ্না কমিল না। কমলা পত্রখানির উপর পুনরায় চকু বুলাইতে লাগিল:—

"পড়িতে পড়িতে কন্যার চক্ষে বহে পানি। সম্পূধে যে আইসে তার কি কাল-রন্ধনী। চন্দ্র পূর্যে ডুবে গেছে আঁধার সংসার। এক দও এই ঘরে না থাকিব আর।"

কমলার ছংখ সহিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল, কিন্তু সে অপমান সহিতে পারিত না। যেখানে নারী-মর্য্যাদা কুর হয়—সেখানে সে ভবিশুৎ ভাবিয়া লাছিত জীবন বহন করিতে চায় না। তাহার অন্তব-দেবতা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, যেখানে হীনতা ও কলঙ্ক সহিয়া—অপমান ও নির্যাতন ভোগ করিয়া শুধু প্রাণ রক্ষার জন্ম মানুষ লালায়িত হয়—তখন সে একেবারে অধম হইয়ে অধম হইয়া পড়ে। সেই লগা জীবনের প্রতি সে বীতাকাজক।

"বাপের বেটী হৈয়া থাকি যদি ২ই সভী। বিগ্রাদে করিবে রক্ষা ভূগা ভগবজী। অনে ভূবি, বিষ থাই, গলে দেই কাতি। মামার বাড়ী না থাকিব আর এক রাতি।"

যাহারা ভবিহাতে পরিবারের ফি বিপদ্ হইবে—সেই আশহায় অভায় অপমান ও লাখনা সহা করিয়া কে"াকের মত পর পদতল ধরিয়া থাকে, কমলা লে শ্রেণীর লোক ছিল না।

বা করেন বনহুলী মনে মনে আছে।

একবার না গেল কলা আগন মাবের কাছে।

একবার না গেল কলা মামীর সহনে।

একবার না চাইল কলা মাবের মুখপানে।

একবার না ভাবিল কলা লাভিকুল মান।

একবার না ভাবিল কলা পথের আধানে।

<sup>•</sup> ভাষান – সম্বান।

একবার না ভাবিল ক্ষা কি হবে যোর গতি। একেলা পথেতে পড়ি কি হবে ছুর্গতি। একবার না ভাবিল ক্ষা আশ্রম কেবা দিবে। সন্ধ্যা কালে ভারা ছুটে, সুর্ব্য ভূবে ভূবে।

এই কাল-রজনী সন্মুখে করিয়া—কমলা বনজ্জলের পথে রঙনা হইল। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা কোমল স্থানে—নারীমর্ঘ্যাদায় ঘা পড়িয়াছে। সহিষ্ণুতা নারীচরিত্রের ভূষণ, কিন্তু এই সহিষ্ণুতা সর্ব্বি প্রশাসীয় নহে। এমন সময় জীবনে আসে, যখন সহা করার প্রশাই উঠে না, তখন মাছুবকে সর্বব্ধ পণ করিয়া দাঁড়াইতে হয়—তখন—খ্ড়ো, কাকা, বাবার পরামর্শের প্রতীক্ষা করিলে মন্থুবন্ধের গৌরব নই হইতে পারে,—তখন ভবিন্তুৎ ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে নৈতিক বল-বিচ্যুত হইয়া মানুষ একবারে হীন-বীর্ঘ্য ও অধম হইয়া পড়ে। কমলা চূড়ান্ত বিপদ সহা করিয়া যে অকুতোভয়তা দেখাইয়াছে—তাহা তাহার নারী-প্রকৃতিকে দেবী-মহিমা-মন্তিত করিয়াছে—তাহার তেজ, সাহস ও পণ প্রকৃতই বীরাজনার মত। এ দেশে নারী ও পুরুষ সেই তেজ্বিতা ও সাহস হারাইয়াছে—তজ্জ্জ আমাদের এত হুর্গতি। কমলার চরিত্রে এমন উপাদান আছে, ঝহা হইতে আমাদের এত হুর্গতি। কমলার কিন্তু শিক্ষালাভ করিতে পারেন, মর্য্যাদা-হীন জীবন একবারে রিক্ত। একসময় জ্ঞানীর ধীর পাদক্ষেপ ও সতর্কতা প্রশাংসনীয় কিছ অক্ত সমরে তাহা ভীকতা ও জাতীর অবোগতির সক্ষা।

এই সন্ধ্যাকালে কমলা "বনছুৰ্গা"কে শ্বরণ করিয়া পথে চলিডে লাগিল:—

> "আঁথি জলে ভরে, কক্তা নাহি লেখে পথ। বাবে বাবে চকু মুছে, নাহি চলে রখ।"

ক্রমশ: নির্জন রাস্তায় আধারের খোরে কমলা এক বিশ্বৃত হাওরের। ধারে আসিরা পড়িল। কখনও পথ পর্য্যানের অক্সাম নাই, আধার পরে একবার উঠিতেহে, একবার বসিতেহে—ভাহার মেহে আর শক্তি নাই।

<sup>•</sup> शंखन - नम बामकापूर्व विद्या करेन्या ।

নিভাস্ত অসহার অবস্থার তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। একাস্ত নির্ভর-পরায়ণার সেই অন্তরের ক্রন্দন বুঝি বিধাতার কর্ণে পৌছিল।

সেই পথে আর একটি মাত্র পথচারী, বৃদ্ধ একটি মহিষপালক। কমলা ভাষাকে দেখিয়া যেন প্রাণ পাইল। অগ্রসর হইয়া—ভাষাকে বলিন, ''আমি নিরাশ্রয়—আমার কেহ নাই, তৃমি আমার ধর্ম্মের বাপ, এই রাত্রিটির জম্ম আমাকে আশ্রয় দাও। বাবা, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, ভোমার বাড়ীর গোয়াল ঘরের একটি কোণে আমি আঁচল পাডিয়া ভইয়া থাকিব, আমি ভাত-জল চাই না, গোয়াল ঘরের এক কোণে আল রাতে থাকিবার একট জায়গা পাইলেই কৃতার্থ হইব।"

মহিবাল তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—এমন রূপ এমন গা ভরা গরনা—এ তো মান্তবের মৃর্ত্তি নহে, এ যে সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীর মৃর্ত্তি। ভাহার একাস্ত বিশ্বাস হইল লক্ষ্মী অর্গ হইতে তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন; সে করযোড়ে বলিল,"যদি দয়া করিয়া এই বুড়ো ছেলেকৈ দেখা দিয়েছ, ভবে মা ছেড়ে যেওনা। আমার ছরে আইস, আমাকে বর দেও, যেন আমার মহিব ও গরু বিশুণ ছুধ দেয়, যেন আমার ক্ষেতে সোনার কসল হয়, আইস আমার ভালা ছরে মা লক্ষ্মী,আমার ভালা ছর সোণার ঘর হইয়া হাইবে।"

কমলা মহিবালের বাড়ীতে আসিল, প্রতি দিনে তিন বার মহিবালকে রাঁবিরা থাওয়ার; গামছা-বাঁধা দৈ তৈরী করে, গোয়াল ঘরে ধোঁরা দের, ঘর দোর বাঁট দিয়া ঝক্ঝকে ডক্ডকে করিয়া রাখে, মহিবালের আনন্দের সীমা নাই। ভাহার ঘরে সভাই লন্ধী আসিয়াছেন, ভাবিরা দিনরাড সে পুলার উৎসবে মাডিয়া আছে।

সন্মাকালে মহিব চরাইয়া মহিবাল বাড়ী আসিয়া দেখে, থড় বিছাইয়া কমলা ভাহার জন্ম বিছালা করিয়া রাখিয়াছে, গরব ভাত কলার পাতে পরিকেশন করিয়াছে, ভাহা হইডে বোঁয়া উঠিভেছে। বিনি থানের খই, বেজুরের ওড় ও গামছা বাঁধা দৈ খাইয়া বুড়োর কি ক্ষুর্তি! সে বেল মা লক্ষীকে পাইয়া আবার ছেলেমান্ত্রৰ হইয়া সিয়াছে।

ভিন দিন কমলা মহিবালের কুটিয়ে বাস করিল।

একদিন এক শিকারী সেই মহিবালের কুটিরে উপস্থিত হইলেন। জিনি তরুণ বয়স্ক, অতি স্থদর্শন,—শরীরের বর্ণ কাঁচা সোণার মত এবং সেই অলে স্থপিয় পোষাক ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে কোন রাজার ছেলে বলিয়া মনে হইল।

বৃদ্ধ মহিষালকে এই কুমার বলিলেন :—"আমি কুড়া শিকার করিতে জঙ্গলে গিয়াছিলাম। বড়ই পরিঞান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে একটু জল দিয়া প্রাণ বাঁচাও, ভৃষ্ণায় কথা পর্যান্ত বলিতে পারিতেছি না।"

কমলা গাছের পাতার পাত্রে জল দিয়া গেল। সমস্ত জলটা এক নিশাসে পান করিয়া অতিথি বলিলেন:—

"এই যিনি আমাকে জল দিয়া গেলেন ইনি তোমার কে ? ইহাকে দেখিয়া কোন রাজকুমারী বলিয়া মনে হইতেছে, ইহার পিতামাতা কে ? তুমি ইহাকে কিরূপে পাইলে ? ইনি বিবাহিতা বা কুমারী ? অথবা কোন জন্মের তপস্থার ফলে দেবতার বরে তুমিই ইহাকে কন্তাব্ধপে পাইয়াছ ?"

মহিবাল বলিল—"আমি ইহার পরিচয় জানি না। আমি ইহাকে বরং লক্ষ্মী বলিয়াই মনে করি; হয়ত কোন দেবতার প্রসাদে ইনি আমাকে কুপা করিয়াছেন। যে কয়েকদিন যাবৎ ইনি আমার কুটিরে পায়ের ধূলা দিয়াছেন, তদবধি আমার ভাগ্য ফিরিয়াছে, বছদিনের বন্ধ্যা মহিব গান্তীন হইয়ছে। আমার গোয়ালে হুধ ও দৈ চারগুণ বাড়িয়াছে, আমার প্রেই বরে বেন আনন্দের তেওঁ বহিয়া যাইতেছে। শেবের কয়টা দিন প্রেইবছর আমার স্থাপই কাটিবে।"

কুষার বলিলেন, "তুমি ইহাকে আমায় দাও, আৰি বাৰা কৰিয়া ভোমাকে ধন মণি-মুক্তা দিব, বাবাকে বলিয়া ভোমাকে চৌক্ম "সুদ্ধা" কমি দিব; ভোমার কোন অভাবই থাকিবে না।"

মহিবাল এই কথা শুনিরা অভি আর্ডকঠে বলিল, "আমি বন-বৌলভ ও চৌদ পুরা ভমি চাই না। আমি আমার মারের অসাবে নবই পাইরাই। এই করটি দিনে আমি এত সুবী ছইরাছি তে, বায়ীতে কেবল প্রতিষ্ঠ করিলে কেউ এত সুখী হয় না। ইহাকে ছাড়িয়া দিলে আমার জীবন ছঃসহ হইবে।"

সারাদিন বাদাসুবাদ চলিল, অবশেষে মহিষাল রাজী হইয়া বলিল, "আমি বিনিময়ে কিছু চাই না—মা যেন আমায় আশীর্কাদ করেন এবং অস্তিম কালে ইহার পাদ-পল্লে যেন মাধা রাখিয়া মরিতে পারি।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলে,—অবিরত বর্ষণশীল ছটী চোখের জলে ভাহাব উঠানের উলুখড় ভিজ্লিয়া গেল।

ক্স্তাকে লইয়া কুমার নিজের দেশে চলিয়া গেলেন।

রাজবাড়ীতে কমলা আসিয়া তথাকার ঐশ্বর্যা ও বৈভব দেখিয়া চমৎকৃত হুইল কিছু দিবা রাত্রি মাতার বিরহে সে কাঁদিতে থাকিত। ছুর্ভাগা মাতাকে না কছিয়া না বলিয়া সন্ধাকালে ছাডিয়া আসিয়াছে.—ভয় হইল ডাহার পলায়ন – মিখ্যা কলত্ক কথার সঙ্গে জডাইয়া লোকে কত রকম ব্যাখ্যাই যেন করিতেছে! মাতার লাঞ্চনা ও অপমানের কথা আশঙা করিয়া কমলা मन्नाम मनिया चाहि। कुमान यथनहै कमनान करक প্রবেশ করেন, তথনहै দেখেন পালছের উপর বসিয়া, গালে ছাত দিয়া সে কাঁদিতেছে। কুমার আদর করিয়া ভাহাকে কত কথাই বলিতে থাকেন। "তুমি কে পরিচয় দাও, আমি যে তোমা-ছাড়া অক্ত সমস্ত চিন্তা ছাডিয়াছি। আমার এত সধের বাগানে কোন ফুল ফুটিলে, কোন লতা ও গাছের কুঁডি হইলে নিজা উবাকালে আমি ভাহা দেখিভাম—কডদিন হইল আমার সে বাগানের কথা একটিবারও মনে হয় না। শিকারে যাওয়া আমার সর্ববঞ্চান आমোদের বিষয় ছিল কিন্তু সেই যে আসিব্রাছি, তদবধি শিকারে যাওয়া ছাড়িয়াছি। বন্ধুদের সঙ্গ এখন আর ভাল লাগে না; ভোমাকে আমি আমার গলার হার করিয়া রাখিব, মণি-মুক্তণ জ্ঞানে বস্তু করিব, ভোমার পরিচর দাও, আমি ভোমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হই। কি ছঃখে ভোমার চক্ষে দিন রাড অঞ্চ ঝরিয়া পড়ে, ডোমার ছাব দেবিলে বে আমার প্রাণ বিলীপ হর, ছমি লে কথা আসাত্র মল, আমি প্রাণ দিয়া ভোসার ক্লাব লোচন করিতে চেইা করি।<sup>9</sup>

সন্তদর ভরণ কুমার এইরপ শভ প্রশ্ন লইয়া বারংবার কমলার নিকট আদেন, কমলা কোন কথা বলে না, তাহার আঞ্চই সে সমন্ত প্রশ্নের একমাত্র উত্তর।

একদিন কমলার মুখ একটু ফুটিল, সে বলিল, "কুমার ব্যস্ত হইবেন না, সময়-স্থযোগ হইলে আমি আপনা হইতে পরিচয় দিব, কিন্তু এখন সে সময় হয় নাই। আপনি মহিবালের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আশা করি তাহা আপনার মনে আছে। আপনি জোর করিয়া আমার পরিচয় লইতে চেটা করিবেন না, আমার প্রতি যেন বল প্রয়োগ না হয়।"

কুমার প্রাতে ঘ্রিয়া গিয়া মধ্যাক্তে পুনরায় অফুনয় বিনয় করিয়া সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আবার সন্ধায় আসিয়া সেই মিয়মানা শোকার্জা কুমারীর মনের তৃঃখ জানিতে চাহেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া বিমর্ষ হইয়া ফিরিয়া যান।

শুমর উষাকালে একবার কুঁড়ির কাণে কাণে প্রেমের কথা গুঞ্জন করে, কিন্তু কুঁড়ি কোটে না, পুনরায় ঘ্রিয়া ফিরিয়া আসে এবং সেইব্লপ চেষ্টা করে—কিন্তু কুঁড়ি বাডাসে মাথা হেলাইয়া—ভাহাকে বিদায় করিয়া দেয়—সে ফোটে না। কুমারের সেই অবস্থা।

"এইরপে কুমার বে প্রতিদিন আনে। বিফল হইবা কিরে আপনার বাসে। অভর গোপন, কলি নাহি কুটে মুখ। ভূক বেমন উড়ি বার পাইবা মন হুংখ।"৩ "এইরপ করিবা বে তিন মাস থেল। এক দিন রাজপুরে বাভ বে বাজিল।"

ক্মলা জিজ্ঞাসা করিল:---

কিলের বাভ বাজে আজি রাজগুরীর বাজে।

ভৃষ বেমন শালে কুলে – এত অন্তন্ত্র করিবাও কলিটির ফুবের কবা না পাইবা নমর বেছপ কিরিবা বাব।

উত্তরে শুনিল: -

"নরবলি হিয়া রাজা রক্ষাকালী পূজে।"
কেবা নর কিলের পূজা——"
পরিচয় কথা কলা ভনিল সকলি
বাপ ভাই বলি হবে ভনে চল্ল-মুখী।
ক্ষালার কামনে কাঁলে বনের প্রভাপাণী।

এই সময় প্রদীপ কুমার সোৎসাহে কমলার কক্ষে প্রবেশ করিরা বলি-লেন—"কমলা, শুনেছ, আজ পিতা নরবলি দিয়া রক্ষাকালী পূজা করিবেন। চল, আমরা তুজনে যাইয়া নরবলি দেখিয়া আসিব।"

কমলা বিষয়কঠে জিজ্ঞাসা করিল—"বলির নর কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছৈ, কড মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।" কুমার সমস্ত বিবরণ বলিলেন এবং পরিচয় দিলেন। বাপভাইএর এই ছর্দনার কথা শুনিয়া কমলার কঠ কর হইল। প্রবল শক্তিতে পতনোল্ব্যু আঞ্চ নিরোধ করিয়া বলিতে লাগিল:—একটি কি ছইটি বিন্দু আঞ্চ গণ্ডে গড়াইয়া পড়িতে উদ্ভত ছইয়াছিল—কুমারী তাহা দেখিবা না দেখি করিয়া মূছিয়া ফেলিল—প্রাদীপ কুমার তাহা দেখিতে পাইলেন না।

স্থিরভাবে কমলা বলিল:---

"কুমার, আৰু আমি নিব্দের পরিচয় দিব কিন্ত এখানে নতে; রাজার ধর্মসভার কাছে আমার অভিযোগ বলিব, আশা করি তাঁহারা আমার কথা শুনিতে রাজি হইবেন।"

"কিন্ত ডৎপূর্বে ডুমি একটি কাল করিবে ৷ ছলিয়া প্রামে মাণিক চাকলাদারের কারকুণকে, এবং সেই প্রামের আন্দি সান্দি 'ক্ষামন্ত্র' ছই জন পাজীবাহককে ডুমি ডাকাইয়া আন, এই ছ'জিন জন হাড়া আরও করেজজন লোককে এখানে আনার প্রয়োজন : ছলিয়া প্রামে 'চিকন' নায়া আধ্বরূলী এক গোয়ালিনী আছে, ডাহাকেও সাক্ষী অন্ধপ রাজসভায় অবিলম্পে উপস্থিত করা হউক.।"



''চুপায় ভরিয়া'কল কমলা আনিল। কল সা খাইয়া কুমার শীকণ হইল।।"

নিজের সম্পর্ক ও পরিচয় সম্বন্ধে কোন ইজিও না দির। কমলা ওাঁছার মাতৃল ও মাতৃলানীকে উপস্থিত করিতে অস্তুরোধ করিল। ইহা ছাড়া

> "মহিবাল বন্ধুকে তুমি আন শীত্র করি। আমাকে পাইরা ছিলে তুমি বার বাড়ী।"

এই সকল লোক উপস্থিত হইলে ধর্মসভায় আমি আমার পরিচয় দিব।

রাজসভা সরগরম; এতগুলি সাক্ষী মান্ত করিয়া প্রাণীপ-কুমার কর্ত্ত্বক রাজ-অন্তঃপুরে আনিতা অনিন্দ্য স্থলরী তরুলী নিজের পরিচর ও অভিযোগ শুনাইবে। এদিকে রাজপুরীতে রক্ষাকালীর পূজার উপলক্ষেনর বলির বাজনা বাজিতেছে। নানারপ কোতৃহলে রম্বুপুরের লোকদের চক্ষের ঘুম উড়িয়া গিরাছে।

রাজসভার এক কোণে গাঁড়াইয়া কমলা তাহার ছংখের কথা নিবেদন করিতেছে, তাহার আর্ত্ত কঠের থীর ও করণ সুরে থর্ম-সভা নিস্তব্ধ ছইয়া গেল! "অভাগিনীর ছংখের কথা আপনারা শুদ্ধন" এই বলিয়া কমলা চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহদিগকে সাক্ষী মানিয়া, পশু পক্ষী কাঁট পড়ঙ্গকে সাক্ষী করিয়া বলিল "আমার সাক্ষী ইহারা—ইহারাই সকল জানে", অনুরে রক্ষাকালীর মন্দির,—বোড় হত্তে মন্দিরকে প্রণাম করিয়া বনিল, "মা আমার প্রতি গৃহে প্রতি ঘটে আছেন—সেই জগন্মাতা আমার কাক্ষী।" কার্তিক, গণেল, লক্ষ্মী, সরক্ষতী প্রভৃতি দেবতাকে কমলা সাক্ষী মান্ত করিল। বে অগ্নি মান্তুকের সর্ক্রকার্য্যের সহায়—বে জল মান্তুকের প্রতিত জল ও অগ্নিকে কমলা সাক্ষী মান্ত করিল। বে সর্ক্রর প্রতিত জল ও অগ্নিকে কমলা সাক্ষী মান্ত করিল। বে করি সর্ক্রর প্রতিত জল ও অগ্নিকে কমলা সাক্ষী মান্ত করিল। করিল। করিল প্রতিত জল ও অগ্নিকে কমলা সাক্ষী মান্ত করিলা বনের অগ্রিক্রাক্ষী বন-দেবতাকে প্রশাম করিল।

দেবতাদিগৰে ও আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণীকে কমলা ধর্ম-সভার সাক্ষী মান্ত করিয়া পিতা ও মার্জাকে সাক্ষী করিল এবং প্রাণের ভাই ত্বলকে সাক্ষী মান্ত করিবার সময় চোধের জলে ভানিতে লাগিল।

পরিশেবে সদ্যা-ভারাকে সাক্ষী করিরা,ব্লালিল—"ভূবি অগতের সকল বন্ধর দিকে চাহিরা আন্ত, আন্তার সমস্ত কাল ভূমি নির্বাদ দৃষ্টিতে, বেশিতেই, তে মোন জন্তা, তুমি আমার সাক্ষী। আমার চোখের জল আমি রোধ করিতেছি না, ইহাকেই আমি সাক্ষী মাল্ল করিতেছি, আমার অন্তরের বেদনা ও অকপটতার ইহা অপেকা বড় সাক্ষী নাই।

> "গন্ধাকালের ভারা সাকী, সাকী চোথের পানি।"

তারপর স্বীয় মাতৃলানীকে সাক্ষী করিয়া মাতৃল তাহার নিকট যে পত্র খানি লিখিয়াছিল, তাহাই ধর্ম-সভার প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করিল, চিকন গোয়ালিনী "ভাঙ্গা দস্ত যার" সম্মুখে উপস্থিত ছিল,—কমলা তাহাকে দেখাইয়া দিল, কারকুণকে দেখাইয়া দিল এবং গোয়ালা ভাতির বৃদ্ধ সাধুপুরুষ মহিষালকে শ্রদ্ধার সহিত দেখাইয়া বলিল;—

"গদূর» গোটি সাক্ষী আমার মহিবাল ছিল।
সন্ধাকালে বাপের মত আমার আশ্রর দিল।"
সর্ববেশেষ প্রাণীপ কুমারের উল্লেখ করিয়া কমলা বলিল:—
"পর্বশেষ সাক্ষী আমার রাজার কুমার।
বাহার কারণে আমি পাইলাম নিতার।"

"ইনি ওপু আমার প্রাণ দাতা নহেন, ইনি আমার প্রাণের দেবতা।"
ইহার পরে কমলা তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল। তাহার ক্ষম কখনও প্রেছ-মধুর, কখনও পূর্বে স্থাভিতে গোরবে ভরপুর, কখনও বিপদের ক্ষমা বলিতে বাইরা গদগদ কণ্ঠ ও আতহিত, কখনও পিতৃগৃহে দেব পূজার উৎসব বর্ণনার ভান্ত-কোতৃহল-মিঞা দ্বিশ্ব কণ্ঠ। কখনও বা বঙ্গের পল্লীর শান্তিও পার্বজ্ঞ নদীর বর্ণনার তাহা উদ্দীপনামর; পরিসমান্তির সময়—তাহার নিজের অঞ্চ অপেকা শ্রোভ্বর্গের অঞ্চর বক্সার ধর্ম-সভা একবারে ভাসিরা গেল। এই হৃথের কাহিনী ভানিয়৷ ইহার সভ্যভা সম্বন্ধ প্রেরাজন হইলনা, কমলা যে সকল প্রবাণ উপস্থিত করিয়াহিল তাহা সকলে অদ্য দিরা ক্ষম্ভব করিল। তখন কারকুদের বিক্রছে সভাসনস্বদের শ্রেমারি ক্রিরা উঠিল:—

<sup>+</sup> भनुव त्नाहि = भवना नवारकत्र

কমলা স্বীয় শৈশবের ইতিহাস এইরূপে কহিল:--

"জৈষ্ঠ মাস, বন্ধী ডিখি, শুক্রবার শেষ রাত্রে যখন আকাল মেছমগুলে আর্ড ছিল এবং ঘোর অন্ধকার সমস্ত দিক্ দেশ ব্যাপিয়া রাজ্য করিডেছিল, সেই সময় এই অভাগিণীর জন্ম। মাতা আমার নাম রাখিলেন কমলা। আমার বরুস যখন চা'র, তখন আমার এক সহোদরের জন্ম হইল।

"পূর্ণিমার টাল যেমন দেখি মারের কোলে
সর্ব্য দুঃখ দূর হ'ল ভার জন্ম কালে।
কোলে করি কাঁথে করি, করি দোলা-খেলা।
এইরূপ যায় নিভা শৈশবের বেলা।

"এই ভাবে লীলা-খেলা করিয়া আমার স্থুখের শৈশব অতীত হইল। কিশোর বয়সে আমাকে মা সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন,—একা বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতেন। আমার গায়ের গোরবর্ণ আরও উজ্জ্বল হইল এবং নানা অলঙ্কার আমার অঙ্গের জীর্কি করিল। আমি প্রত্যুহ দীবির সামবাধা ঘাটে সহচরীদের সঙ্গে স্থান করিতে'যাইতাম, তাহারা চাঁপার কলি ও বকুল কুল দিয়া আমার দীঘল চুল বাঁধিয়া দিত, শরীরে গন্ধ তৈল মাখাইত, এবং আভের চিক্রশী দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিত।

"একদিন পৌৰমাসের প্রভাত। বার মাসের মধ্যে সর্ক্কনির্ছ পৌৰমাস,—
দেখিতে দেখিতে পূর্ব্যোদয় হয়, আমি প্রভাবে উঠিয়া কন্ছর্গার পূলা শেষ
করিলাম এবং স্নানের জন্ম প্রস্তুত হইলাম। আমার সধীরা আমার দেহে

ছ চুলে গন্ধতৈল মাখাইয়া দিল। ভাহার পূর্ক্বে সহচরীয়া আমার হীরামানির
হার পলা হইতে পুলিয়া রাখিল। আমরা আনন্দে মানির দীবির ঘাটে
গেলাম, আমার কাঁখে সোনার কলনী—সবীদের কেছ রুভ্য করিতে লাগিল,
কেছ গান গাইল; এই ভাবে আমরা ভরল পাদকেপে ছালি ঠাট্টা ও রং
ভামানা করিতে করিতে ঘাটে বাইয়া পৌছিলাম। সেখানে বাইতে বাটাতে
পা ঠেকিয়া আমি বাধা পাইলাম, আমি কি জানি লে পথে আমাকে দংশন
করিতে বিবধর প্রভীকা করিতেহে! সে জিল্লের নাকী এই কারকুব, জন্মের
ঘাটে ইহাকে দেখিয়াছিলাম—ভব্স কিছুই বুকিতে পার্রি কাইব

পৌৰ গেল, মাঘ আসিল—একদিন ঐ যে চিকন গোন্নালিনী—আমাদের বাড়ীতে ছ্থ দৈ জোগাইড, সে আসিল এবং আমাকে একখানি পত্র দিল,— নেই পত্র আমার কাছেই আছে, আমি তাহা এখানে দাখিল করিতেছি।

> "ধর্ম অবভার রাজা ধর্মে তব মতি। আমার ভঃধের কথা কর অবগতি॥"

চিকন গোয়ালিনীর দাঁত ভাঙ্গিল কেন, আপনারা উহাকে জিজ্ঞাসা ককন।

আমি যে পত্র দাধিল করিলাম, তাহাতেই রাজসভা আমার বিচার করিবেন, আমার বলিবার কহিবার কিছুই নাই।

> "না বলিব না কহিব—পত্তে লেখা আছে। এই পত্ৰ রাধিলাম আমি সভার কাছে॥"

কান্তন মাসে বসস্ত ঋতু দেখা দিল:---

শ্ৰমরা কোকিল কুরে গুঞ্জরি বেড়ায় সোণার গঞ্জন আসি আছিলা কুডায়।"

এই খুণ-ৰসম্ভকালে বাবা মা আমার বিবাহের কথা চূপে চূপে বলিভেন, আমি আড়াল হইতে কাণ পাতিয়া গুনিতাম। মহারাল, আমার কপালে বে এত গুংথ ছিল, তাহা বংগুও ভাবি নাই।

এই সময় মহারাজের দূত আসিরা আমার পিতাকে **হলু**রের দরবারে ভলব করিরা লইয়া গেল।

হাডী-যোড়া লোক-লছর লইরা বাবা পুরী অন্ধকার করিয়া চলিরা গেলেন।

> "আইন হৈত্ৰের মাস অকান হুগাঁ পূজা। নানা বেশ করে লোক নানা রকের সাজা। ঢাক বাজে, ঢোক বাজে পূজার আদিনার। অগি বাঁকি কম বাজে নটা গীত গার।

মওপে মারের মূর্ডি দেখিতে কুন্দর। চান্দ্যোয়া টাভাইয়া করে ঘর মনোচর ঃ পাড়াপড়শি স্বাই সাজে নুডন বন্ধ পরি। ঘরের কোণায় লুকাইয়া আমি কেঁলে মরি। मारव विरव केंकि चरत शना धराधति। বিদেশী হইল পিডা অভকার পরী। এমন সময় দেখ কি কাম হইল। রাজার বাড়ী হৈতে পত্র যে আসিল। সেই পত্র সাক্ষী করি ধর্ম সভার আগে। আমার বাণ হইন বন্দী কোন অপরাধে। বাড়ীর কারকণ ভাইরে ব্রাইয়া কয়। বাপেরে আনিতে বাইতে উচিত ভোষার হয় 🛊 সরল অবুঝ ভাই কিছুই না জানে। विरम्भ हिनम खाउँ शिकाद महास्त । मास्य बिस्य काँपि स्थाता धुनाव পिएवा। কার পূজা কেবা করে না পাই ভাবিয়া । গৰায় কাণড় বাঁধি পড়িয়া ধুলায় ঃ বাপ ভাইতের বর মাসি বিবে আর মায়।"

তারপরে জ্যৈষ্ঠ মাস—তখন আমের কুঁড়িতে ভাল ভর্তি—

"পূলা কোটে—পূলা ভালে জ্বন্ন গুৰুরি" আর বার আনে গুলু বানের গোচর। শিতা পুলু ছুই জন বন্দী পরবানে। মাতার চোধের জনে বহুষতী ভানে। মার বিবে ধরা বিলাম চগ্ডীর ছুরারে। ভার পরের ক্যা কবি সভার গোচারে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের বাগানে কড ফল পাকিল, কে ডা' দেখে ?

"রাজি বিবা না ওকার নরনের ক্স" "রাহে করে বজী পূলা পুকেন্দ্র-নাসিরা প্রাথের আই বিরেশে আবার মুহথে কাঁকে হিরা ঃ" আমি এক হাতে নিজের চোখের জল মুছিভাম, অপর হাত দিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাখনা দিতে দিতে ঘরে ফিরাইয়া আনিভাম।

এই ছুঃসময় ছাই কারকুণ "আমার বাপ ভাই বন্দী" সোল্লাসে এই খবর দিয়া নিজে যে চাকলাদারী পদ পাইয়াছে ভাহা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া শুনাইল। সে ভূলে ভাহার নিয়োগ-পত্রখানি ফেলিয়া আসিয়াছিল, সেই দলিল আমি এখানে উপস্থিত করিতেছি।

গৃহখানি হইতে বিভাজিত হইলাম। সেই সন্ধ্যাকালে একটি কানাকজি না লইয়া মা ও আমি আদি সাঁদি এই ছুই পান্দী-বাহকের সাহায্যে মামা-বাজীতে আসিলাম।

তখন আবাঢ় মাস—নদী জলে ভরা, আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে আশা করিয়া থাকি, একদিন না একদিন এই নদী বাহিয়া আমাদের ডিঙ্গা বাপ ভাইকে লইয়া আদিবে, বুধা আশা! ইতিমধ্যে মাতৃলের পত্র আদিল।

এই পত্রের কথা মাডা কিছুই জানেন না, আমি পত্রখানি এইখানে দাখিল করিতেতি।

ত্বংথের কপালে ত্বংথ লিখিল বিধাতা।
কাকে বা কহিব আমি এই ত্থের কথা।
আগুনের উপরে বেন জলিল আগুনি
এই কথা নাহি জানে অভাপী জননী।
সভ্যা ওঞ্চরিরা বার না বেখি উপায়।
একেলা হাওরে পড়ি করি হার হার ।
মামার বাজীর জর না থাইব আমি।
সলার কলনী বাঁথি ভেজিব পরাণী।
সাপে না থাইল মোরে, বাবে নাছি খাঁর।
কোথার মেরে লুকাই মুখ না দেখি উপার।
কোথেরে ভাকিরা কই আগুর দিতে মোরে।
কেবা আগুর বিবে মোরে এই জককারে?
চত্ত্র জনেতে যোর বৃক্ ভাসি বার।
আগুর ধরিরা মুক্তি পানি না ভ্রার।

ছই চক্ষের জলে পথ দেখিতে পাই না।

সাত জন্মের হৃত্বং মোর মহিবাল ছিল গোরালে যাইবার কালে পথে দেখা হৈল। জন্মের হৃত্বং মোর বাণের সমান। তিন দিন দিল মোরে গোরালেতে হান। মারা মমতার সে বে বাণের হৈতে বাড়া। এইখানে পাইলাম, হুগের আলা॥•

এইখানে সেই মহিবাল সাক্ষীকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন।

শ্রাবণ মাসের ঘন-বর্ষণে ও গর্জনে কুড়া পাখী বিলের ধারে ধারে উড়িয়া আসিয়া বসে। মেঘের স্থরে সূর মিশাইয়া তাহারা গর্জন করে, শিকারীরা এই বিল-অঞ্চলে প্রায়ই আনাগোণা করে।

একদিন রাজকুমার শাওনিয়া মেঘ মাধায় করিয়া মেঘ-নিমুক্ত রৌজে তৃঞার্ড হইয়া মহিবালের কুটিরে আসিলেন; তাঁহার রূপ দেখিয়া আমার মন জুড়াইয়া গেল। কুমার আমার পরিচয় চাহিলেন, আমি বিলিলায়, "সময় হইলে আপনি আমার পরিচয় পাইবেন—এখন নহে।" কুমার আমার দেওয়া জল অঞ্জলী ভরিয়া খাইয়া তৃপ্ত হইলেন। এত হুংখের মধ্যেও কুমারকে দেখিয়া আমি মৢয় হইয়াছিলাম। আমি তাঁহার কুলর ময়রপাঝী নৌকায় রাজবাড়ীয় অভিমুখে রওনা হইলাম। সোণায় পানসী ক্রীড়াশীল বাতাসে পাল খাটাইয়া ক্রন্ডবেরে চলিল। আমার মনের ঠাকুরের সঙ্গে আমি আনন্দে আসিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আমার মনের ভাব জানিতে দেই নাই।

এখানে আসিয়া আমি রাণীর সেবা কার্য্যে লাগিরা গেলাম; আলার প্রোণের যত ছংখ গোপন করিলাম—মায়ের জক্ত যত ব্যখা তাহা গোপন করিলাম, পিতা ও ভাইয়ের জক্ত অহর্নিশ প্রাণ কাঁদিয়া উঠে—এই ছংখ কাহাকে বলিব ? তথাপি আমার বিষধ মুখ দেখিয়া রাণী বৃবিতে পারিতেন, আমি কোন গুরুতর বেদনা বৃকে বহন করিতেছি। রাজকুমারের জক্ত তথন আবার নৃত্য আশা-নিরাশা আমাকে বিচলিত করিতে লাগিল;—

<sup>•</sup> पाथां - पाथर ।

"মনের সাগুণ যোর মনে ক্ষলে নিতে। নার কড ছঃথ মোর পরাণে সহিবে ?"

ইহার মধ্যে একদিন দেখিলাম, নগরের মধ্যন্থলে বছ নরনারী একঅ ছইরা উৎসব করিতেছে—ভাহাদের সকলেই নববন্ত্র পরিছিত এবং আনন্দে উৎক্ল, ভাহাদের কেহ গাহিতেছে, কেহ নাচিতেছে, ভাহাদের মিষ্ট কলরব বাভাসে ভাসিয়া আসিতেছে। দাসদাসীদের যার যে বেশভূষা ছিল, ভাহা পরিয়া কি উৎসব করিতেছে! এই বাছগীতি ও ঢোলের বাকনা কিসের জন্ম কিজাসা করিলাম। শুনিলামঃ—

"প্রাবণ সংক্রান্তে রাজা-মনসারে পুজে"

আমার ছচকু ছাপিয়া জল উপলিয়া উঠিল, বুকে যেন শক্তিশেল বিধিল। এই প্রাবণ সংক্রান্তিতে আমাদের বাটিতে কি ঘটা করিয়াই না দেবীর পূজা হইত।

> "এখন বাপের বাড়ীর মওপ শৃক্ত কেবা পৃকা করে ? অভাগিনী মা আমার কেঁলে কেঁলে ফিরে। একদও না দেখিলে হত পাগলিনী। সন্থাবেলা ছাড়ি আইলাম আমি অভাগিনী। ভাত্র মাসে তালের পিঠা খাইতে মিট লাগে। দরদী মারের মুখ সদ। মনে জাগে॥"

দিনের বেলা আমার চকু অঞ্চ বিসর্জন করিত। আর রাত্রে সকলই আমার চক্ষে অন্ধনার রোধ হইত। ভাত্রমালের চাঁদনি এমন উজ্জল —সমূত্রের ডলদেশ পর্যাস্ত সেই চাঁদনীতে দেখা যায়:—

> "ভাত্রবাসের চারি বেধার সমূত্রের জনা। সেও টারনী আঁধার দেখি কাবিজ ক্ষলা।"

ভাজ সাদ গেল, আখিন মাদে দেবীপুলার ধুম পড়িল। চারণিকে আনন্দের হিলোল, জলে খুলে আনন্দের ছবি ভানিরা কেঞাইতে কালিল। আমার বাবার বৃহৎ মণ্ডপে দেবী প্রতিমা নাই,—জ্ববিত্তে আমার প্রাণ ছ ছ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দশমীতে নৌকা বাচ ছওরার পরে দেবী প্রতিমা নদীর জলে বিসর্জিত হইত। যাহা দেখি তাহাতেই আমাদের বাড়ীর উৎসবের কথা মনে হইলে প্রাণ ফাঁটিয়া যাইতে লাগিল।

আখিন গেল, কার্ত্তিক মাসে ঘরে ঘরে কার্ত্তিক-পূজা। পুরুষ ও জীলোকেরা সারারাত্রি জাগিয়া আমোদ-আহলাদ করিতে লাগিল— আমি আমার কক্ষের জানেলা খুলিয়া সেই উৎসব দেখিতাম ও চোখের জলে ভাসিতাম। অগ্রহায়ণে লক্ষ্মীপূজা—গৃহস্থ ধান মাধায় করিয়া সাঁজের বেলায় বাড়ী ফিরিড,—মেয়েরা শহুধ্বনি করিয়া হল্ধ্বনি-সহকারে প্রদীপ জালাইয়া সেই নৃতন ধাস্ত বরণ করিয়া লইত। ঘরে ঘরে দীপশিধা, নৃতন ধাস্ত, কত আনন্দ! নৃতন ধানের নৃতন অর, নৃতন চিড়া—ভাহাতে পিঠা তৈরী হয়, পারশ-পিষ্ঠক রাধিয়া সকলে নবার-উৎসব করে, লক্ষ্মীকেনিবেদন করিয়া দেয়।

আমার বাবা কোথায়, ভাই কোথায় ? উৎসবের দিনে তাঁহাদিগকে বেশী করিয়া মনে পড়ে, প্রাণ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠে এ

এই সময়ের আমার হুংখের সাক্ষী স্বয়ং রাণীমাভা।

সেইদিন রাণীর মাথায় তৈল মাখাইয়া আমি কললী কক্ষে জলের ঘাটে

থিয়াভি, দেই শীতল জলে রাণীকে স্নান করাইব। পথে শুনিলাম, আবার
বাছ ভাগু বাজিতেছে, লোকে দেবীর মন্দিরের কাছে ছুটাছুটি করিভেছে,
জিজ্ঞালা করিলাম "আজ আবার কিলের উৎসব।" লোকে বলিল, "ভাও
জান না! আজ নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালীর পূজা করিবেন।"

"কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধরিরা। নরবলি হইবে শুনি খির নহে হিরা। লোকে করে বলাবলি পথে কানাকানি। বাপে ভাইরে দিবে বলি এই কথা শুনি।

আর ক্লামাত্রও পথে কেরি করিলাম না। অভি শীত্র বাড়ী কিরিরা নেই শীতল জলে রাণীকে স্নান করাইলাম। রাণী দেবীর মন্দিরে যাইতে সাজ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। আমি একা অজ্ঞানের মত নিজের কক্ষে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম:—

> "অঁচিগ ধরিয়া মৃছি নয়নের পানি আছিয় না দেখি মোর, আমি অভাগিনী।"

এই সময়ের সাক্ষী রাজপুত্র স্বয়ং; আমার কক্ষে আসিয়া পুনরায় বলিলেন—"আমার সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দাও, আমাকে পবিচয় দিযা আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

আমি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম:--

"আজ কেন রাজপুরে আনন্দের রোল, কিসের লাগিয়া আজ বাজে ঢাক ঢোল।" কহিলা রাজার পুত্র মনেতে ভাবিয়া, "কালী পুজা করে বাপে নরবলি দিয়া।"

আমি বলিলাম—"আজ রাজপুত্র, তোমাকে নিজের পরিচয় দিব,—
তুমি বছবার যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা আজ সকলই শুনিবে;
কিন্তু এখানে নহে, চল দেবীর হুয়ারে, যেখানে কোচ চুলিরা নরবলির
বাছ বাজাইতেছে।"

<sup>কৃ</sup> কুষার আগে আগে চলিলেন, আমি তাঁহার পিছু পিছু চলিয়া এখানে আলিরাহি, আমার বাপ ভাই বন্দীবেশে এখানে আছেন; আমার আভাগিনী জননী এই ধর্ম-সভায় সাক্ষী হইয়া আসিয়াছেন, মহারাজ তুমি নরবলি দিবে, কিন্তু আগে প্রকৃত বিচার কর—তার পর রক্ষাকালী পূজা করিবে।"

এই বলিয়া কমলা পরিশ্রাস্ত ও শোকাহত হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। শ্রোড্বর্গ, মন্ত্রীমণ্ডলী ও বয়ং রাজা সেই করণ দেবী-প্রতিমার বুক-ফাটা হৃংধে অভিতৃত হইয়া পড়িলেন।

রাজা বিচার গৃহে সিংহাসনে বসিলেন, সভাসদও মন্ত্রীরা যথাথোগ্য স্থানে আসন লইসেন, সর্ব্বপ্রথম কারস্কুশের ভাক পড়িল। রাজা ক্রুড্ হইরা তাহাকে শুরুতর অভিযোগের উত্তর দিতে বলিলেন। তাহার নিজ হাতের লেখা চিঠি—স্তরাং উত্তর দিবার তাহার কিছু ছিল না; আকাশ ভালিয়া মাথায় পড়িলে যেরূপ হয়—বক্সাহত ব্যক্তির মত দে হুরু হইয়া শুধু কাঁদিতে লাগিল। তার পর চিকন গোয়ুলিনীর জ্বানবন্দী, রাজা তাহার দাঁত কিরূপে ভালিল জ্বিজ্ঞানা করিলেন। প্রথমতঃ দে থতমত করিযা বলিতে চাহিল "সান্নিকে পড়িল দস্ত আর নাহি জানি"— তার পর যখন রাজার ইন্দিতে যমদূতেব মত কোটাল যাইয়া ভাহার চুল ধরিল, তখন উপায় না দেখিয়া কারকুণকে গালি পাড়িতে লাগিল:—

"পত্তে কি লেখা ছিল নাহি জানি ভার। দোষ ক্ষমা দিয়া মোরে করত নিভার।"

আন্দি-দাঁন্দি তুইভাই তাহাদের সাক্ষ্যে বলিল, তাহারা কমলা ও তাহার মাতাকে পাকীতে লইয়া মামাবাড়ীতে পৌছাইযা দিয়াছে। মামা ও মামী সত্য ঘটনা বলিলেন, এবং মহিবাল বন্ধু কমলার সহিত সাক্ষাতের পর, রাজকুমারের তাঁহাকে লইয়া যাওয়া পর্য্যস্ত সকল কথা সাক্ষানেরে বর্ণনা করিল। রাজকুমার বৃদ্ধ গোয়ালার বাড়ীতে যাইয়া কিরুপে কমলাকে দেখেন এবং রাজবাড়ীতে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য দিলেন। বিশেশিত পত্রগুলি বিচার সভায় আলোচিত হওয়ার পর মন্ত্রীরা কারকুশকে ঘার অভ্যাচার ও মিথ্যাচরণের জন্ম দোবী সাব্যস্ত করিলেন; উচ্ছারা পালিছকৈ শুলে দিতে বলিলেন, কিন্তু রাজা বলিলেন, "রক্ষাকালী পূলার নরবলি মানত আছে। কারকুদের আয় পালিছকৈ সেই দণ্ড দেওয়াই উচিত্ব হাইবে।"

তখন নাগাড়া, কাড়া, চাক-ঢোল আবার বাজিয়া উঠিল এবং পুরোছিত দেবীপুলার মন্ত্র উচ্চৈংখরে পড়িতে লাগিলেন; মন্দির ও মণ্ডণ গৃহ ধুমাজর হইল, সেই ধুমায় বাড় কাজুব প্রাভৃতির আলো প্রায় মান হইয়া গেল, কেবল পঞ্চ-প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি সেই খন অঞ্চার ভেদ করিয়া. কাঁমকুশের কর্তিত শোণিভার্ত মুগুটি আভালে দেশ্রিল।

## বিবাহ ও শেষ

ইহার পরে কমলার সঙ্গে প্রদীপকুমারের বিবাহের প্রস্তাব পাকা হইয়া শেল। সোণার কালিতে লেখা পত্রের উপর সাতটা সিন্দুরের দাগ দেওয়া **इर्डेन এवर म्बर्ड मरवाम म्मर्ग-विरम्य आश्वीयवद्गर**मत्र मरश्य প्रচातिष्ठ इर्डेन । শত শত ময়রা মিঠাই প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হুইল এবং সাতদিন সাতরাত্রি বাছভাণ্ডের শব্দে ও নৃত্যুগীতে রাজপুরী প্রমন্ত হইয়া রহিল। গুরু-পুরোহিত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর কলরবে প্রাসাদ মুখরিত হইল; বনতুর্গা, একচূড়া প্রভৃতি দেবতার পূজা হইলে জোড়া পাঁটা দিয়া ইহাদের পূজা সমাপ্ত করা হইল, ভরাই নামক গ্রাম্য-দেবতার পূজায় মহিষ বলি হইল। অতঃপর অস্ত-পুরিকারা নান্দীমুখের মাটি কাটিল, এবং কমলাব মা ও মামী মাথায় **'নোছাগের ডালা'** করিয়া এয়োদিগকে লইয়া গান করিতে করিতে বাডীতে বাজীতে সোহাগ মাগিতে গেলেন.—ভাঁচাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাভকরেরা বা**জনা বাজাইতে** বাজাইতে চলিল। গীত ও হুলুধ্বনিতে বিবাহের মণ্ডপ মুখরিত হইল। বর ও কনে জলের ঘট সম্মুখে করিয়া বসিলেন। নবদ্বীপ ছইতে নাপিত আসিয়াছিল, সে সোণার খুর দিয়া কামাইতে লাগিল, সেই সময় মেয়েরা ক্রৌরকার্য্যের গান করিতে লাগিল। তথন বরকন্সাকে হলুদ মাধাইয়া স্নান করান হইল, গায়ে হলুদের যত গান জানা ছিল-মেয়েরা ভাষা পাতিল।

কমলাকে "আসমানভারা" নামক শাড়ী পরান হইল, তাহা ছাতে লইলে স্থানন করিরা উঠে, শৃল্পেন্ডে লইলে ভাহা উড়িরা বার, মাটিভে রাখিলে মনে হর, নীলভারা-ভূবিভ আকাশের এক খণ্ড মাটিভে পড়িরা গিরাছে। কমলার কাবে অর্থ-চন্দাক ছল ও মণিমণ্ডিভ ক্ষকা পরান হইল, নাকে লোগার 'কলাক', মন্তকে কর্ণ সিঁখি, পারে গুলারী ও হাতে বাজুবন্ধ ও করণ পরাইরা ভাহাকে বখন গাড় করান হইল, তখন সভ্য সভ্যই সে দেখী-প্রতিমার ফল ক্ষোইল। "বলার পরাইল এক হীরার হাঁসুলী" বেরেলী আলোর কত হাতনাভালার বর্ষজ্ঞার করণ ক্ষক। তখন ঢাক ঢোলের বাতে আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল, বন্দুকের আ**ওয়াজে** মেদিনী কম্পিত হইল।

> "তৃবড়ি ছাড়িল যেন আগুনের গাছ পারা। হাউই ফাছৰ ছুটে আস্মানের তারা।"

কুমার কমলাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন।

''এই মতে বিয়া কাজ হৈয়া গেল শেব। পুত্রসহ চাকলাদার গেল নিজ দেশ॥"

## আলোচনা

এই গল্পের প্রধান চরিত্র কমলা। কমলা স্বভাবতঃ রহস্ত-প্রিয়, শৈশব ও মুখ-কৈশোরে সে একটা আনন্দের পুতৃলের মত ছিল; প্রথম অধ্যারে সে চিকন গোয়ালিনীকে লইয়া যে সকল রঙ্গরস ও কৌতৃক করিয়াছে, ভাহা আমি গল্প-ভাগে দেই নাই। সেই সকল বর্ণনা পড়িলে মনে হইবে কমলা কতকটা ভরল প্রকৃতির। পিতা-মাতার আদরিশী ও নানা সোহাগে লালিভ-পালিভার স্বভাবের এই একটু চাপল্য স্বাভাবিক। কিছ ছংশই মাছ্যুবের প্রকৃত উপাদান চিনাইয়া দেয়; যখন বিপদের দিন আসিল, ওখন এই চঞ্চল বিছ্যুৎপ্রভ মূর্ত্তি স্থ্যোর মত একটি ছির জ্যোভিছে পরিশত্ত ইইল।

উপস্থিত-বৃদ্ধি কমলার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কমলার বিপদ এসনই সাংঘাতিক বে, শত উদ্ভাবনী শক্তি সম্বেও সেই সকল বিপদ হইতে উপ্তীৰ্ণ হওয়া তাঁছার পক্ষে সহজ ছিল না। ভাহার চরিম হিল গৃড় সার-অক্তার বোধ এবং সভভার উপর প্রভিত্তিত। বৈবয়িকের সভর্কতা ভাইন ভতার ছিল না,—বাহিকে লৈ কভকটা চাকুরী খেলিতে পারিত আই ছলিয়া প্রামে নিজবাটীতে আর কয়েকদিন কারকুণকে ভুলাইয়া---श्राकिতে পারিত। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় ভেলুয়া ভোলা দদাগরকে এইভাবে ভাভাইয়া রাখিয়াছিলেন, এমন কি দেওয়ান জাহাঙ্গীরকে মলুয়া ও নানাছলে প্রতারিত করিয়াছিলেন—আদর্শ সততা ও সাধ্বীর পবিত্রতা থাকা সম্বেও ইহারা উপস্থিত ক্ষেত্রে চতুরতা প্রদর্শনে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু কমলা কারকুণকে বিবাহ করাব প্রস্তাব শুনিয়া মূখের উপর যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় তাঁহার সততা একেবারে সাংসারিক হিতাহিত-জ্ঞানের সীমার বাহিরে. তাহা অমোঘ ও বছ্লকঠোর, স্বভরাং তাহাকে মহাবিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত পরীক্ষা আরম্ভ হইল সেইদিন--্যেদিন নিজের শ্যার উপর তিনি মাতৃলের চিঠিখানি পাইলেন। এই চিঠি পাওয়ামাত্র তাঁহার সন্ধর স্থির হইয়া গেল,—সাংসারিক হিতাহিত জ্ঞান এবং ভবিশ্বতের জ্বন্স চিস্তিত হুর্ববল চিত্তের দতর্কতা এমন কি মাতার প্রতি অসীম স্লেহ পর্যান্ত এই ছলালী কন্যাকে বিচলিত করিতে পারিল না। মাথায় বছ্রপাত হউক, জলে ডুবিয়া মরি অথবা দম্লার হাতে প্রাণ দিই, সব সহা করিব, কিন্তু কিছুতেই আর মাভূলের বাড়ীর অন্ন থাইব না

হায়! আমাদের দেশের কত শত বলির্চকায় মনত্বী পুরুষ পর পদাঘাত সন্ত করিরাও চাকুরীটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, কেবল ত্রী-পুত্র কল্পাও আঞ্জিতদের প্রতি বাংসল্য বশতঃ; চাকুরী গেলে তাহাদের দশা কি হইবে ইহাই তাহাদের আশত্তা। কিন্তু কমলা ত্রীলোক, একান্ত নিরাশ্রয়; তাহার আশ্রয়ের একমাত্র পৃঁটি—মেহাতুরী মাতা, তাহাকে হারাইলে তিনি শোকে পাগল হইবেন অথবা মরিয়া যাইবেন, একথা কমলা একবার চিন্তা করিলেন না, নিরাশ্রয়ভাবে অন্ধকার রাত্রে হাওরের পথে কোন্ দম্মর হাডে পড়িবেন, তিনি তো অপূর্ব্ব স্ক্রমরী,—এসকল চিন্তা তিনি মনে স্থান দিলেন না। তাঁহার অপেকা শতগুণে বলির্চ, পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপন্থিত বিপদে যে সতর্কতা অবলম্বন করেন, তিনি তাহা একটি বারও ক্রিলেন না,—ম্বণার মুখ কিরাইয়া কপালে আরও যাহা আহতে হউক, এই করিয়া—সেই ভীবণ রাত্রে নিজেকে অনুষ্টের হাতে ছাড়িয়া দিলেন গ্রিক

এই ভাবে নিজের সভতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যে অপর সমস্ত সাবধানতা ত্যাগ করে, সুবিধা-বাদীদের অপেক্ষাও সে পরিণামে অধিকতর জয়ী হয় এবং বিপদে উত্তীর্ণ হয়—কমলার জীবন তাহারই উদাহরণ। এক্ষয় কমলা আমাদের মত এ দেশের সহস্র সহস্র লোকের অপেক্ষা প্রশাসনীয়— তাঁহার চরিত্র পূজা। যে ব্যক্তির বা জাতির এইরূপ তীব্র আআ-মর্য্যাদা বোধ আছে, তাঁহারাই বিজয়ীর স্বর্ণ কুণ্ডল পরিতে পারে, সুবিধা-বাদীরা ভাহা পারে না, উপস্থিত বিপদ এড়াইয়া কোনরূপে টি কিয়া থাকিতে পারে মাত্র।

কমলা বড় ঘরের মেয়ে, তাঁহার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ও সংযত সহিষ্ণুতা আমাদের প্রজা বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করে। তিনি কিছুতেই তাঁহার আত্ম-পরিচয় কুমারকে দিলেন না। রাজ্বারে তাঁহার পিতা ও জ্রাতা চৌর্য্যাপরাধে ধৃত ও বন্দী; তাঁহার পরিচয় পাইলে কুমার তাঁহার প্রতি কি ব্যবহার করিবেন তাহা অনিশ্চিত। মুডরাং যাহাতে তাঁহার অটুট সন্তম চরিত্র-গৌরব কুয় হয়, এমন কাজ করিতে তিনি স্বভাবতাই কুয়িড হইলেন।

কিন্তু এই গরের শেষভাগে আমরা কমলার স্বরূপ দেখিলাম। পোর্দিয়া যেরূপ বক্তৃতা করিয়া সাইলকের হস্ত হইতে নিজের স্থামীকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন, কমলা সেইরূপ এক বিষম পরীক্ষার সম্মুখীন, ওাঁহার বন্দী পিজাও জ্রাতা নির্মাম মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত। সেক্ষপিয়র গরের একটা প্রাচীন কাহিনী পাইয়াছিলেন। সেই কাহিনীর উপর ওাঁহার অলোকিক কবিপ্রভিজার ছটা দিয়া উহা সাজাইয়াছিলেন। কিন্তু এই গয়ের রচক কবি জালা সেরূপ কোন প্রাচীন গরের খসড়া পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তথাপি কমলার বিবৃতিতে যে অপূর্ব্ব সংযম ও তীক্ষ বৃদ্ধি এবং নারীজনোচিত সম্ভম এবং অবার্থ প্রমাণ প্রয়োগের বহর দৃষ্ট হয়, ভাহাতে এই বালালী নারীর প্রতি পরম প্রজায় আমাদের মাখা নড হইয়া পড়ে। এই অতি জ্বন্য অভিযোগ প্রমাণ করিতে যাইয়া ভিনি ভাহার উচ্চকুলোচিত শীলতা এক বিন্তুও হারাণ নাই।

তিনি উচ্চকুলসম্ভূতা মেয়ে হইয়া রাজসন্তায় তাঁহার অভিযোগ উচ্চারণ করিবেন কিরপে? প্রগল্ভার মত তিনি কি কারকুণের জঘন্ত চেষ্টার সকল কথা এমন বিশিষ্ট সভায় বলিতে পারেন? অথচ আত্মপক্ষ সমর্থনে সেই সকল কথা একরূপ অপবিহার্য।

কমলা তাঁহার অভিযোগে নিজের কথা কিছই বলেন নাই,অপরের সাক্ষাও ধতটা প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সেই সকল দ্বন্ত কথার উল্লেখমাত্র नाहै। कात्रकुष य वाषाय-भाग भानि निश्चियाहिन, स्नहे भागिन व्यथमा প্রদর্শিত হইল, তাহাতেই কারকুণের চবিত্রেব কথা সভায় বিদিত হইল। ভারপরে চিকন গোয়ালিনীর ভাঙ্গা দাঁতের প্রমাণে এই সাবাম হইল, যে সেই অশিষ্ট প্রস্তাব ও চিঠিখানি লইয়া কমলার কাছে যাওয়াতে তিনি তাহাকে উচিত শান্তি ও শিকা দিয়াছেন। আঁদি সাঁদিব সাক্ষো প্রমাণ চইল. কমলা কোন গ্রষ্ট লোকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন নাই, মাতার সঙ্গে মাতুলা-লয়ে গিয়াছেন। তাহার পর মাতৃলের চিঠিখানি উপস্থিত করা হইলে সকলে বুলিতে পারিলেন, কারকুণ তাহাকে গৃহ হইতে তাড়িত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মাতুলালয় হইতে কলঙ্কেব কালিমা মাধায় লেপিয়া ভাহাকে একেবারে পথে আনিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয়ার উপর আরো অত্যাচার চালাই-বেন, এই তাহার মনোভাব। মহিবালের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইল, কোন हुई लोक छोटारक कृमनारेग्रा माजून गृट' ट्रेंट नरेग्रा याग्र माहे। वृद्ध মহিষাল তাঁহাকে নির্জ্ঞন হাওরের পথে যে ভাবে পাইয়াছিল ভাচাতে উাছার একনির্দ্ধ সরল চরিত্র, চরম ফুর্দ্দশা ও নিতাস্ত নিরপরাধের প্রমাণ स्रेशम्बद्धि इंडेन।

ইছার পরে রাজকুমার বাহা বলিলেন, ভাহাতে বুঝা গেল, মহিবালের গোয়াল ঘরে কিরাপে পঙ্কের মধ্যে পঙ্কের মন্ড তিনি এই পবিত্রভা ও সৌন্দর্ব্যের খনির আবিকার করিয়াছিলেন।

এই সত্য-বর্ণনা ও উত্মল সাধুঁবের মৃর্টি সভা সমকে প্রকটিত হওরার পর কারকুণের বড়বছ এমনভাবে ধরা পড়িল বে তৎসহছে কোন ছিবার অবকাশ রহিল না। রাজসভার ভাব কমলার জন্ম করণায় ভরপুর হইয়া রোল।



"क्रे निन (शष्ट विष्ठि रामन बाए बाद फुकारन काश्रफ ना क्षकांत्र धरे नाकन क्षितन।" ( श्रुष्ठा ১০১)

কমলা লিজের কথা নিজে কিছুই কহেন নাই। দলিলের শ্রেমাণ্ট বথেষ্ট হইরাছে। বাঁহারা সাক্ষ্য দিরাছেন, তাঁহারাও বাহাওে জবন্ত কথাগুলি বথাসন্তব এড়াইরা বান অথচ মামলাটি সম্বন্ধে বিচারকগণ নিসেক্ষেই হন, কমলার বিবৃতি ভালারই অন্তক্ত্বল। কমলার উক্তি ভীক্ষ বৃদ্ধি ও নিজের পদ-মর্থ্যাদা তথা নারীজনোচিত সন্তম এবং লক্ষা বজায় রাখিরা আত্মসমর্থনের উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত-ক্লীয়। তিনি প্রারম্ভে সমস্ত দেব দেবীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রোধান্ত দিয়াছিলেন সন্ধ্যাতারা ও স্বীয় চক্স্-কলের উপর। প্রকৃতই সেই প্রব নক্ষত্র যাহা প্রতি সন্ধ্যার জগতের কার্য্যাবলী নিশ্চিতভাবে দেখে—এবং তাঁহার চক্স্ক্রল—যাহা সমস্ত স্থান্ত করিয়া অন্তরের ব্যথার পরিচয় দেয়—এই ছই সাক্ষীই তাঁহার কাহিনীর যথার্থ পরিচয় দিয়াছিল।

কমলার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য—তাঁহার বাঙ্গালা দেশের প্রতি আন্তরিক দরদ। বাঙ্গালার স্থামল প্রকৃতি, আত্রমুকুলের গদ্ধে ভরপুর, কোকিল কৃজনে এবং জমর গুঞ্জরণে মুখরিত বাঙ্গলার কূটার, ছুর্গা-পূজা, বন-ছুর্গা-পূজা, কার্ত্তিক ও ধায়্য-গল্মীর পূজা—বাঙ্গলার বার মালে তের পার্কণের মনোহারিছ কমলার এই দরদ-পূর্ণ বিবৃত্তিতে এমন স্পাই হইয়া মনোক্র ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে আমরা এই কাহিনী পড়িবার সময় চোখের জলের সঙ্গে আমাদের পল্লীমাতাকে বারংবার স্মরণ করিয়াছি। এই গীতিকাটি পরিপূর্ণ ভাবে পল্লীরস মাধুর্ব্যে ভরা। কমলা ছংখ কটের চূড়ান্ত সীমায় যাইয়াও পল্লীর আনন্দ ভোলেন নাই। পল্লীরুলে চিরদিনই ভাহার মনকে সরস রাখিয়াছে। ঘোর বিপদের দিনেও নলী বাহিয়া সোণার ময়ুরপন্ধী নোকায় প্রিয়্লনের সঙ্গমুখ ভাহাকে আনন্দ দিয়াছে। ছংখের অক্কারাক্ষর রাজিত্তেও ক্লাতরে ছইলেও বিধাতার দান আনন্দটুকু উপভোগ করিবার শক্ষি তিনি রাখিয়াছে।।

ক্ষণার বিবাহের বর্ণনার আমরা তাৎকালিক সমাজের যে চিত্র পাই-তেছি, তাহা কৌভূহলকর। ২০০ শত বংসর পূর্বে পূর্ববলে বড় লোকের বিবাহে, নববীশ হইতে নীলিত আনা হইত, তাহারাই "গৌরস্টাকা" আর্ভি করিত এবং সোণার খুর দিরা খেউরি করিত। তড়াই নানক সদ্রী দেকতার পূজায় মহিব বলি ছইত। মেরেদের বিবাহে নানারূপ বরের উরেশ এই পারী সাহিত্যের সর্ব্বে পাওরা বায়। এই গারেও 'আসমান তারা' নামক এক প্রকার শাড়ীর উদ্বেশ আছে, তাহা মসলিনের প্রকার-ভেদ বলিরা মনে হয়। পূর্বেই বলিরাছি, ছিল্ল ঈশাণ নামক এক পারী কবি এই গানটী রচনা করিরাছিলেন, অন্থ্যান—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইয়া রচিত চইরা থাকিবে।

## কাঞ্চন

## রাজপুত্র ও খোপার মেয়ে

এক ধোপার পরমাস্থলরী কল্লা ছিল , সেই অঞ্চলের রাজপুত্র কল্লার অসামাক্ত রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কাঞ্চনমালাও রাজপুত্রের রূপে-গুণে মুগ্ধ , উভরে উভরের অন্তরাগী। কাঞ্চন রাজকুমারের বাঁশী ওনিয়া ঘরে থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া আসে—কিন্ত যখন রাজপুত্র তাঁহার আঁচল ধবিয়া টানেন, তখন কিছুতে ধরা দিতে চান না। তাঁহার গারের বর্ণ চাঁপাকুলের মড, তাঁহার চক্ষু হুটি অপুরাজিভার লায় নীলকৃষ্ণ, মাধার চুল পৃষ্ঠদেশ হইতে নিবিড মেঘের লইরীর মত নিম্নে ল্টাইয়া পড়িয়াছে, রাজকুমার বলেন, "কাঞ্চন, আমি বে ভোমার ঐ অপরাজিভা কুলের ভায় ছুটি চক্ষু দেখিয়া ভুলিয়াছি, আমি ভোমার মাধার চুল দেখিয়া ভুলিয়াছি, তামি ভোমার মাধার চুল দেখিয়া ভুলিয়াছি,

"आমি यে পাগল হৈছি দেখি মাধার চুল।"

আমি ভোমাকে বিবাহ করিব, ভোমার সম্মতি পাইলে আমি রাজার সম্মতি নিতে পারিব।"

কাঞ্চন কুমারের আবেদন নিবেদন শোনেন, তাঁহার প্রাণ কাটিরা বার, অধচ মূখে বলিতে পারেন না। কতদিন আবার রাতে বর্ষার রাজকুমার থোপার কুটিরের আদিনার এক কোণে দাঁড়াইরঃ থাকেন, বর্ষার জলে উছোর সর্বাদ্ধ সিক্ত হয়—কাঞ্চন—রাজপুত্রের কেশ-বেশ মূহাইবার জভ হাত বাড়াইরা কিরিয়া আনেন—কত করিয়া কুমারকে ব্রান—"তুমি এক ক্ষিণাইও না, আমাকে কট দিও না। তোমার বাঁশীর কুরে আমার জভ সমত চিন্তা তুবিয়া কায়—আমার মনে হয় চরাচর তক, কেবল বাঁশীই সভ্য, বাঁশীর কুর আমার মর্ম বিভ করে, আমাকে পাগল করে।

"তুমি কি জান না কুমার ভূমি কে আর আমি কে ? আমি ভোগার কি
বামিব ি আমার পিতা ভোনারদর মাজবাড়ীর বোপা—আমি বোপার ভাষার ভোমার সক্ষে কি আমার বিশিন সক্ষর ? আমার পাকে কার্মী ক্রিটি করা বামণ হইয়া টাঁদ ধরিতে যাওয়া, তুমি তোমার যোগ্যা কোন নারীকে বিবাহ করিয়া সুখী হও।"

রাজকুমার বলেন, "ভোমার বাড়ী হইতে যখন রাজবাড়ীতে ধৌত বাস আইলে, তখন আমার ধূতি চাদরে ভোমার পাঁচটি আঙ্গুলের স্লিশ্ধ ও সুগদ্ধ চিহ্ন আমি দেখিতে পাই, দেই দাগ দেখিয়া আমি আর আমাতে থাকি না। ভোমার মালার গদ্ধে সেই বস্ত্র ভবপুর, আমি ঘূরিয়া ঘূরিয়া এই সকল নিদর্শন পাইয়া—ভোমার জন্ম পাগল হইয়া থাকি। এখানে ভোমার সঙ্গে আমার বিবাহে অনেকে বাধা দিবে, তুমি যদি ইহাই মনে কর, তবে চল আমরা হজনে এই রাজ্য হইতে চলিয়া যাই। কোকিল কেবল আমাদের রাজ্যে ভাকে না, ফুল কেবল এদেশের বাগানে কোটে না, চাঁদের জ্যোৎসা আর আর দেশে ভাহার রজত জালে ভক্তজ্যলতা গৃহাদি পরিশোভিড করে, এদেশ হইতে আমরা হজনে যাইয়া অন্য কোন দেশে কুটির বাঁধিয়া থাকিব,—এই সকল ফুল লভা ও পাখীব কুজন আমাদের মিলন-মঙ্গল গান করিবে—ভাহার তুলনায় রাজ্যসুখ আমার কাছে তুচ্ছ।"

কাঞ্চন তাহার কর্ত্ব্য বুঝিতে পারিল না। একদিকে কুল মানেব ভয়, অপর দিকে রাজকুমারের এতাদৃশ অনুষাগ—একদিকে তাহার চিত্ত ভয়ে ছক ছক করিয়া কাঁপিডেছে অপর দিকে অদৃষ্ট যেন তাহাকে কোন ৰাছকরের রাজ্যের দিকে জোর করিয়া টানিডেছে। অবশেষে কাঞ্চন রাজকুমারের কথায় ভূলিল, রূপে ভূলিল এবং অনুরাগে ভূলিল।

ভাষারা উভরে নদীতীকা মিলিত হইতেন। তাঁহাদের রাত্রি-ভোর আনন্দের কথা শত আশা ও ভবিত্যৎ ক্রীবনের অরের কাহিনী শুনিতে শুনিতে রাত্রি প্রভাত হইরা বাইত। রাত্রি আগরণে ক্লান্ত রাজকুমার নদীর তীরে বাঁশপাতার বিহানার খুনাইরা পড়িতেন, কাজন ভাবিতেন শিক দুরকুই আমার! বাহার শব্যা বর্গ-পালত, তিনি আমার জভ এই কঠিন মৃতিকার উপর গাহ-পাভার বিহানার পড়িয়া আহেন, এখুনি ভোকিন মৃতিকার উপর গাহ-পাভার বিহানার পড়িয়া আহেন, এখুনি ভোকিন মৃতিকার উপর গাহ-পাভার বিহানার ক্রিটি ক্লান্ত চকু খুনে এই বাত্র আনিয়াহে, আনি কেমন করিলা ইহার কাঁচা খুন ভালি, তথালি ক্রিকারকালন ক্রিকারকাল হতে ভাষাত্র ক্রেকার উলিয়া ভাইয়া দেন!

কাঞ্চন বৃবিদেন, রাজকুমারের এড স্নেছ এড অন্ধ্রাগ তিনি ভাছাকে জীবনে ছাড়িবেন না, হয়ত কোন দূর দেশে যাইয়া ভাছারা দাস্পত্য জীবন কাটাইবেন "অর্গের দেবতারা আমাদের এই একনিষ্ঠ পবিত্র প্রথয়ের মূল্য বৃবিবেন।"

# কানাকানি ও শান্তি

ক্রমশ: জানাজানি হইয়া গেল। রাজদরবারে এই ব্যাপার লইরা কাণা ঘূবা হইতে লাগিল। রাজাকে এক মন্ত্রী সংবাদ দিলেন,—মহারাজ আপনি কি করিতেছেন ? আপনার বৃড় ধূশীর কল্মা কাঞ্চন ভাহার রূপ দিয়া রাজকুমারকে ভূলাইয়াছে। রাজকুমার এই কল্মার প্রতি আসজ্জ হইয়াছেন, এ যেন চাঁদ ও রাজর মিলন হইয়াছে, অথম কাপড় কাঁচা ধূপির ঘরে রাজপুত্র যাতায়াত করেন, ইহা হইতে স্থণার বিষয় আর কি হইডে পারে ?"

এই কথা শুনিরা রাজা আগুনের মত অলিরা উঠিলেন এবং তথনই থোপাকে আনিতে লাঠিয়াল পাঠাইয়া দিলেন।

কান্ধনের পিতার নাম গোদা, সে অতি রুছ; রাজার ছকুমে ক্লিপিডে কাঁপিতে লাঠি ভর করিয়া দরবারে আসিরা উপছিত হইল । দরকার ক্লছে মন্ত বড় করাস বিহানা পাতা, লোক লকরে ঘর ভর্তি, একর ক্লয়ে শোপা হাত ঘোড় করিয়া সেই ঘরের এক কোপে দাঁড়াইরা বিনিদ "ছকুই, একরেক দিন ধরিয়া ক্রমাগত বড় তুকান ও বাদলা চলিতেতে, কাপড় ভকাইতে পারি নাই। এইকত এবার একটু দেরী হইরা দিরাতে,।"

রাজা রাগে কাঁপ্তিত কাঁপিতে বলিলেন, "জোর এক কালাই শীরের বয়ন উত্তীপ হইরা নিয়াহে, আনার হেলে নেই কভার কাই পাইনি শুনিতে পাইলাম। আন রাত্রির মধ্যে বহি । শ্রিকাশিক ভবে কাল সকালে পাইক পাঠাইরা ভাহার চুলের মৃঠি ধরিরা এখানে আনিরা ভাহাকে জাভিচ্যুত করিব।"

বোপা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "মহারাজের বাগানে বে মালীর কাজ করে, কালই সকালে আমি তাহার সঙ্গে আমার কল্মার বিবাহ দিব।"

এই বলিয়া লাঠি ভর করিয়া ধোপা বাড়ীতে ফিরিয়া গেল, এবং সারা-রাত্রি সে ও ভাহার স্ত্রী কাঁদিয়া কাঁটাইল।

কিন্ত প্রাডে রাজকুমার ও কাঞ্চনের থোঁজ কেহ দিতে পারিল না, ভাহারা কোখায় গেল ?

> "কইবা গেল রাজার পুত্র, কইবা কাঞ্চন মালা লেশেতে পড়িল ঢোল—ধর এই বেলা।"

#### পলায়ন

পরিশান্ত রাজকুমার ও কোমলালী কন্যা সমস্ত রাত্রি লাগিয়া পথে চলিরাছেন। কাঞ্চন আর্ত্তর্গ্চে বলিল,

"বৃঁধু, জানি হুর্বন হইরা পড়িয়াছি, বনের পথ অন্ধকারে চিনিতে পারি-ভেছি না, নলীর বারে কেওয়াবন—কুলের গল্পে ভরপুর, ঐথানে বাইরা আজ বে একটুখানি রাভ বাকী আছে, চল ভইরা কাটাই, আমার পা আর ক্লীভেতে ক্লাই"

রাজপুত্র বলিলেন, আর একটু চল,—আমার পিতার মূলুক হইতে জন্য মূলুকে বাই । রাতি শীঅই পোহাইবে, পূর্বগগনে একটুখানি কিলিমিলি ক্ষা মেখা বাইতেহে। আমরা প্রভাত হইতে না হইতেই অন্য রাজার ক্ষান্ত্রী পাইরে পেটিছিব, তথন বলি কোন গৃহস্থ আবাদিগের আঞার কেন ক্ষান্ত্রী শাইনা পেটিছিব, তথন বলি কোন গৃহস্থ আবাদিগের আঞার কেন "বনে বনে ফিরিব লে। কলা ভোষারে দুইরা। কিলা পাইলে বনের ফল বাইব পাড়িয়া। গাছের তলার বাড়ীঘর পাডার বিহানা বনের বাঘ ভালুক ভারা হইবে আপনা।"

পরিপ্রাস্তা কাঞ্চনমালা রাজপুত্রকে বলিল, "পূর্ব্যদিকে চাঁদের বিলিমিলি
দেখা বাইতেছে, চাঁদ অন্ত বাইতেছে। বোধ হয় আমরা ভোমার বাপের
মূলুক ছাড়িয়া অস্ত রাজার রাজ্যে আসিরা পড়িয়াছি। তুমি ভোনার বর
বাড়ী ঐপর্য্য ছাড়িয়া আসিয়াছ, আমি আমার কুল মান ছাড়িরাছি।
আমার বুড়া বাপ নদীর তীরে বসিয়া কাঁদিবেন। মা আমার পাবাশে মাখা
ভালিবেন। আমি হুর্বল প্রীলোক হইয়া নির্মম পাবাশের মন্ত ভাহাদিশকে
আঘাত দিয়া আসিয়াছি।"

"রাত্রি পোহাইয়া যায়, হায়! আর খোয়াই নদীর ঘাট দেখিতে পাইব না। বাড়ীর কাছে যে বিস্তৃত শালি ধানের মাঠ তাহা জন্মের মত দেখিয়া আসিয়াছি। প্রভাত হইলে আর তাহা দেখিব না। আমার পাড়াপড়শীদের ছেলেমেয়েয়া রোজ প্রাতে বাড়ীর চৌদিকে কলরব করে, সেই বিষ্ট প্রিয়লনের বর আর শুনিতে পাইব না, রাত্রি প্রভাত হইলে আমাদের গাছগুলিতে নানাবর্ণের পাখীয়া গান করে, আজ প্রাতে আর তাহা শুনিব না, আমাদের বাড়ীর পূর্বের্ব যে আকাশ রৌজে ভাঙ্গিয়া উঠে, সেই প্রিয় আকাশ আজ প্রাতে আর দেখিতে পাইব না,—কত সাধে বাগান করিয়াছিলায়, নেই বাগানের কুল কোটা আজ প্রাতে আর দেখিব না—জন্মের মৃত বাড়ীদর ও লেশের মায়া কাটাইয়া চির বিদায় লাইয়া আসিয়াছি।"

"রাজি না পোহালে বেধব প্রা নধীর ঘাট। রাজি না পোহালে বেধব পালী থানের মাঠ। রাজি না পোহালে বেধব ভোমার আনার বাড়ী, রাজি না পোহালে বেধব পাড়ার নর নারী। "রাজি না পোহালে ডনব অইনা পাবীর গান। গাজি না পোহালে বেধব ভোরের আন্সানন। রাজি না পোহালে বেধব নেই না যাবের কুল। জরের বড় হাড়ি আইলাম বা বাপের কুল। রাজপুত্র কার্কনের পালে বসিয়া ভাহাকে সাখনা দিভে লাগিলেন, ভাহার চোখের জল মুহাইয়া আদর করিয়া বলিলেন,

> "না কাঁদ না কাঁদ কলা চিডে দেও ক্ষমা, ঘর ছাড়ি বনচারী হ'লাম ভুইজনা।"

"আর কাঁদিও না, আমরা এক স্তায় গাঁধা ছটি বন-ফুলের মত হইলাম। তোমার আমার হুঃখ তোমার আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভূলিব।

এ নদীর ঘাটে অনেক লোক দেখিতে পাইতেছি। আমরা অপর এক রাজার রাজ্যে আসিয়াছি।"

ভাহারা অগ্রসর হইরা এক বৃদ্ধ খোপাকে দেখিতে পাইল। রাজপুত সেই খোপাকে বলিলেন, "দেখ আমরা বড়ই হুরবন্থার পড়িয়াছি, পিতা ক্রেছ হইরা আমাদিগকে ডাড়াইরা দিয়াছেন। তুমিই আমার ধর্মের বাপ, ভূমি কি আমাদিগকে আঞার দিবে ?"

বৃদ্ধ খোপা সেই ছুই জনের রূপ দেখিয়া চমংকৃত হুইল—

"পূর্ব্যের সমান পুরুষ, টাদের সমান নারী। ইহারা হ**ই**বৈ কোন রাজার বিরারী।"

বিশ্বরে ও ভরে খোপা. খানিককণ হডবৃদ্ধি হইরা রহিল, ভারপরে বিলিল,—"ক্সামার পুত্র কন্তা নাই, ভোমরা আমার বাড়ীতে আসিরা খারু, আমার বী অনুনা করে আছে, তাকে মা বলিরা ভাকিও। ভোমরা আমার পুত্র-কন্তা হইবে। রাজার বাড়ীর কাপড় কাচিরা খাই, ভাহাতেই আমানের দিন গুজরান হয়।"

রাজপুত্র বলিকোন, "আবিও বোপার ছেলে, আমি ভোষার কাপড় স্কার্টিরা দিতে পারিব। এই মেরে ছরের সব কাল আনে,"আমরা স্ব বিবরে ক্রিটিবিককে সাহাত্য করিতে পারিব এবং চিরকাল ভোষার ছরে থাকিরা শাহিত্য

# কুক্যিশী

রাজকুমারী রুক্মিণী তাঁহার এক পরিচারিকাকে বলিলেন, "এতদিন যাবং ধোপা কাপড় কাচিতেছে, কিন্তু এমন স্থন্দর পাইট করা কাপড় কাচা তেচা কখনও দেখি নাই।"

পরিচারিকা বলিল, "তা বৃঝি জান না, কিছু দিন হইল এক নৃতন ধোপা আসিয়াছে, সেই এখন কাপড় কাচে।

> "চাঁদের সমান রূপ দেখিতে স্থন্দর। এই ধোপা হইবে কোন রাজার কুমার॥"

তার সজে একটি তরুলী মেয়ে আসিয়াছে, তাহার সে পাগল করা রূপ দেখিলে চোখ ফিরিতে চায় না। বর্ণ অতলী ফুলের মত ও মুখবানিডে কাঁচা লোণার দীপ্তি, মাথায় এক্সরাশ চুল যেন চামর। যে তাহাকে দেখে সেই চমৎক্ষত হয়।"

কুমারী রুল্লিণী খোপানীকে ডাকিয়া পঠিতিছেন এবং তাহাকে বলিলেন, "হঠাৎ দৈবের কুপায় নাকি তোমাদের আপেনা হক্ততেই কন্তা জামাই মিলিয়া গিয়াছে। কন্তাটি নাকি বড় সুন্দরী, একবারুজাকে আমার কাছে পাঠাইরা দিও, আমি তার সাথে সই পাতাইব।"

কাঞ্চন এইভাবে রাজকভা ক্লনিশীর সধী হইল। সে অনেক সময় রাজ-বাড়ীতে থাকে এবং অভি ঘনিষ্ঠ ভাবে ক্লনিশীর সঙ্গে কথা বার্তা বলে। উভয়ে উভয়কে শ্রীভির চক্ষে দেখে এবং একদিন না দেখিলে পরস্পারের জন্ধ উদ্ধানা চইয়া পড়ে।

একদিন শুর-গুর মেঘ ডাকিডেছে; ছপুর বেলা, কাঞ্চন রাজপুরীতে করিনীর কন্দে বলিয়া তাঁহার চূল আঁচড়াইয়া দিডেছে; আঁর ন্তন জনে কাঞ্চনের সেনে পুরাক্ষা তাথা লাসিয়াছে। সে নিবিই আঁরা ভাষার আঁতাঃ জীক্ষান্ত আঁরা ভাবিতেছে। এখন সমর রাজসুরারী ভাষাকে নিআলায় করিক্ষা ক "কোথা বাড়ী কোথা বর কোথা মাভা শিতা। কোথা হইতে কেন আইলা বাইবে বা কোথা। মা হাড়িলা বাণ হাড়িলা নবীন বয়সে। দেশ হাড়িলা বাড়ী হাড়িলা কোন কর্মধোবে।"

"অভি সুপুরুষ এক যুবক ভোমার সঙ্গী, এই ব্যক্তিই বা কে ? জোর করিয়া কি ভোমাকে এই লোকটি লইয়া আসিয়াছে, না খেচ্ছায় তুমি ইহাকে আস্থ্যসমর্পণ করিয়া ঘর বাডী ছাডিয়া চলিয়া আসিয়াছ ?"

এক্টেড কাঞ্চনের মন ছংখে ভরা,—পূর্ব্ব স্মৃতিতে ভরপুর ছিল; সে না ভাবিয়া না চিন্তিয়া সরলভাবে রুক্মিণীর নিকট ভাহার জীবনের সমস্ত কথা বলিয়া কেলিল।

কৃষিণীর মনে নৃতন এক অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। রাজকুমারের লবদে উল্লান মন ভরিয়া গেল। তাঁহার মন কুমারের রূপে মুখ হইল, রাজকল্যা ভাবিতে লাগিলেন, "রাজকুমার! এমন স্থলর রূপ তোমার! তুমি কি হুর্ভাগ্যের কলে জন্মিয়াছিলে যে একটা খোপানীর জল্প এত কট সহিয়া আছ? তুমি যখন কাপড়ের বস্তা মাথায় করিয়া রাজবাড়ীতে আইস, তোমার কট দেখিয়া আমার কলিজা কাটিয়া যায়; আমি খিড়কীর পথে তোমার দিকে চাহিয়া থাকি; তুমি শ্রমর হইরা জন্মিয়াছিলে, কর্মদোবে গোবরা-শোকা হইরা পড়িয়াছ!"

### "ভ্ৰমরা আছিলা ভূমি হৈলা গোবরিয়া।"

এইরপ ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমারী কৃদ্মিণী সভ্য সভ্যই একখানা 
চিঠি লিখিয়া কাপড়ের ভাঁজে রাখিয়া দিল। ধোপার হলবেশী রাজকুমার 
বধা সময়ে সে চিঠিখানি পাইলেন।

### ক্লিমী লিখিয়াছে :---

্প্লানের বঁধু, ডোমার চিনি বা না চিনি, সামি ভোমার রূপ কেবিরা ক্লুকেনিনী হইরাছি। ছুমি নিককে ভাঁড়াইরা এই রাজার রাজ্যে খান ব্যুক্তিকের ! শ্বাইল বদভকাল এই নব কান্তন মংল।
কোকিলের কলরবে ক্লে ভোরার আলে।
আবির লইয়া থেলে নাগর-নাগরী।
এমনকালে কাপড় লৈয়া আইল রাজার বাড়ী।
এক লও পাইতাম ভোমার কইতাম মনের কথা।
সংহাছে,বুঝিয়া লৈবা ক্ষিনীর মনের ব্যধা।"

# প্রবাসে গমন, প্রতীক্ষা

একদিন রাজপুত্র কাঞ্চনকে বলিল, "বছদিন একস্থানে থাকিয়া আমার
মনটা কেমন করিতেছে, তুমি বলিলে আমি তিনটি মাস একটু পুরিয়া আসি।
এই সময়টা এইখানে তুমি থাকিও, তিনমাস পরে আমরা আবার মিলিড
ছবব।" সরল কাঞ্চন না ভাবিয়া না চিস্তিয়া সম্মতি দিল।

"অত না ভাবিদ কল্পা শত না ভাবিদ। সমল হৃদ্ধে কল্পা নাগুৰে বিদায় দিল।"

একমাস ছই মাস করিয়া তিন মাস গেল। একদিন রাজ-বাড়ী নানা আনন্দের বাজনার রবে পূর্ণ হইল; ঢাক, ঢোল, বেণু, বীণা ও বাঁদীর রব বাতাসে ভাসিয়া আসিল। কাঞ্চন ভাহার ধর্মমাতা অন্থনাকে জিপ্পাসা করিল—"রাজ বাড়ীতে এই সকল বাড়ভাও কিসের ?" অন্থনা জানিরা আসিরা বলিল, "রাজকুমারী রুদ্মিণীর বিবাহ হইবে। ভিন্ন দেশী এক রাজসুত্রের সঙ্গে ভাহার বিবাহের কথাবার্ডা ঠিক হইয়াছে।"

কাকন দিন ঋণিতে আরম্ভ করির। দিল। তিন নাস আছে কুমার আদিবেন, এখন ভো চার নাম অন্ত হউতে চলিল। পাঁচ নাসও কেন, হুমনাস পরে কাকন থাওরা হাড়িল; সাঙ্কাস পেল, রাত্রে ক্রিন্ত, সাংকরের। চোধে মুম নাই। ভারপর আশার আলো নিবু নিবু হইতে চলিল। দশমারে আশার দশ কোঠায় শৃশু পড়িল। ক্রমে এক বছর অভীত হইল। কাঞ্চন কাঁদিয়া কাটিয়া ভাহার ঘরের বাভি নিভাইয়া কেলিল।

#### "রাত্রিতে আলাইয়া বাতি কাঁদিয়া নিভাইল।"

কাঞ্চন শোকে উন্মন্তা হইরা নদীর তীরে খুরিয়া বেড়ায়, মনে মনে বলে,
"হে নদী, তুমি কোন্ দূর দেশ হইতে আসিয়াছ, কোন্ দূর দেশে যাইবে—
ভানি না। হয়ড তুমি যে দেশে কুমার গিয়াছেন, তাহার সদ্ধান পাইবে,—
ভাতি গোপনে তাঁহাকে আমার কথা বলিও, আমি যে কড তুঃখ পাইতেছি,
ভাহা তাঁহার কাণে কাণে বলিও।"

শত শত ডিঙ্গা নদী বহিয়া যায়,—তাহাদের পাল হাওয়ার জোরে ক্টাড হইয়া নদীর ঢেউ কাটিয়া যায়। কাঞ্চন মনে ভাবেন, "এই সকল ডিজায় যে সব বণিক আছেন, তাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ রাজকুমারের সন্ধান জানেন। হয়ত আমার জহ্ম আমার বঁধু হীরামতির ফুল আনিবেন, আমি ক্ষতজ্ঞতায় ও স্লেহে গলিয়া যাইব, প্রতিদানে তাহাকে কি দিব ? আমার আর কিছু নাই, এই ছংখিনীর সম্বল ছটি চোখের জল—তাহাই মূল্য স্বরূপ দিব।"

"আমার লাইগা আনবে বঁধু হীরা-মভির ফুল । ভুই ফোটা চক্ষের জল দিব সে ফুলের মূল ॥"

## তসিল্ভার, তম্সা গাজি

রাজার তসিলদার সেই ধোপাকে ভাকাইরা গোপনে কহিল, "ভোমার বাড়ীতে একটি সুন্দরী নেয়ে আছে, আমি ভাহাকে চাই। প্রভিদানে আমি ভোমাকে নগদ পাঁচ লভ টাকা ও বরবাড়ী জমি দিব। যদি ভূমি সমত না কর, তবৈ ভো ভূমি আমার প্রভাপ ভালরপই জান, ও অকল আমার ভয়ে কপ্যান্। ভোমার বরবাড়ী আলাইরা সর্কনাশ করিব।" বৃড়ো ধোপা কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীতে আসিরা তাছার **রী অনুনাকে** বলিল,—"কাঞ্চনকে আর কি করিয়া রাখা যায়! পরের মেরের জন্ত আমরা কি এই বয়সে অপমৃত্যু মরিব ?"

অন্তনা চোথের জল মৃছিতে মৃছিতে কাঞ্চনের কাছে বাইরা ভাহাকে বিলল, "মা, তুমি এক বছর এইখানে আছ, আমরা এই সমরের মধ্যে ভোমাকে ভালরূপই চিনির্যা ভোমার মায়ার ঠেকিয়াছি। কিন্তু এখন উপার নাই। এদেশের হরস্ত তিলিদার কি করিয়া যেন ভোমার সন্ধান পাইরাছে, এখন আর রক্ষা নাই। আমি ভোমার ধর্মের মা, তুমি সভী কলা; আজ রাত্রের মধ্যে যদি তুমি আমাদের বাড়ী না ছাড়, তবে আমাদের সকলেরই ঘোর বিপদ। হে ঠাকুর। আজ রাত্রি আমাদিগকে রক্ষা কর।"

পীরকান্দা গ্রামের তমসা গাজি তাহার পাঁচখানি ধান-বোঝাই জাহাজ লইয়া বাণিজ্য কবে। উত্তর হইতে ধান ভাঙ্গাইয়া সে খোরাই নদীতে ভাগীদারের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছিল। নদীর তীরে একটা ভাল জারগা দেখিয়া সে পাঁচখানি তিন্ধি নোঙ্গর করিয়া ধান চালের হিসাব করিছেছে ও কোন্ স্থানে গেলে ব্যবসায় ভাল হইবে তাহার পরামর্শ করিতেছে, এবন সময় ভাগীদার জানাইল যে নদীর ঘাটে একটি অপূর্ব্ব সুন্ধারী কন্তা বনিয়া কাঁদিতেছে। তমসাগাজির কোন সন্তান ছিল না,—তাহার মন বাংসজ্যার ভরপুর ছিল। কন্তাটিকে দে যত্ন করিয়া তাহার তিন্ধিতে ভূলিরা আনিল।

তমসাগাজির বাড়ীতে কাঞ্চন দিনরাত গৃহকর্ম করে, যখন রাথিতে বলে, তখন ছই চক্ষের জলে তাহার শাড়ীর আঁচল ভিজিয়া যায়, উঠানে বাষ্ট্র দেওয়ার সময়ে লে শোকাকুলা হইয়া অবসয়ভাবে পড়িয়া বায়, কখনও কয়নও জল আনিতে নদীর ঘাটে যাইয়া অঞ্চ দিয়া বেন বিনা প্রভার মাজা গাঁবে। ভাহার ছাড়ভালা খাটুনি দেখিয়া তমসাগাজি ও ভায়ায় রী ভাছাকে এক পরিশ্রম করিতে নিবেধ করে ও ভাহাকে কত লোহার্য ও য়য়য়া দের, কিছু এই বিষয় প্রভিত্মা যে কি ছুংখে এয়প কাতর থাকে, একথার ছালে বা, কোন আমোদে বোগ দেয় না, কি ছুংখে বে লে এয়ন কিয়ুয়া হইয়া খাকে—ভাহা তম্পাগাজি অথবা ভাহার লী কিছুই কুরিতে পারে বা য়

একদিন তমসাগাজি কাঞ্চনকে বলিল:---

"বাণিছ্যে বাইব লো কন্তা মোলে দেও কইনা। কি চিক্ক আনিব আমি ডোমার লাগিনা। তুমি তো ধর্মের ঝি, আমরা বাপ মান। না পাইবা পাইবাছি ধন ধোলার লোৱান।"

কাঞ্চন কি আনিতে বলিবে । সে কাঁদিয়া আকুল হইল। সে যে রক্ষ হারাইয়া পাগল হইয়াছে, ভাহার কথা ভো মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে লা।

ঠিক জিন মাস তের দিন অতীত হইলে গাজি বাণিজ্য করিয়া বাড়ীতে কিরিয়া আসিল। সে দেশ-বিদেশ হইতে নানাজ্রব্য লইয়া আসিরাহে, কডকগুলি কোঁটা ভরিযা সে বিয়ুকের ফুল আনিরাহে, সমুদ্রের উপকৃল হবৈতে সে কডকগুলি মতির মালা সংগ্রহ করিয়াছে—কাঞ্চন ভাহা যদি পরে, ভবে ভাহার মূর্ত্তি দেখিয়া চকু সার্থক করিবে। কাঞ্চনের জ্বস্তু অগ্নিপাটের আত্তী আনিরাহে,—তাহার স্থগোর কান্তিতে সেই লাজী প্র মানানসই হইবে। ভাহার কোমরে পরিবার জন্ম ঘুলুর আনিয়াহে, নাকের "বলাক" (লোলক) পারের বাক-খাড়ু, ও "বেকী" আনিয়াহে; মধুর মাহি ভাড়াইয়ারলপূর্ব অভ মোঁচাক গাজি মেয়েকে খাওয়াইবার জন্ম সংগ্রহ করিয়াহে। সে দেশের উপাদেয় খাছা শুট্কি মাছ বাদ পড়ে নাই, আটি বাঁধিয়া প্রচুর পরিমাণে ভাহা ও অক্যান্থ বিবিধ ক্রব্য সে ভিঙ্গা ভর্ত্তি করিয়া বাড়ীতে লইয়া আনিরাহে।

গাজি কি কি দেশে গিয়াছে, কোথায় কোথায় গিয়াছে, বিস্তারিডভাবে ভাহার দ্রীর নিকট বর্ণনা করিল; এক দেশে সে দেখিয়াছে, কি চমংকার উলু ছগেঁর দর, তাহাতে কত কারিগরী। আর এক লায়গায় দেখিয়াছে, বেবানে কন্দা লয়া গাছ, তাহাদের "মাথান উপর পানী"। সে দেশে পুরুবেরা রীথে বাড়ে এবং মেরেরা হাল বার, হাট বাজারে অবাথে মেরেরাই রিকিকিনি করে। কত নদীর ভীরে মহিবের 'বাথান' দেখা পেল, হড়াডে (রুর্বারে) পান্ধিরা হরিশগুলি জলপান করিতেহেঃ—

শনধীর কিনারে দেখিলাম মহিবের বাখান।
ছড়াতে পড়িরা হরিণ করে জলপান ।
পাহাড় পর্কত কত বাই ডিজাইরা।
কত কত দ্বের দেশ আইলাম দেখিরা।
কত কত নদী দেখিলাম তীরে ছুটে শানী।
কত কত দেখিলাম সাধুর তরণী।
কত কত রাজার মূনুক আইলাম দেখিরা।
গৃহিণীর কাছে কথা কয় বিভারিরা।

ভারপর গাজি বলিল:—একখানে একটি মান্ত্র দেখিলাম, ভাহার ছাথে আমার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে, ভাহার কথা কিছুতেই ভূলিতে পারিব না; লোকটা একজন বুড়ো ধোপা। সে সে-দেশের রাজার বাড়ীর কাপড় কাচে; অদ্রে রাজ-প্রাসাদ—ভার এক পার্বে সেই ধোপার কুঁড়ে; সে জরাজীর্ণ, গায়ে কোন সামর্থাই নাই, চোখ ছুইটি ঘোলা, খুব উচ্চয়রে কথা না বলিলে সে কাণে শুনিতে পায় না; গায়ে একটুকু বল নাই, একদিনের কাজ সাত দিনে করে। দেখিলায়, সে এক একবার কাপড় কাচিতেছে ও পুনঃ পুনঃ বসিয়া পাড়িতেছে ও ভাহার বৃক্ বাহিয়া চোখের জল পড়িতেছে। ভাহার সেই ছুংখ দেখিয়া আমার বড় কট হইল, আমি নৌকা হুইতে নামিয়া গিয়া ভাহার কি ছুংখ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার দয়ার্ড কঠের স্বর শুনিতে পাইয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল—"ভগবান আমায় কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন জানি না, আমার মৃত্যুই মজল।"

তাহার পরে বলিল, "আমার পুত্র বা অন্ত সন্তান নাই, একটি হস্তা ছিল, লে কুলটা হইয়া বাড়ী হাড়িয়া গিরাহে, আমার কলছিত জীবনকে ম্বুণা করিয়া সমাজ আমাকে জাতিচ্যুত করিয়াহে। মেয়েট আমার চোবের মণি ছিল,—আমি কাণে শুনি না, চোখে দেখি না, আমার কেউ নাই, তবু লে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; তবুতো দিনবাত ভাহার লোকে আমার প্রাণ হুছ করিয়া জলে," এই বলিয়া লে নদীর কুলে বলিয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভাহার ফুণ লেখিলে পাবাণও বুরি বিগলিত হুইত।" কাঞ্চন আর শুনিতে পারিল না, উচ্চৈষরে কাঁদিয়া গাঞ্চিকে বলিল—
"ভূমি বাহাকে দেখিয়াছ সেই খোপা আমার বাপ, আমিই ভাহার কলছিনী
কক্ষা,—আমি ভাহার বুকে বড় দাগা দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি।
ভূমি আমার ধর্মের বাপ, আমাকে আমার বাবার কাছে লইয়া যাও,
আমার বুকে দিন রাত্রি ভূঁষের আগুণ জলিতেছে।"

## মিশন, শেষ দর্শন ও দেহত্যাগ

বৃদ্ধ ধোপা কন্সাকে বৃক্তে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল:—"তোকে আর কি বলিব, শিশুকাল হইতে কড যত্নে কলিজার হাড়ের মত করিয়া পালিয়াছি; লেই কন্সা এত নির্মম হইলি, আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলি। তোর শোক ভারে মাতা সহ্য করিতে পারিল না, ঐ খোবাই নদীর শ্মশান ঘাটে লে চিরতরে শয়ন কবিয়া আছে।"

> "এই বাটে কাপড় ধুই চক্ষে বহে পানী। কলা হইয়া হইলা তুমি নিদয়া পাবাণী॥"

কাঞ্চন পিঁতার বৃকে মুখ দাইয়া কাঁদিয়া তাহার ছঃখের কাছিনী ভুনাইল, কল্মার জ্বদরের ব্যখা পিতার মন বিদীর্ণ করিল। রাজার বাড়ীর সংবাদ কাঞ্চন পিতার মুখেই ভুনিতে পাইল। রাজপুত্র এক রাজ-কল্পা বিবাহ করিয়া পরম স্থাধে জীবন যাপন করিতেছে। বিবাহ করিয়া লে সুখী হইয়াছে, একদিনও কাঞ্চনের কথা মনে করে না।

কাঞ্চনের মন্তকে যেন বাজ ভাজিয়া পড়িল। বৃদ্ধ ধোপা ভাছার ছংখ বুৰিডে পারিল এবং অভিশয় ছংখার্ড ব্যরে বলিল:—

> "বড়র সংস্থ ছোটর ঐতি হর অবটন। উঁচা পাঠ্ছ উঠলে বেষন পঞ্চিরা দরণ।



"তিন মাস তের দিন শুঞ্জরিয়া পেল। নানা ক্রয় লৈয়া গাজি বাড়ীতে কিবিল।।" ( পুঞা ১১০ )

আৰি ছাড়িয়া পা' দিলে প্তে না নহে তর ।

হিরার যাংস কাইটা দিলে আঞ্চনা না হর পর ।

মেবের সলে টাবের প্রীতি কভকাল রর ।

কলে দেখি অছকার কপেক উনর ।

কুলোকের সকে প্রীতি পেবে আলা ঘটে ।

ভিজ্ঞার সকে লাভের প্রীতি হবিধা পাইলে কাটে ।

না ব্বিরা না শুনিরা আশুনে হাভ দিলে ।

কর্পদোবে অভানিনী আশুনি মরিলে ॥"

বৃদ্ধ বলিল—"প্রীতি ( দীরিতি ) দোবের দ্বিনিব নছে। এক প্রেমে মামুব বাঁচে, অন্ত প্রেমে মৃত্যু ঘটে। চোধের কান্তল কি সুন্দর, কিছু অন্থানে পড়িলে তাহার নাম হয় কালী। "চোধের কান্তল কন্যা ঠাই স্থাপতে কালী।" অন্থানে প্রেম অর্পণ করিলে তাহা কলছের কারণ হয়।

> "নিরেতে বাঁথিয়া নইলে কলকের ভালি। বাণে কাঁলে ঝিয়ে কাঁলে গলা ধরাধরি।"

কিন্ত কাঞ্চন যে বাড়ী কিরিয়াছে, তাহা কেছ কানে না। সকলে কাঞ্চ, এক পাগলী রাস্তা, গাছতলা, নদীর পার ও ক্রিয়াট ছুরিয়া কেয়াই, তাহার কোথায় বাস, কি করে কিছুই জানা নাই। ক্রিয়াই ছুর্দীর ক্রেয়াই বিষুক্তির কর্মান বাই বিষুক্তির কর্মান বাই বিষুক্তির কর্মান বাই বিষুক্তির কর্মান বার ।

"পাছের তলা নদীর পারে এই আছে এই নাই" কখন বিনা কারণে কাঁদে, কখনও হালে, কখন করতালি দিয়া গান গায়।

একদিন সকলে দেখিল যে সে রাজসন্তঃপুরে চুকিল; পালতে ক্লব্লিরী বসিরাহিল, থানিক ছির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চার্টিরা রহিল, বিন্ধুরুরিরে আসিরা দেখিল, রাজকুমার দরবারে আসীন, ভাহার ক্লপ চার্টিরের বঙ্গন আরো বেদী কলমল করিতেহে। সেইখানে করেক সুকুর্ত বীজ্ববিদ্ধা পরকালী চলিরা পেল। কোখার লে পেল, আরু কেহ ভালে মা, ভাগানী তাহাকে লে রাজ্যে আর কেই বেখিতে পাইল না।

রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে ছুটিয়া নদীর পারে গেল। কাঞ্চন নদীর পারে আসিয়া দিজ মনে বলিয়া যাইতে লাগিল —

"আমি তোমার জন্ম এতদিন বাঁচিয়াছিলাম, সে সাধ আজ মিটিয়াছে, তোমাকে চকু ভরিয়া দেখিয়া লইয়াছি। তোমার স্থন্দরী লী লইয়া আজন্ম সুখে থাক, চিবকাল সুখে গুহে বাস কর, এই আমার প্রার্থনাঃ—

> "না লইও না লইও বঁধু কাঞ্নমালার নাম। ডোমার চরণে আমার শতেক প্রণাম।"

"নদীর এই ঘাটে পাতার বিছানায় তোমাকে পাইয়াছিলাম, সুখে ছজনে কত রজনী যাপন করিয়াছি। তুমি সে সকল দিনের কথা মনে করিও না,— তখন যে উভয়ে উভয়ের জন্ম নিবিষ্ট হইয়া মালা গাঁথিতাম— সে সকল দিনের কথা একবারে ভূলিয়া যাও। সারারাত জাগিয়া আমি তোমার বাঁশীর গানে বিভোর হইয়া থাকিতাম। সে সকল দিনের কথা শ্বরণ কবিও না। অভাগিনীর সকল কথা ভূলিয়া যাও।"

নদীতীরে বসিয়া কাঞ্চন বলিল, "নদী। আমি ভোমাব ক্রোড়ে ছান পাইতে আসিয়াছি। আমি যে মরিতেছি তাহা যেন কেছ জানে না, ভোমার চেউগুলি যেন কাঁদিয়া ক্লুদিয়া সে কথা প্রচার না করে। হে চুন্টুনী পাখী, নদীর চরার হক্লুদি পাখী, ভোমরা আকাশে উড়িয়া আমার মুত্যুর কথা কাহাকেও বলিও না হৈ আকাশব্যাপী বাড়াস, জল-ছলের সকল কথা ভূমি জান, আমার কলঙ্কের কথা ভূমি সবই জান, কাহারো কানে কানে আমার মুত্যুর কথা বলিও না, ভূমি রাত্রির সাক্ষী, দিনেরও সাক্ষী, সকলই ভূমি জান, আমার মৃত্যুর কথা গোপন রাখিও।

> "দেশের লোকে বেন নাহি ভানে আমার মরণ-কথা। কি ভানি ভনিকে বঁধু পাইবে মনে ব্যথা॥"

পিতার উদ্দেশে কাঞ্চন মনে মনে প্রণাম জানাইরা বলিল—"আমি বে শ্লেশ কিরিরাছি সেই কথা কাছাকেও বলিও না। কলছিনীর নাম মন হুইডে মুছিরা কেল।" "চহুতোরা, পশু-পক্ষী সকলকে ডাকিরা কাঞ্চন ভাহার মুদ্ধার কথা গোপন ক্রিডে অন্ধরোধ জানাইল। রাত্রি নিধর, নিবুম—নদী নীরবে সমূজের দিকে চলিয়াছে। ভারকারা নিশ্পদ্দ নিশ্চল চোধে সংসারের দিকে চাহিয়া আছে—শেষবার কাঞ্চন নদীকে প্রণতি জানাইয়া বলিল:—

> কোন দেশ হইতে আসিছ তেওঁ বাইবা কোথাকারে। আমারে ভাসাইয়া নেও ছন্তর সাগরে।

ভারা হৈল নিমি ঝিমি রাত্র নিশাকালে। ঝাঁপ দিয়া পড়ে কন্তা সেই না নদীর জলে।

#### আলোচনা

কাঞ্চনমালা যে যুগের রচনা, তাহা চণ্ডীদাস-যুগকে শ্বরণ করাইছা
দেয়। সে সময় বঙ্গদেশে সহজিয়া তাত্ত্বিক অমুষ্ঠানের টেউ চলিডেছিল।
সহজিয়াদের প্রেম-রাজ্যে নাপিতবধু, ধোপানা, ও বাঙ্গলার অপরাপর
নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের সজে প্রেমের অমুষ্ঠানের বিধি আছে।—এই যুগের
পাল্লীগীতগুলিতে বড়লোকের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের ভারের আদান
প্রদানের কথা প্রায়ই পাওয়া যায়। শ্রামরায়ের গান, মছয়া; বাঁথানী
প্রশৃত্তি কতকগুলি পল্লীগীতি এই ভাবের। এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য
কথা যে—এই আদর্শে যে সকল গীতি রচিত হইয়াছে, ভাহার সকলগুলির
ভাব ও ভাষার সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সাদৃশ্র আছে। সে সকল কথা
এখানে লিখিতে যাওয়া ঠিক স্থানোচিত হইবে না। পূর্ববঙ্গ কিভিনার
আমি এ সকল বিষয়ের কতকটা সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি।

বে সকল গল এই ভাবে সমাজ-সাম্যের আনুষ্ঠিত ভাষা এরোনশ হর্ততে প্রকলন শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া। এই নিভান্ত সমর্থিত হয়।

কিছ সহজিয়া ও ভারিক অমুষ্ঠানে যে সকল জটিল বিধান পাওয়া যায়, পল্লীর গান—সে সমস্ত হইছে নায়ক নায়িকাদিগকে মুক্ত করিয়া লইয়াহে। কোন তত্ত্ব কথার বাহানা নাই, কোন পারিভাত্তিক বা দোহার ছুর্কোধ পূত্রের বালাই নাই—এই সকল গল্লের নায়ক নায়িকার প্রকৃতির সহজ পথে বিকাশ পাইয়াহে—যে ভাবে ফুল ফুটিয়া উঠে, লভা মুঞ্জরিভ হয় ও কোকিলের অরে বায়ুমওল মুখরিভ হয়। এখানে 'গুরু'র উপদেশের জন্ম প্রতীক্ষা নাই, পর পার ভালবাসা কি কি প্রে আঞ্জয় করিয়া স্তরে তরে উন্নত কোন ধর্মের আদর্শে পৌছিবে ভাহার বিবৃতি নাই। অথচ সহজিয়াদের সর্বব্ধ দেওয়া প্রেমের হাওয়া যে ইহাদের মধ্যে বহিয়া নিকল্ম প্রেমকে মূর্তিময়ীহলাদিনী শক্তিতে পরিগভ করিয়াহে, ভাহা অভি স্পষ্ট কথায় বোঝা যায়।

এই চিত্রের প্রধান চরিত্র কাঞ্চন যৌবনের সার-ধর্ম্ম প্রেম বৃত্তিরাছিল, অবচ দে এবং তাহার প্রণয়ী যে সামাজিক বিধানামুসারে পাংক্তের নহে, তাহা কাঞ্চন বতটা বৃত্তিরাছিল—তাহা তাহার পূর্ব্বায়্মভূতির ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সে জ্বদয়ের সঙ্গে ছরস্ত সংগ্রাম চালাইয়া ছিবা কম্পিত চরণে অগ্রসর ইইয়াছে—এবং সহজে ধরা দেয় নাই। পরিণামের চিস্তা তাহার ভাবের ক্রত গতিকে মন্থর করিয়াছিল—কিন্তু এয়প ক্রেত্রে স্থদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক্রিয়া কেছ জয়ী হইতে পারে না। কাঞ্চন যথন পালাইয়া আসিল, তথনও ভাবী বিপাদের আশহা তাহার মনের ভিতর ল্কায়িত ছিল। স্থধের নির্মান পালী-জীবন ভাহার য়দয়ে একখানি মর্ণ পটের মত আকা ছিল; আর সে দিশ্বভে বিলীন শালী থানের ক্রেত, তাহাদের গৃহ-তর্মগণের শ্রামল শোন্তা ও ভদবকাশে দৃষ্ট আকাশের নীলিমা ও প্রতিবালী প্রিয়জনদের মুখ সে দেখিতে পাইবে না—এই ছঃখে জ্বদয় বিলীর্ণ হইতেছিল। রাজকুমার ভাহাকে অনেক প্রবোধ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাহার প্রাণ রহিয়া রহিয়া ক্রিয়াছিল

এত ভালবাসার যে ভীষণ প্রতিদান সে পাইল, ডাছার সরল প্রাণ ডব্বছ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তিন মাসের পরিবর্তে সে এক ড্রুমের প্রতীক্ষা করিয়াছিল, ডবালি সে আশা ছাড়িডে পারে নাই, মোহিনী আশার আকর্ষণ এত বেদী! এক বংসর পরেও লে নরী ভীরে বসিরা ভাবিরাছিল, কুমার ভাহার জন্ম হীরামডির মুল আনিবেন, লে দরিজ অভাগিনী লে লেই উপহারের কি মূল্য দিবে? সে ভাহার ছুটী চক্ষের জল দিয়া সেই হীরা মডির ফুল গ্রহণ করিবে।

ভাহার এত আশা এত ভরসার পরে এরোদশ মাসের পরেও বর্ষর কুমার আসিলেন না, তখন কাঁদিয়া কাটিয়া খরের বাতি সে বুঁ বিশ্বা নিবাইল। আর প্রতীক্ষার অবকাশ নাই।

কুমার বা কুমারের চিস্তা ছাড়া তার আর সংসারে কোন আকর্ষণ ছিল না, কুমার সুখী হইয়াছেন, ইহা জানিয়া সে নিশ্চিম্ব মনে প্রাণ ভাগে করিছে প্রস্তুত লইল। এই মহাত্রংখ ও পরকৃত মহা অত্যাচারের মধ্যেও লে এক-বার কুমারের নিষ্ঠুরতার কথা,—ক্লিণীর বিশাসঘাতকতার কথা একবারও উচ্চারণ করে নাই। শুধু কুমারের জন্ম নহে, কু**ল্লিণীর জন্মও লে শুভ** কামনা করিয়া ভালবাসার যজ্ঞে প্রাণ আছতি দিয়াছে। নদীর কুলে পাভার বিছানা তৈরী করিয়া যে স্থানে রাজকুমারকে অভার্থনা করিয়াছে, সেই চিক দেখিতে দেখিতে সজল চক্ষে সে সংসার হইতে বিদায় নিল: মৃত্যুকালে লে চরাচরের জীব-জন্ম সকলকে মিনতি করিয়া সাবধান করিয়া গেল---ৰেন ভাহার মৃত্যু কথা কেহ প্রচার না করে। সে নীরবে প্রেমের জন্য চুড়াছ আছতাাগ দেখাইতে জগতে আসিয়াছিল,—সে প্রেমের মধ্যে কোন ष्मित्यांग, ष्मृरहेत्र क्षिष्ठि शिकात किन्ना भारतत क्षिष्ठि विक्रांश **छाव हिन** ना ; ভাহার প্রেমাভিনয় একান্তই নীরব ছিল, এবং নীরবে লে কাহাকেও মুদ্রার क्छ मारी ना कतिया विमान महेना छनिया शन । त्य और मृजु-क्या त्यानन ক্রিডে সকলকে বলিয়া গোল কেন-ভাছা একটি কথার সে বলিয়া খেল ৷ প্রকৃত ভালবাসার সংশরের স্থান নাই, সে জানিত তাহার এত ভালবাসার ফল অবস্তুই ফলিবে, কুমার কোন না কোন সময় অনুভৱ হুইবেন, কিছ কাকন রাজকুমারের মনে এডটুকু ত্বংগ হয় ইহা চায় না ঃ---

# "कि बानि छनित्व वंबू भारेत बत्न, राया।"

এই হত্ত অমৃদ্য। এত যে নিৰ্চুন তাহার অতিও কাণলৈর কতথানি নয়ন ! কতথানি বিবাস ! এই বর্গ-প্রতিমাকে সমাজের দিক দিয়া এমন কি নিজের ব্যগণের দিক দিয়া, কুল-শীল-মান-ধর্ম এ সকলের দিক দিয়া বিচার করিলে ভাছা অবিচার হইবে। একটি মাত্র মানদত্তে ভাছার বিচার হইতে পারে, ভাছা শুধু অমিঞা ও বিশুদ্ধ প্রেমের মাপকাঠি। সে দিক দিয়া সে একবারে নিপুঁত, একটি চরম আদর্শ। বাঙ্গালা দেশ, যেখানে চৈডক্ত জন্ম-প্রহণ করিয়াছিলেন—সেখানে যে প্রেমের সর্কোচ্চ আদর্শ খেলিয়াছে, ভাছা অক্তর্ম সূত্র্গভ। কাঞ্চনের জ্যোড়া অক্তর্মকান দেশের সাহিত্যে আছে কিনা, ভাছা বলিতে পারি না।

একালে যাহারা যুদ্ধক্ষয় করে, পরকে হত্যা করিবার নানা বৈজ্ঞানিক অভিসন্ধি উদ্ভাবন করে, যুদ্ধে আহতদিগের শুক্রাষা করে, তাহাদেরই টি টি নাম। কাঞ্চনের মত আত্মতাগের চিত্র—এখন যবনিকার অন্তরালে। কিন্তু হয়ত গ্যুলোকে ভূলোকে প্রচুর রক্তবর্ধণের পর—মান্ত্র্যের রক্তপিপাসা যখন মিটিয়া যাইবে,—যখন পুনরায় দয়ামায়া ত্যাগ প্রভৃতি মহৎ গুণের ক্রক্ত আত্মা লালায়িত হইবে, তখন বঙ্গদেশের এই প্রেমের আদর্শগুলি দরে বিকাইবে, জগতের চিত্রশালায় শ্রেষ্ঠ নর-নারীদের পংক্তিতে আসন গ্রহণ করিবে। তখন একটা নিংসার্থ অশ্রুর দাম গুণবেত্তার নিকট দশটি "কটি পাউগ্রার" অপেক্ষা অধিক আদরের জিনিব হইবে।

পল্লগুলি থ্ব সংক্ষিপ্ত । পল্লীকবিরা বাজে কথা জানে না, যেটুকু বলা দরকার, তাহার অতিরিক্ত কথা দারা তাহারা গল্প পল্লবিত করে না। তমসা পাঁজির বে ছবি কবি ছই একটা রেখার আঁকিয়াছেন—তাহা কেমন জীবস্ত ! সেকালের বাণিজ্য, মেয়েদের গহনা, খেলার জিনিব, এমন কি পল্লীবাসিরা মধুর চাক ভালিয়া, তাহা কি আনন্দে খাইড, তাহার বর্ণনা কি চমংকার! বে দেশে নারিকেল জানা নাই, তাহারা সেই পাছ দেখিয়া এবং তাহার মাখার উপর কলে জলের সঞ্চার দেখিয়া কিল্লপ আনন্দিত হয়—বে দেখে বাখানে মহিব চরিয়া বেড়ায় এবং পাহাড়ের গায়-নিঃসত হড়া হইতে বড় বড় চোখ বিস্তার করিয়া হরিণ জল পান করে, বে দেশে ধান ভালিয়া চাউল ক্রিয়া উত্তর দেশ হইতে খত খত বৃহৎ ডিলি দক্ষিণ দেশের উপত্যকার চলাকের। করে—সেই সকল দেশের কথা—কবি চিত্রকরের মত ছই একটা

রেখার টানে কেমন স্থলরভাবে শাঁকিয়াছেন! তমনা গাজীর বাড়ীতে কবি অতি কৌশলে কাঞ্চনের পিতার কথা প্রসদ্ধান্তম উল্লেখ করিয়া সেই দৃশ্রটী করুণ রসে প্লাবিত করিয়া কেলিয়াছেন। কাঞ্চনের প্রতি ভাছার পিতার উপদেশগুলি হ্যামলেট নাটকের পলনিয়াসের উক্তির মত, কভকগুলি সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতাস্চক নীতি-কথা। কিন্তু কাঞ্চনের পিতার উপদেশগুলি বেশী সারগর্ভ, এবং তাহাতে পলনিয়াসের বাক্য-পল্লবঙ্গু, নাই।

# চক্ৰাৰতী

## জয়চন্দ্র ও চন্দ্রা—কৈশ্যেরে

অদ্রে ফ্রেখরী নদী বহিরা যাইতেছে; পাড়ুড়িরা পদ্নী নদীর ধারে একথানি ছবির মড দাঁড়াইরা আছে। এই পদ্লীতে অনেক ব্রাহ্মণেব বাস, সেইখানে
একটি পুক্রের চারিধারে ফ্লের বাগান, কত নাগেখর, কুন্দ, জবা, মালতী ও
টাণা কৃটিরা আছে,—অতি প্রভাবে একটা মেয়ে ও একটি ডরুণ যুবক সেই
পুক্রপাড়ে ফুল ডুলিতে আসে। একদিন ফুন্দরী কুমারী বালককে জিজ্ঞানা
করিল, "কে ভূমি? ভূমি তো আমাদের গাঁরের লোক নও, ভূমি রোজ
আলিরা ভাল ভাল ও সকল ফুল ভূলিয়া লইয়া যাও।" জয়চক্র বলিল
"আমি ভোমার গাঁরের কেই নহি, কিন্তু আমি দুরের লোক নহি। ভোমার
গ্রাম ও আমাদের গ্রাম—এই নদীর ছই পারে।"

ছুইজনে আবার নীরবে ফুল তুলিতে লাগিল; চন্দ্রার সাজি জবা ফুল, গালা, মল্লিকা ও মালতীতে ভর্তি হইয়া যায়; ক্রমশঃ তাহাদের আলাপ একটু খনিষ্ঠ হইল, যে সকল ফুলগাছের তাল উচু, চন্দ্রা হাতে পায় না, ভাহা জয়চন্দ্র নোয়াইয়া ধরে এবং চন্দ্রা অনায়াসে ফুল পাড়িয়া লইয়া যায়।

"ভাল বে নোহাইহা ধরে জহচন্দ্র লাখী।"

-একদিন চন্দ্রা একটি ফুলের মালা ক্ষয়চন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিল এবং দেই হইতে চন্দ্রা রোক্তই একটি করিয়া মালভীর মালা গাঁথিয়া ক্ষয়চন্দ্রকে উপহার দেয়। চন্দ্রাবভীর পিতা বংশীদান রোক রোক চন্দ্রার ভোলা কুলে শিবপূলা করেন।

একদিন চোধের ছলে সিজ করিয়া জয়চন্দ্র চন্দ্রাকে পূশপটো অভি সংক্ষেপে একথানি চিঠি লিখিল, তাহাতে ভাহার মনের কথা ভাহাকে আনুষ্ঠিল;—"আমি ভোনার স্কপে মুখ হইরাছি, এইখানে কুল তুলিতে আনুনি ভোষার সকলাভের জভ; ভূমি চলিয়া গেলে এই মুলের বাগান সঞ্জার চোধে অধিন হইরা বার।"

## "পুষ্ণৰন **ব্যৱ**কার ভূমি চলে গেলে।"

ভোমার গাঁথা মালা হাতে লইয়া যে আমি লারাদিন কাঁদির। কাঁটাই, ভাহা তুমি জান না। আমার মাতা পিতা নাই, মামার বাড়ীতে থাকি। যদি ভোমার নদয় উত্তর পাই, তবেই আমি এ অকলে আকিব, নতুবা চিরকালের জন্ম ভোমার নিকট বিদায় লইরা দ্রদেশে চলিয়া ঘাইব।"

পরদিন প্রাতে মেঘের উপর তরুণ সূর্য্যের ঝিকিমিকি থেলিতেছে। আরুশ ঠাকুরের গায়ে হল্দ-মাখান রংয়ের মত আব্দ তাহাকে দেখাইতেছে। চল্লার লখ্যা হইতে উঠিতে একটু দেবী হইয়া গিয়াছে, দে তাড়াজাড়ি কুলের বাগালো আলিয়া সর্বপ্রথম বতকগুলি ক্রবা ও অপরাপর কুল তুলিল, সেগুলি তাহার পিতার শিব-পূলার ক্বস্থা, তারপর একটি মালতি কুলের মালা গাঁথিয়া শেষ করিমাছে, এমন সময ক্রয়চন্দ্র আলিয়া তাহার হাতে পূল্প-পত্রে লেখা ক্লিই-খানি দিল, ক্রয়চন্দ্র বলিল "চন্দ্রা একটু অপেকা কর, আমার হটি ক্লা বলিবার আছে," কিন্ত বালিকা বলিল, "আক্র বেলা হইয়া গিয়াছে,— লিভায় শিব-পূলার দেবী হইয়া যাইবে, আক্র আমি ঘরে ঘাই।" এই বলিয়া লেক্লা ক্রমচন্দ্রের লেখা চিঠিখানি নিজের আঁচলের কোণে বাঁরিয়া লাইয়া মলিয়ারে

"পূপা পৰে বাধি কয়া আগন অঞ্চল। বেবের মন্দির কয়া ধোর গলাফলে। সমূধে রাখিল কয়া বেবের আগন। যবিরা সইল কয়া সুগনী চন্দুন।"

ভারণর দিব পূলার কুল পূলাপাতে রাখিরা দিল। বংশীদাল পূলা করিতে আসিরা আসনে বসিলেন। ভাঁছার দেহ ছির, অকলিণত, মন,একাঞা। ভাঁছার মনের প্রথান কামনা জিনি দেবভার নিকট নিবেশন করিলেন। একাঞ্চিতে দিবের ক্রান্তে ভাঁছার অভাঁট বর প্রাপ্না করিলেন। প্রথম পূলাই অর্পন করার সমর প্রোপ-দনে কারাইলেন্দ্র, আমি নিনেছার, সম্প্রতিক্রান্ত কার্মিন্ত। "এত বড় হৈল কনা না মিলিল বর।
ক্যার মধল কর জনাবি শহর।
বনকুলে মন-কুলে পুজিব তোমায়।
বর দিয়া পভপতি ঘুচাও কন্যাদায়।
সন্মুখে স্থল্যী কন্যা আমি যে কাদাল।
সহায় সম্বাতি নাই দ্বিত্তের হাল।"

প্রথম পুষ্প শিবের চরণে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "দেব! আন্ধই যেন ভাল বরের প্রস্তাব লইয়া ঘটক আমার বাড়ীতে আইসে।"

ছিতীয় পুশা অর্পণ করিয়া এই বর যাজ্ঞা করিলেন, "যেন বর পুরন্দরের মত প্রতাপশালী হয়।"

ভৃতীয় পূষ্প আরাধ্যের পদে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমার বংশ উক্ষল, বর যেন এই ভট্টাচার্য্য বংশের যোগ্য হয়, তাহার কুলশীল যেন দীবিয়ান হয়।"

ভারপর বাষ্টাকে ভ্তলে ল্টাইয়া, করযোড়ে এই প্রার্থনা করিলেন, "লেবাদিলেব—আমার ক্লার যেন ভাল বরে ভাল ঘরে বিবাহ হয়।"

শিতার পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া চন্দ্রাবতী নিজের ঘরে আসিয়া জন্মকেরে পত্রধানি থূলিল। পত্র পড়িয়া তাহার চকু হইতে জল পড়িতে লাগিল। "হোটকাল হইতে তোমার সঙ্গে একত্র খেলা করি, তোমায় দেখিতে ভালবাসি, এবল স্থাবেই ত ছিলাম, ভূমি এ ভাবে পত্র লিখিলে কেন ? আমার যে কত লক্ষা হইতেছে, তাহা কি বলিব।" সে অভি সাবধানে ছাট ছত্রে পত্রের উত্তর লিখিল।

"বরে যোর আছে বাণ আমি কিবা জানি। আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা রমণী।"

ভাহার মনের কথা কিছুই বলা ছইল না, শত কথা গোপন করিয়া ঐ ছুটি বাত্রে উত্তর দিল।

> "ৰত না মনের কথা বাবিদ্য গোঁপনে। প্ৰথানি সিধে কয়া শীৰ্তি সাৰ্থানে ন

কিন্তু সে কথা পত্রে কৃটিল না। নিজ কক্ষে বসিরা ভাষার আরাধ্য দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট সে করবোড়ে বলিল :—

"জয়চক্রকে আমার স্বামী করিয়া দাও, আমার কোন ছংশই ছংশ বলিয়া মনে হইবে না, আমার জন্ম সার্থক হইবে, জীবন ধন্ত হইবে। চক্র পূর্ব্যকে সাক্ষী করিয়া বলিল "হে রাত্রিও দিনের ঠাকুর! ভোমাদের আগোচর কিছুই নাই। জয়চক্র ভিন্ন আমি কাহারও গলে মালা দিব না, আমান্ন আশীর্কাদ কর, যেন আমার মনের বাসনা পূর্ণ হয়।"

কিন্তু মনে মনে যাহাই প্রার্থনা করুক, জয়চন্দ্রের পত্রখানি পাওরার পর হইতে তাহার প্রদয়ে একটা দারুণ লক্ষার ভাব আবিল। সে জার ফুল তুলিতে পুকুরের ঘাটের উন্থানে যাইতে পারিল না; ভাহার বিধাকশিত পদবর ঘরের বাহির হইতে কুঠা বোধ করিতে লাগিল। লে লক্ষার আর চকু মেলিরা সরল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে পারে না—কি জানি পাছে জয়চক্রকে দেখিরা কেলে। অভিশর লক্ষা যেন ভাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

ভদবধি সে পুকুর ঘাটে আর যায় না, বাড়ীর আদিনার পূর্ব বিচান হৈ সকল নাগেবর ও চাঁপা কোটে ভাহাই দিয়া সে পিভার পূজার ব্যবস্থা করে, আর ঘরের পাছে একটা টক্টকে লাল জবা ক্লের গাছ আছে, সেই গাছটার অজস্র দানে ভাহার ভাত্তকুও পূর্ব হয়।

কিন্ত যদিও একটা কুঁড়ির মত লক্ষাশীলা, তথাপি তাহার প্রেম গানীর ও আকুতিপূর্ণ। সে মনে মনে বর্গে "এই যে বাড়ীর মালভি কুলের গাছটা, ইহারই কুলে আমি রোজ রোজ মালা গাঁথিয়া জোমার উদ্দোল তাহা বার্র লোভে ভাগাইরা দিব। এই জবা কুলগুলি কুটিরা লাল্ল ছইরা আছে, বাবা বেমন এই কুল দিরা শিব পূজা করেন, আমি কেনের জবা কুলে তোমাকে পূজা করিব। আর কি সুন্দর ওই মরিকা ও কেওরা কুল—ইহাদিগকে সাকী করিরা আমি কার্মনা করিছেনি, মান্ত জন্ম বেন জয়ন্তরকে আমি গতিরাগে পাই।"

আর ব্যান্তরের সলে বিনে একরারও দেশা হর নাও কিছ স্থান্তর মানস-পটে সে ব্যান্তরেক শ্রমিক রাশিয়াকে, 'ভারা শ্রমিক স্থানিক নছে, সুশে-ছুঃখে, আশা-উৎকণ্ঠায় সে চোখের জলে সেই স্মৃতির ভর্পণ করে।

## বিবাহের উত্যোগ

ইহার মধ্যে বংশীদাসের বাড়ী একদিন এক ঘটক চন্দ্রাবতীর বিবাহের একটা প্রস্তাব লইয়া আসিল। সে বংশী ভট্টাচার্য্যকে বলিল, "আপনার কুল নির্দাল, চন্দ্রের মত— এদেশে আপনার বংশের ন্যায় আর বিভীয়টি নাই। আপনার কন্যা শুনিয়াছি, রূপে শুণে ধন্যা, বিদ্যাধরীর মত সে ফুল্মরী। শুনিয়াছি ভাহার বিবাহের যোগ্য বয়স হইয়াছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, এই বিবাহের আমি ঘটকালি করি।"

ৰংশী বলিলেন, "অবস্থা কোন বর আপনার মনে আছে, বলন না সে কে. ভাছার পরিচয় দিন !" ঘটক বলিল-"আপনি ঠিকই অমুমান করিয়াছেন. আদি একটা প্রস্তাব লইয়াই আসিয়াছি। ফুলেখরীর অপর পারে স্কন্ধা গ্রামের স্বয়চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে চন্দ্রার সম্বন্ধের প্রস্তাব করিভেই আমি আসিয়াছি। তাহার কুল উচ্চ, আপনার বংশের সঙ্গে বেশ মিলিবে। আর আপনার কল্যা যেরূপ রূপবতী, অরচন্দ্রও সেইরূপ রূপবান, দেখিতে সে কার্কিকের মত। তাহা ছাড়া সে অল্প বয়সেই শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিভ, "নানা শাস্ত্র ৰ্লানে বর অভি স্থপণ্ডিত।" এই বরৈর সঙ্গে বিবাহ দিলে কন্যাটি স্থাধ খাকিবে, "কন্তা বরীরডি রূপং", মূপে জরচন্দ্র ডব্রুণ সূর্ব্যের ভার। অক্তান্ত কোন বিষয়েই সে খাট নছে। "৫৬জ শীজং" আপনার মনোনীত হইলে বিবাহে बिनप्त कतिराज मा। राष्ट्रमा समुद्र अपूर्ण राष्ट्री विद्रारक आरम्ब मुकुल মুখারিত হইরা উঠিরাছে, নাবে নাবে নৃতন পাতা দেখা দিয়াছে, এখনও পশ্চিম হাওয়ার পারে কাঁটা দের,—শীতকালের রেশটুকু এখনও ফুরার क्षांहै। यथा नगीरफ फीड़ो अधिवादक काल डीम शतिवादक। क्रिडे वनरकत স্মান্তব্য দাবিদিকে বেন বাসর-শব্যা রেকা বাইডেছে, আপন্সি স্কারতি ্বিনিম্প্রটিটি অনুস্থি গুৰুষ্টা ভাল দিন ছিল্ল ক্ষরিতে পান্ধ নাম।"

বংশীদাস কোটি বিচার করিলেন, একবারে রাজবোটক, বর ও করের এরপ আশ্চর্ব্য মিল সচরাচর বড় দেখা যায় না। বখন কোটির কল ভাঙ, ডখন বংশীদাসের আর কোন দিধাই রহিল না—বিবাহের দিন পাক। হইরা গেল।

শুভ লগ্ন স্থির হইল। তথন বসস্তের হাওয়া প্রকৃতিকে আনক্ষরতে ভূবাইযা ধরিত্রীর বক্ষ পুলকে স্পদ্দিত করিয়া খন খন বহিতেছে— আ্রম গাছের মুকুল হইতে ভামবর্ণের কুঁড়ি বাহির হইরাছে। চারিদিকে অর্থা ও পর্যা বক্ষে নৃতন পাতার সমারোহ। পান ও খিলি বিভরিত হইজা বিবাহের উভোগ চলিল।

প্রথম দেবতাদের পূজা,—বাগানে, বনে যত লাল, নীল, সালা ফুলুক্রন্দ তাহারা সুবভি দিতে দিতে মেযেদের হাতে পড়িয়া সাজি ভর্ত্তি করিল। সর্বাধ্যিম দেবাদিদেব শকরের পূজা হইল, তার পর বনহুর্গা, একচ্ছা ও খামা পূজা হইল। ইচার পর অধিবাদ ও আভ্যুদিকের ঘটা চলিল। মেরেরা নিজহাতে মাটি কাটিয়া ইইক প্রস্তুত্ত করিল, পাঁচটি প্রজ্ঞা কেই ইটে তৈল সিন্দুর মাখাইল। আভ্যুদিক শেষ হইলে, এয়োলং কাটি মানিই ঘুরিযা "সোহাগ" মাগিতে লাগিল। কন্সার মাতা ও খুড়ি গর্কপ্রথম বরণ ডালা লইয়া পল্লী-পথে যাইতে লাগিলেন, ঘন ঘন শুখামার ও ছলু-ধ্বনির লোল উঠিল, এয়োরা জলপূর্ণ ঘট লইয়া বাড়ী বাড়ী আত্মীর্কাদ চাহিয়া চলিলী

# বিবাহে বিপ্ৰাট

সেই সমন্ত্রের আর একটি ঘটনা। দুয়ো নবীর ভীরে কে এক ছুবারী জন্ম আনিয়ের সনিয়াহে ? ভারার ক্ টিক টালা ছুবার আৰু জুবার গতি শবনের আর, চোটোর চাইকি বেন কর্মজ্যে বিভিন্ন একটি তরুণ বুবক ছিল্লল গাছের মূলে বসিয়া চির-পিপাসিতের স্থায় সেই ক্লপ-সুধা পান করিতেছে।

একদিন সেই বসস্তের হাওয়ার মর্মার শব্দে যখন নব পল্লব শোভিড, অথখ গাছ যেন শিহরিয়া উঠিয়াছে, তখন যুবক একখানি পত্র লিখিয়া ছিলল গাছের মূলে রাখিল, এবং পাগলের মত হিল্পল গাছকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "টেউ পাড়ে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, কিন্তু ফিরিয়া যাইয়া আবার সেই পাড়ে মাথা কুটে; আমি এখন চলিয়া যাইব, কিন্তু মর্মের বেদনা লইয়া, হে হিল্পল তরু, আবার তোমার কাছেই আসিব। এই মুন্দরী ললনা যখন এ পথ দিয়া যাইবে, তখন তোমার পত্র-কম্পনের শব্দে তাহাকে ইদ্পিড করিও, তোমার ডালে বসিয়া যে সকল পাখী গান করে, তাহারা যেন ইসারা করে, পত্রখানি যেন মুন্দরীর দৃষ্টিগোচর হয়;—ডোমরা বুঝাইয়া বলিও, আমি তাহার জন্ম আহার নিজা ছাড়িয়াছি, আমার ছাথের কথা তাহাকে বলিও।"

প্রদিন পত্রের উত্তরের আশায় যুবক সেইখানে অতি প্রত্যুবে যাইরা প্রাক্তীকা করিয়া রহিল:—

> "বেধানে স্টেছে ফুল মানতী-মন্লিকা, স্ট্যা আছে টগর বেলা আর শেফালিকা, হাডেতে স্থলের সাজি কপালে ডিলক ছটা স্থল ডুলিডে বার কুষার মনে বিদ্যা কাঁটা।"

ক্ষ্যচন্দ্রের প্রেমের এই বিতীয় অধ্যায়—এদিকে বংশীদাসের বাড়ীতে ভাহার বিবাহের বাজনা বাজিতেহে ও এরোরা চন্দ্রাকে সালাইরা একশানি ক্সপের প্রতিমা করিয়া তুলিয়াহে।

চোল ডগর বাজিতেছে। চতুর্দিকে হল্থনি, মেরেরা মালা গাঁথিতেছে

ক্রিরাহের গান গাইতেছে, সমস্ত গৃহমর আনন্দের কলরব। এমন সমর

ক্রিরাহের হুলেবাদ ভালাইরা আনিল। আনন্দের কলরবে মুখরিও গৃহ
সহসা ভবা হইরা পড়িল; বিবাহের গালের পরিবর্তে, বুব-ফাটা কারার
রৈপ্তিনীটি বিল। পি হইরাহে পি কি হইরাহে পি বলিরা লোক ক্রম

ধাওয়া ধাই করিতে লাগিল; এ বেন বন্দরে আসিয়া মাল বোঝাই নৌকান্ত্র ভরা ডুবি হইল।

দৈবের আঘাত এমনই সাংঘাতিক ও অচিন্তিতপূর্বে। **জয়চন্ত্র হঠাৎ**মূসলমান-ক্লার পাণিগ্রহণ করিয়া মূসলমান হইয়াছে। এ বেন আকাশচুমী মঠের অগ্রভাগে বছ্পাত হইল। এত বড় বংশ, এতবড় পাভিজ্ঞা
ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তার উপর এমন দাগা কে দিল ? ঠাকুর বংশীদান
মাধায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন:—

"ধূলায় বদিল ঠাকুর শিরে দিয়া হাড। বিনা মেদে হৈল যেন শিরে বঙ্কাগাড॥"

সহচরীরা চন্দ্রাবে ঘিরিয়া বসিল, তাহারা কাল্পানটি করিতে লাগিল; কেহ দৈবের দোব কীর্ত্তন করিতে লাগিল, কেহ বা এমন স্থলক্ষণা রূপসী কন্যার ভবিশুৎ ভাবিয়া কত ছঃখ করিল। তাহারা মাধায় হাত দিলা কালা জুড়িয়া দিল। কিন্তু চন্দ্রা ন্তৰ—প্রস্তর্মূর্ত্তির ন্যায়। নে কিছুই বলিল না, যার জন্য ঘর-ভরা লোক বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিডেছে লে নীরব।

"না কাঁদে না হাসে চক্ষা নাহি কহে বাণী। আছিল ক্ষম্বী কলা হইল পাবাণী। মনেতে ঢাকিয়া রাখে মনের আশুনে। আনিতে না ধের কলা অলি মরে মনে।"

একদিন ছইদিন করিয়া চারদিন কাটিয়া গেল। চন্তা পাইতে বাইরা বলে কিন্ত একটি ভাতও পায় না—পাতের ভাত পাতে পড়িরা থাকে। রামে তাহার শর-শব্যা, তখন নির্জনে উৎসের ন্যার চোখের জল উথলিরা ওঠা, বালিন ভিজিয়া বায়। শৈশবের সেই কুল ভোলার কথা, কুলেবরী নগীতে গাঁডার কাটা ও জলখেলা—সেই শত কথা যেন বুল্চিকের মত দংশন করে। একটু বুম আসিলে সেই বৃত্তি,—ভাহার বগ্ধ-দুই বৃত্তির মূখে সেই পাঁজার কাটা হালি। বিনা মুসে রামি কাটাইরা শুক্ত মুখে পব্যার একমার্কির করিয়া বাকে। সহচরীদের সংগ্ আলাল নাই, নিজের ননের ক্লখ নিক মার্কির

করিরা চন্দ্রা ক্রিরা পুঞ্রা মরিতে লাগিল। কিন্তু বংশীদাস চন্দ্রার মনের ছ্যেবের কথা ব্রিলেন, যে সকল কথা সে সহচরীদের কাছে গোপন করিল, ক্রুরার মুখের কথার ব্যক্ত না হইলেও পিতা তাহার সবই বুঝিলেন। এ ব্যাপারে কল্ঠার কি দোব ? বরং তাহার প্রতি সকলেরই করুণা হইল; বংশীদাস নিজে মহাপণ্ডিত ছিলেন। নিজে চন্দ্রাকে শান্ত্র পঞ্চাইরাছিলেন। এক্রেপ ক্রপনী ও গুণবতী কল্ঠাকে বিবাহ কবিতে অনেকেই প্রস্তুত হইল। বিবাহের প্রস্তাব নানান্থান হইতে আসিতে লাগিল।

বংশীদাস সেই সকল প্রস্তাব বিচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু চন্দ্র। বলিল:—

> "—শিতা মোর বাক্য ধর। জয়েনা করিব বিয়া হৈব আইবর। শিব পূজা করি আমি শিবপদে মতি। ফু:ধিনীর কথা রাধ, কর অসুমতি॥"

বে শিব জগভের হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন, যিনি চির-ভিষারী ;—সুখের প্রতি বীতস্পৃহ, শ্মশানবাসী, সেই শিবকে পূজা করিয়া চক্রা উদ্বিলাকে উঠিয়া ছুঃখের অতীত হইবেন।

বংশীদাস মহাজ্ঞানী, ধার্শ্মিক ও সংযমী ছিলেন, তিনি অস্ত কোন পিতার ন্যায় কন্যাকে সংসারে আসক্ত হইতে উপদেশ দিলেন না। তিনি কন্যাকে আজীবন কুমারী ত্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবার অমুমতি দিয়া বলিলেন, "নিবপুলা কর, আর লিখ রামায়ণে।"

পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তিনি শিব আরাধনার নিবৃক্ত ছইলেন।
কুলেখরী নদীর জীরে চল্রাবতীর শিবের মঠ বছদিন বিশ্বমান ছিল,—
ভাহার করুণ রামারকী গীতি এখনও নয়ন জলে সিক্ত হইরা ময়মনসিংহের
মেরেরা বিরাহোশলকে গান করিয়া থাকে। সেই রামারণের কডকাংশ
ক্ষিকাক্তা বিশ্ববিভালর প্রকাশ করিয়াছেন।

স্থুলেশ্বী নদীর ভীবে চন্দ্রাবভীর নিবমন্দির উপিত হইল। নিভার স্থানেল নিবোধার্য করিয়া চন্দ্রাপনিবাত্তি শিব আরাধনার ব্যাপুত থাকেন।



"——পিডা মোর ধাক্য ধর জল্মে না ফরিব বিরা হৈব আইবর।" ( পৃঠা ২২৮ )

**इक्का**नकी भ्र

কেহ কিছু বলিলে উত্তর দেন না। আজ্ব কুমারী থাকিরা তিনি শিবপূজার জীবন কাটাইরা দিবেন—এই ওাঁহার সংকর।

#### "একনিঠ হইয়া পুজে দেব জিপুরারি"

তাঁহার মূখে কোন অভিযোগ নাই, মুখের হাসি ফুরাইরা গিরাছে, সন্ধ্যাকালে মালতী ফুটিয়াছিল, রাত্রি শেব না হইতে হইতেই ভাহা বরিয়া পডিল।

চন্দ্রা যথন এইভাবে লোকাজীত রাজ্যের শাস্তির সন্ধানে নির্ক্ত ছিলেন, এমন সময় জ্বচন্দ্রের এক চিঠি আসিল।

যে রমণীকে বিবাহ করিয়া জয়চন্দ্র অধর্ম ত্যাগ করিয়াছিল, চন্দ্রাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই রমণী কৃতস্থতা করিল। জয়চন্দ্র চন্দ্রে সর্বের ফুল দেখিল, তাহার অন্নৃতাপের অবধি রহিল না, চন্দ্রার কাছে বে পঞ্জানি পাঠাইল, তাহার মর্ম্ম এইরপ:—

"ওন রে প্রাণের চন্ত্রা ভোমারে জানাই। মনের আগুনে বেহু পূড়াা হৈছে ছাই। আমৃত ভাবিয়া আমি বেহেছি গরন। কঠেতে নাগিরা হৈছে কাল হলাহল। জানিয়া ক্লের মালা কাল নাপ গলে। মরবে ভাকিয়া আমি এনেছি অকালে। ভূলনী ছাড়িয়া আমি পূজিলাম নেওরা। আপনি মাধার লইলাম ছুবের পদরা।

ভাহার পরে লিখিল:—"আমার ক্ষমাভিকার মুখ নাই। কিছ জন্মের শোধ একটি ইচ্ছা আছে—ভোমার মুখখানি একবার দেখিয়া বাইব।

> "একবার দেখিব তোমার মারের শোধ দেখা। একবার দেখিব ভোমার নরন ভকী বাঁকা। একবার অনিধ ভোমার মধুরত বাঁরি। নামন মারে ইউনাইব মারার গা কুথারি।

না ছুইব, না ধরিব দুরে থেকে দেখব।
পুণা মুখ দেখি আমি অন্তর ফুড়াব।
পিন্ত কালের সদী তুমি যৌবন কালের মালা।
তোমারে দেখিতে মন হৈয়াছে উতলা।
অলে তুবি, বিষ খাই, গলায় দেই দড়ি।
তিলেক দাড়াইয়া তোমার চান মুখ হেরি।
ভাল নাহি বাস কলা এ পালিচ জনে।
অন্যের মতন হইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে।
একবার দেখিয়া তোমা ছাড়িব সংসার।
কপালে লিখেচে বিধি মরণ আমার।

আবার সমন্ত এলোমেলো হইযা গেল, যিনি দেবাদিদেবের পদে আত্ম-নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন—মন স্থির করিয়াছিলেন, সেই নিবাত নিছম্প দীপশিখার মত অবিচলিত সংযম ও থৈগ্য টুটিয়া গেল।

"পত্ৰ পড়ি চক্ৰাৰতী চোধের জলে ভাসে।"

শিশু কালের সমন্ত কথা আবার মনে হইতে লাগিল। একবার, হুইবার, ভিনবার চন্দ্রা চোথের জলে ভাসিয়া পত্রথানি পড়িলেন, তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে পত্রথানি লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "জয়চন্দ্র আন্তর্মাকে মৃত্তুর্ভের জন্ম দেখিতে চাহিতেছে, তুমি ভোষার হুঃখিনী কন্সার মনের বেদনা সকলই জান, এখন কি করিব ?"

বংশীদাস ভাঁহার ধর্ম-নিষ্ঠ কন্তার সাংসারিক-জীবনের স্থ কামনা করিরা অন্ত ছানে বিবাহ ছির করিতে চাহিরাছিলেন, কিছ যথন সে নিজে সংবৰ ও ব্রহ্মচর্ব্যের উচ্চ আদর্শের কথা বলিল, তখন তিনি তাহাতে বাধা দেন নাই। বংশীদাসের মত সাধু কখনও ধর্মের আদর্শের মৃদ্যু দিতে কুটিত হইতে পারেন না। কিছ এবার বিষম সমস্তা। বংশী রমনী-ভাগরের ছর্ম্মলাতা ভালই জানিতেন, একবার এই ব্যাপারে শিবিলতার প্রাঞ্জার দিলে চন্দ্রার জপ-তপ বাটী হইবার আশহা কিছু ছিল; অথচ বিধানী জয়চন্দ্রের ক্ষেম্প শিক্ষিতী বা বিবাহের কার ক্ষরান্তান নাই, স্করাং চন্দ্রানে যদি জয়চন্দ্রের

<del>अक्षांचर्ची ५५</del>%

সহিত দেখা করিতে অনুমতি দেন, তবে তিনি ছই তিলার পা নিরা আৰু পিড়িতে পারেন; বোধ হয় এইরূপ কোন সিমাতে উপস্থিত হাইরা কিনি নির্মাধ্যের মত কল্পার হুংধ বুবিরাও বুবিলেন না, কঠোরভাবে বলিলেন ঃ—

"ভূমি যে কাজে প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছ, ভাছাই কর। যে ব্যক্তি জোঝার জীবনের সকল আশা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, যে অক্ত ধর্ম অবলয়ন করিয়া সাংসারিক সকল সুধ-সুবিধার পথ রোধ করিয়া দিয়াছে—ভাছার কর্মা মনে ছান না দেওয়াই ভাল। গঙ্গাজল অপবিত্ত হইয়াছে, সভঃ বিক্রিজ্ঞ পদ্মটি বাসি হইয়া গিয়াছে,—সমস্তই দৈবের বিধান বলিয়া জানিবে:—

"ভূমি যা লৈয়াছ মাগো সেই কাল কর। অলু চিন্তা মনে স্থান নাহি দিও আর ॥"

পিতার উপদেশের মর্ম চক্রা ভাল করিয়াই বুঝিল, ; সে জয়চক্রকে জারী কথায় নিবেধ জানাইয়া উত্তর দিল। তারপর কুল ও বেল পাতা লইয়া শিব মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। এখানে প্রী-কবি যেছবি আঁকিয়াছেন, তাহা কুমারসম্ভব-কাব্যের তৃতীয় অধ্যায়ের অমন্ত্র আলেখ্যের মত।

যোগাসনে বসিয়া চক্রা ইন্সিয় নিগ্রছ করিলেন; মনের বার রোধ করিলেন, তাঁহার চোথের জল শুকাইরা গেল। ধীরে ধীরে সংসারের স্মস্ত ব্যাপার হইতে মন সরাইয়া লইয়া তিনি যে রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, ডাছা অবিচলিত শান্তির রাজ্য, তাঁহার অন্তরের সমস্ত তোলপাড় ধানিরা গেল। শৈশবের কথা মন হইতে মুছিয়া গেল, এমন কি জয়চক্রকেও তিনি ভূনিরা গেলেন:—

"বোগাগনে বংশ করা নরন স্থিয়া।
একখনে করে পূলা হুল বিব দিয়া।
কিনের সংসার, কিনের বাল, কিনের শিকা বাকা।
প্রিক্ত ক্ষিত্র করা ক্ষাবের কথা।
অবচায়ের ক্ষা করার ক্ষাবের।
একক্ষান কাবে করা হুল বিকেবর।

স্পিতা বংশীদাসের উপযুক্ত কল্পা চন্দ্রাবতী এইভাবে আত্মহারা হইরা

বিশ্বস্থানে নিরভা হইলেন। তথন চকুর জ্যোভি, কর্ণের শ্রুডি, মনের

বৃতি বেন লোপ পাইল, চন্দ্রা বাহিরের জ্ঞান সমস্ত হারাইলেন।

্ अध्यम এক সময়ে জয়চন্দ্র পাগলের মত ছুটিয়া ফ্লেশ্বরী নদীর তীরে দেই শিব-মন্দিরের পাশে আসিয়া দরজায় যা মারিল। সেই দরজায় মাথা পুঁড়িয়া কোন উত্তর পাইল না। যোগাসনে আসীনা চন্দ্রা তাহার উশ্বস্ত আহ্বান শুনিতে পান নাই। কেহ সাড়া দিল না—কেহ দ্বার পুলিল না। জয়চন্দ্র চিৎকার করিয়া বলিল:—

"বার থোল চক্রাবতী দেখা দাও আমারে। পাগল হইরা জয়চক্র ভাকে উচৈচ:বরে। না চুঁইব না ধরিব দ্বে থাক্যা থাড়া। ইহ জয়ের মত কন্যা দেও মোরে সাড়া। দেব প্লার ফুল তুমি, তুমি গলার পানি। আমি যদি চুঁই কন্যা হৈবা পাডকিনী।"

কিছ চল্রা এই উচ্চৈ:স্বর শুনিতে পান নাই।

"বোগাসনে আছে কন্যা সমাধি শন্তানে। বাহিরের কথা কিছু নাহি পশে কানে। না খোকে মন্দিরের ছার নাহি কয় কথা। মনেডে লাগিল যেন শক্তি-শেলেছ বাধা।"

নিরাশ হইরা জয়চন্দ্র উন্মন্তবং চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইল, অদুরে সন্ধা-মালতীর রক্তবর্ণ ফুল অজন্দ্র কুটিয়া আহে। সে ভাছার কডকগুলি সইয়া আসিল এবং ভাছা নিংড়াইয়া রস বাছির করিল, সেই রক্তাক্রে সে মন্দিরের কপাটে লিখিল:—

বিশনৰ কালের সধী ভূমি বৌৰন কালের সাধী। অপরাধ কথা কর ভূমি চন্তাবজী। পাশিষ্ঠ কামিরা বোরে না হৈলা সম্বভ। বিশাহ বালি চন্তাবজী ক্ষমের বৃত্ত বুল চন্দ্রাবভী ১৯৯

অনেককণ পরে চন্দ্রার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি বাহির হইলেন, বর্মার জয়চন্দ্রের হাতের লেখার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তথন চোধের কল মুছিতে মুছিতে কলসী কাঁথে লইরা নদী হইতে কল আনিতে পেলেন।

সহসা দেখিলেন, নদী-তরক উজানের দিকে বহিতেছে, সেখানে জন্ম-মানব নাই:—

"একেলা জলের ঘাটে সক্ষে নাই কেছ।
জলের উপরে ভাসে জয়চন্দ্রের দেহ।
দেখিতে স্থার কুমার চাঁদের সমান।
ঢেউএর উপরে ভাসে পৌণ মাসী চাঁদ।
আঁথিতে পলক নাই! মুখে নাই বাণী।
পারেতে দাঁড়াইয়া দেখে উন্মন্তা কামিনী॥"

### মন্তব্য ও আলোচনা

এইখানে কবি নয়নচাঁদ চিত্রপটের উপর যবনিকা পা**ড করিরাছেন।** কিন্ত আমরা জানি, এই তুর্ঘটনার পর চন্দ্রা আর বে**ন্দ্রী দিন জীবিত ছিলেন** না। পিতার আদেশে রচিত রামারণখানি অসমাপ্ত রাখিরা কুলেকরী নদীর তীরের সর্বশ্রেষ্ঠ কুলটি অকালে ঝরিরা পড়িরাছিল।

জীবুক্ত স্থবনীস্ত্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি কোন কোন স্থবীসমালোচকের মতে "চন্ত্রাবতী" পরী-সংগীতগুলির মধ্যে ত্রেষ্ঠ আসনের বোগ্য ।

এই গানটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে হিন্দুর আধ্যান্ত্রিকর আছে। পল্লী-আখ্যারিকাগুলির অপর কোনটিতে ভাহা নাই,—ভাহালের সকলগুলিতে প্রোম ও অপরাপর প্রসঙ্গে, নিহক বাস্তবভা কৃষ্ট হর, সেই প্রেম পুর উল্লেখ্য প্রামে উঠিয়া ছানে ছাবে আদর্শ-লোকে পৌরিয়াছে সভ্য, কিছ বিশ্বক অপ, তপ, নাম-কার্তন প্রকৃতির সেশ ভাহাতে নাই। থোগের স্বাচি প্রাম্ সংসারের উর্ক্কে আত্মার যে উচ্চন্থান পরিকরিত হয়—পল্লীগ্রানের দ্বীতিকাগুলির কোণাও ভাহার আভাস নাই। বৌদ্ধর্মের আত্মার অন্তিদ্ধ ও ঈশরের
বিশাস দ্থান পায় নাই, কিন্তু ভাহাতে কর্মকলের প্রতিদ্ধ ও ঈশরের
বিশাস দ্থান পায় নাই, কিন্তু ভাহাতে কর্মকলের প্রতিদ্ধ পুর অভিনিক্ত
আছে। এখানে ভাহা আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। চন্দ্রাবতীতে
ব্রাহ্মণের আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে, এই হিসাবে কুমারী চন্দ্রাবতী অপরাপর
গরের নামিকা হইতে একটু ভিন্ন প্রকারের। ভাঁহার চরিত্রে আগাগোড়া
ব্রাহ্মণ-কন্সার যোগ্য সংযমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যার—অপচ ভাহা শুক কার্তের
মত নীরস নহে। একদিকে বাস্তব জগতের হৃদরোচ্ছ্বাস পূর্ণমাত্রায়—
অপর দিকে তপস্থা-জনিত সংযম ভাঁহার চরিত্রে মিশ্র-সৌন্দর্য্যের চিত্র
দেখাইভেচে।

তাঁহার ভালবাসা খরতোয়া নদীর মত অতি বেগে চলিয়াছে, কিন্তু অপরাপর পদ্মী-চিত্রে সেই ভালবাসা যেরপ অবাধ এবং শেব পর্যাস্ত সেই ভালবাসাই পূর্ণমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এই গল্পে তাহা নহে। চক্রাবতী ভালবাসার আবেগ প্রতি পদে বাধা মানিয়া চলিয়াছে, চঞ্চল জ্বদরের আবেগ উচ্ছাস সর্ব্বতই সংযম ও তপস্থার অধীন হইয়া চলিয়াছে।

ক্ল ভূলিবার আগ্রহ, জলে সাঁতার কাটা, জয়চক্রের গলায় ক্ল মালা পরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে চপ্রাবতীর মৃক্ত ফদয়ের সরল বাভাবিক পতি পরিলৃষ্ট হয়; কিন্ত যে মৃহুর্তে জয়চক্র তাঁহাকে প্রেম নিবেদন কয়িয়া চিঠি লিখিল—সেই মৃহুর্ত হইতে তাহার নিজ ফদয়ের প্রতি প্রথম লৃষ্টি পড়িল, সে সাবধান হইয়া গেল । যদিও সে মনে প্রাণে জয়চক্রের অক্সমানী ছিল, এবং মনের নিজ্ত কোলে - যে দেবতার লৃষ্টি, সেই দেবতাকে তাহার মনের আকারকা। নিবেদন করিতে কুন্তিত হইল না,—তথাপি বাহিরে সে সক্রক হইয়া গেল। এই সতর্কতা, এই সংবম সে জোর করিয়া আনে নাই। বিশ্বক আক্রাব-বলের পোণিতে ইহার অভিন্য বিজ্ঞান। চল্রাবতী যে দিন ক্রেমা তারি লিটিখানি পাইল সেই দিন হইতেই কুলেখনী নদীর পারে ক্লাক্ষা ক্রিটানি পাইল সেই দিন হইতেই কুলেখনী নদীর পারে ক্লাক্ষা ক্রিটানি লাভার বিল। চিঠি গাইয়া সে একবার ক্লাক প্রকাশ

করিরা বলিরাছিল,—"এ কি করিলে, ভোষার মুখবানি বেখার সুবোগ হাঁছারু আমাকে বঞ্চিত করিলে।" ভদববি দে নিজের আদিনার বে সকল আর, নাগেবর, চাঁপা ও গাকা কুটিত, ভাহাই কুড়াইরা পিডার পুলার আরোজন করিতে লাগিল। জয়চল্রের সলে দেখা ওনা সমস্তই বন্ধ হইরা গেল। এই সংযম ভাহার চরিত্রের বিশেষভা

জয়চন্দ্রের পত্রের উত্তরে সে ছুইটি ছত্র মাত্র লিখিল। ভাষার জননের প্রবল উচ্ছ্বাসের কোন কিছু তাহাতে ছিল না, অপূর্ব্ব সংযদ-সাবধারভার সে পত্রখানি লিখিয়াছিল, "আমি কি জানি? আমার পিড়া আছেন, ভিনিই কর্তা।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের ভিতর ভাষার জদয়ের বেগবজী ভালবাসার একটি চেউ আসিয়া পড়ে নাই। ভাষা সংযত-শীলভার পরিচায়ক।

প্রথম লিপি পাইয়া সে তৎক্ষণাৎ কোন কোত্ছল প্রকাশ করে নাই, অপর কোন নায়িকা হৃদয়ের অদম্য আবেগে তথনই পত্র পড়িবার ক্ষম্প উৎস্ক হইত। কিন্তু চন্দ্রা পত্রথানি আঁচলে বাঁধিয়া ফুলগুলি সংগ্রহ করিল, পিতার ঠাকুর-ঘরখানি মার্জনা কবিল, পুস্পপাত্রে আছ্রত ফুলগুলি সাজাইয়া রাখিল, পিতার ক্ষম্প আসন পাতিল ও চন্দন ঘবিল। বংশীদাস পুজোপকরণের পার্বে আসনে আসিয়া চোখ বুজিয়া খ্যানে বসিলেন, তথন চন্দ্রা নিজ কক্ষে যাইয়া চিঠিখানি পড়িতে বসিল। অথচ তাহার মনে যে কোত্ছল ও পিপাসা জানিয়াছিল, তাহা অতি প্রবল। সর্ব্বেই চন্দ্রা রমশী-জনোচিত, আক্ষণ কম্পার শোণিতের বিশুদ্ধভাজনিত সংযমের পরাকার্ম্বা দেখাইয়া আসিয়াছে—তাহা কষ্ট-কৃত নহে, বভাবই তাহাকে এই সংব্রব্র চরিত্রের ভূবণ ব্ররপ গড়িয়া দিয়াছিলেন।

যে দিন ভয়ানক বিপদের সংবাদ আসিল,—কোথায় রাম রাজা হইবেন, ভাঁহাকে বনবাসী হইতে চইল, ভখনকার চন্দ্রার চিত্র অভি অপূর্ক। চারিনিক্তে কারাকাটি,—আর্তনাদ, কিন্তু বাহার বাখায় বাজ পড়িয়াছে,—দে একেলুৱে নিশ্চল ও অবিচলিত। অবচ ভাহার প্রেয়ে—স্বাক্তাবিক মুম্প-বোধ জ নিরাশার ভাবের এক বিস্তুও ব্যন্তায় হয় নাই, ভাহার চিক্ক ক্রপ্তন ক্রিয়া সন্ধাসিনীর চিত্র, উহার দৃষ্টান্ত সমাজে দেখা যার না। "ধাররন্মনসা ছংখং ইন্দ্রিয়ানি নিগৃহ্য চ"—ইহা সেই যোগ-সাধনার প্রথম অবস্থা।

চন্দ্রা পিতার উপদেশের মর্ম্মগ্রাহী ছিলেন। একবার যথন তাঁহার মন একটুকু হেলিয়া পড়িবার মতন হইয়াছিল তথন পিতার উপদেশে হাদয়ের গতিমুখ তিনি ফিরাইযাছিলেন, তাহাতে তাঁহার খুব কট্ট হইয়াছিল, কিন্তু ডপক্সার শুণে তিনি দেই অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিযাছিলেন। পিতা তাঁছাকে বিবাহ দিয়া পুনরায় তাঁহাকে মুখী করিতে চেট্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রা যখন নিজে ধর্মের পথ বাছিয়া লইলেন, তথন তাঁহার সাধু ডেজম্বী পিতা তাঁহাকে একটিবারও বাধা দিলেন না। কিন্তু যথন তাঁহার কঠোর ডপক্সার ভাব কথকিত শিধিল হইবার উপক্রম হইল, জয়চন্দ্রের চরম ছর্দ্দেশা ও অল্পশোচনা-মূচক চিঠিতে যথন হর্দ্দম পল্লান্সোতের ন্যায় তাঁহার স্থাপরের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল, তথন সাধু পিতা সেই ছর্ম্বলতার প্রশায় দিলেন না, তিনি কতকটা কঠোরভাবে তাঁহাকে কর্মবার পথ দেখাইয়া দিলেন ,—চন্দ্রা সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

ভারপর পল্লীগীতিকা তুর্লভ সমাধিব চিত্র। চব্রুার যোগ সমাধির ছবিখানি—

> অবৃষ্টি সংরক্তমিবাস্থ্যক অপাং মুবধারং অন্তরকং। অক্তমাশাং মুকতারি রোধাং নিবাত নিক্সা মিব প্রদীশং ॥"

কিছ এই বালালি বোধিনী-মূর্ত্তি কালিটাসের নকল নতে, কোন লোকের পুনরাবৃত্তি নতে, তাহা পল্লীর বৌলিক চিত্র। পল্লীতে কিশেব করিয়া রাজ্যণের পূচে যে তপ্যা চিরকাল চলিতেছিল,—ইহা ভাহারই দুষ্টান্ত। নিম্মেশীর মধ্যে নেই সমাধির ভাব তখনও অনাখাদিত, এজন্য ক্ষিতেকার ভাহার হারা পড়ে নাই। পল্লীসীতিকার মূলে কোছ প্রভাব শিক্ষা করিভেছিল।



"এফেলা অলের গাটে সলে নাছি কেছ অলের উপরে ভালে কয়চজের বেছ।" (পুঞা ১৩৩)

এই গল্পের বিশেষ একটা দিক্ এই বে ইহাতে বাস্তব ও আবাস্তবের মিলন দৃষ্ট হয়। তপদ্যা, সংযম প্রভৃতি অধ্যাত্ম জীবনের তত্ম ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—ভাহা পূত্রাকারে নহে, সহল সরল সত্য পরিকার করিছের ভাষার কথিত হইয়াছে—ভাহাতে জ্ঞানী বা দার্শনিকের শুক্তা বা জটিলতা নাই—গল্পের ছন্দে বা বর্ণনায় ভাহা বেখায়া হয় নাই। অথচ প্রেমের গভীরতার, উপলব্ধির গাঢ়তার, অবস্থার বৈশুণ্যে, আত্মদানের মহিমায়—এই নায়িকা শ্রেষ্ঠ কাব্য-বর্ণিত প্রেমিকাদের এক পংক্তিতে সমাসীন। যেমন উত্মন্ত উচ্চ্ সিত সেই প্রেমের প্লাবন, তেমনই কঠোর শক্ত সেই সংযমের বাঁধ—আত্মহারার আত্মদান ও তপন্থীর সাধনা একত্র এই মহান দৃত্যপটে দেখা যাইতেছে। পল্লাব ভাঙ্গন পারে দাঁড়াইলে যে বিত্মরকর দৃত্য চক্ষে পড়ে—ইহা তাহাই। ঘনঘটা করিয়া উত্মন্ত তরক্ষ অবাধ শক্তিতে ছুটিরাছে, আকাশ বক্ষ প্রসারিত করিয়া সেই তরক্ষকে বাধা দিতেছে। পৃথিবী ও স্বর্গ দিখলয়ে পরস্পরকে ছুইয়া আছে, যেন প্রেম বড় কি সংযম বড় এই সমস্থার সৃষ্টি করিবার জন্ম।

চন্দ্রবিত্তী তাহার পিতা বংশীদাসের সঙ্গে একযোগে মনসা দেবীর মঙ্গলনার রচনা করেন। তাঁহার মাতার নাম অঞ্লনা, ফুলেশ্বরী নদীর তাঁরে ইহারা থড়ের কুটিরে বাস করিতেন। ১৫৭৫ শকাব্দায় 'মনসার তাসান' রচিত হয়, তল্মধ্যে কেনারামের পালাটি সম্পূর্ণ ইহার রচনা। কবিছে ও কর্মশ রসে সেই কাহিনীটির জোড়া পাওয়া হুর্ঘট। চন্দ্রাবতীর বিত্তীয় কাব্য মল্য়া—পদ্মীনীতিকার শিরোমণি; পূর্বেই লিখিয়াহি, চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিভালয় আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যে সকল মহিলা-কবির রচনা পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রাবতীর অবিসংবাদিও ভাবে সর্ব্বোচ্চ আসন। ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৬৩ খৃঃ অব্যে চন্দ্রা পিতার সহবোগে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াহে। তথন তাঁহার বয়ক্রম ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ক্ষপ্রগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। চন্দ্রাবাটীর জীবনের অনেক কথা তিনি নিম্নেই লিখিয়া পিরাছেন, তম্বধ্যে ক্ষম্তন্ত-ব্রতিও প্রের-কাহিনীর

বাদ পড়িয়াছে, ইহা স্বাভাবিক লক্ষা ও সম্ভ্রম বশতই হইয়াছে। অপর সকল বৃত্তান্তের সঙ্গে নয়নচাঁদ কবি-বর্ণিত আখ্যায়িকার খুব মিল আছে। ময়মনসিংহ পাতৃয়ার গ্রামে বংশীদাসের বংশধরগণ এখনও বাদ করিতেছেন। আমি অক্তন্র দেখাইয়াছি, মাইকেল মধুস্দন কৃত মেঘনাদ-বধ কাব্যের সীতা-সরমার কথোপকথনের অংশটি সম্ভবত কবি চক্রাবতীর রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

# <u>রূপবতী</u>

#### নবাব-দরবারে

দক্ষি ময়মনসিংহের কোন পরগণায় জয়চজ্রনামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা আঁয় ছিল; বিশাল পুরী, হাতী ঘোড়ার লেখা-জোখা নাই। মন্ত্রী, উজীর, নাজির লোক-লক্করে পুরীখানি ভর্ত্তি। ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, বাঁশী রোজ প্রভূবে রস্থনচৌকীর স্থরে প্রাণ আকুল করে,—হাওয়াখানা হইতে সেই গীতবাছ ধ্বনিতে রাজার ঘুম ভাজে।

একদিন রাজা জয়চন্দ্র তাঁছার সভাসদদিগকে বলিলেন "আমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে একবারও মুরজিবাবাদ যাই নাই, নবাব-দরবারে একবার যাওরাঁ উচিত। আমি তথার যাইব, আয়োজন-পত্র ঠিক-ঠাক্ কর।"

গণকের ডাক পড়িল,--তিনি গণিরা আট দিনের পরে শুভদিন স্থির করিলেন।

কাণা চইতা ও উভতিয়া—এই ছুই ভাই রাজবাটীর মাঝি। ইহারা ময়ুর-প্রমী পান্সী নৌকা সাজাইবার ভার পাইল। নৌকাখানির বোলটি গাঁড়,—
নানাবর্গে রঞ্জিত বৃহৎ পাল উথিত হইল। গরবারে উপহার দিবার জঞ্জ
নানা জব্য নোকার ভোলা হইল; অজ্র-নির্মিত নানারূপ কার্মথিতি
চিক্রবী, বিবিধ রং-বিরজের পাখা, হাতীর গাঁতের অপূর্বে পাটা,
গলমতির মালা প্রভৃতি মূল্যবান জব্য নবাব সাহেবকে ভেট দেওয়ার
জ্ঞ নোকাতে সাজাইয়া রাখা হইল। সংগীতবিভা-বিশারল ক্ষরেকজন
সারক ও বাভ্রবত্তে দক্ষ ব্যক্তি রাজার সঙ্গে চলিলের । রাজা কল হাজার
টাকার একটি ভোড়া নবাবকে বজর দেওয়ার অভ ক্রিক্রানীর্মান্তন।

রাজার পাননী উজান পানি বাছিরা চলিল। নাঁজার পূর্বে নাথছিকগথ সম্ভান করিরা রাজাকে বিগার দিল। রাজা আজানগকে বংগালিল দাব দিকেন, এবং রাজীর নিকট বিগার সাইরা স্কুমারী রূপবভীকে আনীর্থানি করিয়া রাজধানী অভিমূখে রওনা ছইলেন। ফুলেখরী নদী বাহিয়া নৌকা
নরস্থলার মূখে পড়িল। সেই নদী ছাড়াইয়া ঘোডা-উৎরা পার হইয়া
মর্রপভী বিশাল মেঘনা নদীতে পড়িল। মেঘনার তরঙ্গ পাহাড়ের
মত উচু, তেউএ তেউএ যখন আঘাত-প্রতিঘাত হয়, তখন ভূমূল শব্দে
আকাশ প্রকম্পিত হয়,—এই নদীও অতিক্রেম করিয়া রাজা তিন মাস পরে
মূর্লিদাবাদ সহরে উপস্থিত হইলেন।

সঙ্গের লোকেরা ভেটের নানা জব্য ছজুরে হাজির করিল। পূব দেশের আন্তের অতি স্ক্র কারুকার্য্যখচিত চিক্রণী ও বিজনী,— মূর্শিদাবাদের লোকেরা চোখে দেখে নাই, নবাব ভাটির দেশের কারিগরী দেখিয়া চমংকৃত ছইলেন। হাতীর দাঁতের শীতলপাটী, তাহাব স্ক্র শিল্প ও নানারপ কারুকার্য্য দেখিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। দশহাজার টাকার ভোডাটি পাইয়া তিনি কর্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন যে রাজা জ্মচন্দ্রের জন্ম উৎকৃষ্ট মূছাপেরখানার (অতিথিশালা) ব্যবস্থা করা হউক। একটি রাজপ্রাসাদের মত বড বাডীতে সম্মানিত অতিথির বাসস্থান নিযোজিত ছইল। নবাবের সঙ্গে রাজার মৈত্রী ক্রমশ: ঘনিষ্ট হইল, তাঁহার সৌজন্ম ও সমাদরে মোহিত হইয়া রাজা মূর্শিদাবাদেই রহিয়া গেলেন। বিদায় চাহিলে তাঁহাকে নবাব ছাডিয়া দেন না।

### রাণীর পত্র

এইভাবে তিনটি বংসর অতীত ছইল। এদিকে দেশে রাণী অভ্যস্ত চিক্তিত ছইরা পড়িলেন; কুমারী রূপবতী তখন চৌদ্ধ বংসরে পলার্গণ করিরাছেন; রাণী রাজার অভাবে ও রূপবতীর ভাবনায় অভ্যস্ত চিন্তিত ছইলেন, রাত্রে তাঁহার খুম নাই, এমন সোণার বর্ণ তাহা বিবর্ণ ছইল। অবনেবে আর না থাকিছে পারিয়া তিনি রাজার নিকট চিঠি লিখিয়া দুভ পঠাইকেন। চিঠিতে রাজ্যের অবস্থা সবিস্তারে সিখিয়া রাজা কেন, কোন্ আকর্ষণে দেশ ছাড়িয়া এডকাল প্রবাসে পড়িয়া আছেন, ডক্ষশু রাণী নানারশ মিষ্ট অমুযোগ করিলেন; ঘরে মেয়ে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, লোকে কাণাঘুবা করিতে ছাড়িবে কেন। স্ক্রেডো রাজার একমাত্র সন্তান, কঠের হারের
মত আদরের ছিল, কি করিয়া তিনি ভাহার বিবাহের কথা ভূলিয়া আছেন?
রাজাকে আর কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ীতে আসিতে শত অমুরোধ জানাইয়া
রাণী চিঠিখানি শেষ করিলেন।

#### গণকদের গণনা

এদিকে রোজ রোজই কোন না কোন গণক রাণীর দরবারে **আসিডেছে** এবং রূপবতীর কোঠি বিচার আরম্ভ করিয়াছে।

উত্তর দেশের এক গণক অনেকগুলি পুলী পুঁথি লইয়া আসিল, বয়সের দক্ষণ ভাহার দেহ কুজ হইয়া পড়িয়াছে, মুখিত মন্তকের পিছন দিকটায় একটা মন্ত বড় টিকি ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেন লাকাইডেছে। গণক হাত পা' নাড়িয়া ভবিশ্বতের ছার বেন উদ্ঘাটন করিয়া কেলিল। ক্যার ভাগালিপি গণনা করিয়া সে বলিল:—

"মেরে অপূর্ব সুন্দরী, অর্গের অপ্সরারা ইহার কাছে গাঁড়াইডে পারে না, অভি সুলকণা। এই কন্সার কোন ভরুপ রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ হইবে, ইনি পাটরাশী হইবেন। যদি অক্সথা হয় তবে হঁ— আমাকে ভোষরা বিকৃদিও।"

আর এক গণক আসিলেন, তিনি ইংপানি রোগের রোগী, ইংলাইডে ইংলাইডে গণক বলিলেন, "এই মেরের লোড়া ভুক, মাধার ভুলের অঞ্চার বক্র, কপাল প্রাণয় এবং গাঁডগুলি ঠিক মুক্তার বড। দক্ষিণ বেশের এক ধন-কুবের সদাধর-পুত্রের সলে ইহার বিবাহ হবৈ। শত কর ক্রিক ইছার পা ধোয়ার ত্বল লইয়া প্রভাতে শয়ন-মন্দিরের কাছে অপেকা করিবে।

আর একজন প্রোঢ় বর্দ্ধ গণক জ কুঞ্চিত করিয়া কন্সার পদাস্থলীশুলি নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কন্সার কখনই দক্ষিণ দেশে
বিবাহ হইবে না, ইনি উত্তর দেশের কোন রাজার পাটরাণী হইবেন;
পারের আঙ্গশুলি পদ্মের কোরকের মত, হাঁটিয়া যাওয়ার সময় ইহার
সমস্ত পদতল ভূমি স্পর্শ করে, মাটীর উপর কোন অংশ উচু হইয়া থাকে
না,—এই সকল লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রমান করিতেছে যে, প্রতাপশালী
কোন রাজার ঘরে ইহার বিবাহ হইবে।"

আর এক গণক অভি দান্তিক—ভিনি বলিলেন, "আপনারা কেন এখানে গণকের হাট বসাইয়াছেন ? জাহাজ একাই যথেষ্ট শক্তি রাখে, ডিঙ্গিনাকাগুলি ভাহার পেছনে রাখিয়া ফল কি ? আমাকে ডাকিলে আর কাহাকেও ডাকার প্রয়োজন হয় না।" গণক কর-কোষ্টী বিচার করিয়া বলিলেন "অভি শীত্র ইহার কোন রাজার ঘরে বিবাহ নিশ্চিত, আপনারা আমার কথা লিখিয়া রাখুন। চক্ষুর খঞ্জন-গভি, মুখখানি পল্লের বিলাস, গালে একটু লক্ষায় বা অভিমানে সিন্দুরের মত লোহিভাভা দৃষ্ট হয়। ইহার প্রতিটি অঙ্গ অভি স্লক্ষণ-যুক্ত। রাজার ঘরে ইহার বিবাহ হইবে এবং ইনি সাভ ছেলের মা হইবেন।"

শেষ যে গণকটি আসিলেন, ডিনি বলিলেন—"ক্ষার চকুর ডারা
নিবিড় কাল বর্ণ, ইনি সুখী হইবেন। তবে ইহার সম্প্রতি একটি দোষ
দেখা বাইতেছে, জ্যোভিষে ইহাকে 'গরদোষ' বলে। গরদের একটি
জোড়, থালাডে বি, হুখ, চা'ল, মর্ডমান কলা প্রভৃতি সাজাইরা বাদশটি
রাক্ষণের প্রত্যেককে ভাল করিয়া ভোজন করান হউক। তারপর ক্যাটিকে
ভীর্ষজ্ঞলে রান করাইয়া রাক্ষণদের পদ রক্ষ: মাধার ধারণ করান হউক।
ভাষা হইলে 'গরদোষ' কাটিয়া ছাইবে। আজ যদি এই রিটি কাটিয়া বার,
কাল ইহার বিনাহ কে ঠেকাইকে গু

## রাজার গৃহে কেরা ও উদাসীনের ভাব

ক্যার বিবাহ সহকে চেটা করিবার জন্য রাজা জয়চক্র স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এবার ওাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর দেখিয়া রাষী বিশ্বিত হইলেন। রাজা সারারাত্রি বিছানায় উঠা-বসা করেন, এক মুহুর্ত্ত ঘুমান না; কি ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ক্ষেলেন এবং নিভান্ত নিরাজ্ঞায়ের মত একদিকে চাহিয়া থাকেন, কোন কথা বলেন না। রাষী একদিন ওাঁহাকে বলিলেন—"তুমি এবার এমন হইয়া গিয়াছ কেন? এতদিনের পর বাড়ী আসিলে, আমার সঙ্গেও একটিবার কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। প্রাণের ঘুলালী কন্যা, সে ভোমার চক্ষের বিব হইয়াছে, ভাহাকে তুমি ভাকিয়া একটি কথা জিজ্ঞাসা কর না। সোণার বাটাতে পান, চুয়া, কেওয়ার খয়ের ও স্থানী স্থপরি পড়িয়া থাকে, তুমি একটি পান থাও না। সরু স্থানি চালের ভাত সোনার থালায় পড়িয়া থাকে, তুমি একটি পান থাও না। সরু স্থানি চালের ভাত সোনার থালায় পড়িয়া থাকে, তুমি হাত দিয়া নাড়াচাড়া কর, একটি দানা ভোমার পেটে বায় না। ভোমার কি হইয়াছে? যদি তুরি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর, তবে আমার মৃত্যুই মঙ্গল। এতবড় মেয়ে—তুমি ভাহার বিবাহের কথা ব'ল না।"

রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রাণী, আমার প্রতি নির্চুর হইও না, আমি মরণে মরিয়া আছি। শত শত বিছা, হাঙ্গর, কুমীর বেন আমায় কাটিয়া কেলিভেছে, আমি যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিভেছি না। কেছ বেন শেল দিয়া আমার বুক চিরিয়া কেলিভেছে।

"কুক্ণে ভূমি আমার চিঠি লিখিয়াছিলে, আমি সেই চিঠি হাতে করিরা দরবারে বিলার চাহিতে নিয়াছিলাম। নবাৰ চিঠি পড়িয়া বলিলেন, "হাঁছে রায়! ডোমার তো বরস্থা এক কন্যা আছে। শুনিয়াছি সে নাকি পরমা কুক্রী, আমার সহিত তাহার বিবাহ লাও। ডোমার সবদিক নিয়াই ক্রবিরা হইবে। আমার পুকনীর আমীর ব্লুলিরা দেববারে জোমার বালাক শাইবে, তুমি বড় খেডাব পাইবে। ক্রমার ক্রবিরা ক্রমার ক্রানার আমার বালাক পাইবে, কড বড় সম্মান ভাবিয়া কেখ। ভূমি ক্রমার কাড়ী চলিয়া বাও, আমি এদিকে বিবাহের উভোগ করিতে থাকি।"

"রাণী, জাতিনাশ-ধর্মনাশ হইলে আমার জীবনে কি কাজ! রাজত ছাড়িয়া চল আমরা ছজনে জললে পলাইয়া যাই।

> "মুদলমানে কন্তা দিব নাহি সরে মন। রাজস্ব হইল আমার কর্ম-বিড্ছন। গলায় কলসী বাঁধি, অনে ড্ব্যা মরি। এ বিব না ঝাড়ডে পারে ৩ঝা ধ্বস্তরি॥"

রাজা আরো বলিলেন—"আমি ঠিক বুঝিয়াছি, ক্যাকে না দিলে আমার জমিদারী থাকিবে না। জয়পুর-রাজ্য নবাব দরিয়ায় ভাসাইয়া দিবেন। পাঠানেরা আসিয়া আমাকে বাঁধিয়া লইয়া ঘাইবে এবং নবাবের ছকুমে আমার গর্দান কাটা ঘাইবে। নির্দিষ্ট দিনের আর বেশী বাকী নাই, সেইদিনের পূর্বের রাজকুমারীকে নবাবের অস্তঃপুরে পাঠাইতে হইবে। ভাহার পূর্বের ইহাকে আগুনে পুড়িয়া মারিব অথবা বিষ থাওয়াইব, তাহাই ভাবিতেছি। কোন্ দেশে গেলে আমাদের জীবন রক্ষা হইবে?

"আহোজন কর রাণী পাঠাও কঞারে। গুলায় কল্সী বাঁধি, আমি ডুবিব সায়বে ॥"

### দ্ধপবতীর বিবাহ

এই বিপদে রাণী নিজে যা' হোক করে একটা উপায় উদ্ভাবনা করিলেন।
রাজবাড়ীতে অভি ডক্লণ, কার্ডিকের মত স্থলর একটি কর্মচারী ছিল, ভাহার
ক্ষভাব হিল বিনন্ধ-নম এবং মুখে নদাই একটা হাসির মধুর রেখা বেন
ক্ষানিরা বাকিড, ভাহার কাল ছিল অন্তঃপুরের করমাইন জোগান এবং শিবপুলার কুল কুড়ানো।



"একে একে ভেট দিল নবাবের ছানে।" ( পৃষ্ঠা ১৪০)

এই ব্বক্কে রাণী ভাকাইয়া আনিলেন, সে চকু মাটির দিকে নঙ করির। দাঁড়াইল। রাণী বলিলেন, "রাড ছপুরে ভোমাকে দিয়া আমার কাল আছে, ছমি হাজির থাকিও।"

রাণী সন্ধ্যার পর আহারাদি সারিয়া যখন উছার কল্পা রূপবভী বুমাইরা পড়িরাছেন, তখন শীতল মন্দিরে রাজকুমাবীর কক্ষে বাইরা তাহার শিররে বসিলেন; তাহার চোখের কোঁটা কোঁটা জল রূপবভীর গায়ে পড়িতে লাগিল, কুমারী জাপ্রত হইয়া উঠিয়া বসিলেন; মায়ের কালা দেখিলা উছারও কালা পাইল। তিনি বলিলেন, "এমন কি ঘটিয়াছে, বাহাতে তুমি এক হুংখ পাইয়াছ? আমি কি কোন অপরাধ তুমি কর নাই; ডোমার মনে ব্যখা দিয়াছি?" রাণী বলিলেন, "কোন অপরাধ তুমি কর নাই; ডোমার, আমার ও রাজার কপালের দোয—আমার নগরে আগুন লাগিয়াছে, শীতল মন্দির পুড়িরা ছাই হইবে। আমার আদরিণী কুমারী, আল ভোমার সলে আমার শেষ বেখা, বিদার লইতে আসিয়াছি।" অস্পাই, অব্যক্ত, এক কুক্তর আশবার ক্লপবভীর স্থাদর কাঁপিতে লাগিল; কিছু না বৃথিয়া না শুনিলা মাতা ও কলা পলা জড়াক্লড়ি পুনুক্লিয়া পরস্পরক ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শীভীর রাত্রে কোন হল্ধনি হইল না, এরোরা আসিয়া ত্রী-আচার করিল না, অন্তঃপুরিকারা ফুলের মালা গাঁথিতে বা চন্দন ঘবিতে বসিল না। মাভা পাড়াপড়সীদের কাছে সোহাগ মাগিতে গেলেন না, পুরনারীরা আড়াণিকের জক্ত ইট কাটিতে গেল না। চোরাপানীর জলে বরকনের কোড়কপূর্ণ খেলা হইল না; পুরোহিত আসিয়া মললাচরণপূর্বক বিবাহের ধর্মাকুটানে প্রস্তুত্বলেন না। মলল-ঘট নাই, বরপডালা নাই—বাভভাও নাই। মনন মধ্যরাত্রে রাণীমাভার কাছে আসিয়া গাঁড়াইল। রাণী আত্মবিদের একটি কথা বলিলেন না,—ভাঁহার ছই চকু হইতে জল পাঁড়িটে লাগেল। রাণাবারী সজলচকু মাটিতে নত করিয়া মোন হইয়া গাঁডুটেরা রহিলেল। কাট্টনার মুক্ত, ছরু ছরু করিয়া বাণিয়া উঠিল, ব্যাপার কি সম্যক্ত অ্ববিহতে না পার্টিয়া উঠিল, ব্যাপার কি সম্যক্ত অ্ববিহতে না পার্টিয়া আর্টিল। রাণীর নির্দেশ্যত সেই হাক্তন-প্রতিমার কাছে আসিয়া গাঁড়াইলা।

রাণী বলিলেন, "এই বংশের একমাত্র প্রকীপ—এই ক্লানী গালাকে ব্যব্দ, আমি ভোষার হাতে সমর্পণ করিলার : আকালের আলেইনার্টিঃ জগত-ব্যাপক বাতাস সাক্ষী, আর ছিবামা রাত্রি এই ক্স্যাদানের সাক্ষী!
মদন! এ আমার বড় আদরের ক্স্যা, তৃমি ইহার মনে ব্যথা দিওনা, এই
হতভাগিনীর এত বড় রাজবাটী থাকিতে হেথায় একটু জায়গা হইল না,
আমি ইহার গর্ভধারিশী, গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম কিন্তু বাড়ীতে স্থান দিতে
পারিলাম না। রাজা দওমুণ্ডের কর্তা এই বিশাল রাজত্বের মালিক, কিন্তু
তিনি এই নিরপরাধ ক্স্যাকে আশ্রায় দিতে পারিলেন না। তুমি ইহার
পাণিগ্রহণ কর, এই আঁধার ছিবামা রাত্রিকে সাক্ষী করিয়া আমি ইহাকে
তোমার হত্যে সম্প্রদান করিলাম।"

রাণী কাঁদিতে লাগিলেন, রূপবতী কাঁদিতে লাগিল, মদনেরও চক্ষ্ ছাপিয়া অঞ্চর ধারা বচিতে লাগিল। মাধার দীঘল চুলের বেণী খসাইয়া কুমারী রূপবতী লাজ-নত্র চোখে বেশ ভূষা করিল, কোন দাসী বা পরিচারিকা তাহার প্রসাধনের সহায়তা করিল না।

"না করিল পুরোহিত কুল আচরণ।
নিরুম রাতে করে মায় কন্যা সমর্পণ।
লইয়া কন্যার হাত মদনেরে বিল।
কেহ না জানিল মায় কন্যা সমর্শিল।
কেহ না দিল তায় মদল জোকায়।
বিবাহের শীত হৈল—মর্মের হাহাকার॥
"

মাডা চোখের জল আঁচলে মুছিয়া পুনরায় বলিলেন:-

"হুৰে থাক, হুংৰে থাক, ভূমি প্ৰাণপতি। ভূমি বিনা অভাগীয় নাহি অন্য গতি॥"

নিশি রাজের এই ঘটনা নাগরীয় লোকের কেছ জানিতে পারিল না। রাজা নিজেও জানিলেন না, রাজপুরীর মশা-মাছি পর্যান্ত এই বিবাহের কথা কেছ মুণান্দরে জানিতে পারিল না।

কাণা চইডা সেই রাজ বাড়ীর বিষয় নাবি; ভাহাকে বিশ্রহর রাজে ক্লী আ্লাইয়া আনিয়া বলিলেন; -"ভোমার নোকার কাহারা নাইবেন, ভূমি ভাহা জানিতে চাহিও না। ভোমাকে এই ধনরত্ন দিভেরি, ইহাই ভোমার পুরস্কার। বেখানে পৌছিয়া প্রাভাতিক ভারা দেখিতে পাইবে, ভূমি ও ভোমার মাঝিরা সেইখানে এই চরণদারকে নামাইয়া দিবে, ইহারা কে কোখায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিও না, বুখা কোঁত্হল বশতঃ ইহাদিগকে কোন প্রশ্ন করিও না।"

নৌকাথানিতে মদন ও রূপবতী এই চাবে উঠিয়া অনি**দিট ভাগ্য-পথে** রওনা হইয়া গেলেন।

পাল উঠাইয়া সারা নিশি কাণা চইতা ডিঙ্গাখানি বাহিয়া চলিল। অতি ক্রত চৌদ্দ বাঁক অভিক্রম একটা পাহাড়িয়া মাটাতে আসিরা পড়িল। তথন রাত্রি ভোর হইয়া গিয়াছে। কাণা চইতা সেইখানে আসিয়া নৌকা নঙ্গর করিয়া উচ্চৈঃশ্বরে বলিল, "চরণদার, ভোষরা রাণীমার হুকুমে এইখানে নামিবে, ইহা ছাড়িয়া আর এক বাঁকও হাইবার আমার হুকুম নাই।"

## কালালিয়া, জললিয়া ও পুণাই

যখন পানসী দূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন রূপবতী অগত বিলাপ করিরা বলিতেছে—"বাপের বাড়ীর নৌকা, বাড়ীতে কিরিয়া গিয়া আমার পিতাকে আমাদের ছঃখের কথা জানাইও। আমার অভাগিনী মাতাকে বলিও, মা, "তোমার নির্বাসিতা কন্সাকে জন্মদের বাবে খাইয়া কেলিরাছে।"

মদন স্থাপতীকে শোকার্ড দেখিয়া বিনীডভাবে বলিল—"ভূমি কেঁবনা লক্ষী—দৈবের অভিশাপে ভূমি আমার হাতে গাড়িয়াহ। ভূমি ভ ক্ষেত্র ছড, এই কুকুরের হাতে সমর্পিত হইরাহ। আমি চক্ষান্ত অপেজাও নিচু, ভূমি গলাজল হইডেও পবিত্র; "না বরিব, না ই্ট্রুব, জোবান্ত্রঃ চর্পথানি।" "যখন ক্ষুধা লাগিবে নকরকে বলিও সে ভোমার জন্ম বনের কল আনিরা দিবে,—এই পাহাড়িয়া দেশের নির্মাল জল আনিরা ভোমার পিপাসা বিটাইবে।"

> "রাজার তুলালী কন্যা নাহি জান ক্লেশে। একলা হইয়া কেম্নে তুমি থাকবে বনবাসে॥"

"আমি তো ভোমার সঙ্গী নই, যে মনের কথা বলিয়া খানিকটা আরাম পাইবে!

> "বনের দোশর সদী—আমি তো নফর। কথা ভন্যা কাদি কন্যা করিল উত্তর ॥"

কক্তা কহিলেন—'ভিক্লপেই থাকি বা ঘন ঘোর অরণ্যেই থাকি, মা ভোমার হাতে আমাকে অর্পণ করিয়াছেন—ভূমিই আমার স্বামী ও একমাত্র পৃতি। ভোমা ভিন্ন অক্ত কাহাকেও আমি জানিনা। ভাগ্য-দোষ কেবল আমার নহে, ভূমিও ভাগ্য-বিভৃত্বিত।

> "এতেক করিল বিধি কপালেরে দোবী। আমার লাগিয়া বঁধু তুমি বনবাদী॥"

কালালিয়া ও জললীয়া চুই সহোদর—ইহারা জাতিতে জেলে। সেই পাহাড়িয়া নদীর তটে সারাদিন মাছ ধরিয়া বেড়ায়; উভয়ের কোমরে মাছ রাধিবার চুপড়ী বাঁধা—এবং হাতে জাল। তাহাদের হুভাইএর কোন সন্তান নাই। শিশুর কলরবহীন বাড়ী তাহাদের অন্তরের মতই বাঁ বাঁ করিতেছে। ছ'ভাইএর তিনটি ত্রী, একটিরও কোন ছেলেমেয়ে হর নাই। তিন বধ্র মধ্যে পুনাই বড়গিরি, এই মেরেটি বেমনই পূহ কর্ম-নিপুণ ডেমনই ভেজবিনী ও বৃদ্ধিরতী। চুই ভাই সেদিন জাল কেলিরা কেলিরা হয়রাণ হইরাছে, একটি পুঁটি, বল্লে বা চিংড়ীও পার নাই। কিছ ভাহারা জ্যুরাণ হইরাছে, একটি পুঁটি, বল্লে বা চিংড়ীও পার নাই। কিছ ভাহারা ক্রিয়া হইজন অপুর্ব স্কণবান্ ও স্কণবতী ভক্ষ-ভক্ষী দেখিরা বিশ্বিত হইরা বাড়াইল।

কালালিয়া ইহাদিগকে বাড়ীতে লইরা আসিরা পুনাইকে ডাকিয়া বলিল, "আৰু সারাদিনে কোন মাছ পাই নাই, কিছু আসিরা দেখ কি আনিয়াছি।" রূপবতীকে দেখিয়া বিশ্বিতা পুনাই স্বামীকে বলিল, "এ বে দেখিতেছি, নদীর জল হইতে লক্ষী-প্রতিমা আনিয়াছ।"

বছদিন যে কামনা জদয়ে পুবিরাছিল, সেই বাৎসল্যরস পূর্ণ করিতে দেবতা যেন এই দেবী-মূর্ত্তি পাঠাইরা দিরাছেন। কত স্নেহে পুনাই রূপবতীকে তাহার বাডী ঘর সম্বন্ধে, নানা প্রশ্ন করিল, কি জন্ত নদীর তটে নির্জনে কাঁদিতেছিল এবং সঙ্গের স্থদর্শন পুরুষই বা কে ? ইড্যাদি, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

লচ্ছিতা রূপবতীর গণ্ডহা আরক্ত হইল, সে কথা ধুব **অরই বলিল,** কিন্তু তাহার চোথের জলই যেন সমস্ত প্রশ্নের উত্ত<u>র দ্</u>রিল।

পুনাই বলিল, "প্রশ্ন করিলে যদি কট পাও, তবে উত্তর চাই না। রন্ধ-বোঝাই নৌকা যদি দেবতার ইচ্ছায় ঘাটে লাগে—তবে কে আর ভার কৈফিয়ৎ লইবার জন্ম প্রতীক্ষা করে? আমার ঘরে পুত্র-কন্সা নাই—<u>ভোকরাই</u> আজ হইতে এই ঘরের পুত্র-কন্সা <u>হইলে</u>।"

### মদনের বিদায় গ্রহণ

সেই দিন প্রাতে উবার আলো পূব দিঁক ব্রুত সবে বিলি মিলি খেলি-তেহে, স্বামী আসিয়া রূপবতীকে বলিলেন, "আঁছ হয় বংসর ভোষাদের বাড়ীতে কাটাইলাম। একদিনও দেশে বাই নাই, আমার পির্জানাতা কেমন আহেন, আহা জানি না। ভূমি অক্সমতি দিলে আমি আইনতা দিনের জন্ত দেশে ব্যক্তিত পারি।"

অনেক কারাকাটির পর রূপবতী ঘামীকে জিলার বিজ্ঞান প্রতীয় বলিরা গেলেন "৮/১০ বিজের কথো নিক্তরই আসিব।"

চা১০ দিন চলিয়া গেল। জেলে যাড়ীর মরা কুলগাছের ডালটার উপর বিদিয়া কোবিল ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান হইল, নদীর ওপার হইতে ডাছক পাখী সারারাত্রি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিল,—কিন্তু কই কেউ ত সাড়া দিল না। রূপবতীর প্রাণ যে অহর্নিল সেইরূপ চীৎকার করিয়া উঠে, মরা চাঁদ খীরে ধীরে পূর্ণ জীবিত হইতে লাগিল। রূপবতীর হাডের বকুল-মালা রোজই শুকাইয়া যায়, কাজল-বরণ শুমরেয়া ডাহার কাছে ছোট ছোট ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়া গুণ গুণ করে,— রূপবতী যাহা দেখেন, যাহা শুনেন, ডাহাতেই মন উতলা হইয়া উঠে। ছ'টা পক্ষ চলিয়া যায়। এখনও ত মদন আসিল না, রূপবতীর আহারের রুচি চলিয়া গেল, রাত্রিতে এক মুহুর্জের জন্ম চোখে ঘুম মাই—মনে সদাই মদনের জন্ম হার্ছাকার হইতে লাগিল। তিনি কাহার কাছে তাঁহার ছাথের কথা বলিবেন ? পুনাই যভ সোহাগ করে, তাহাতে মূথে বাহিরে একটা হাদির রেখা খেলিয়া যায়, কিন্ধ চোখে অঞ্চ টলমল করে।

# মিষ্ঠুর সংবাদ ও পুণাইএর অভিযান

একদিন রূপবতী কি নিদারণ সংবাদই না শুনিলেন, ওাঁহার আছাড়ি-বিছাড়ি ফ্রেন্সনে পুনাইর প্রাণ ফাটিয়া ঘাইতে লাগিল। দেশের রাজা ভঙ্কা দিরাছেন, "রাজকুমারী পলারন করিয়াছে, মদন নামক ভাহার এক কর্ম্মারী ভাছাকে 'লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। বে লেই মদন ও রাজকুমারী ক্লপবতীকে ধরিয়া দিতে পারিবে ভাছাকে বিশেব পুরুষার দেওয়া হইবে। অপরাধী বদনকে কালী মন্দিরে বলি দেওয়া হইবে।"

বে এই সংবাদ দিল, সে বলিল "এই মদনই কান্সালিয়া ও অন্সলিয়া-বের বাড়ীতে ছিল, রাজার লোকজন ভাহাকে ধরিয়া লইয়া গিরাছে। রাজা ক্ষুষ্টাকে মুদ্ধানও দিবেন, কুমারীর গোঁজেও লোকজন খুরিতেছে।"

্ৰাষ্ট্ৰভাবে সমস্ত কথাই প্ৰকাশ হইয়া পঞ্চিল।

হতভাগিনী রাজকুমারী চাপা হুরে পুনাইকে কাঁদিরা বলিল, <sup>গ্</sup>আহার বর্মের মা, তুমি নিরাশ্রম অবস্থার আমাদিগকে আশ্রম দিরাছ, আবাদ্ধ বে অকুলে পড়িলাম, কে এসময়ে আশ্রম দিবে ?

"মাগো, রাজার ঘরে জন্মিরাছিলাম, কিন্তু দৈব লোবে সকলই হারাইরাছি,
আমার রাজবাড়ী, দাস দাসী সবই গিযাছে, যাক্ ভাতে ছংখ নাই। কিন্তুই
জানি না মাগো, দিপ্রহর রাত্রে একদিন ঘুম ভাজাইরা মাতা আমাকে এই
বামীর হাতে সমর্পন করিয়া নির্বাসিত করিয়া দিলেন, কি অপরাধ ?
জানি না। দৈবের বিধান মাথা পাতিয়া লইলাম, আমার বামীকে
পাইয়া সকল ছংখ ভূলিলাম। আমি মা, বাপ, বাড়ী ঘর সকলই ভূলিলাম,
—আমার কর্মের লেখা ছিল, আপন জন আমার পর হইয়া গেল।

"কিন্ত একটা ত্থেৰে আমার প্রাণে বড় দাগা লাগিয়াছে, মামি একটি দিন বাসর-ঘরে তাঁহার হাতে নিজ হাতে বানাইয়া একটি পানের খিলি দিছে পারি নাই, আমি ঘিষের বাতি আলাইয়া তাহার চক্র-মুখখানি মনের সাথে দেখিবার সময় পাই নাই, হাতীর দাঁতের শীতল পাটা পাডিয়া একদিন তাহার জন্ম শ্যা প্রস্তুত করিতে পারি নাই, একদিনের জন্ম শ্বার প্রস্তুত্ত্বালী আমার অদৃষ্টে হয় নাই, একদিন বকুল ক্লের মালা তাহার গলার পরাইতে পারি নাই,—গাঁথিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু স্থবিধা পাই নাই; লক্ষার তাহা পরাইতে না পারিয়া পরদিন চোখের জলে ভিজা সেই মালা পুকুরে ভাসাইয়া দিয়াছি। চিকন শালী ধানের ভাত রাঁথিয়া তাহাকে পরিবেশন করিছে পারি নাই। কত ত্বংখ যে আমার মনে দিন রাত শেল বিধিরাছে, তাহা ভোমাকে কি বলিব!"

"আলাইরা স্বডের বাডি এক্টিন নী কেবিলার গো বঁধুর চাঁক মুখ। ফুই কিন না বঞ্চিলায় স্থবের গৃহ বাস। কুই কোনে অভাগিনী হুইল নিরাশ ঃ"

ধর্ম-মাডা পুণাই অনেকরণ সাত্মনা দিল,—কিন্তু সে জোন কার্মী গুনিল না ; বিলাশ করিয়া ত্তিল—"বা, আনাকে আবার আবীর নির্ভট লইরা চল। আমি তাঁহাকে ছাড়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না,—আমি তাঁহার জীবন-মরণের সঙ্গী—আমার পিতা চ্বমনেব মত তাঁহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। আমাকে বদি তাঁহার নিকট লইয়া না যাও, তবে আমি বিব খাইব, জলে ডুবিয়া মরিব, না হয় গলা কাটারি দিয়া কাটিব।

"বিষ থাইয়া মরিব আমি,
বদি না দেখাও গো আমী
গলেতে তুলিয়া দিব কাতি।"
পুনাই বুঝাইয়া কয়।
"এত বড় বিষম হয়।"
বলি কহি শোহাইল রাতি॥

পুণাই ক্লপবতীর কাল্লা ও দারুণ বিলাপ শুনিয়া সারারাত্রি অন্থির ভাবে কাটাইল। আজ রাত্রি প্রভাত হউক, কাল একটা বিহিত করিব, ক্লপবতীকে এই সান্ধনা দিল। কিন্তু সে কি সান্ধনা শুনে ? কোন কথা শুনে ? ক্লিক্লা কাহার আর্থকণ্ঠ ছিল্ল-তার বীণাব মত বাজিয়া উঠিতে লানিল, সারা রাত্রি সে বিলাপের অন্ত নাই।

পরদিন কালালিয়া ও জললিয়া একটা ডিলি লইয়া আসিল, পুণাই বাজকুমারীকে লইয়া ডিলিতে উঠিল।

দরবার গৃহ পূর্ণ, রাজা সভাসদদিগকে লইয়া বিচার-কার্য্য করিভেছেন:

এমন সময়ে ছুইটি পুরুষ ও ছুইটি স্ত্রীলোক কোন বাধা না মানিয়া ঝড়ের মন্ত সেই দরবারে প্রবেশ করিল। অগ্রবর্ত্তিনী প্রেটা রমণীর একবারে উন্মন্ত বেশ, সে সভায় কোণে ধর্মের দোহাই দিয়া দাঁড়াইল। ভার পরে রাজার দোহাই দিয়া বলিল—তথন চোখের জল ভাহার গও প্লাবিড করিতেত্বে এবং সে উত্তেজনায় ভাহার হাত ছুটি আন্দোলন করিতেত্বে।

সে বলিল, "মহারাজ আপনি কোন্ দোবে জামাইকে কলী করিরাছেন, আবাকে কপুন।"

পাত্রমিত্রগণ বলিল, "কেই বা কলী এবং কেই বা জামাই ?"



"পুত্র কন্তা নাই পুনাইব বেছুল বদন।" কন্তাবে দেখিয়া পুনাইর বেছুল বদন॥" (পুড়া ১৪৯)

পূণাই অঞ্চর বেগ সামলাইরা লইরা বলিল, "লে পরিচর আবি বিধ না। কিন্ত মহারাজ! পাশীকে বন্ধে পালন করিরা কে কবে ভাহাকে শর দিয়া বধ করে। বহু বন্ধে ঘর তৈরী করিরা কে কবে লেই ছরে আগুন লাগাইরা দেয়। বাগান করিরা সধ্যের গাহগুলি নিজ হাজের কাটারি দিরা কে কবে কাটারাছে। পূজার ঘট লাখি মারিরা কে কবে ভালিরাহে। বার অক্ষকার রাত্রে মহারাণী খরং ভাহার প্রিয়ক্তমা কল্ডাকে দান করিয়াছেন, ইহাদের কি দোব।

"পাগদিনী হৈয়া কন্যা ৰূপে ভূবতে চার বাউরা ক্যাকে ভোমার হরে রাধা লায়।"

"মহারাল, তোমার কন্যার কথা কি বলিব। খামীহারা সভী খাধীর দখা চোখে দেখুন,—সে একবার গলায় দড়ি দিতে গিরাছে, আরবার বিধ খাইরা মরিতে চাহিয়াছে। সারারাত্রি তোমার পাগলিনী বেয়েকে বে ভাবে রাখিয়াছি, ভাহা আর কি বলিব—ভাহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। অবিলয়ে বন্দী-লালায় যাইয়া জামাইকে মুক্তি দিন, আমি ইহার কই আর সহু করিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া পুণাই মুর্ছিতা হইয়া পড়িল। অসমৃত কেশ-পাশ, সেই মহিমাহিত জেলে রমনীকে দরদের একখানি জীবস্ত মুর্জির মত দেখিয়া লোকেরা ভাহার পশ্চাতে রোকভ্যনানা নিশ্চন পাবাণ মুর্জির নায় কুমারীকে দেখিতে পাইল।

রাজা সমন্তই জানিলেন। তিনি খরং কারাগারে বাইরা নিজ হতে বন্দীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে সমত বন্দীই মুক্তি পাইল।

"সমস্প মন রাজা ভাসারে চন্দের স্কলে ।
পাত্র মিত্র জনে রাজা বৃহাইরা বলে ।
রাজার আবেশে হৈল বিরার আবোলন ।
বলীখানা হৈতে মৃতি পাইল বহন ।
হাতী হিল ব্যাকা হিল আর অনী বাড়ী ।
ভাষাই ক্লাহে লেখ্যা হিল বাড়ার অনিবারী ।
বাড়ীতে বাবিরা বিশ্ব বার স্থাবী মর ।
অপবতী লইবা আবাই মার বিশ্ব হর ।

### <u> বালোচনা</u>

শ্বপবতী পালাটি সত্যঘটনা-মূলক। আদত গানটিতে যে সকল নাম ছিল, ভাছা সংগ্রাছক প্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার দের অন্ধরোধে আমি পরিবর্ত্তন করিয়া কেলিয়া কাহিনীটি আইনের চোখে নিরাপদ করিয়াছি। পালাটির ছুইটি সংস্করণ আমি পাইয়াছিলাম, একটির সঙ্গে অপরটির মূলগত সামঞ্জপ্ত থাকিলেও কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য ছিল।

একটি পালায় কথিত হইয়াছে, রাজা বাড়ী ফিরিয়া মুসলমানের হাতে কল্ঞা সমর্পণ করা অপেক্ষা বাড়ী ঘর ও রাজহ ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবেন, এই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত ত্যাগ করিয়া বাইবার পূর্ব্বে এই সভল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত ত্যাগ করিয়া বাইবার পূর্বে এই সভল্প করিলেন যে, পরদিন প্রভাতে যাহার মুখ দেখিবেন, তাহারই হস্তে কল্ঞাটিকে সমর্পণ করিয়া যাইবেন। রাজা তাঁহার অভিপ্রায় রাণীকে জানাইলে রাণী তাঁহাদের বাড়ীর তরুণ অধস্তান কর্মচারী মদনকে গোপনে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "তুমি রাজার শয়ন কক্ষের পার্থে সারা রাত্রি থাকিয়া পাহারা দিবে। রাজা দরজা খুলিলে, হাজির হইয়া তাঁহার আাদেশ প্রতীকা করিবে।"

মদন অতি স্থদর্শন, অন্ন বয়ন্ধ, কর্মাঠ ও বিধাসী লোক ছিল। এই
মহাবিপদ ঘাড়ে করিয়া অজাতীয় কোন বড় লোকের ছেলে বিবাহ করিতে
রাজী হইত না। বিশেষ বিবাহ পুব গোপনে নির্কাহিত হইবে,
বেন এ সংবাদ স্থাক্ষরেও মুর্লিদাবাদ না পৌছিতে পারে—রাজবাড়ীর
এক সামান্ত সরকারের নিশাকালে রাজকতাকে পত্নীযক্ষণ গ্রহণ ও রাজবাড়ী
ভ্যাণ এমন একটা কিছু ঘটনা নয়, বাহা লইয়া মুর্লিদাবাদ পর্যান্ত একটা
হৈ চৈ হইতে পারে, কিংবা সন্দেহের উৎপত্তি হইতে পারে। এইজভ্ রাণী উপন্থিত বিপদের মধ্যে যথাসভব স্থবিধাজনক এই ব্যবহা করিতে
ভ্রমত ইইয়াহিলেন। রাজা অতি প্রভাবে উঠিয়া মদনের মুখ দেখিয়া
ক্রিক্টেকু বিসরের ভাবে জিজানা করিলেন, "ভূমি এক জোবে আমার "আমি ৬ বংসর যাবং মহারাজার বাড়ীতে কাল করিছেছি এবং আৰি অন্তর বাড়ীতে সর্ববল যাতারাত করিয়া বাকি, মহারাজার কোন প্রয়োজন হইতে পারে—এইজয় আলেশ প্রতীক্ষার আমি এখানে আহি।"

রাজা মনে মনে কডকটা খুসীই হইরাছিলেন, কারণ পদ ও জাঙি হিসাবে অবোগ্য হইলেও মদনের অনেক গুণ ছিল। স্কুডরাং নিজান্ত বিপদে পড়িয়া এরপ লোকের হতে রূপবড়ীকে সমর্পণ করা বরং কডকটা ভাল, এইজন্য ভূত্যের অসময়ে ভখার উপস্থিতির প্রাণ্গ লইরা কালকর ও লোক জানাজানির সুবিধা না দিয়া রাজা প্রদিন রূপবড়ীর সজে মদনের বিবাহের বোষণা করিয়া দিলেন।

পালাটির এই অংশ নিতাস্তই অবিধান্ত। বহু পূর্ব্ব হইতে এরপ অনেক রূপকথা এদেশে প্রচলিত আছে যে, মৃত্তিলে পড়িয়া রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, "কাল সকালে উঠিয়া যাহার মূখ প্রথম দেখিব, ভাহার সহিত আমার কন্তার বিবাহ দিব।" এই চির-প্রচলিত রূপকথার অংশ কাহিনীটিতে জুডিয়া দেওয়া হইরাছে বলিয়া আমার মনে হয়, এই জোড়া খ্ব বেমালুম রিপু-কার্য্য হয় নাই। রাজা ঢাক-ঢোল বাজাইরা-মলনের সলে তাহার কন্তার বিবাহ দিলেন। জানাজানি হইল, স্কুডরাং মূর্ণিকারনের রোবাল্লি ভাহাতে নির্বাপিত হইবার কথা নহে, বরা বিপদ তো সমস্কই রহিয়া সেল, কেবল কন্তাটিকে একটি অপাত্রে দান করা হইল।

ভদপেকা অপর পালাটির কথিত অংশ বিচারসহ ও সঙ্গত বলিক্সা মনে হয়। ভাহা আমার এই গরে দেওয়া হইরাছে, মরমনসিংহ স্থিতিকার ছইটির অংশই দেওয়া হইরাছে।

এই গল্পে প্রদান ঘটনা অনুসারে রাণী বনং রাজার নিকটও বিষয়টি গোপন রাখিলা ছিপ্রহের রাত্রে মদনের হাতে রূপবতীকে বিলেম, "কালা তৈতা"কে (নোকার মাঝি) বলা হইল সে খেন ভাহার নৌকার বাত্রী শৃতীকন করকে কোনওরূপ কৌভূহল না বেখার, এবং ভাহারা কে এবং কোনার ঘাইডেহে প্রভৃতি না জিজানা করিয়া নদীর জেক বাঁক পরে সে ক্ষাম্প পাইছে, ভাহা লোকালর হউক, বা জিলা বনই হউক—সে নহতে বিলাম না ক্ষাম্পিলা অভি প্রাকৃত্যে ইয়াবিশ্যক সেই শ্রামে কালাইয়া নিয়া কিমিরা আলে ইহাতে রাজ-বাড়ীর কেহ, নোকার মাঝি, এমন কি রাজা পর্যান্ত এই পোপনীর বিবাহ সহকে কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। রাজা পরদিন জাগিরা তনিলেন, কন্তাটি রাজপুরী হইতে পলাইয়া গিয়াছে এবং মদনকেও পাওয়া যাইতেছে না। সকলের নিকটই বিষয়টি স্বাভাবিক বোধ হইল। মুসলমানের হাতে যাইয়া পড়ার অপেক্ষা এইরূপ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা রাজকুমারীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে, সকলেই এই কথা ভাবিল। পরদিন বখন রাজার আদেশে ঢেরি পিটাইয়া প্রচার করা হইল যে ছুই ভূজ্য ভাহার জাতি কুলে কলঙ্ক দিয়া রাজকুমারীকে লইয়া পলাইয়াছে, ভাহাকে ধরাইয়া দিলে রাজা পুরস্কার দিবেন এবং অপরাধী ভূতাকে কালীর নিকট বলি দিবেন, তখন এই রাজ-রোষ স্বভঃই হইয়াছিল, কারণ প্রকৃত ঘটনা রাজা কিছুই জানিতেন না এবং এ সংবাদ ভিনিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবও রাজার প্রতি বরং সহামুভূতি-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

রাণী কর্ত্ক রাজকুমারীকে দানের কথা অবশ্য রাজা পরে শুনিয়াছিলেন।
খড়ের আগুন যেমন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে এবং তাহা নিবিয়া
খাইতেও গৌণ হয় না, নবাবদিগের লালসায় বাধা পড়িলে যেমন সহসা
উহারা ক্রুছ হন, কতকটা সময় অতীত হইলে সে ক্রোধ আর বেশী
খাকে না। স্তরাং তারপরে মদনকে এজস্য আর কোন লাজনা সন্থ
করিতে হয় নাই।

এই পরটির আছন্ত একটা কারার হৃর আছে; নবাবের আদেশ পাওয়ার পর ছইতে রাজা ও রাণীর হৃংসহ মনোবেদনা ও ছশ্চিস্তার কথা বেশ আন্তরিকতা ও দরদ দিরা রচিত ছইয়াছে। পরটি আছন্ত কোডুহল-উদ্দীপক।

চরিত্র হিসাবে রাণবভীর চিত্রটি কোন অসামান্ত বৈশিষ্ট্য বা গুণপনার পরিচারক না হইলেও উহা একটি নিখুঁত হবি। কোন কোন হোট কুল একটা কেখা বার, বাহার সুরভি দুরের বাতাস পর্যন্ত পৌহার না; কিছ লানিলে বুবা বার কুলটি সুঝাপে ভরপুর। স্থাপবভী বে সকল ধাবভার পরটের ভিতর দিয়া কেত চলিরাহেন, ভাহার কোনটিভেই ভাহার

শুপপার টের পাওরা যার নাই। হিন্দু পরিবারের কুমারীরা অনেক সময়েই মাটার পুভূপের মঙ, ভাহাদের মনোবৃত্তি সর্কানেহা; বে পর্যান্ত ভাঙ্গিরা না যায়—সে পর্যান্ত সকল অবস্থার সঙ্গেই ভাহা নিজকে মার্কাইলা চলিতে পারে। ভাহার গভীর মনোবেদনা বা চাঞ্চল্য সহজে কুরা বার না, গভীর কুপের মত ভাহা নিমে অজতা জল-সঞ্চয় ধারণ করিরাও বাহিরের সর পরিসর উপরিভাগে সেই গভীরভার কোন লক্ষাই দেখার না।

কিন্ত বেদিন স্বামীর বিপদের কথা রাজকুমারী শুনিল, সেদিন ভাহার চিন্তের সমস্ত কারুণ্য ও ভালবাসা যেন উৎসারিত হইয়া উঠিল; এই সুকুমারী নব বর্ধটির মনে যে নীরবে কত রস-ধারা সন্ধিত ছিল ভাহার গোপন আশা ও আকাজ্ঞার কথা সেইদিন বাহির হইয়া পড়িল। ভাহার বড় সাথ ছিল সে শীতল-পাটি পাতিয়া স্বামীর সঙ্গ-মুখ লাভ করে, বিরের বাতি আলাইয়া সারারাত্রি ভাহার চক্রমুখখানি দেখিয়া কাটার,—প্রতিপ্রভাতে শিবপুজার কুলের মত বাগানের ফুল কুড়াইয়া স্বামীর জন্ত মালা গাঁথে এবং নিজে উৎকৃষ্ট শালী ধানের ভাত রাধিয়া উক্ত ধোঁয়া পানিতে থাকিতে ভাহা পরিবেশন করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়ায়—সে রাজবাড়ীয় স্বর্ণ পালয়, মণি মুক্তার অলয়ার, হাতী ঘোড়া যান-বাহন, স্বর্ণ রোগ্য-মণ্ডিত জলটুলী ঘর বা আরাম গৃহ—এসকল কিছুরই আকাজ্ঞা করে নাই, কিন্ত হিন্দু বধ্দের নিভ্ত জলয়ের যে সকল যাজ্ঞা জানাইয়াছে, ভাহা এদেশের রাজবাড়ীতে সাআজ্ঞী হইতে কুটীরবাসিনী সকল রম্পীরই অভিপ্রোধিত; এই অধ্যায়ে রপবতী বঙ্গের বধ্রুপে ধরা দিয়াছে।

ষিতীয় চরিত্র পুণাইএর,—তাহার স্থানরে রূপবতীর ক্ষন্ত বে কি
অসামান্ত শ্রীডি ছিল, তাহা রাজবাড়ীতে তাহার ক্ষেণােডিতে বুঝা যার।
গরবারের সদান্ত সৈত্ত ও গেহরকী গলের বিভীবিকা এবং সভাসন্গর্ণের
উপ্র শ্রেম-জিজ্ঞানা কিছুতেই সে ভড়কাইরা বার নাই, বরং রাজার প্রতি
ক্রোব-প্রবাধা মুধরা ক্লহকারিশীর মনের ক্ষোভ প্রাব্য ভাষারই সে ব্যক্ত

বনের কুটিরে গো রাজা অঞ্চ বিছাইব।
মাটির মঞ্চেতে • ভইরা অথে নিজা বাব ॥
বৃক্তকা বাড়ী ঘর পাতায় বাঁথিও।
সেই ঘরে অভাগীরে পদে ছান দিও ॥
ফুইজনে মিলি বন ফল কুড়াইয়া খাইব।
পাতার কুটীরে দোহে অথে গোঁরাইব॥
বনের যত পত পকী ভারা সদয় হবে।
আপনা বলিয়া ভারা আমাদেরে লবে ॥"।

আপনা বলিয়া ভারা আমাদেরে লবে ॥"।

রাজা কিছুতেই রাণীকে এড়াইতে পারিলেন না। রাণীর নাম 'স্থলা' #
স্থলারাণী রাজার সঙ্গে চলিতে চলিতে এক ঘন গহীন অরণ্যে প্রবেশ
করিলেন।

সেখানে শত শত কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছিল,

"বনে থাকে কাঠুনিয়া,
বুক ভরা দয়া মারা;
বাছ কাটে বুক কাটে,
বিকাষ নিয়া দ্বের হাটে;
শাল চন্দন ভাল ভয়াল আর বভ,
বুকের নাম আর কইব কত।
কাট বিকাইয়া থার,
এক রাজার মূলুক থেকে
আর রাজার মূলুকে যার ।

স্থুতরাং তারা এক শ্রেণীর যাবাবর জাতি।

- মঞ্চে মাচার।
- ो न्यानवा विनदाः.....नत्व छाहादा चाराहित्रत्व चानवाद कर विनदा खहन संक्रित्व ।
  - **♦ छ्ला- महरूडः "इनक्ला" मरक्र क्ला**करम ।



ভারা "বনের কল বাব। পাভার কুঁড়ার+ ভবে ছবে নিজা বার।"

ভাদের বর্ণনায় গ্রাম্য সৌন্দর্বা ও সরলভা কবি সুন্দর ভাবে সাঁকিয়া দেখাইযাছেন,

> "মূখ ভরা হাসি টাবের ধারা। না জানে হল—না জানে চাত্রী ভারা । বনে গমন বনের পথে। বাঘ ভাসুক বার সাথে সাথে। পথে পাইরা কুড়ার ফল, কুড়ার মন্ত্রের পাথা। থামিক রাজ-রাধীর সংক হৈল পথে বেবা।"

রাজা ও রাণীর সুগঠিত দেব-মূর্ত্তি দেখিয়া ভাহারা চমৎকৃত হ**ইয়া জিল্ঞানা** করিল,

"কে ভোমরা গো; ভোমরা ত নিশ্চর কোন দেশের রাজাও রাজ-কল্পা। এ ঘোর জললে ভোমরা কেন আসিয়াছ ?

এখানে "আখালেরণ খন পাথালো; পড়ে।
বাঘ ভাসুক বনে বসতি করে।
দানা আছে ভাইনি আছে।
এই বনে কি আসডে আছে 
দু
রূপে এবে বলা।
ওগো তৃষি কোন বালার করা।
তুষি কোন বালার মেরে পো, তৃষি কোন বালার বারী।
সুবি কোন বালার মেরে পো, তৃষি কোন বালার বারী।
সক্ষে ভোষার কে। একি ভোষার পড়ি 
পতি থাকিতে ভোষার একেক ছুর্গভি।"

রাখী কাঁদিরা নিজের পরিচর দিলেন।" ভোষরা বাহা ব্যক্তিল প্রায় কার্যার ভাষা আমার সকলই ছিল, এখন কিছুই নাই ; কর্ম-পুঞ্জ সমুলই আর্থিক

<sup>. •</sup> क्रेंकार-क्रियः । † जापारनय-स्टब्सः । 🛊 आवारन-वय वर्षण्यः हे

লইয়াছেন। আমার জ্বং সহিতে সহিতে শরীর হইতে জ্বং-বোধ লুপ্ত ভইয়াতে—

'কাণা কড়া সজে নাহি কি হবে উপায়।

তিন দিন উপোসী রাজা কাঁদিয়া বেড়ায়॥
সোণার না ছত্ত উড়ত বার শিরে।
গাছের পাতা দিয়া রৌক্ত বারণ করে॥
অক্তে বসন নাহি পরণে নাহি ধটি।
ভাবিয়া সোণার অক হইরাছে মাটি॥"

এই কাঠুরিয়াদের কি আশ্চর্য্য দরদ ও মমতা, তাহারা কেছ কোন
বক্তৃতা করিল না; কেছ বন হইতে নিজ বকল-বাসের পুটুলিতে ফল পাড়িয়া
লইয়া আসিল। কেছ দূর নদী হইতে পাড়ার পান-পত্রে নির্মাণ জল
লইয়া আসিল, কেছ গাছের ডাল ডালিয়া ইহাদের মাথায় বাতাস করিতে
লাগিল। কেছ বা মধুর চাক ডালিয়া মধু আনিয়া রাণীকে থাইতে দিল,
কেছ বা রাজা-রাণীর অংথের কথা তানিয়া 'হায় হার' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।
ভালাদের এতথানি দরদের পরিচয় পাইয়া :—

"রাজা-রাণীর চক্ষের জল করে। এমন সোহাগ মায় না করে।"

🐞 কেবল ইছাই নহে, পরদিন হইডে ভাহারা রাজা ও রাণীর জন্ত হর বাঁথিতে লাগিয়া খেল।

কেছ গাছে উঠিয়া কুড়ুলের কোপে বড় বড় গাছের ভাল কাটিতে লাগিল। প্ৰ-ছয়ারী বর বাঁথিল, মধ্যে মধ্যে শক্ত গালের খুঁট। লাক্ত বাড়ী ছবঁৰে,—বর উঠিল পাঁচতলা। চারিদিকে কলরব, কেছ জিজালা

<sup>•</sup> शक्ति - श्रीणः। श्रीपक्षं निक्षतियां = निकानाः, मशाः।

করিতেছে, কেছ উত্তর দিতেছে,—সকলে বিলিয়া দিন রাজ কাজ কর্মিয়া ভাছারা অন্ন-সময়ের মধ্যে বাড়ী-নির্মাণ শেষ করিল ৷

শাল গাছের পাড়া সাড় পংক্তি করিয়া রাজা-রাণীর শব্যা ডৈরী হইল:—

> "নাত পরতে শাল বুক্ষের পাডার বিছানি নেই যরে থাকবেন রাজা আর রাণী ॥"

কাঠ্রাণীদের সঙ্গে রাণী বনে যাইয়া মর্রের পাখা কুড়াইরা আনেন।

বৃদ্ধা কাঠ্রাণীরা রাণীমাকে ঘিরিয়া বসিয়া ধাকে—সেই লোকেরা

যেন তাঁর কড কালের গোলাম !

এদিকে কুড়ূল কাঁথে করিয়া রাজা কাঠুরিয়াদের পেছনে পেছনে কাঠ সংগ্রহ করিতে নিবিড় বনে যান; বনের যে অংশ চন্দনের গদ্ধে আমোদিড, রাজার সেইদিকে আনাগোনা বেশী।

অনেক সময় রাজা কাঠরিয়াদের সঙ্গে বনে রাত্রিবাস করেন।

এইভাবে রাজা তিলক বসস্ত কাঠুরিয়া বেলে সেই জঙ্গলে ৪০ দিন কাটাইলেন।

চন্দনকাঠ বিক্রম করিয়া সেদিন রাজা এক কাহন কড়ি সাভ করিয়াভেন।

ভিনি ছালি মূখে রাণীকে বলিলেন "আজ কাঠুরিরাদের নিবন্ধ করিরা থাওরান বাক্, ভূমি তো রাথিতে পারিবে ?" রাণী বড়ই আনন্দিত ছইরা রান্না অবে রাথিতে গেলেন। একখানি গামছা কাঁথে কেনিরা শ্লীলা কাঠুরিরাদেরে নিমন্ত্রণ করিরা আসিলেন এবং বাজারে বাইয়া জ্ব্যাদি কিনিরা আনিলেন। ভারপর রাণীকে বলিলেন, "এই বনে অনেক চন্দন গাছ জাঙ্কে, প্রবার কাঠ কাটিরা আমরা অনেক লোগা পাইব।"

রাণী অন্নপূর্ণার মড রাঁথিতে বসিলেন, শাল পাজ বিদ্বা আনেক্**র্জী**র "ফুলা" প্রস্তুত করিয়া ৩৬ট ব্যঞ্জন জিন্ন জিন্ন কান্তে রাখিতেন। জানপরে পারেন ও পিট্রক অনেক রক্ষের তৈরী হইল। ছুলাগুলি ভর্ত্তি হইর। পেল। উৎকৃট 'চিকনিয়া' চালের ভাত তালপাতের থালায় রক্ষিত্ত হইল, ভাহাদের পুবাসে সমস্ত বন আমোদিত চইল এবং উষ্ণ অর ব্যঞ্জন ছইতে মনোরম আণ উথিত হইতে লাগিল এবং সুগন্ধ ধোঁয়ায় কৃষার উদ্রেক করিতে লাগিল। রাণী রাঁধিয়া বাভিয়া নিক্লে ভৃত্তি বোধ করিলেন এবং কাঠুরাণীদিগকে বলিলেন, "চল আমরা এইবার নদীতে স্লান করিয়া আসি।" এক একটি মেটে কলসী লইয়া কতক কতক কাঠুরাণী রাণীর সঙ্গে চলিল।

## ছাহাক উদ্ধার ও রাণীকে লইয়া পলায়ন

কোন কুধার্ত প্রাক্ষণের অভিশাপে এক সাধুর চৌদ্ধানি মাল-বোকাই নৌকা সেই নদীর চরে আটকাইয়া গিয়াছিল, অভিধি কুধার পীড়ণে ছাত পাতিরা কিছু সাহায্য চাহিরাছিল, কিন্তু মাঝিরা মনের কুর্তিতে সারি পাছিয়া যাইতেছিল, ভাহারা অভিধির কাতর নিবেদন গ্রান্ত করে নাই।

ভিক্তিপালি চরার আটকাইরা যাইবার পর যাত্রীদের হস্ হইল।
ভথন বণিক অনেক আর্ত্তনাদ ও কারাকাটি করার কলে দৈববাদী হইল,
"ব্যোন সভী নারী ভোষার জাহাজ হুইয়া দিলে—ভাবার ভাহারা জলে
ভাসিবে।"

ৈসেই নৃদীর তীরে সতী নারীর খোঁজে যখন সাধু ব্যাকুল ভাবে সদ্ধান করিছেছিলেন, তখন একদল কাঠুরাণীর মধ্যে অলোকসামান্ত রূপনী রাষী নেই মাটে আলিয়া পঞ্জিলেন।

জাছার জাঁদের যত মুখবানি এবং সূর্ত্তিমতী পতি-পরারণভার জনত জেল বেশিয়া বাবি নালা ও বশিক সকলেই চবংকুত হইস। "কোন মাল-

144

ষহিবী এই বনে রাজার সঙ্গে আলিয়া পথ হারাইরা কাঠুরিরার্নী লাজিরাকের্ক্ট্রী সকলে এই বলাবলি করিতে লাগিল।

বণিক গলায় কাপড় বাঁধিয়া বাইয়া মূলা রাণীকে ভূমিট হইরা প্রশান পূর্বক কালিতে কালিতে ভাহার অবস্থা আনাইল। রাণী অভাবতাই কর্মশান্মী, হংশ কটে পড়িয়া এবং দরিজ কাঠুরিয়াদের মধ্যে আকিয়া লেই বভাবতঃ স্নেহ-প্রবণ প্রকৃতি আরও দয়াশীল হইরাছে। ভিনি সাধ্র ছয়শে বিগলিত হইরা প্রত্যেকটি আহাজকে কর বারা স্পর্শ করিলেন।

"সদাগরের ভিজি রাণী পরশ করিল। চোক্থানি ভিজা অমনই ভাসিল উঠিল।"

কাঠুরাণীরা অবাক্, মাঝি মাল্লারা অবাক্, বণিক রাণীর পারে পঞ্চিলা তাঁহার প্রদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইল। কিন্তু মাঝিরা তাঁহাকে বলিল, "প্রাভু, দরিয়ার বিপদ আপনার অবিদিত নাই, আবার এই সকল মাল বোকাই ডিজি যাইয়া কোন চরায় ঠেকে তাহার ঠিকানা নাই, এই দেবীকে আমরা কিছুতেই ছাড়িয়া যাইব না।" সাধুর অনিজ্ঞা সম্ভেও মাঝি মালারা জোর করিয়া রাণীকে ডিজায় তুলিয়া লইল।

রাণী বিপদে পড়িয়া কর্ম-পুরুষের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"এই পুরুষগুলি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিরাহে, হে দেবতা তুমি কৃতৃকুঠ দিয়া আমার রূপ ধ্বংস কর, আর যেন কেছ আমারে না ছোঁর।"

যখন মানিরা ডিলা বাহিরা চলিয়া গেল, তখন কাঠুরানীবের দিকে চাহিরা রাশীর কি মর্নান্তিক কারা! "আমার পাগল রাজাকে ডোমরা চারাটি খাওরাইও। বড় সাধের ভাত ব্যেহন পড়িয়া রহিল, কাঠুরিরারা রাজি ও ক্ষার্ভ হইরা আসিয়া কি খাইবে, কে পরিবেশন করিবে? রাজা হরড ক্যা ড্লাক্রেন, খাইতে চাহিবেন না,—তোমরা আমার প্রাণ-পতিকে বাঁচাইয়া রাখিও। ডোমাদের মনের রেছ আমি জানি, আমি রাজ্যমার হইয়া পাতার বিহানার রাজ্যম্ব পাইয়াহিলান, আম বিশাজ জাই ক্রিয়া লইলেন, এই রৌজ আহাল কোন্ বুর কলক্রের কিকে বাইজেই, আরা আমি লা। আমি আর আরার ক্রির মুব্বানি কেবিব না, ভোনরা- ক্রারাক ক্র

বিশ্বন্ধন, অস্তরক্ষ—তোমাদের মুখ আর দেখিব না, তোমরা আমাকে ছাখের সমুদ্রে কেলিয়া চলিলে।" বিলাপের মূর চেউএর উপরে বছ দূর পথে ভাসিয়া আনিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে রাণী আর সহচরীদিগকে দেখিতে পাইলেন না, তখন সাধুর দিকে দৃষ্টি পড়িল; তিনি যোড হন্তে কর্ম-পুরুবের উদ্দেশে বলিলেন "এই সাধু রাক্ষস, কি দোষে ভাগ্যহীন, রাজ্যহীন অভাগীর সর্কাশ্রের মুখ হইতে বঞ্চিত করিল? আমার পাগল স্থামীর সক্ষ হইতে আমাকে কাড়িয়া লইল? হে দেবধর্ম—তুমি আবার চরায় এই চৌদ্দ জাহাজ ঠেকাইযা দাও।" কর্ম-পুরুব তাঁহার কথা ভনিলেন, তাঁহার প্রাথনায় তাঁহাকে কুন্ঠ রোগ দিলেন। তাঁহার রূপের বনে আগুন লাগিল, তাঁহার হাত পাখসিয়া পড়িতে লাগিল এবং সমুদ্রের মধ্যে সহসা এক চরা পড়িয়া চৌদ্দ জাহাজ প্রলয় শব্দে তাহাতে আসিয়া ধাকা খাইল এবং শরাহত প্ররাবতের মত কা'ত হইয়া একদিকে ভইয়া পড়িল।

মাঝি মাল্লাবা ইহার পূর্বেই এই রমণীর দৈব-শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, এবার হতবৃদ্ধি হইয়া বলিল—"এক মুহূর্বও আর ইহাকে ডিঙ্গাতে রাখার প্রয়োজন নাই, নতুবা বিপদের অস্ত থাকিবে না। এখনই ইহাকে নামাইয়া দেওয়া হউক।" তাহাদের আর রাণীকে স্পর্শ করিতে হইল না, রাণী স্বয়ং বৃহ্ব কটে নেই অক্তাত প্রদেশের সিকতা-ভূমিতে নামিয়া পড়িলেন।

# রাজার কাঠুরিয়াদের কুটির ত্যাগ, ও নুতন রাজার মূলুকে প্রবেশ এবং রাজকন্যাকে বিবাহ

় রাজা ডিলক বড় আনম্পে বন হইতে বাড়ী কিরিয়াছেন; আজ অনেক চন্মন কাঠ পাওয়া গিয়াছে, "রান্ধী দেশ আসিরা, আজ বড় সাভেয় কাঠ ফাঁচা ইইরাছে। দুন্ন নগরে এই কাঠ সোনার বিক্রি হইবে। আছা কাঠুরিরাদের বড় কুথা পাইরাছে, রারার আর বিলম্ব কড়, ছুবি ডাড বাড়িরা রাখ, আমরা স্থান করিরা আসি।" এই বলিরা রাজা রাজা ব্যৱেষ কাছে দাঁড়াইরা রাশীকে ডাকিতে লাগিলেন। কে উত্তর দিবে ? পাগলেম মত রাজা এদিক্ ওদিক্ পুঁজিতে লাগিলেন। কাঠুরাশীরা তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল, তাহাদের চকু অঞ্চপ্লাবিত, তাহারা একটা কথা বলিতে যাইরা আর বলিতে পারে না, 'হার' হরিয়া কাঁদিতে থাকে।

রাজা পাগলের মত হইয়া গেলেন, তিনি বিলাপ করিয়া বলিলেন ;—
"আমি রাজ্যহারা হইয়াও এই বনে রাজ্যত্বধ পাইয়াহিলান, আমার পাতার
বিহানা আজ ধালি হইল, আমার বাড়া ভাতে কে হাই দিরা গেল ? এই
পাতার কুটির, আমার বড় আদরের, কিন্তু এখন আর ইহাতে আমার
প্রয়োজন নাই:—

"বাহার হুথের লাগি কাটিভাম কাঠ। বে জন আছিল আমার হুথের রাজ্য-পাট॥ আর না থাকিব আমি এই গহিন বনে। বিদার দেও কাঠুরিয়া বাব অক্ত হানে।"

এই কথা শুনিয়া কাঠ্রিয়াদের বসতি-ছানে কারার রোল পড়িয়া লেল।
ভাহারা রাজাকে অনেক ব্যাইয়া শুঝাইরা সাখনা করিতে চেটা পাইল,
রাজার লোকে আর রামীকে হারাইয়া ভাহাদের মন অলিয়া পুড়িয়া খাক্
হইরা যাইতেছিল। ভাহারা বলিল, রাত্রি প্রভাভ হইলে ভাহারা নানা দিকে
দল বাঁধিরা রামীর খোঁজে বাহির হইবে, এবং বেরূপে পারে ভাহাকে
খুঁজিয়া আনিবে। রাজার সে সকল কথা কাপে পেল কিনা কুঝা
গেল না।

ভাঁহার সে পর্ণ কৃটির-—রাজবাড়ী-—একটু দূরে ছিল, ডিনি শেব রাজে সেই পাডার গৃহে আগুন লাগাইরা দিলেন, এবং নিজে একদিকে চলিরা গেলেন, কাঠুরিরারা আর ভাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

ভাহার৷ প্রাতে উঠিয়া "হার ! হার ! পাণল রাজ্য গোল কোন্ধান্ধারে 🚰 বলিয়া কাঁকিতে লাগিল ৷ আর এক রাজার মূপুক। মস্ত বড় রাজা, তাঁহার বাড়ীর হাজার ছ্রারে হাজার কোটওয়াল থাড়া; হাতী-ঘোড়া, দাস-দাসী, সৈশু-সামস্তের অন্ত লাই। সাড হেলেও এক কন্সা। কন্সা পরমা স্থলরী, চারিদিকের কাজপুত্রেরা ডাহাকে বিবাহ করিতে চায়, কিন্ত রাজার কাহাকেও পছন্দ হয় না।

একদিন রাণী সোণার গাড়ুতে রাজার ঘরের শীতল জল আনিতে কক্ষাকে বলিলেন, দাসী-পরিচারিকাদিগকে না বলিয়া কন্যাকেই জল আনিতে রাজার ঘরে পাঠাইলেন। ঘুমের ঘোরে একটি চোধের কোণে রাজা ভাহাকে দেখিলেন, দাঘল কোঁকড়ানো চুলে মুখ আছের ছিল—রাজা তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, নিজ কন্যাকে রাণী বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহাকে পরিহাস করিলেন। কুমারী লক্ষায় পলাইয়া গেলেন। রাজা ভখন নিজের ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়া বড়ই লক্ষিত ও অমুতপ্ত হইলেন। ভিনি ছির করিলেন, "মেরে এত বড় হইয়েছে তাহা জানিভাম না। আর বিলম্ব করিলেন, কাল প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিব, ভাহার হাতেই কন্যাকে সমর্পণ করিব।"

রাজার ফুল বাগানের মালীর অমুখ, কে যেন তরুণ যুবক ভাহার ছইয়া ফুল বাগানে কাজ করিভেছে,—দেখিতে দেবতার মত মুদর্শন, শরীরে দেবতাদের মত জ্যোতি:—একি কোন দেবতার অংশ ? লোকে কেউ মুক্তিত পারে না, রাজ-বাড়ীতে এ নুতন মালী কে ?

त्म मिन

"সকাল বেলা বাগানে স্কুল কোটে। আসহানেতে ক্র্যু ওঠে।"

রাজা অভ্যাস অনুসারে প্রভাবে উঠিয়া বাগানে গিয়াছেন, প্রথমেই সেই সূক্তন মালীর সঙ্গে তাঁর কেখা ছবল।

> "রাজার ছুই জোপ বাহিরা গড়ে বরিরার গানি। এত বেছে°় ভার্গরে কভা হৈল যালীর বর্ত্তী।†

कं अक दब्दक् - अक विकास कविता क्यान्य । 🕈 वस्त्री - वृत्तिकेश

যাহা সভল্ল করিয়াছেন, ভাহা ভাজিতে পারেন না। দৈব নির্বছে লেই
মালীর সঙ্গেই রাজকুমারীর বিবাহ হইরা গেল। রাজা বজিলেন—"আবার
বড় আগরের বড় সোহাগের এই পবনকুমারী,—যাহা অগৃত্তে ছিল, হইরাছে।
কুমারী বেন ভাঁত কাপড়ের কট না পায়।"

বিবাহের কোন অনুষ্ঠান হইল না,—কিন্তু কন্যা সমর্পুৰ হইরা পেল।

<sup>খ</sup>না বান্ধিদ ঢোল, না বান্ধিল দগড়া, না **অলিল বান্ডি**। অভাগা মালী হৈল রাজক্**রার পতি।**"

রাজা ত্কুম দিলেন—"বাহির ভাণ্ডারের ধান-চাল, মালীর গোলা **ভর্তি** করিয়া দেওয়া হউক।"

> "রাজার ক্রন্সনে পাবাণ গলে। রাণীর ক্রন্সনে ধরিয়া ভালে।"

মালী অনেক ছঃখ করিয়া রাজকুমারীকে বলেন-

"কোন্ সে নিঠুৰ বিধি আমাৰ আনিল নগৰে।

চাঁদের সমান রাজ-কভা ছংগ বিশ্বাস-ভাবে।

বে অংক কুলের বা সহেনা কুমারী

ননীর কেতেতে ডোমার মণার কাম্ভি।

ডোমার বাপের বাড়ীতে কভা বিলিমিল মণারী।

'থেংড়া চাটির' বিছানার বহিষাছ পড়ি।"

রাজ-কক্তা আঁচলে চক্ষু মৃছিয়া বলেন---

"আমার লাগিরা পতি নাহি কর ছব।
তুমি বার আছ পতি তার সব ছব।
ছই হত তোমার পতি আমার কবিলা।
তোমার সোহাগের তাক আমার কবিলায়।

এই সকল অতি প্রাচীন পালা গাবের অংশ হ**ইতে টের পাওরা বার যে লেরজন** অহকৃতি ও করণ রসাত্মক রচনার বাবানী নরনারী বহনুবর্<mark>ধই অঞ্চল বইনারিজন ।</mark>

<sup>•</sup> रहाना – हुन ।

ভোমার পাষের ধ্লা অক আভরণ।
ভূমি আমার হীরামণি ভূমি সে কাঞ্চন।
নয়নের কলে পতি ভোমার পা ধোরাই।
নেই পা' মুছাইয়া কেলে বড় ভৃতি পাই।
নেই ত ধোরা পানি কেলে শাচি তেল।
মা বাপের প্রীর হুথ নাহি চায় দেল॥
ভোমার চরণ পতি আমার উত্তম বিছান।
ধরম করম † ভূমি জাতি কুলমান।"

রাজকুমারী এইরপ কথাৰ মালীর মনের আলা দূর করেন। তাঁহার বৃহৎ ধানের গোলার সমস্ত ধান পবনকুমারী প্রার্থী দরিজদিগকে বিলাইয়া দেন এবং এমন মধুর বাক্যে তাহাদিগকে আপ্যাযন করেন যে তাহারা আর রাজ-বাড়ীতে যায না, "মালীরাজার" বাড়ীতেই ভিক্ষা কবিতে যায়।

এদেশের মেরেরা কথার কথার যে সকল ভাব প্রকাশ করিতেন, সেই ভাষার জাতীর ভাগার হইতে বৈক্ষর, শাক্ত, বৃতিন, পালা গানরচক প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর বাদালী ভাব-সম্পদ আহরণ ক্লীবিষক্ষা। উনবিংশ শতাবীর কবি কৃষ্ণকুমণের "ভরত মিলন" হুইতে নিয়নিধিত অংশ উদ্ভ করিরা শেখাইতেছি যে এই রচনা প্রাত্তর্বিষ্ঠি মাত্র।

"ভাই পক্তরন, কররে ধারণ এই আমার গলমতি হার,
আমার হিয়ার আভরণ শ্রীরাম চরণ, এছার হারে কি কাল আর।
আমার কর্ণের কৃষ্ণ প্লে নেরে,
আমার বিরে ভটা বেঁথে গেরে।
আমার কর্ণের ভ্রণ—নাম সকীর্তন,
আমার বিরি মৃত্ট পুলে নেরে
পিরে ভটা বেঁথে বেরে
গ্রেম্ব শীতল পদ পর্যবিরে আছে পথের ধূলা শীতল হরে,
আমার অদে যেথে বেরে।"

<sup>•</sup> दिन - सरह ।

<sup>+ 484</sup> **48**4 <del>4</del> 44 44 1

### রাজকুমারদের ষড়যন্ত

রাজার সাত পুত্র বসিয়া যুক্তি করে। বাগানের মালী, সে হইল কিরা "মালী রাজা"। বড় মামুষ হইয়াছেন, আমাদের চৌকপুরুবের ভাগার হু'হাডে পুটাইয়া দিয়া প্রজাদের মধ্যে নাম কিনিডেছেন, এত বড় আম্পর্কা। বুড় রাজা না থাকিলে আজ ওকে দেখাইয়া দিতাম।" ভাগারীদিগকে ভাকাইয়া আনিয়া রাজপুত্রেরা হকুম দিলেন, ভাগার হইতে এক কণা জিনিবও বেন মালীর বাডীতে না যায়। ভাগারে তিনটি তালা পড়িল, তাহার এক তালার চাবি রাজকুমারদের হাতে।

সমস্ত কথা মহিষী শুনিলেন, মেয়ের জন্ম তাঁহার প্রাণ দরদে ভরিরা গেল। তিনি নিজ দাস-দাসীকে বলিলেন, "সংসারের জন্ম বে সকল জিনিষ রোজ রোজ আসে, তাহার কুন্দ কণা যা' থাকে, তাহা স্কাইরা আমার কন্যাকে দিও।"

> "নুকাইয়া তারা নিত্য দেয় ক্ষুদ ক্ষীি" এক কোণা ভয়ে পেটের—ক্ষার এক ধাকে উপা।"#

রাদ্রকন্যার ্ছ:খ নাই—মুখে তার হাসি।
দরিজ প্রকারা এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানে না। তারা রোজ
যেমন আইলে, আজও তেমনি আসিয়াহে:—

"তথনও ডো সতী কছা কোন কাম করে। অবের বত গয়না গাটি বিলায় সবাকারে। কর্ণের না ক্-িয়ুল, হায় বে গলায়। একে একে করে কড়া ভিকুক বিলায়।

একদিন মহা অনর্থ উপস্থিত হইল।

छेना - चण्न, अक्तिरकत्र त्मष्ठ तृत इद, चमत्र विष्णत्र चुना वार्किता वार्व ।

**ক্ষিপুরুৰ আবার এক বৃদ্ধ প্রাহ্মণের বেলে উপস্থিত হইয়াছেন, অভি-**শালের বার বছর প্রায় যায় যায়।

ব্যাহ্মণ ভিক্ষা চাছিল, সোণা রূপা নয়, ধান চাল নয়, পায়স পিটক নয়, বাজী হল নয়।

ভবে কি ? রাজকুমারী বলিলেন, "এই পা খুইবার জল দিতেছি, পা খুইরা বিশ্রাম করুন, আমাদের ত বাবা কিছুই নাই। শেষ কুদ কণা পর্যান্ত গরীব প্রজাদের বিলাইরা দিয়াছি। আমার স্বামী আস্থন, তিনি কোন দিন অতিথি অভ্যাগভদিগকে নিরাশ করেন না। অবশ্য একটা ব্যবস্থা করিবেন, আপনি একটু অপেকা করেন।"

বান্ধণ বলিলেন, "আমি সমন্ত পৃথিবী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইডেছি, কিন্ত আমার প্রার্থনা কেছ পূর্ণ করিতে পারেন নাই—

> "কেউ দেয় ধন রত্ব, কেউ দেয় কড়ি। কেহ বা ভাড়িয়ে দেয় গালি মক্ষ পাড়ি। আমার মনের ভিকা কোথাও না পাই। কড রাজার মূলক ঘূরি কড দেশে বাই।

"ঐ যে রাজবাড়ী, ওইখানে ভিক্না মাগিতে গেলাম, তাঁহারা এই মালী-রাজার বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন ওখানে যাও মালী রাজা বড় দাতা।"

> "হেন কালে মালী রাজা ঝাড়ু কাঁধে লইরা। আপন কুঁড়েডে দেখ লাখিল হৈল আদিরা।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আঁমি ক্ষম, আর কিছুই চাই না :---

"কড়ি তথা নাহি চাই কিখা খন্ত ধন। ভিত্তক সে খান চাৰ খাছের নয়ন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "বার বংসর গেল—এই অছেন রাত্রি প্রভাত ছইল না, বে জাঁবার—সেই জাবার। তুমি আমাকে চন্দু লাও।" রাজা পাগলের মড চন্দ্রাইকে ভাইলেন, ভারপরে বলিলেন ঃ— "মালী রাজা কচে, তন বলি বে ভোষারে। মাছবে প্রাণীর চকু নাহি বিতে পারে ॥"

"তথাপি যদি ঠাঞুরের দয়া থাকে ভবে চকু পাইবে।" এই বলিয়া—

"কাটারী নইয়া চকু উপাড়িয়া কেনিল।
নেই চকু নইয়া ভিক্কক আক্ষণ অনুষ্ঠ হইল।
ভিক্ষা পাইয়া আক্ষণ হইল বিদায়।
বড় হুংবে রাজ-ক্ষা করে হার হায়।
বীডল ভূকারের জলে রক্ষণার মুছে।
এড হুংব অভাগীর কপালেডে আছে।
মালী রাজ। কছে ক্ষা হাসি মুবে রহ।
কর্মাপুক্ষ দিলেন হুংগ হাসি মুবে সহ।

সাঞ্চনেত্রা রাজকুমারীকে পুনরায় মালীরাজা বলিলেন:-

"দান কৈয়া বেবা পাইল অভরেতে ছব।
তার দান বিদল হৈল—বিবাতা বিমুধ।
ভান গো রাজার ঝি না কর ক্রন্সন।
ক্থ বদি চাও কর ছাথের ভজন।
ক্থ বদি পাইতে চাও ছাথ আগন কর।
সাধনের পথে চল তবে পাইবা বর।"

এখন অন্ধ পতি কোন কাজ আরু করিতে পারেন না। রাজকুষারীর স্কল কাজই নিজের করিতে হয়।

সাত রাজবধ্ কুমারীর কট দেখিরা হাসে। কিন্ত কোন রিবার্ট বড় ও স্থানর দু--একদিকে বধুরা পরিহাস করিডেছে,---অপর দিকে.--

> "ৰত হৃথ পাইৰ কন্যা হিবা বিছে পেল।" পৰনেৰ কাপড় নাই, দিবে নাই লৈ তেল। এক হাতে ভূল্যা লং—আকৰ্মনৰ বৃদ্ধি 'আৰ এক হাতে মূহে কন্যা ই'সঞ্জান বাহি।"

श्रापी बाह्मन, किन्न ठाँत किन्नू कतिवात माधा नारे।

"ভাঞারেতে আছে ধন—সাত ভাইএর তরে।
কাণা কড়ি কুমারীকে দিতে নাহি পারে।
মারের কাদন দেখি বৃক্ষের পাতা করে।
মার সে কানে বিয়ের বেদন আর কে কান্তে পারে।"

রাজপুরীতে কতা কাঁট দেয—এটা তাহার মালী-স্থামীর কাজ—মালী-রাজা অন্ধ, স্ত্তবাং একাজ তাকেই করিতে হয়। বধ্রা মুখ টিপিযা হাসে।

একদিন রাজবাজীতে ঢোল-দগরা, কাডা-নাকাডা বাজিযা উঠিল, অধ্ব মালী রাজ-কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল বাছা-ভাণ্ড কেন।" পবনুক্তারী বলিলেন—"সাত ভাই শিকারে যাইবেন, তাহারই উছোগ চলিকৈছে।" অদ্ধ স্বামী বলিলেন "আমারও শিকারে যাইতে ইচ্ছা ছইডেছে। বছদিন হরিণের মাংস খাই নাই, তুমি মহারাজের কাছ থেকে একটা ধুমুক্ত ও শন্ধ-ভেদী বাণ আমার জন্ম লইয়া আইস।"

রাজকুমারী বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইযাছ ? তুমি অন্ধ, অশক্ত,—
কি করিয়া তুমি বনে জঙ্গলে যাইবে ? বাছ ও হরিণ তুমি চিনিবে কি
করিয়া ? হরিণের মাংস খাইতে চাহিতেছ—

"সাত ভাই আনিবে বড হরিণ মারিরা, কিছু মাংস দিব আনি চাহিরা বাগিরা।"

তাঁহার পা ধরিয়া কুমারী কাঁদিতে লাগিলেন—জঙ্গলে বাইতে কিছুতেই ক্ষতি দিকোই নাঃ—

"বুঝাইলে প্রবোধ নাহি মানে আছে রার। তাবিয়া চিভিয়া কতা বাণের আলে থার। তন তন বাণ আপো কহি বে তোষারে। ' আছ না আয়াই তব হাইবে শিকারে। ' আছ আয়াই তোষার কইবা বিলা যোরে। শব্দত্বী বাশ আর ধছু-দেও- তারে।" "কভারে কেবিরা রাজা কাঁরিতে লারিল। এত লোহাগের কভার এত হুংব ছিল। রাজা বিলেন শবডেদী ধছু আর ছিলাও। এরে লৈয়া অভবাজা পছে বাহিরিলা। আগে আগে চলে বাভ মহারোল করি। বাভ তনে চলে রাজা বনপথ ধরি।"

# সুলারাণীকে পুনঃ প্রাপ্তি, অন্ধের চকু-লাভ

সাত্দিন রাজপুত্রের। বনে বনে শিকারের জন্ম খুরিলেন, কিন্ত আনন্ত্রী দৈব, একটি শিকারও মিলিল না। রাজপুত্রেরা পরিজ্ঞান্ত হইরা পড়িলেন; এত ধুমধাম করিয়া শিকারে আসিরাছেন, একটি হরিণও লইরা যাইতে পারিলেন না। শৃশ্ম হত্তে বাড়ী ফিরিবেন কির্মেণ ? কি লজা।

এদিকে অন্ধ রাজা হাডড়াইতে হাডডাইতে বনে চলিয়াছেন। পাডার উপর বস্ বস্ শব্দ শোনেন, হরিণ কি বাঘ বৃন্ধিতে পারেন না। শব্দজেদী বাণ হোড়েন; তীক্ষাগ্র বাণে পাধর পর্যান্ত কাটিয়া বায়, বৃক্ষের কাণ্ড কর্মিত হয়, কিন্তু কই শিকার কিছুই মেলে না। হঠাৎ রাজার পা একটা কিছুর উপর ঠেকিল। একি মানুষ না কোন জানোরার ?

বে মৃহুর্থে রাজার পা গায়ে ঠেকিল, সেই মৃহুর্থে স্থলারান্টর কুড়-সূর্থ্ দুর হইল,—তথ্য সোণার বর্ণ উজ্জল হইয়া উঠিল, বেমন ছিল, ডেমনই। এদিকে সেই মৃহুর্থেই রাজা চোখের দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন,— ভাঁছাদের হুংখের দিন অবলান হইয়াছে; আজি অভিশাপের খাদল বর্ষ উন্ধীর্ণ হইয়া সিয়াছে। রাজা ভাঁহার প্রাণের প্রাণ স্থলারান্টকে পাইয়া বেন হাতে খর্ম পাইলেন। রামী কাঁদিয়া সেই স্বাণরকৃত লাছনা, জাঁহার

<sup>•</sup> हिना- ७१, बहरण्य नरक रव हायकाय क्षेत्र बहरू 🏰 .

কুঠরোগ গ্রহণ প্রভৃতি বছ দ্বিনের ছ্যথের কথা বলিলেন, সেই আর্থ-প্রতিমাকে আলিলন-বন্ধ করিয়া তাঁহার চোথের জল মুছাইতে মুছাইতে রাজা তাঁহার নিজের ছাথের কথা ভূলিয়া গেলেন।

রাজা বলিলেন:---

"ওন ওন হুলারাণী না কাঁদিও আর।
তোমারে পাইলাম যদি রাজ্যে কিবা কাজ।
বনেতে থাকিব মোরা বনের ফল থাইয়া।
কোন জনে পায় নিধি এমনই হারাইয়া।
কোথার জানি কাঠুরিয়া মা বাপ কেমন জানি আছে
একবার মনে হয় যাই তাদের কাছে।"

চকুমান রাজা ৭টি হরিণ শিকার করিলেন। তারপর এক বৃহৎ দারুক গাছের মূলে তাঁহারা হর-পার্বতীর মত বসিলেন।

### উপসংহার

সাভ ভাই তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই বন আলোকিত করিয়া এক দেব ও দেবী। তাহারা বলিল "আপনারা কে ? আমরা একটি ছরিণ পাই নাই—আপনারা এতগুলি হরিণ পাইলেন কোখায় ?"

রাজা ভিলক বসস্ত বলিলেন "ভোমরা আমাকে চিনিভে পারিভেছ না ? ভাল করিয়া নজর করিয়া দেখ।" তখন ভাহারা ভাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া চিনিল এ যে ভাহাদের মালীরাজা। এরপ তথ্য-কান্সনের বর্ণ ই বা কোখায় পাইল, এমন রাজকুমারের মত সুগঠিত, সুদর্শন মূর্জিই বা কোখার পাইল ?

মালীরাজা ভাহাদিগকে সেই সাডটি হরিণ দিলেন।



"ভ্ৰ'ব তে ভিলক বায় কোনু কাৰ করে। শেষণ পায়াইয়া দিল কল্পা আনিবারে॥

কিন্ত সাত ভাই বড়্মন্ত্র করিতে লাগিল। "এই ব্যক্তিকে হরড কোন বনদেবতা কুপা করিয়াছেন। বাড়ী কিরিয়া নালী নিশ্চমই আনানিবকৈ হত্যা করিয়া আমাদের পিতৃরাজ্য দখল করিবে; আমর্রা উহার উপর বে সকল অত্যাচার করিয়াছি তাহা ত মনে আছে, সুভরাং উহাকে বারিয়া ফেলিয়া হরিণগুলি লইয়া বাড়ী ফিরিয়া বাওয়া বা'ক।"

তখন সাতটি ধমুক হইতে অবিরত বাণ-বৃষ্টি হইঙে লাগিল। রাজা বসস্ত রায় মহাবীর, তিনি অনায়ানে শব্দভেদী বাণ বারা তাহাদিমকে একবারে আছের করিয়া ফেলিলেন। তারপর সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিরা তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিলেন, এবং নিজের আঙ্গুলের জ্রীআটে খুলিরা তাহা উত্তপ্ত করিয়া খ্যালকদের প্রত্যেকের কপাল দাগিয়া দিলেন। বন্ধন খুলিয়া দিয়া তিনি সেই সাতটি হরিণ তাহাদিগকে দিয়া জ্রীআটে খুলিয়া ফেলিলেন,—বলিলেন, এই "শ্রীআটে তোমরা তোমাদের ভগিনীকে দিবে—ইহাতে আমার পবিচয় লিখিত আছে।"

লাঞ্চিত ও অপমানিত ভাতারা রাজধানীতে যাইয়া প্রচার করিলেন, মালীরাজাকে জঙ্গলের বাবে থাইয়া ফেলিয়াছে। ভিনিনী প্রনকুমারীকে বলিলেন, "আমাদের পিতা তোমার হুবমণ হইয়া এমন সোনার প্রতিবাকে মালীর হাতে দিয়াছিলেন, তোমার কপালে যা লেখা ছিল, ভাহাই হইয়াছে, আমরা কি করিব? বাবের মুখ হইতে আমরা "বিজাটে" কাড়িয়া রাখিয়াছি; মৃত্যুকালে মালী এটি ভোমাকে দিতে কলিয়া নিয়াহে ইহাতে নাকি তাহাব পরিচয় লেখা আছে। এই সকল ছুথের বার পিভাই দোবী—

"এমন সোনার পদ্ধ মধুতে ভরিয়া। বর না জুটিল এক ছুট গোবরিয়া।"÷

রাজকুমারী কডকটা শোকার্ডা হইয়াও জ্রাতাদের সকল কথা বিধান করিলেন না।

মধুতরা এমন কোষল বর্ণ-পদ্ধ নির্দিত হইরাছিল, ভিত্ত ইহার বয় নাভি
একটা সোবরা পোকা তইল।

তিনি ঞ্জীআংটির বিবরণ জানিতে পারিয়া তিলক-বসম্ভের রাজধানী পুঁজিতে অনক্ষমনা হইয়া বনের পথে ছটিলেন।

প্রথমতঃ তিনি কোন্ পথে যাইবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, যেমন ছুটিয়া যাইবার পূর্বেক কাল-বৈশাখী ঝড় খানিকটা স্তম্ভিত হইয়া থাকে, "ছুটিবার কালে যেমন কাল-বৈশাখী বা;" তার পর বন, জলল, বাদাড়, লোকালয় কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না, উন্মন্ত বেগে এক পল্লী হইতে অহা পল্লী অভিক্রেম করিয়া চলিলেন।

এই যে রাজা তিলক বসস্তের রাজধানী! তিনি আবার আসিয়া অরাজ্যে স্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পবনকুমারী রাজবাড়ীর ধোপার বাড়ীতে যাইয়া তাহাদিগের শরণ লইলেন, তাহারা সেই অপরপ রপলাবণ্যসম্পন্না কল্যাকে আত্ময় দিল। রাজ-রাণীর কাপড়গুলি পবনকুমারী স্বয়ং কাচেন। একদিন সেই ধৌত কাপড়ের ভাঁজে তিনি প্রীআংটিটী রাখিয়া দিলেন। স্থলারাণী সেই আংটিটী রাজাকে দেখাইলেন। রাজা অন্থসকান করিয়া জানিলেন, তাঁহার ধোপার বাড়ীতে "রূপে লক্ষী—গুণে সরস্বতী" একটি মেয়ে আসিয়াছে। রাজীর কাপড় সেই কাচে ও কাপড়ের ভাঁজে জ্বিআংটি সেই রাখিয়াছে।

রাজা নানা মণিমাণিক্যখচিত চোদোলা খোপার বাড়ীতে পাঠাইলেন।
মুক্ত চোদোলার প্রজারা দেখিতে পাইল, ইনি বিতীয় স্থলারাণীরই মত এক
রূপের প্রতিমা। রাজা অঞ্সর হইরা তাঁহার কাছে যাওয়া মাত্র পবনকুমারী পতির পদে লুটাইয়া পড়িলেন। রাজা তাঁহাকে আদরে হাত ধরিয়া
উঠাইয়া স্থলারাণীকে বলিলেন, "ইহাকে গ্রহণ কর, ইনি জীবনে ডোমা
অপেকা কম হুংধ পান নাই।"

"धरे कथा छनिया क्ला हिन चालिका। वरेटन वरेटन र'न धरे नभन्नी यिनन। जाताम राटकट दन यानिका वजादेन। क्रे डाटर माक्यूरी উच्चन रहेन।" যথা সময় প্রনকুমারীর পিতা সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন। ভিনি স্বীয় রাজ্য চুই ভাগে বিভজ্জ করিয়া অর্জেকাংশ রাজা বসস্তুকে বৌতুক দিলেন।

#### বালোচনা

এই গানটি সম্বন্ধে আমি পূর্ববন্ধ গীভিকার ভূমিকায় (৪র্থ বঙ্গে বিভীর সংখ্যায়) যাহা লিখিয়াছিলাম, এখন সে সম্বন্ধে কভক্টা মডের পরিবর্ত্তন হুইয়াছে।

আমার মনে হয—সংগৃহীত পালাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীনভম, এই গল্লটি তাহাদের মধ্যে অহাতম। অবশ্য এই গল্পের মধ্যেও পরবর্তী কালেরও সংযোজনা কিছু প্রবেশ করিয়াতে, কিন্তু প্রোচীনভম অংশগুলি অভি স্পাইই বৃথিতে পারা যায়।

প্রথম কথা, ভাষা ও পশুরচনার রীতি। এই যে ব্যক্তরা হন্দ-রীতি, ( বাহার অক্সরের সংখ্যার কোন ঠিক নাই, অধচ পড়িবার সময় ব্যবর্গ ও লঘু শুরু মাত্রার উচ্চারণের দরুন—বেশ মানাইরা বায় ), পড়িতে কোন কই হয় না,—ভাহা এদেশের পশু রচনার অভি প্রাচীন রীডি।

> "বনে থাকে কাঠুরিয়া বুক ভরা হয়। মাছা।"

এই ছটি ছত্তের প্রভ্যেকটি আট অক্ষর, কিন্তু সর্ববদা এই নিয়ম নাই—
"কাঠ বিকার গার,
এক রাজার মূল্ক হতে অপর রাজার মূল্কে বার ৪"

সাধারণ নিরম—ক্রত ছল। বর করেবটি অকরেই শেব; বিশ্ব কোন কোন ছানে পংক্তিগুলি অবধা বিলম্বিভ চইরা দীর্ঘ চইরায়েছ, আৰচ স্থান লাজনেটানিয়া আনিয়া শেবে সেই বিলম্বিত পংক্তি ঠিক সময়ে গানের মতই সোমে আসিয়া পৌছে। তাল ভঙ্গ হয় না;—এই পদগুলিও সেইরূপ, কোন ছত্র ছোট—কোন ছত্র দীর্ঘ, কিন্তু ভাহারা প্রায় সর্ব্বদাই তাল রক্ষা করিয়া চলে।

ইহাই আমাদের প্রাচীনতম পশ্ব রচনার রীতি—খনা ও ডাকের বচনে এইরূপ রচনা অঞ্জপ্র ।

"বদি বরে আগনে,
রাজা নামেন মাগনে।
বদি নামে পোবে,
কড়ি হয় তুবে।
বদি নামে মাবের শেব,
ধজ রাজার পুণ্য দেশ।
বদি নামে ফাস্কনে,
চিনা কাওন হয় বিওপে।"

ভাক ও খনার বচনে প্রায় সর্করে এই রীতি অলুস্ত হইয়াছে। ছেলে-ছুলান ছড়া ও ঘুম-পাড়ানিয়া গানেরও কতকটা এই রীভিতে রচিত ;— মেরেলী ব্রভক্ষা ও ছড়ায় এইরূপ অলুক্ষরা রচনার অজ্জ্র নিদর্শন পাওরা বায়।

বৰা,---

"বৃটি পড়ে টাপ্র টুপুর নধীএ এল বান, নিব ঠাকুরের বিরে হবে ডিনটা করা আন। এক কন্যা র্যাধেন বাড়েন এক কন্যা রাদ করে বাণের বাড়ী বান।" শ্বাদ্ধ খুকির বিরে হবে

সংশ্ব থাবে কে ?

যারে আছে কুনো বেড়াল

কোমর বেঁথেছে।

আম-কাঁটালের বাগ দিব

ছায়ায় ছায়ায় বেতে।

যারের কাহার দেব

পালকী বহাতে।"

পূর্ব্বেই বিলিয়াছি, মেয়েদের প্রতি কথায় এক্লপ ছন্দের ছড়াছড়ি। এই ভাবের ফ্রেড ছন্দের কিছু কিছু পরিচয় বালালা কুলজী পুস্তকেও দৃষ্ট হয়।

একখানি তিনশ বছরের প্রাচীন সংস্কৃত পুর্ণিতে স্থ্রাচীন বাঙ্গালায় এই কয়েকটি ছত্র পাইয়াছি:—

"ছাহি বিনায়ক জিপুর চাউ। নিয়াল পছ থোবে কাউ। গৈ লইয়া কুলের বাস। বাঢ়ে বকে সাত আট।"

ভিলক-বসন্তের গল্পতির অনেকাংশ এই ছন্দে রচিড, ইছা বলীর পাডের আদি অবস্থা।

ছিতীয়ত এই গল্পের ভাবের সঙ্গে সাধারণত বালালা কবিভার প্রতিপাস্থ ভাবের সামগ্রন্থ নাই। প্রায়ই কোন ঠাকুর দেবতার নাম নাই। এই গানটির সর্বব্যার্ভ দেবতা 'করম-পুরুষ', তাঁহার ভিনটি পা, একস্থ ভাঁহাকে "ভেঠেলা দেবতা" বলা হইরাছে।

বৌদ্দাশ ক্ষানে বিখালী নহেন; ভাঁহারা ক্রাক্টে প্রাথক বিদ্ধা থাকেন। মাহুবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষান্ত কোন ক্ষান্ত কেবলার হাত নাইন "বেরণ বীল বপন কর, নেইরণ ক্ষাক্ষান্তনে।" আর্থিক ভূমি যেমন কর্ম করিবে, তেমনই ফল পাইবে, তাহা কিছুতেই উণ্টাইবে না।
এই জলভব্য কর্মতক্রর ফলই মান্ত্রবকে জন্মে জন্মে ভোগ করিতে হয়;
প্রত্যেক ঘটনাই মান্ত্রবর কর্মের অধীন। এই জন্ম কর্মপুক্রই মান্ত্রবর
ভাগ্যের নিয়ন্তা। মান্ত্রবর গুণের মধ্যে ত্যাগ, আর্থবর্জন, আতিথ্য, পরার্থপরতা শ্রেভুতিই বৌদ্ধর্গের প্রধান ধর্ম। এই সকল গুণের ব্যত্যয় হইলে
ভাহার কল অবশ্যন্তাবী। যদি কেহ অতিথিকে রিক্ত হন্তে ফিরাইয়া দেয়,
আর্বের সেবা না করে, তবে তাহার শান্তি কেহ থণ্ডন করিতে পারিবে না।
গরের সর্বত্র কর্মপুক্রবের রাজন্ম। আতিথ্যের নিয়ম লভ্যন করাতে রাজাকে
বার বৎসরের জন্ম নির্বাসন শান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। এখানেও
সেই "ভেটেলা দেবতা" শান্তি ঘোষণা করিলেন। স্থলারাদীর রূপ
যথন তাহার ভয়ের কারণ হইল, তখন তিনি কর্মপুক্রবের নিকটই
কুর্বরোগ প্রার্থনা করিয়া সেই বর পাইলেন। ঘাদশ বৎসরান্তে সেই
কর্মপুক্রবই তাহার শান্তির শেষ ঘোষণা করিয়া পুরস্কার দান করিলেন।
সর্বত্র কর্মেরই জন্ম-জন্মকার, এবং তদধিন্ঠিত দেবতা কর্মপুক্রবের আবির্ভাব ও
ভিরোভাব।

আমরা মালক্ষমালার গল্পে 'ধাতা-কাতা-বিধাতা'র উল্লেখ পাইয়াছি; ইহারা কে, তাহার কোন নিশ্চয় পরিচয় নাই, কিন্তু হ'হারা যে সেই "তেঠেছা দেৰভার"ই বগণ, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়; এই গল্পেও সেই ধাতা-কাতা-বিধাতার উল্লেখ আছে।

এই সকল গল্প কেছ অবশ্য ইডিছাসের পর্য্যায়ে কেলিবেন না। ইছারা
নিছক গল্প, এবং সেই হিসাবেই ইছাদের মূল্য। ডথাপি কাল্পনিক উপাধ্যানভলিও সমরোচিত ভাব ও পরিবেইনীর মধ্যেই পরিকল্পিত হয়। বে সমরে
ইছারা রচিত ছইয়াছিল তখন নর-নারীদের দেহ সবল ও মন নৈতিক শক্তিসম্পন্ন ছিল। তাঁছারা বাতালে হেলিয়া পড়িতেন না, ছথে কটে ভালিয়া
গড়িতেন না, সংকার্য্য ও আত্মলানের কোন ব্যাপারেই তাঁছারা কুঠা বোধ
কলিতেন না। এই সকল গানের সকল ছানেই পুরুবাকারের কলন্ত দৃষ্টাভ
আছেন বলের রাজা একটা লামাভ ভিত্তকর প্রার্থনার নিজের চত্ত্ উপজ্যইরা
ক্ষেতিতেহেন। আত্মলার জন্ত নারী কুঠা রোগকে বরণ করিতেহেন,

খীয় প্রতিশ্রুতির গোরব রক্ষা করিয়া রাজা নিজের ক্সাকে একটা মালীর হাতে অর্পণ করিতেছেন; এ সমস্ত এক হিসাবে গাঁজাপুরী গল্ল বলা যাইতে পারে। কিন্তু দিকদর্শন যন্ত্রের আর একটা দিক্ উণ্টাইয়া ধরিলে ব্ঝিডে পারা যাইবে যে এই গল্পগুলির ভিতরকার একটা বড় কথা আছে, তাহা লক্ষ্য করা পাঠকের উচিত। এই ধরণের যড গুলি গল্প আছে. ডাহার অনেকগুলিরই প্রধান ভিত্তি আদর্শ-বাদ। শিশুর কৌতৃহল নিবারণোপযোগী বাহিরের সাজ-সজ্জা, শিশু ভিন্ন জত্ত কেছ যাছা বিশ্বাস করিতে পারে না, এমন সকল অলৌকিক জ্যাগ-মূলক ঘটনা. কিছ তাহার। একটি দিকে নিশ্চিত ভাবে ইঙ্গিত করিতেছে। 'দাতা কর্ণ' গছে পিতা-মাতা করাত ধরিয়া নিজেদের একমাত্র পুত্রের শির-কর্ত্তন করিভেচেন, সেই মাংসে ব্রাহ্মণ অতিথিকে তৃপ্ত করিবার জন্ম। কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা প্রভৃতি এইরূপ শত শত গরে ড্যাগের মহিষা প্রচারিত হইরাছে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য, অবিশাস্ত ও অলোকিক। বৌছ-বাতকেও ত্যাগের সেইরূপ উদাহরণ অনেকছলে পাওয়া যায়। সে হুর ছিল বৌদ্ধদিগের ভাগের শিলমোহর মারা। মান্তব যাহা ছিত্র মনে করিয়াছে, যে করিয়া হউক তাহা করিবেই। আদর্শকে এত বভ করিয়া আঁকিয়াছে যে ভাহার উপহাসাম্পদ বাড়াবাড়ির উপরও সে শুরুছ দিয়াছে. অকৃষ্টিত ভাবে তাহা অনুসরণ করিয়াছে: এই ঘটনাগুলি মানুষকে দেবভার পংক্রিতে লট্যা যাটবার আপ্রাণ চেষ্টায় কল্লিড।

মান্ত্ৰের সক্ষে মান্ত্ৰের প্রভেদ তথনও এত বেশী হর নাই বে তাহাতে তথা, ধনী ও ইতর খেশীর সঙ্গে বনিষ্ট ভাবের মিলন অসম্ভব হইতে পারে। রাজা সিংহাসন হাড়িয়া কুড়ুল কাঁধে করিয়া বনে কাঠ কাটিতে চলিতেছেন; সেই কাঠুরিয়াদের মধ্যে কাঠুরিয়ার জীবন বহন করিতেছেন, রাশীর সহচরীরাঞ্চলেই খেশীর। কিন্তু এই পদমর্ঘ্যাদার প্রভেদ মান্ত্ৰকে আছুবের পর করিয়া দের নাই। সংকার, অভ্যাস এবং পর্ব্ব মান্ত্ৰকে একটা পৃথক খেলীর জীবে পরিশত করিতে পারে নাই—বেখানে, বে অবস্থার কেন্তে ইহারা পঞ্জিয়াছেন,—মান্ত্রৰ মান্ত্ৰই আছেন—উহারা কৃত্রির রেখা টানিয়া একেন্ত্রের লোহ-কর্মোর পত্তীবছ হইয়া বাদ নাই।

কাঠু নির্মাদের সরল জীবন ও তাহাদের মনের ভাবের যে পরিচয় আছে, ভাহা জর কথার কি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইরাছে। রাজা ও রাণীর প্রতি ভাহাদের কত দরদ, তাহাদের প্রত্যেকেই রাজা ও রাণীর তুটি সাধনার্থ কোন না কোন কিছু করিতেছে,—রাজাকে হারাইয়া তাহারা "আমাদের পাগল রাজা গেল কোথাকারে" বলিযা যে চীৎকার করিয়া কাঁদিরাছিল,—ভাহা মর্ম্মভেদী। এই সবল কাঠুরিয়া জীবনেব যে চিত্র কবি দিয়াছিন, ভাহা বড়ই সুন্দর ও মর্মান্তিক হইযাছে।

এই রাজার বনবাস, অদ্বন্ধ বরণ, রাণীব হুংসাধ্য ব্যাধি প্রহণ, এবং নানা অবস্থাস্তরের আজগুবী ব্যাপাবের মধ্যে স্বর্ণ পল্লের মত রাজা-রাণীর যে ছুইটি চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা মেঘারত আকাশে তড়িৎ রেখার স্থায় আমাদের চক্ষ্ ঝলসিয়া দেয। এই গল্ল যে যুগের, সে যুগে এদেশের মান্ত্রের সাহসের অস্ত ছিল না, কষ্ট-সহিষ্ণুতার অবধি ছিল না, মহম্বের ও বীর্যাবস্তার শেষ ছিল না। এগুলি ঠিক রাক্ষস খোলোসের গল্লের মতন নহে,—ইহাদের শোর্য্য-বীর্যাও চবিত্রবল কাল্লনিক সাজ-সজ্জায উপস্থিত করা ছইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ভিত্তিমূলে জাতীয় চরিত্রের মহৎ ক্তকগুলি গুণের উপাদান আছে, যাহা সর্ব্বকালীন সত্যের উপর প্রাক্তিত।

এই গানটিতে যে প্রেমেব সুরটি পাওয়া যায তাহা চণ্ডাদাস-পূর্ব সহজিয়াদের সুর। মনে হয়, যে খনি হইতে বৈক্ষবদের আদি কবি তাঁহার ভাবরত্ব আহরণ করিয়াছিলেন, এই পালা গানের কবিও সেই খনির সন্ধান পাইয়াছিলেন। চণ্ডাদাসের প্রেমে যে আখ্যাত্মিকভা আছে, পালা গানে ভাহা নাই। পালা গানের প্রেম খুব উচ্চগ্রামের—কিন্ত ভাষা বাস্তব জগভের, ভাহাতে কুল-শীল-মান হইতে মানব আত্মাকে টানিয়া উন্ধ্রতম লোকে লইয়া বায় না; কিন্ত ইহ জগভের সার বস্তু প্রেমকে অক্ষেত্রার আলোকেই চিনাইয়া দেয়। উভয় অেখীর কবি যে একই জাতীয় ভাতার লূট করিয়াছেন, সভাহার প্রমাণ অভি স্পাই। চণ্ডাদাস লিবিয়াছেন, "পুণ হুণ্ড ছাই, সুবের ফালিয়া বে করিবে আলা—হুণ্ণ বাবে ভার ঠাই।" এই গজের কবি লিবিয়াছেন—

শ্বালী রাজা কর কলা না কর ক্রন্থন। স্থপ বলি চাও কর কুংখের জ্বান । স্থপ বলি পাইতে চাও, চুংখ আগন কর। সাধনের পথে চল, তবে পাইবে বর ॥"

এই ছইযেরই এক সুর।

রাজকুমারী স্বামীকে বলিভেছেন, "নাই বা রইল **আমার পলার** সাত ন'রী হার, ভোমার ছ্থানি হাতই আমার গলার হারের **ছান প্রশ** করিবে। ভোমার কথাই আমার কর্ণের জলহার ছইবে, আমি কর্ণ-ভূমণ চাই না।"

"তোমার গোহাগের ভাক আমার কর্ণ-তুল। তোমার পায়ের ধুলা অক আভরণ।"

ইহার সঙ্গে বৈষ্ণব কবির "প্রভুর শীতল চরণ পরশিয়ে, আছে পথের ধৃলি শীতল হযে—আমার অঙ্গে মেথে দেরে" প্রভৃতি পূর্বেণিছত পদের মিল লক্ষা করুন।

গল্পের কবির পদ :---

"সোডের সেওলা বেষন সোডে করে ভর। ডোমারে হারাই পাছে এই মোর ভর।"

চণ্ডীদাসের "সোতের সেওলা যেমন ভাসিয়া বেডাই।"

বাঙ্গলা দেশের আমকুঞ্জে, নীপকুঞ্জে, গ্রাম্য নদীর উপকৃলে, কোকিল-করম্বিত কৃষ-কৃটিরে—লাজনীলা কুল-বধ্রা যে সকল প্রেমালাপ করে, সর্বব-দেওয়া ভালবাসার কথা মৃত্বরে বলে, তাহা জ্রমর গুলনের মতই মিষ্ট; শভ শভ বংসর যাবং কত কট সহিয়া—কভ ভণজা ও সাধনা করিয়া তাহারা বাঙ্গলা ভাষার অভিধানকে কোমল শব্দ-সমৃত্তিতে পূর্ণ করিয়াতে, ভাহা পল্লীর বাভাসকে কোমল করিয়া রাধিয়াতে, ভূমিলাভিন

पहिष्य यव = त्यवाचा क्या-वय गारेत्य ।

মন্ত্রিকার স্থায় ভাহাদের সেই ভাষা আন্ধদানের স্থরন্তি-মাথা। বৈশ্বব কবিরা এবং গ্রাম্য গীতিকারেরা উভয়েই লে ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিলেন, —পান নাই সংস্কৃতের পণ্ডিতেরা। ভাঁহারা অমরকোষ লইয়া টানাটানি করিয়াছেন, ঘরের আসবাব-পত্র দেখেন নাই, বাড়ীর অমৃত-নির্করের থোঁক লন নাই।

চণ্ডীদাদের সময়—ভাব ও ভাষা বৌদ্ধাধিকার হইতে নির্মুক্ত হইয়া—বৈঞ্চবের অধ্যাত্ম-লোকে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু এই সব পদ্ধীগাধায় বৌদ্ধাধিকারের বিলুপ্ত সমৃদ্ধির ধ্বংসাবশেষ টের পাওয়া যায়; চণ্ডীদাদের লেখায় বৌদ্ধত্যাগ ও করুণার ভাব অপেক্ষা সহজ্যাদের ভাত্মিক্তা ও বৈঞ্চব ভাবপ্রবণতা বেশী। স্বভরাং আমার মনে হয়, তিলকবসস্ত-গীতিকা বৈঞ্চব-প্রভাবের আরও পূর্ববর্ষ্থী যুগের নিদর্শন।

এই গল্লটি কভকটা কাশীদাসের মহাভারতের, প্রীবংস ও চিস্তার উপাধ্যানের মত। আমার পর্বেব ধারণা ছিল যে পল্লীকবি কাশীদাস হইতে ভাঁছার গল্পের বিষয়-বস্তু আহরণ করিয়াছেন। ঞ্রীবংস-চিন্তার আখাায়িকা কাশীদাস কোন পুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, স্বর্গীয় রামগতি স্থায়রত মহাশয় তাহা খুঁজিতে যাইয়া সংস্কৃত পুঁথিশালাগুলি আলোড়ন করিয়া-ছিলেন, কিছু কোন সন্ধান পান নাই। মোট কথা, এই গল্প সংস্কৃত কোন পুরাণের ধার ধারে না। কেতকী ও মল্লিকা ফুলের মত এই ঞ্রীবংস ও চিম্বার গল্প এদেশের পল্লী-মুন্তিকা-জাত। ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত বজের মাটির গন্ধ বছন করে। কাশীদাস এই পল্লী-সম্পদের অংগ-বিশেষ আহরণ করিয়াছেন, পল্লী-কবি তাঁহার নিকট ঋণী নহেন, বরং উপ্টা ; ডিনিই পল্লী-বৃদ্ধপণের মুখে এই গল্প শুনিয়া স্বীয় মহাভারতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পাঠক এই ছুই কবির কথিড আখ্যান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুরিডে পারিবেন, পদ্মীগাথাটি অনেকাংশে প্রাচীনতর। কাশীদাস কর্ম-পুরুষের **ম্পে সন্মী ও শনির প্রতিষ্**ক্তিতা আমদানী করিয়াছেন, কুঠরোগ ব<del>রণ</del> ক্রিয়া লইবার জম্ম অুলারাণী কর্ম-পুরুষের নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছেন---পূর্ব্যদেবের শরণ লন নাই। লেখার ভাব ও ভাবা স্পট্টই প্রাচীনভর ও

পূর্ববিতন সামাজিক অবস্থা-স্চক। ঞ্জীবৎস ও চিস্তার গল্পে হিন্দু দেবডাদের প্রাধান্য ও তিলক-বসন্তের গল্পে পূর্ববিত্তী বৌদ্ধর্গের প্রভাব দৃষ্ট হয়। এইভাবেই 'সধীসোনা' গল্পটি পল্লী-কবির হাত হইতে গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমানবাসী কবি ফকির রাম কবিভূষণ নবকলেবর দিয়া বোভূদা শভাব্দীতে প্রকাশ করিযাছিলেন। যুগে যুগে পল্লী গাধার উপর পরবর্ত্তী কবিরা এইভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যখন যে যুগে ইহারা রূপান্তরিত হইয়াছে, ভাহার কতকটা প্রভাব অবশ্য ইহাদের মধ্যে বর্দ্ধিয়াছে।

## সল্মন্ত্রা

# বন্যা ও মুভিক

মৈমনসিংহে স্ত্যা নদীর ধারে আডালিয়া গ্রামেব নিকটবর্ত্তী বক্সাই নামক পল্লীতে চাঁদ-বিনোদ নামক একটি সুজ্ঞী তরুণ যুবক বাস করিত। তাহার একমাত্র ভগিনীর বিবাহ হইযা গিয়াছিল, এবং পিতৃবিয়োগের পর অবস্থার বিপর্যায়ে সামাশ্য কৃষির উপর নির্ভর কবিয়া মাতা ও পুত্র শীবিকা নির্বহাহ করিত।

সেবার আখিনের ঝড়-বৃষ্টিতে পল্লীগুলি ডুবিয়া গিয়াছিল, ক্ষেত্রের শস্থা সমস্থাই নই হইয়াছিল। চাঁদ-বিনোদ ছিল একজন ভাল কুড়া-শিকারী, ভাহা ছাড়া বাড়ী নির্মাণ প্রভৃতি স্থপতি-বিভায় সে মুদক্ষ ছিল। ক্ষেতে বসিয়া শস্থ-বপন, জল-সেচন ও আগাছা ডুলিয়া ক্ষেত নিড়াইতে সে ভালবাসিত না; এই জন্ম মাতা তাহাকে গঞ্জনা করিতেন, তাহার ছুম ভালিতেই অনেক বেলা হইয়া যাইত,—সে কখন ক্ষেতে যাইবে?

সে বংসর ছর্ভিক্ষ ও অজন্মায় লোকের বড় কট হইল; কেছ কেছ ঘর বাড়ী বিক্রম করিল, চা'লের দাম এক টাকায় তিন মণ হইল; পল্লীতে পল্লীতে হাহাকার পড়িল। ছর্গোৎসবের সময় লোকে তাহাদের ছেলে বাঁধা দিয়া উদরান্তের সংস্থান করিল।

চাঁদ-বিনোদের মা কোজাগর লক্ষীপুজার দিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, পূজার জম্ম ঘরে এক মৃষ্টি চাঁলও নাই; তখন ক্ষেতে বাইরা কিছু ধান সংগ্রহ করিতে পারেন কিনা, চাঁদ-বিনোদকে দেই চেষ্টা করিরা দেখিতে বলিলেন।

অনেককণে তাহার ঘুম ভালিল,

"পাঁচধানি বেডের জুগুল্ হাডেডে করিয়া। মাঠের পানে বার বিনোক বার্যাসী গাইরা ॥" সংসারের প্রতি উদাসীন মারের ছুলাল এই পুত্র নিস্ দিতে দিতে এবং বারমাসি গান গাহিতে গাহিতে ক্ষেতের দিকে চলিল।

কিন্তু আদিনের বস্থায় কিছুই নাই—ক্ষেত বলে ভাসিয়া সিরাহে, একটি ধানের ছড়াও বলের উপর মাথা বাগাইয়া নাই। বিষণ্ণ চিত্তে চাঁদ-বিনোদ বাড়ীতে ফিরিয়া মাতাকে তাহাদের কৃবির অবস্থা বানাইল। মাজা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আগন মাদের ফ্লন্স মাটি হইল, তবে ত "সারা বছরের লাগ্যা গেছে খরের ভাত।" এই বলিয়া মাতা বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বিপদে বিনোদ কি করিবে । হালের গরু বেচিয়া খাইল, পাঁচখানি ক্ষেত মহাজনের নিকট বাঁধা পড়িল; এখন আর হাল নাই, ক্ষেত নাই, গরুনাই। আর সর্বে বা কড়াই বুনিবার উপায নাই। কার্ত্তিক, অগ্রচারল, পৌর, মাঘ, ফাল্পন, চৈত্র এইভাবে ঘরের শেষ সম্বল বিক্রেয় করিয়া বৃদ্ধা মাড়া ও ভাহার ব্বক পুত্র জীবন-যাত্রা চালাইল, বৈশাখ-জ্যৈন্ত আবার আকাশে মেঘ গর্জন করিয়া উঠিল। মেঘের ভাক ওনিয়া ময়ুরেরা পেখম ধরিয়া নাচিতে লাগিল ও কুড়া পাখীগুলি সেই অরণ্য-প্রদেশের দিক্ দিগছ বাঁপাইয়া সাড়া দিয়া উঠিল। কুড়ার ভাক গুনিরা চাঁদ-বিনোদের বক্ষ উরেজিত হইয়া উঠিল। কুড়ারি ভাহার চিরকালের নেশা। চাঁদ-বিনোদ আকাশ মেঘাছের দেখিয়া নিজের কুড়াটির পিঞ্চরটি হাতে করিয়া শিকাবেদ্ধ

# কুড়া-শিকারে বাত্রা

খবে ক্লের কণাও নাই, বিদায়কালে যা তাঁহার আদরের পুত্তকে কি খাইতে দিবেন ? মারের চোখের জল দেখিতে দেখিতে টাল-ব্রিকার আক্রী হাড়িয়া চনিল— "জ্যৈষ্ঠ মাদের রবির জালা প্রনের নাই বা।» পুত্রকে শিকারে দিয়া পাগল হৈল মা॥"

চাঁদ-বিনোদ শিকারে চলিয়াছে। তাহার নিজের ক্ষেতের ধান জলে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু আড়ালিয়া গ্রাম ছাড়িয়া সর্ব্বত বস্কুরা হাসিয়া উঠিয়াছেন, প্রকৃতি তথায় শস্তশুমলা।

শালী ধান পাকিয়াছে,—ধানের গাছের অগ্রভাগ রাঙ্গা, তাহা শদ্মের ভারে নোয়াইয়া পড়িয়াছে, প্রকৃতির এই বিরাট আয়োজন দেখিতে দেখিতে চাঁদ-বিনোদ অদুরে তাহার ভগিনীর বাড়ীর দিকে চলিল।

> "আগ-রাভা শালি ধান্য পাক্যা ভূঞে পড়ে। পথে আছে বইনের বাডী বাইব মনে করে।"

বছদিন পরে ভাই-ভগিনীর মিলন হইল। কত যত্নে ভগিনী চাঁদবিনোদের জ্বন্থ একটা গামছায় চিড়ার পুঁটুলী বাঁধিয়া দিল। বাড়ীর গাছের
সোনার বর্ণ মর্ত্তমান কলা পাকিয়াছিল, এক ছড়া কলা নামাইয়া চাঁদবিনোদকে দিল। সর্ব্বশেষ পান-খয়ের-স্পুরি ও চুণ সাজাইয়া চাঁদবিনোদকে দিয়া—কত আদরে ভাইএর চন্দ্র-বদন্ধানি দেখিতে
লাগিল।

কুড়া শিকারে চলিয়াছে চাঁদ-বিনোদ; আবাঢ়ের মেঘ রহিয়া রহিরা ভাকিতেতে, সঙ্গে সঙ্গে কুড়া চীৎকার করিয়া উঠিতেতে।

"কুড়ার ডাকেডে শুনি বর্ষার নমুনা।" যডই নিবিড় বনে প্রবেশ করিডে লাগিল, ডডই . অন্তগমনোডত সূর্ব্যের ডেব্রু কমিয়া আলিল এবং মেবের শুরু শুরু ডাক, কেঁয়া ফুলের গন্ধ, কুড়া ও মেবের ধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া পল্লীগ্রামের বর্ষাকে জীবস্ত করিয়া দেখাইল।

### মলুয়ার সঙ্গে প্রথম দেখা

সম্মূৰে আডালিয়ার মাঠ, তাহা পার হইয়া চাঁদ-বিনোদ দেখিল সেওলা-পূর্ব একটা ছোট পুকুব , ফাঁকে ফাঁকে তাহার নির্মাল জল কাকের চক্ষের মত কালো দেখাইতেছে , পুকুরের চারিদিকে মাঁদার বন, এবং কলাগাছ;

"গারের পাছে খাঁখা পুকুর ঝাড় অফলে বেরা।
চার দিকে কলার গাছ মান্দার গাছের বেড়া।
ঘাটেতে কলম গাছে কুল কুট্যা আছে।
অলের শোডা দেখে বিনোল পুক্রিণীর পাড়ে।"

একদিকে বাঁধা ঘাট,—ঘাটের ধারে একটি কদম গাছে অভ্য ছুল্ ফুটিরাছে, পরিপ্রাস্ত চাঁদ-বিনোদ সেই পুকুর পাডে যাইরা বিশ্লাব করিতে বসিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের রাড,—অভি ছোট, রাতে ঘুমাইরা ভৃত্তি হয় নাই,—চাঁদ-বিনোদের চোখ বুজিযা আসিল। ক্রমে নিজের অভ্যাতসারে সে শরীরটা পুকুরের ঘাটে প্রসারিত করিয়া দিল এবং অল্লক্ষণের মধ্যেই গভীর নিজা তাহার চকু ভারাক্রাস্ত করিল।

কুমারী মল্য়া সেই সন্ধায় জল আনিতে আসিয়া দেখিল, অপূর্ক রূপবান্ এক যুবক সানবাঁধা ঘাটে অঘোরে ঘুমাইতেছে। এই মেন্দি গাছ-গুলির নীচে প্রারই সন্ধাকালে সাপ দেখা যায়। কুমারী থমকিয়া গাঁড়াইরা ভাবিল, আর দিন মা কিখা ভাতৃবধ্রা সঙ্গে আসেন, আল আমি একলা— সহারহীন একা। ভিরদেশী এই ব্বকের ঘুম কি করিয়া ভালি? নতুবা, ইনি এই বিপজ্জনক পুকুর পাডে আধারে ঘুমাইয়া থাকিলে সহটে পড়িতে পারেন। যদি বেশী রাতে ঘুম ভাঙ্গে, ভবেই বা উনি কোখার যাইবেন? এ পাড়াসাঁরের রাত্তা ইনি জানেন না, বৃষ্টি বাদলার মধ্যে কোখার সাইবেন? ইহার ছুব কি করিয়া ভালাই? লক্ষাবতী ডক্ষী নিজিত কুলকের কর্ম গভীর আশতা বাধ করিছে লাকিল। অবশেৰে কুমারী কলসী লইয়া জল ভরিতে গেল, কলসীর জল কেলিয়া পুনরায় জল ভরিল—জল ভরিবার শঙ্গে চাঁদ-বিনোদের কুড়া ভাকিয়া উঠিল। কুড়ার ডাক, সুন্দরীর জল ভরিবার শব্দ এবং গুরু গুরু মেঘ-গর্জনে চাঁদ-বিনোদের ঘূম ভালিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল এক পরমা সুন্দরী অব্দরার স্থায় নিটোল-গঠন নারী ঘাটের এক পার্থে দাড়াইয়া ভাহাকে অপাল দৃষ্টিতে দেখিতেছে।

কিন্ত সেই সন্ধায় লক্ষায় উভয়ে কোন আলাপ করিতে পারিল না। কিন্ত উভয়ের জনয়ে তোলপাড় আরম্ভ হইযা গিযাছে।

> "ভিন দেশী পুরুষ দেখি চালের মতন, লাজ-রক্ত হৈল কলার প্রথম ঘৌরন।"

প্রথম যৌবনের এই ব্যথা বুকে করিয়া কলসী কাঁথে লইয়া মলুযা স্থীয় গৃহের দিকে রওনা হইল এবং চাঁদ-বিনোদও ধীর পাদক্ষেপে তাহার ভিনিনীর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল।

## পূর্ব্বরাগ

চাঁদ-বিনোদ পথে যাইতে যাইতে "শুকনা কাননে যেন মছ্যার ফুলে"র মন্ত সেই রূপনী কণ্ঠার কথা চিন্তা করিতে লাগিল; এই কল্ঠা কি বিবাহিতা, না কুমারী? যদি বিবাহিতা হইয়া থাকে—তবে আর এই পল্লীতে আসিব না, কোন থোর বনে চলিয়া যাইব। কুড়া। ডুমি আমার মাকে আনাইও 'চাঁদ-বিনোদ আর বর্নে কিরিবে না।' "কি স্থন্দর মূর্ডি, জলের পল্ল বেন ডালায় আলিয়া ফুটিয়াছিল, সাঁকের দীপ যেন কেছ পুকুর বাটে অপরাহে আলাইরাছিল! আমি মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, সে ভালার কিন্তু মুখ কিরাইরাছিল; বাট হইতে ভাই নেই নির্দ্ধ মুখখানির স্বাট্ট বেখিকে পাইলাম না।" চাঁদ-বিনোদের চিন্তা-বারা এইরূপ!

এদিকে মলুরাও বাড়ী আসিরা সারারাত্তি স্থাইতে পারে নাই। এই বাদলা রাত্তিতে অন্ধকারে পথহারা পথিক কোথার গোল ?

> "কালি রাজি পোহাইল কার বাড়ীতে থাকি। কোবার জানি রাধল তার সংশ্বের কুড়া পাবী। জানমানে থাকিয়া দেওরা ভাক্ছ তুমি কারে। ঐ না আবাঢ়ের পানি বইছে শত থারে। গাল ভাসে, নদী ভাসে তুকনার না ধরে পানি। এমন রাতে কোধার গেল কিছুই না জানি।"

পরদিন মলুয়া ভাল করিয়া খাইল না, সারাদিন একটা জানালার পালে বিসয়া সেই আঁধা-পুকুরের পাড়ে দৃশ্যমান কদম গাছের উপরকার ভালের ফুলগুলি দেখিয়া কাটাইল। আড়-বধ্রা নারী-চরিত্রে অভিজ্ঞা। ভারা মলুয়ার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। ভাহারা কাণা কাণি করিয়া কি বলিডে লাগিল; শেষে মলুয়াকে বলিল, "চল আমরা একত্রে পুকুর ঘাটে বাইয়া স্লান করিয়া আসি, সেখানে ভোমার মনের কথা শুনিব। আমরা সঙ্গে গন্ধ-ভৈল ও চিরুলী লইয়া যাইব, রাত্রের এলোমেলো চুল আবের কারুই দিয়া আঁচড়াইয়া দিব।"

"তোরে লইয়া ননদিনী বাব আমরা কলে। মনের কথা কইব সিয়া আমরা সকলে।"

মল্যা বলিল, "কাল একা পুকুর ঘাটে গিরাছিলাম, এতে কি লোব হয়েছে? তোরা কি সব কাণাকাণি করিডেছিস্।" তারা বলিল, "তুই একদিনে যেন আর এক রক্ষের হইরা গিরাছিস, "আছ বে দেখি কোটা ফুল কাল দেখেছি কলি।" আড় বধুরা মলুরার বালনিক পরিবর্তন সহকেই বুবিতে পারিয়াছিল। মলুরা নিরুক্তার মুক্তা বিজ্ঞা

किंद्र मिया-व्यवसारन छाष्ट्रांत्र सन व्यात परत पाकिएक अधिन सा । . .

"হুপুর বেলা গেল কভার ভাবিষা টিভিয়া। বিভাল বেলা গেল কভার বিভানার আইয়া হ সন্ধ্যার কলনী কাঁথে জলের খাটে বার।
পাঁচ ভাইএর বউকে করা কিছু না জানার।
মেৰ আড়া আবাঢ়ের রোদ গাঁয়ে বড় জালা।
ভান করিতে জলের ঘাটে বার সে একলা।

ইহার পূর্ব্বেই বিনোদ আঁধা-পুকুরের ঘাটে কদম-গাছের নীচে আসিয়া খুমের ভাগ করিয়া পড়িয়া আছে। মল্য়ার পিতলের কলসীতে জল ভরিবার শব্দে সে যেন জাগিয়া উঠিল। পূর্বেব দিন সে লজ্জায় কোন কথা বলিতে না পারায় তাহার অফুতাপ হইয়াছিল। আজ আর স্থ্যোগ ছারাইবে না, এই স্থির করিয়া আসিয়াছিল, সে মল্য়ার কাছে নিজের পরিচয় দিল, মল্য়ারও মূখ ফুটিল, সে বলিল—

"কুড়া লইয়া তুমি কেন ঘোর বনে বনে। কেমনে কাটাও নিশি এই মত কাননে। বনে আছে বাখ ভালুক ডোমার ডয় নাই। এমন ক'রে কেমনে তুমি ফির ঠাই ঠাই। আঁার্যা পুকুর পাড়ে কাল নাগিনীর বাদা। একবার দংশিলে বাবে পরাণের আশা।"

## **ভাতি**ণ্য

ভারপরে মল্যা বলিল, "তুমি আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে আসিরা অভিথি হও। এই পথ দিরা তুমি বেও না, ইহা আমাদের বিড়কির পথ। ঐ যে সাম্নে গ্রামের পথ দেখা যাইতেছে, ঐ পথে বছলোক বাভারাত করে, তুমি সেই পথ ধরিরা গেলেই নিকটেই বাহিরের বড় ঘরটা দেখিতে পাইবে, ভাহার বারটা দরজা—

নেবের অভবাবে ভীর রোধ গাবে আনিয়া পড়াতে মনুয়া আনা বোধ করিন।

"সামনে আছে পুছৰিণী সানে বাধা ঘাট। প্ৰমূপী ৰাজীধানি আয়নায় কপাট। আগে পাছে ৰাগ-ৰাগিচা আছে সায়ি সারি। পাড়া-পড়শী লোকে বলে গাঁ যোড়লের ৰাড়ী।"

সদ্ধাকালে ভিন্নদেশীয় অতিথি আসিরাছে। হীরাধর বোড়লের বাড়ীর পাঁচ বউ রাল্লা-ঘরে যাইয়া খুব ঘটা করিয়া রাধিতে বসিরাছে। ভারা 'পরম রাখুনী'—হেলে-কৈবর্ত্তের ঘরে এক্লপ রন্ধন-নিপুণা বউ বড় দেখা যায় না। তারা মান-কচু ভালা, চাল্ভার অম্বল, কৈ মাছের চড়-চড়ি, ও অপরাপর নানা প্রকার মাছের ব্যঞ্জন কালজিরার সন্ধার দিল্লা ভাল করিয়া রাধিয়াছে। একে একে ভারা ছত্ত্রিশ ব্যঞ্জন রাধিল্লা কেলিল।

"পাঁচ ভাইএর সদে বিনাদ পিড়াতে বস্তা ধার।

এমন ভোজন বিনোদ জন্মে না সে ধার।

ওকডা থাইল, বেশুন থাইল, আর ভাজা বড়া।
পুলি পিঠা থাইল বিনোদ, ভূধের নিবার ভরা।
পাত পিঠা, বরা পিঠা, চিতই চন্দ্রপুলি।

মালপোরা থাইল কড রসে ঢলি ঢলি।

আচাইরা চাঁদ বিনোদ উঠিল তথন।
বার ভ্যারী খরে গিরা করিল শবন।
বাটা-ভরা সাচি পান লং এলাচি দিরা।
পাঁচ ভাই এর বউ দিছে পান সালাইরা।
ভইতে দিছে শীতল পাটি উত্তম বিছানা।
বাতান করিতে দিছে আনের পাঝাধানা।

কিন্ত মণ্রা ওপু মাবে মাবে উকি মারিরা মনের সাথ বিটাইরাছে— এই রক্ষমে নে নিজে উপস্থিত হর নাই।

## গ্তহে ফিরিয়া ভাসা, বিবাহের চেষ্টা

মলুয়ার সঙ্গে চাঁদ-বিনোদের আর দেখা নাই। পরদিন চাঁদ-বিনোদ প্রভাতে হীরাধর ও তাহার পাঁচ ছেলেকে প্রণাম করিয়া নিজের গ্রামের দিকে রওনা হইল।

বাড়ীর পথে প্রথমেই ভগিনীর বাড়ী। চাঁদ-বিনোদ চেটা করিয়াও বোনের কাছে লজ্জায় মনের কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু পাড়া-পড়নী সমবরত্ব ছেলেরা ভাহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছিল, ভগিনীও আভাসে ব্বিয়াছিল,—কয়েক দিনের পরে চাঁদ-বিনোদের মাও সে কথা জানিতে পারিলেন এবং বিবাহের প্রস্তাব করিয়া হীরাধরের বাটাতে ঘটকী পাঠাইলেন।

মেয়ের বিবাহের বয়স হইয়াছে। হীরাধরও নিশ্চিন্ত নাই। তিনি
দিনরাত মেয়ের জত্তে একটি ভাল বর কোথায় পাইবেন, সেই চিন্তা
করেন।

"পাওন মানে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মানে বিয়া দিয়া বেউলা রাটী হৈছে 
ভাজ মানে শাল্প মতে দেব-কার্ব্য মানা।
এই মানে বিয়া না হৈল, কেবল আনাগোনা 
"

আখিন মাসে ছগাঁপুজার হিড়িক,—কার্ত্তিক মাস আলায় আলায় কাটিল। অগ্রহায়ণ মাসে সমস্ত কেতের ধান পাকিয়া রাজা হইল; একটি রাজা বরের জন্ত পিতার প্রাণ আকুল হইল। মাঘ মালে ঘটকগণ কর্ম উপস্থিত হইল। চাঁপান্নগরের প্রস্তাবটি প্রথম বিবেচিড হইল। ছেলেটি কার্ত্তিকের মত মুন্দর,—ভাহাদের অগাধ সম্পত্তি, কিছ বংশে ভাহারা প্রথম শ্রেমীর কুলীন নহেন। দীঘলহাটির প্রস্তাবিত বরও বংশের লোকে অগ্রাড় করা হইল। সুসন্ধ হইতে বে প্রস্তাব আসিন, ভাহারাও প্র আঢ় বংশ—টাকার অস্ত নাই। অনেক নৌকা বাটে বাঁধা, ভাহাতে ব্যাপার বাণিজ্য চলে, ভাহা ছাড়া নৌকা-দৌড়ে প্রভিত্তির জন্ম অনেক ডিঙ্গা শায়ন মালে প্রস্তুত থাকে। চারটি বৃহদাকৃতি বাড়ি—লড়াই করিতে অভ্যন্ত। সেই বাঁড়ের লড়াই দেখিতে পুর জনতা হয়—কিন্তু বংশের কাহারও কোন কালে কুন্তরোগ হইয়াছিল—এক্ষয় সে প্রস্তাব পরিভাক্ত হইল।

এই সময়ে ঘটক চাঁদ-বিনোদের মাতার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত ছইল।
তাঁহারা বরকে দেখিয়াছেন, চেহারা ভারি স্থলর। কুল-মর্যাদার চাঁদবিনোদের সমকক ঘর সেই আড়ালিয়া অঞ্চলে নাই। ঘর বর ছইই উজ্জল।
কিন্ত ইহারা বড় দরিজে—লক্ষীপূজার জন্ম একমৃষ্টি চা'লও ইহাদের সঞ্জানীই।

স্থতরাং হীরাধরের ইচ্ছা সম্বেও এই ঘরে কম্মার বিবাহে ভিনি সম্বিড দিতে পারিলেন না। যে কম্মা কভ আদরে লালিভ পালিভ, ভাহাকে কি করিয়া এই নিরন্ধ ঘরে বিবাহ দিবেন ? অগ্নিপাটের শাড়ী পরিয়াও যাহার মন উঠে না, সে কি করিয়া জোলার হাতের মোটা ও ছিন্ন পাছড়া পরিবে ?

ঘটক যাইয়া সকল কথা জানাইল। পুত্রের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দৈব বাদী হউয়াছেন দেখিয়া মাতা কুঞ্জ হইলেন।

#### প্ৰবাস-যাত্ৰা

চাঁদ-বিনোদও সমস্ত শুনিরাছিল; সে পরদিন মাতাকে বলিল, "পুরুষ হইরা এরণ ভাবে বরে বসিরা দারিত্য সহ্ত করা উচিড নর, আমি কুড়া নিকার করিতে আছাই দূরে বাইব।" কিছু বাসি পান্তা ভাত ছিল,—কাচা লক্ষা ও ছুণ দিরা মাতা তাহাই পুত্রকে থাইতে দিলেন। চাঁদ-বিনোদ ভাতাকে প্রধান করিরা বিদার লাইলঃ—

"বিবেশেতে বার বাছ বন্ধ কেথা বার। পিছন থেকে চেরে বেশে অভাগিনী মার। বালের ঝাড় বন জলল পুজের পৃষ্ঠে পড়ে। আঁথির পানি মুদ্যা মার কিরে আইল বরে।"

এক বছর পরে বিনোদ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কুড়া শিকারে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বিনোদ প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

> "কুড়া শিকার কইরা বিনোদ পাইল জমিন বাড়ী। ইনাম বক্শিস পাইল কড কইতে নাহি পারি॥ রাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব সদম হইল ভারে। কুড়ি আড়া জমিন দেওয়ান লেখা। দিল তারে।"

চাদ-বিনোদ নিজে একজন প্রধান শিল্পী, সে ভাষার বাড়ীতে একখানি আটচালা হর নিজ হাতে নির্মাণ করিল। ভাষার বাড়ী সূত্যা নদী ছইতে বেশী দূরে অবস্থিত ছিল না। হরখানির ১২টি দরজা, সুঁদি বেতের নানা কারকার্য্যে ভাষা দেখিতে স্থদৃশ্য করা হইল। বেড়াগুলি "শীওল পাটা" দিরা মোড়ানো হইল, ভাষাতে কড দিরা কার্য্য, দূর পালী ইইতে লোকেরা হরখানি দেখিতে আসিত। উলু ছনের চালের কোণায় কোণায় নানারপ ফুল ও লভা পাভার দিরা; হরখানি চাঁদের আলোর মত বলমল করিতে লাগিল, ময়ুরপুছে দিয়া ইছার সাজ-সজা রচিত হইল এবং বাড়ীয় দক্ষিণ দিকে চমৎকার এক দীঘি খনিত হইল; সেই বাড়ীখানি বেন কোন রূপনী রমনীর স্থায় সেই পুকুরের আয়নায় নিজ মুখ দেখিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল।

## চাঁদ-বিনোদের বিবাহ

অর্থ প্রেডিষ্ঠা ও খ্যাতিতে এখন টাদ-বিনোদ দেই অঞ্চলে ভাছাদের সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল।

এই সমস্ত সংবাদ শুনিয়া হীরাধর এখন মলুয়াকে চাঁদ-বিনোদের ছত্তে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব পাঠাইল।

মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের রাত্রিভেই বিনোদ তাহার স্ত্রীর নৃতন অপরূপ রূপ-লাবণ্য পুনরায় আবিদার করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

ভভরাত্রে বাসর ঘরে, একটি দীপ দ্বতের সল্তায় মৃত্ব মৃত্ মলিডেছিল,

"ধরেতে অলিছে বাভি, স'াব্দের বেন ভারা। শরান মন্দিরে মল্যা সামনে হল থাড়া। কিবা মূথ, কিবা ভূক, ফ্ব্দের ভঙ্কিয়া। আঁধার ব্যরতে বেন অলে কাঁচা সোনা।"

প্রথম রাত্রির এই আনন্দে বিভোর হইয়া বিনোদ নানারূপ ছাস্ত-পরিহাস করিতে লাগিল,

> "নিরে না দীঘল কেশ পড়ে কন্তার পায়। সেই কেশ লইয়া বিনোধ 'মেছুয়া'e ধেলায় ॥"

এইরপ রজনীর উচ্ছসিত উৎসবে তাল রাখিরা চলা একটু কটকর। মুহুবরে মলুয়া বলিল:—

> "পাচ ভাইরের বউ ভারা নিজা নাহি পেছে। বেড়ার ফাঁক দিয়া সবে ভোষার বেধিছে। ভূষপের কুলুকুনি শব্দ তনি কানে। প্রিচাস করবে ভারা কালিকা বিহানে।"

<sup>🛊</sup> বেখুরা 🗕 চুল লইরা এক প্রকারের গেলা।

# কাজির দৃষ্টি

মপুরা খণ্ডর বাড়ী আসিরাছে। সে একটা পুকুর ঘাটে কলসী লইরা জল আনিতে যাইতেছিল। পথে সেই দেশের কাজি ঘোড়ার উপর হইতে ভাহাকে দেখিতে পাইল। কাজি অতি ত্রশ্চরিত্র ছিল—মলুরাকে দেখিরা ভাহার চোখে পলক পড়িল না,

"ঘোড়ায় সোয়ারে কাজি চাহিয়া রহিল।"

মল্মাকে পাইবার জন্ম তাহার মন অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিল।
নেডাই নামী এক কুটনী সেই অঞ্চলে ছিল। কাজি ভাবিতে ভাবিতে
যাইয়া সেই কুটনীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কুটনীকে সে অনেক লোভ
দেখাইল এবং তাহাকে দৃতি করিয়া মল্মার নিকট অশিষ্ট প্রস্তাব
পাঠাইল:—

"নিকা যদি করে মোরে ভালমত চাইয়া।
আমার যত ঘরের নারী রইবে বাঁদি হৈয়া।
নোণা দিয়া বেইড়া দিব সর্বাঞ্চ শরীর।
নাত খুন মাণ তার বিচারে কাজির।
নোণার পালছ দিব স্থশর বিছান।
গলার গাঁধিয়া দিব মোহরের ধান।
দিব যে ইাধের কলনি নোণাতে বাঁধিয়া।
নাকের বেশর দিব হীরার গড়িয়া।"

নেডা-কুটনী আত্মীয়ভার ভাগ করিয়া চাঁদ-বিনোদের বাড়ীতে যাডায়াড করিছে লাগিল। তাহার মাডাকে বলিল, "তোমার পুত্র-বধু নাকি অকারার মত স্থলরী, তাহাকে আনিয়া দেখাও।" এই ভাবে ঘনিষ্ট অন্তরক্তা করিতে লাগিল। একদিন শান্তড়ী বাড়ীতে ছিল না; মলুরা একাকী ঘাটে জল আনিডে গিয়াছে—সেখানে স্থবিধা পাইরা কুটনী



"বিদেশেতে যাগ যাও যক্ষুত্র দেখা যার পিছন পেকে চেয়ে দেখে অভাগিনা যায়।" ( পুড়া ১৯৮ )

মলুরাকে কান্সির প্রস্তাব নানাইল। মলুরা বারুদে আগুন পড়িলে বেরুপ হয়, সেইরূপ ন্যালিয়া উঠিল।

"কাৰিরে কহিও কথা না শুনিব আমি।
রাজার দোলর সেই আমার লোবামী।
আমার লোবামী বেমন পর্কতের চূড়া।
আমার লোবামী বেমন রণ-দৌড়ের বোড়া।
আমার লোবামী বেমন আলমানের চীল।
না হব ভূমমন কাজি পদ-নথের সমান।
আবতে মুসলমান কাজি, ভার ঘরের নারী।
মনের আপ্শোষ মিটাক ভারা বাতে নিকা করি।

## কান্ধির ক্রোধ ও বিনোদের বিপদ

অপমানিত হইয়া কুটনী কান্ধির কাছে যাইয়া সকল কথা বলিল। কান্ধি অগ্নিক্ষলিক্ষের মত অলিয়া উঠিল।

সে দেশে "নজর মরিচা" নামক একরপে কর ছিল,—বিবাহের পর নবাবকে এই কর দিতে ছইত। পাত্রীর সৌন্দর্য্য অন্থলারে এই বিবাহের কর নির্দিষ্ট ছইত। কাজি সেই দিনই চাদ-বিনোদের উপর 'নজর মরিচার' পরওয়ানা জারি করিল। তাহাকে সাত দিনের মধ্যে 'নজর মরিচা' বর্জণ ৫০০ টাকা দিতে ছইবে, নতুবা ভাহার ঘর বাড়ী নিলাম করিরা টাকা আদার করা ছইবে।

চাদ-বিনোদ মাধার হাত দিরা বসিরা পড়িল, এত টাকা সে কোধা হইতে দিবে ? সাত দিন বিনোদ ভাবিতে ভাবিতে কাটাইল, বেকাঁটাই, ভাবনা হাড়া উপায় নাই সেধানে না ভাবিয়া সে আর কি করিবে ? সাত দিন পরে কাজির পাইক পেরালা আসিল, বাভাগাড়ি করিয়া আকাজ বিনোদের মালমান্তা ক্রোক করিল। আট-চালা-চোঁচালা ঘরগুলি বিক্রি হইর। গেল, এত সাধের যে 'রঙ্গিলা' ঘরখানি নিজ হাতে তৈরী করিয়াছিল, যাহার শিল্প দেখিতে দূর পল্লী হইতে লোকজন আসিয়া প্রশংসা করিয়া যাইত, তাহা ছাড়িয়া দিতে বিনোদের অসহা কই হইল, কিন্তু কি করিবে ? এত বড় বাড়ীতে মাত্র একখানি ঘর অবশিষ্ট রহিল।

ক্রমে এই কুজ পরিবারের তুর্গতি চরম সীমায় উপস্থিত হইল। বিনোদ হালের বলদগুলি বিক্রয় করিল এবং ত্থওয়ালা গাইগুলিও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

মল্যার ছংখের শেষ নাই। স্বামী ও শাগুড়ীকে কি খাওয়াইবে, সারাদিন এই চিন্তা করিয়া সে কাহিল হইয়া পড়িল। এমন দিনে বিনোদ ভাহাকে কিছু দিনের জন্ম বাপের বাড়ীতে পাঠাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল:— "ভূমি পাঁচ ভাইএর এক বোন, ভোমার বাপের বাড়ীতে কোন অভাব নাই, ভোমার গায়ে ফুলের আঘাত কোনদিন পড়ে নাই। সর্ব্বদা ভাল শাড়ী ও অলঙ্কার পরিয়াছ, ভূমি এখানে এত ছঃখ সহিয়া কিরূপে থাকিবে? ভোমার পিভামাতা ও ভাইএরা আছেন— ভারা কভ আদরে ভোমাকে লেখানে রাখিবেন।"

মলুয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল :---

"ধরে থাকি বনে থাকি গাছের তলার।

তুমি বিনা মল্যার নাহিক উপার।

রাজার হালে থাকি যদি আমার বালের বাড়ী।

মল্যা নহে তো সেই হবের আশারিক।

শাক ভাত থাই বদি গাছ তলার থাকি।

বিনের শেবে ভোমার মুধ বেধিনেই হুবী।"

মণুরা কিছুডেই বাপের বাড়ী গেল না, সে বলিল "আমার মারের পাঁচ হেলে আছে! কিছু আমার শাশুড়ীর দেখিবার শুনিবার কে আছে? আঁহাকে একাকী কেলিরা আমি কিরপে যাইব? তিনি বৃদ্ধ ও অপক্ত

<sup>•</sup> স্থাপারি-প্রভাবী।

হইয়াছেন। কে তাঁহাকে বাঁধিয়া বাড়িয়া দেবে ? এই সূহই আনার কালী, ইহাই আমার বুলাবন, আমি বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও বাইব না।"

নিদারুণ অভাবে মল্রার সর্বাঙ্গের অলভার বিক্রেয় করিয়া কেলিতে ছটল:—

"নাকের নথ বেচি যদুরা আবাচ যাদ থাইল।
গলার বে মডির হার ডাও বেচা। থাইল।
শারণ মানেতে যদুরা পারের থাড়ু বেচে।
এড তুংথ মদুরার কপালেডে আছে।
হাতের বাকু বাঁথা দিরা ভাক্ত যাদ থার।
পাটের শাড়ী বেচা। মদুরার আবিন মাদ বার।
কাণের ফুল বেচা। মদুরার আবিন মাদ বার।
অক্সের হত সোনা-সানা সকলই বাঁথা দিল।
শত প্রস্থি অক্সের বাস হাতের কন্ধন বাকি।
আর নাহি চলে দিন মুটি চালের লাগি।
ছেঁড়া কাপড়ে মদুরার অল নাহি ঢাকে।
একদিন পেল মদুরার তুরস্ত উপোসে।
ঘরে নাই লন্ধীর লানা এক মুঠা ফুল।
দিন রাইভ বাড়তে আছে মহাজনের ফুল।

আপনি শাক সিদ্ধ করিরা খার—তবু শাশুড়ী ও বামীর মূথে ছটি ভাত দেয়:—

> "আপনি উপোসী থেকে—পরে নাহি কর। সোরাবী শাশুড়ীর ভূঃথ আর কড সর ॥"

এখন বাড়ী বাড়ী ভিক্ষ করা বাকী। যখন অবস্থা এইরূপ দাড়াইল, তখন বিনোল ল্লী ও মাকে কিছু না বলিরা একরাত্রে গৃহত্যাগ করিল।

বিনোদ চলির। গেলে কাজি আবার কুটনীকে পাঠাইল। ভগুকার্যন বর্ণ এখন আর লোনার অলহারে খলমল করে না।

"নৰ্কাত্ব হয়েছে বেন গুডৱাৰ হুল।"

र कृष्टेनी नाना इत्य नाना यद्ध व्यालाखन प्रथारेन-

"ধান ভানা স্তা কাটা না শোভে ভোষার। এমন অংশ ছেঁড়া কাপড় শোভা নাহি পার। সোনার মুডিরা দিব অব যে ভোষার।

কাজিরে করিবা সাদী ববে বাও ভার।"

কাটা ঘায়ে স্থনের ছিটার মত কুটনীর কথা মলুয়ার অসহা হইল। তাহার ভেজবিতার এক কণাও কমে নাই, বরং যত হুঃখ পাইতেছে, ততই কাজির এই অপমান তাহাকে বেশী শীড়ন করিতেছে—

> "বেঁচে থাকুন খামী আমার চিরজীবি হৈছা, থানের মোহর ভালি কালির, পায়ের লাথি দিয়া।"

ভারপরে মল্যা কুটনীকে ভাহার পাঁচ ভাইএর কথা বলিল, ভাহারা পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করে না, "কাজিব কথা আমি জানাইব,—তখন ভাহারা এই ছুইকে বৃঝিয়া লইবে।"

মল্মার ছরবন্থার কথা আড়ালিয়া গ্রামে তাহার মাতা শুনিলেন। তিনি আহার নিজা ছাড়িলেন, তিন দিন, তিন রাত তিনি না থাইয়া না স্মাইয়া কাঁদিয়া কাঁটয়া কাঁটাইলেন। পাঁচ ভাই,—মল্য়াকে আনিতে পোল। কিন্তু মল্য়া আসিল না, তাহার শাশুড়ীকে ফেলিয়া কি করিয়ালে নিজে মুখ ভোগ করিতে বাপের বাড়ী যাইবে ? তাহারা সারাদিন তাহাদের আদরের ভগিনীটিকে বুঝাইল। কিন্তু মল্য়া নিজ কপালে হাত দিয়া দেখাইল—"আমার এই অল্টের ছঃখ কে নিবারণ করিবে ? বাপ মাতো ভালঘরে ভাল বরে বিবাহ দিয়াছিলেন। দৈব দোবে ভোমাদের এত আদরের ভগিনী কট পাইডেছে, এই কট দূর করা আর ভোমাদের সাহ্যানাই। সোরামী ঘরে নাই, শাশুড়ী প্রাণ থাকিতে নিজেম্ব ভিটা ছাড়িয়া অক্তর বাইবেন না, আমি এখানে তাহাকে লইয়া পড়িয়া থাকিয়া বদি মরি, ডব্ও ভাহা সোভাগ্য মনে করিব। আমি এখান ছইতে বাইব না, মাকে বলিও ভোমাদের পাঁচ ভাইএর মুখ দেখিয়া ভিনি কডক সান্ধনা পাইবেন, আমার পাশুড়ীর কে আছে ?"

চোখের জল মৃছিতে মৃছিতে পাঁচ ভাই বাড়ী কিরিরা গেল।

"হুতা কাটে ধান ভানে শান্তড়ীরে লৈয়া। এই মতে দিন কাটে ছংগ বে পাইরা ॥"

ক্রমে কান্তন মাস গেল, চৈত্র মাসে আমের মুকুলের গত্তে বাডাস পূর্ণ হইল, কাকগুলি ক্যায় আন্তমঞ্জরী ঠোঁটে ভালিয়া কলরব করিছে লাগিল। বিনোদ কোন্ দেশে গেছে, মল্যা শত চিন্তা করিয়াও ভাহার কিনারা পায় না।

> "আইল আবাত মান মেদের বহ ধারা। নোরামীর চাঁদ মুখ না বার পানরা। মেব ডাকে গুরু গুরু দেওয়ার ডাকে বৈরা। নোরামীর কথা ভাবে খালি বরে গুইবা।"

শ্রাবণ মাসে পল্লীগ্রামে মনসা দৈবীর উৎসব, সর্বব্য মনসা-মঙ্গল গান। সেই দেশব্যাপী-উৎসবের সময বিনোদ দেশ-ছাড়া।

ভারপরে আমিন মাসে দেবী পূজা। বধু ও শাগুড়ী কড ছুমেখ দিন কাটান। কার্ত্তিক মাসে দৈব সদয় হইল, বিনোদ ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে এবারও কুড়া-শিকার করিয়া অনেক টাকা আনিয়াছে। বাজেরাপ্ত ভূমি খালাস করিয়া লইল, পুনরায় চৌচালা ও রঙ্গিন আট চালা ঘর উঠিল। বছদিন পরে বিনোদের মূখে মা ভাক শুনিরা—মারের প্রাণ শুডাইল।

"মা বলিরা কে ডাক্ল আজ ছংখিনী মারেরে।" মিলনের আকলে এই পরিবার এডদিন পরে আবার ভাগ্যকে ধহ্যবাদ দিল।

> "বেওরা মিশ্রি সকল মিঠা, মিঠা সক্ষক । ভার থেকে মিঠা দেখ শীতদ ভাবের ক্ষদ । ভার থেকে মিঠা দেখ কুথের পরে ক্ষ্প । ভার থেকে মিঠা বর্ধন ভবে থালি বৃক । ভার থেকে মিঠা বৃধি পার হারালো ধন । কুকুল থেকে অধিক মিঠা বিবাহে বিকাশ ।"

কাজি সাহেব আর একটা চক্রান্ত করিলেন। সে দেশে এক প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন—তাঁহার চরিত্র ছাই ছিল,—এই তরশ জমিদার চর পাঠাইয়া পরের ফুলরী লী খুঁজিতেন। কাজির লোকেরা তাঁহাকে খবর দিল যে, ফুডাা নদীর পারে এক পল্লীতে চাঁদ-বিনোদের এক পরমাফুলরী লী আছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি বড়বজ্ব করিলা একটা মিখ্যা মামলায় ফেলিয়া বিনোদকে হত্যাপরাধে ধরাইয়া কিলেন। বিচারকের আদেশ অনুসারে বিনোদকে নিলক্ষার মাঠে জীরক্ত পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। এদিকে জমিদারের দিলুক্ত দক্ষার দল মলুয়াকে জোর করিয়া বাড়ী হইতে জমিদারের গৃহে লইয়া

মল্যা বিপদে পড়িয়া তাহার পোষা কুড়ার মূখে চিঠি দিয়া পিত্রালয়ে ভাইদের কাছে পাঠাইয়াছিল। সশত্র পাঁচ ভাই নিলকার মাঠে বাইয়া দেখিল, বিনোদকে পুঁতিয়া কেলিবার জত্য মাটি থোঁড়া হইতেছে। এই অবস্থার ভাহারা সেই সকল উৎপীড়কদিগকে মারিয়া ধরিয়া বিনোদকে ছাড়াইয়া লইয়া আসিল, কিন্তু তখন তাহারা দেখিল মল্মাকে জমিদারের লোকজন দস্ত্য সাজিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। বিনোদের মা মাটিতে জ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। বিনোদ ভাহার কুড়াটিকে লইয়া বনবাসী চইল।

এদিকে স্থমিদার মল্রাকে অনেক প্রলোভন দেখাইলেন। সে বলিল
— "আমি একটি সন্ধা করিয়া বাত গ্রহণ করিয়াছি। তিন মাস পরে সেই
বাভের উদ্বাপন হইবে। আপনি এই তিন মাস সব্র করিয়া খাকুন।
এই সময় যেন কোন পুরুবের মুখ আমাকে দেখিতে না হয়। এই তিন
মাস খাটের উপর শুইব না, নেখেতে জাঁচল পাতিয়া লয়ন করিব। কাহারও
লপৃষ্ট অল্পল খাইব না। এই তিন মাস আমার গৃহে আপনি আসিবেন
না, তারপার বাত সমাধা করিয়া আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। বদি
ইহার অক্তথা করা হয়—ভবে জানিবেন আমি বিব খাইয়া মরিব।"

জমিদার এই তিন মান প্রাতীকা করিলেন। তিন মান তো বলিরা মুক্তিল না, তাহার একদিন অস্ত হবল।

#### তথন জমিলাব---

"মূখেতে হুগছি পান ছডি থীরে থীরে। সোনালী হুমাল হাতে পশিলা জন্দরে।"

মল্যা বলিল, "আপনি জানেন, আমার বামী একজন ভাল কুড়া-শিকারী, আমি ওাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কুড়া শিকার শিবিয়াছি। আমার ইচ্ছা ব্রড শেব করিয়া আমি আপনার সঙ্গে কুড়া শিকার করিতে বাই, দেখিবেন, আমি একদিনে কডগুলি কুড়া ধরিয়া আনিতে পারি।"

ক্ষমিদার এই প্রস্তাবে অভ্যস্ত আনন্দিত হইলেন, বড় একটা ভাওয়ালির। নৌকা সুসজ্জিত করা হইল। সমস্ত আয়োজন-পত্র লইয়া সনুয়া ও ক্ষমিদার সেই ভাওয়ালিয়ায় উঠিলেন। ১২ দিন পরে জমিদার মনুয়াকে
স্পর্শ করিবেন, এই সর্প্ত।

এদিকে মলুরা কুড়ার মুখে চিঠি পাঠাইরা তাহার পাঁচ ভাইকে ভাহার বিপদের কথা সমস্ত জানাইরাছে :—

"পঞ্ ভাইরে পত্র পাইরা পাননী নৌকা করে।
ছল করিয়া ভারা কুড়া শিকার ধরে।
বিভার ধলাই বিল পদ্ম-মূলে ভরা।
কুড়া শিকার করিতে অমিগার বায় ভূপুর বেলা।
গাননী লৈয়া পাঁচ ভাই লইলেক ঘেরি।
গাননী লৈয়া পাঁচ ভাই লইলেক ঘেরি।
উন্থ হইয়া জলে পড়ে করে, টেচামিটি।
পঞ্চ ভাইত্রর পাননী খানি মেখিডে ভ্রমর।
লাভ গাঁড়ে মারে টান জাতি বছু জনে।
পথী-উড়া কৈরা পালী ভাইলা পদ্মবনে।
লোৱারী নহিত বলুরা বার বাপের বাড়ী।
জীরার উড়ার করে হেন আপ্রার নানী।"

## মলুয়ার নৃতন বিপদ

কিন্ত মলুয়াকে সংসারের যত ছংখ যেন একত্রে পাইযা বসিয়াছিল। সে ছংখের হাত এড়াইবে কিরুপে ?

মপুরা বাড়ীতে আদিলে আত্মীবেরা কাণা-ঘুষা করিতে লাগিল। তিন মাস একটা চরিত্রহীন জমিদাবের বাডীতে সে কাটাইরাছে, সেখানে ছিন্রেশ জাতের মেলামেশা,—আচার-বিচার জাতি-বিচার এই জমিদারের নাই। বুড আম্লাদিগকে তাডাইরা দিয়া কতকগুলি ব্যভিচারী কর্মনারী-ভারা সে বেষ্টিত থাকে, সেখানে মলুযা যে ধর্ম বজার রাখিরাছে ভাহার প্রমাণ কি? থাওয়া-দাওয়ার শুজতা যে সে পালন করিতে পারিরাছে, ভাহারই বা ঠিকানা কি? বিনোদের মাতুল হেলে-কৈবর্জদের মধ্যে প্রধান কুলীন। তিনি বলিলেন, "ভাগিনেয-বধ্কে ঘরে নেওয়া যাইতে পারে না—কিছুতেই না, তবে বিনোদ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার দোৰ থশুতে পারে, আমরা তাকে লইয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে পারি।" বিনোদের পিসাও একজন কুলীন, তিনি মাতুলের কথার সায় দিলেন।

মনুমার পাঁচ ভাই সেইখানে ছিল, তাহারা অভিশয ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ্নিকে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আঁচলে চক্ মৃদ্ধিতে মৃদ্ধিতে মল্মা কলিল "আমি বাহিরের পরিচারিকা হইয়া এই বাড়ীর বাহিরের কাজ করিব। আমি এ বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না,

> "গোবর ছড়া দিব আমি সকাল সন্ধ্যাবেলা। বাহ্যিরর কাল লব করিব একেলা।"

আনেক চেই। কৰিয়াও ভাইএরা ভাচার মন কিবাইডে পারিল না।

"আৰক্ষিত করিবা বিনোধ জ্যাকে বংরর নারী। জাখারে সুকারে কাঁচে মনুবা জ্বারী।" সৰাজ-পরিভাজা মল্যা—বন হাজিরা বাহিরে বান লইল। বানীর চাঁল-মুখখানি একবার দেখাই ভাহার জীবনের প্রধান কাষ্য হইল একং ভাহাতেই সে ভৃগু হইল। কিছু এখানেই ভাহার ছাখের বালা পূর্ণ হইল না।

সে কাঁদিরা কাঁদিরা দিন কাটার; এক হাতে বাঁটা দিরা আদিনা সাক্
করে, অপর হাতে চোধের জল মোহে। ভাহার শাশুড়ী নিভাত অপত,
ভিনি চোধে দেখেন না,—সারাদিন বিনোদ ক্ষেতে বাঁটিয়া আনে —কে ভাত
রাঁধিয়া দেবে ? চোধে না দেখিয়া শাশুড়ী বাহা রাঁধেন, ভাহা মূখে ভোলা
বায় না। হায়রে, আমীকে যে হুটি ভাত রাঁধিয়া দেবে, নারীক্ষরের এই
সৌভাগ্য হইতেও মল্মা বঞ্চিত। যে আসে ভাহাকেই লে বিনোদের আর
একটি বিবাহের জন্ম চেটা করিতে বলে। ভাহার সোরামী ও শাশুড়ী রা
খাইয়া মারা পড়িতে বসিয়াছেন। এ বিষয়ে বিনোদের মামা ও পিলা বুল
ভংপরভা দেখাইলেন। বিনোদের আর একটি বিবাহ অচিরে লুল-পার্থিত
হইয়া গেল। এই নববধ্টিকে মল্মা ভগিনীর জার ভালবাসিতে লাগিল।

"বাহিরের কাজ করে মনের হরিবে। সভীনেরে রাথে মলুয়া মনের সভোবে ॥"

# নৰ্শাৰাত, প্ৰাণলাভ<sup>ী</sup>

আক্ৰিন প্ৰাতে উঠিয়া বিনোদ সায়ের কাছে তাত চাহিল। "বা, আন্ধ্রি অতি শীল কুড়া শিকার করিতে বাইব, আরায় চারটি তাত বাও।" কিছু চাল কাঁড়া ছিল না—দেরী সহে না। যা পাড়া তাত বাড়িয়া আন্ধ্রীয়া কিছুকুকে বিলেন, তাহাই তাড়াক্তি বাইরা এক হাতে মুক্তা ও স্কার্থ ক্রিটিটি শিকার কাইড়া বিনোধ অতি ক্রুত কাইট্টা হবতে ক্রুতা ও স্কার্থ কোটা পান্তে অনিবাহি বার্টিটি বিশ্বস্থাক্তার করে অনিবাহিত কর্ম্য বাইরা ববিল। রপুরার কথা লইরা আলাণ হইল, অভানিনী ক্ষুরার
আভ ক্রণিনী ইাদিতে লাগিল, বিনোদ ভাহার ভগিনীর অঞ্চর সঙ্গে নীর্থে
নিজ অঞ্চ বিশাইরা মল্যার ভটের কথা বলিরা বিলাপ করিতে লাগিল।
স্থেটার ভেজ বাড়ভ, আর অপেকা করা বায় না। বিনোদ সেই প্রোর্থ
হাছিয়া নিষিত্ব-জললে প্রবেশ করিল, চারিদিকে বড় বড় গাছ, বিরাট
পুরুবের ভার বন রক্ষা করিতেছে। নিয়ে প্রেণন্ত দুর্ব্বাদল ধরিত্রীকে ভামল
শোভার মণ্ডিভ করিয়া রাখিয়াছে। কুড়াকে হাড়িয়া দিয়া বিরা বোপের
লাড়াল হইডে বিনোদ নুডন কুড়ার আগমন প্রভীক্ষা করিয়া রহিল।
অ্বদিকে শুরু নেম-গর্জনের সঙ্গে কুড়ার উল্লাস বাড়িল,—ভাহাদের
বাব্যে ক্রেকটি আলিয়া পোষা কুড়াটির সঙ্গে আলাপ জ্বাইতে
ভেটা করিল। বিরা-কোপের নিয়ে বিবধর সর্প ছিল, এই সময়ে
অক্সাৎ বিনোদের কনিষ্ঠ পদাস্তিল দংশন করিয়া বিহাৎবেগে সুকাইয়া
পাড়িল।

সেই নিবিড় বন-প্রদেশে আসর মৃত্যু আশবা করিয়া বিনোদের চক্ষের
কল পড়িতে লাগিল। মায়ের কল্ম প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল এবং "কল্মের মত
না কেবিলাম স্থান্দর মলুয়ায়" বলিয়া অন্তির হইয়া—সেই পরিভাক্ত রমনীর
কল্ম ভাহার বৃক্তের ভিতরকার ব্যাধা যেন মৃত্যুকালে আরও বেশী হইল।

এই বাৰাৰ পৰিক বাইডেছিল, বিনোদ হাঁকাইডে হাঁকাইডে ভাহার এই বিবা ভাহার মাকে জানাইডে বলিয়া চকু বুজিল।

সন্ধাকালে মা এই সংবাদ শুনিয়া পাগলিনীর মত এলোচুলে চুটিয়া আসিলেন, হাহাকার করিতে করিতে কসুমার পাঁচ ভাই আসিল, ক্তমন বিনোদের চোখের ভারা বোলা হইয়া গিরাছে। নিবাস বছ, বজ্বের স্পাননের কোন লক্ষণ নাই, নাড়ী ধরিয়া ভাহায়া মনে করিল, সব নেই হইয়া নিয়াছে। এই বিচলিত লোকার্ড পরিবারের মধ্যে একবার বলুরাই নিকল; লে একবানি প্রতিমার মন্ত ছির হইয়া রহিল। ভাহার পরে দাগাদিসকে বলিক ক্ষানি প্রতিমান করিয়া কেনিক ক্ষান্ত নাই, ভোররা চল, ইহাকে ক্ষায়া করিয়া বাহাছে বাই, বেবি প্রাক্তির ক্ষান্ত আমা আহে বিনা প্রতিমান ক্ষান্ত বাই, বেবি প্রাক্তির ক্ষান্ত আমা আহে বিনা প্রতিমান ক্ষান্ত বিনা বিনাক্তির ক্ষান্ত ক্ষায়া আহে বিনা প্রতিমান ক্ষান্ত বিনা বিনাক্তির বিনাক্তির ক্ষান্ত ক্ষায়া আহে বিনা প্রতিমান ক্ষান্ত বিনাক্তির বিনাক্তির ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত বাই, ক্ষান্ত বাই, বাইনিক ক্ষান্ত ক্ষান্ত বাই, বিনাক্তির বাইনিক ক্ষান্ত ক্ষান্ত বাইন বিনাক্তির বিনাক্তির বাইনিক ক্ষান্ত ক্ষান্ত বাইন বাইনিক ক্ষান্ত ক্ষান্ত বাইন বাইনিক ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত বাইন ক্ষান্ত বাইনিক ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত বাইনিক ক্ষান্ত বাইনিক ক্ষান্ত বাইনিক ক্ষান্ত বাইনিক ক্ষান্ত ক্ষান্ত বাইনিক ক্

সক্ষে বাড়ীতে গেল। সড়া কোনো কৰিয়া অনুধা বৈদ্যলার কার আনীয়া পুনর্জীবন কাবনা করিয়া থাকড়ী কর্মার মাড়ীতে উপন্থিত কবল। ক্ষুত্রায় আভারা নোকাখানি প্রাণপণে বাছিরা সইয়া আনিয়া সাচ্চ বিনের পদ্ধ রীব কিনে চলিরা গেল। পারুড়ী রোগীকে কেখিয়া বলিল "এ রোগী একারুড় মরে নাই। আমি ইহাকে বাঁচাইব।"

> "নাক মুখ দেইখা ওকা মাখায় থাবা বিল। বুকেতে আনিবা বিষ কোষকে নামাইল। কোষকে আনিবা বিষ হাঁটুতে নামাইল। বিষ আলা গেল, বিনোদ আঁথি মেইলা চাইল।"

# মলুয়ার নৃত্য পরীকা

স্ভ্যা নদীর ভীরে ধন্ত ধন্ত রব উঠিল। সভী কন্তা, সাবিত্রীর নছ, বেছলার মড, স্বামীকে স্বর্গ হইডে কিরাইরা আনিরাছে। ছেলে-কৈয়র্ভেক্ত মর এই কন্তার আবির্ভাবে পবিত্র হইরাছে। ইহাকে কে বাড্নিরের গাসী করিরা বাড়ীতে রাখিরাছে ?

> "মরা পঞ্জি বিবাইবা আনে বেই নারী। ভাহারে সমাজে নইডে ক্ষেম ক্ষ্মী বেদী।

ক্ষুদ্ধ দেশের লোকে বলিলে কি হইবে, দশে বলিলে কি হইবে ই

"বিনোদের যাবা বলে হাসুবার বিনোদের শিলা বছে লাভি বিনোদের শিলা বছ-মানি বারেতে কেবনৈ হ'ব,

Merel de la company de la comp

### "পাই ক্লেন বিধা কৰাৰ ভূল্যা লও দৰে। পভী কলা হৈয়া কেন বাসীৰ কাল কৰে।"

বিপূল ভর্ক-বিভর্ক উঠিল। বিনোদের কুৎসা গাহিরা আশ্বীর-বন্ধন আন্দোলন করিতে লাগিল। মলুয়ার কলঙ্ক লইরা বিনোদের পরিবার সমাজে আরও নিশ্বিত হইল।

#### বাস্থান

ক্রমি বড় ক্রড় উঠিয়াছে। প্ত্যা নদীর ঢেউগুলি আকাশে উঠিয়া বেন বাডাসের সঙ্গে লড়াই করিতেছে, নদীর সিকডা-ভূমিতে কুঁড়ে ঘরগুলি "বাডাসে ধর ধর কাঁপিতেছে। গৃহছেরা ঘরের দরজা জোর করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, রাস্তায় লোকজন নাই।

কে এই সুন্দরী একাকী নদীর ঘাটে চলিরাছে ? সুন্দরীর সুকোমল আদ সর্বা-সূত্রণ যোগ্য। কিন্ত তাহা স্থবগহীন। যে দেহ নীলাম্বরী বা অন্ধিপাটের পাড়ী পরিলে মানায়, জোলার পুঞা পরিরা এরপ ভীষণ বড়ের সময় সে একা কোখায় যাইডেছে, তাহার বড় বৃষ্টি আন নাই, জার্বের কল বৃষ্টির জলের সদ্দে মিলিয়া যাইডেছে। সুন্দরী ভাবিডেছে—"এড করিয়াও সোয়ামীর মুখখানি বিবাভা দেখিডে দিলেন না। আরিই ভাহার কলতের কারণ; যভদিন আমি বাঁচিব, ডভদিন ভাহার নিস্তার নাই। আমার লোবে সকলে ভাহাকে ছবিবে ? এ ছার জীবন—ভাহার নারাজিক নিন্দা ও কলতের কারণ।"

ক্ষণনী বাটে আলিরা ভালা মন-প্রম কাঠের ভিলাগানি গুলিরা ক্ষিত্র, ভারাতে উঠা নাত্র ক্ষেত্রগানি বিজের বেলে ভূগের বত হাক-ক্ষিত্রার; আলিরা গায়িল। গুলারত কথনত বড়ের অবভাবে আভাবে ক্ষুত্রাবৃধ নৌবের বেশা মুনিরা উঠে; লেই অধিকাক্ষার নিজার্থাক প্রেক্তি প্রতিমার মত মধুরার কণালোর নিশ্বর ও প্রণলী দূর্বি ক্ষরতার উচ্ছান কেথাইতে লাগিল।

নেখার অনু উঠিতেছে ;— বলুরা ভাবিল, "অল আরও উঠুক, আরি
অভলে ভূবিব, আযার মুখ আর কেউ দেখিতে পাইবে না, বারীর নিবা
আযার জীবনের সঙ্গে অবসান হউক ;—আমি বারীর কলত আর নহিতে
পারিতেছি না।"

বিনোদের ভগিনী সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বেন বড়ের কেনে? উড়িতে উড়িতে পাড়ে আসিয়া গাড়াইল। এদিকে বাব গাজে বল বেরে ভালা নৌকার বাতা বহিয়া উঠিতেহে। বিনোদের ভগিনী চীৎকার করিয়া বলিতেহে—"বধু, একি করিতেহ, ভূমি কিরিয়া এস, আমি ভোবাকে আবার বাড়ীতে সইয়া বাইব,—ভূমি বেও না।" মসুয়া বলিত—"নমনিনী কিরিয়া বাও, ভোমার মুখ দেখিয়া আমার বুক কাটিয়া বাইতেহে:—

উঠুক উঠুক উঠুক পাণি ভূৰ্ক ভাষা নাও। ভলেন মত মণুয়ারে একবার বেইণা বাও।"

শাশুড়ী আনুধানুবালে অসমূত কেশে পাগলের মত **চুটিয়া কানিয়া** । বলিলেন, "বউ—বরে কিরিয়া এল, ডুমি আমার বরের লক্ষী—আবার আকা বরের চাঁলের আলো, আমার সাঁজের বাডি, ডোমার না কেবিলে আনি একদিন এ বাড়ীতে ডিপ্তিডে পারিব না।"

মলুবা বলিল--

তিঠুক, উঠুক, উঠুক পাৰি কুক্ত ভালা বা। বিভাহ লাও বা ভাৰনী ধৰি ভোষাৰ পা।"

আর্ডেক নৌকা জলবর হইল, পাড়ে গাঁড়াইরা শান্তকী কার্নিডে লাজিলেন।

পাঁচ ভাই আনিয়া কচ নাৰিলেন। নেই বৰু বুটিৰ অংকটাৰ্থনে ভিক্তবিদ্যা দেশ। বহুলা আনকাতে উল্লিখিক জনাক উল্লিখ কাম কুমিয়া যাইকে আনিল এক কিন্তোলাইক কচ অনুবোধনা উল্লেখিক আহিচক কামিন কৰা শক্তিক উঠুক উঠুক জন ভূষ্ক ভালা নাও। মনুবাৰে কেনে ভোষৰা আপন কৰে বাও।"

বিনাৰ সেই ছুর্বোগের মধ্যে পাগলের মত ছুটিয়া আসিল, সে টিংকার ক্ষিয়া বলিল:—"আমার মন্ত্র, কোখার ?"

"হৌড়িরা আইতা চঁল-বিনোল নদীর পারে থাড়া।

এমন কইরা জলে ডুবে আমার নরন ভারা!

চাল-পুরুজ ভুরুক আমার সংসারে কাজ নাই।

ভাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাহি চাই।

ভূমি বলি ডুব মলু, আমার সলে নেও।

এক্টিবার মুধ চাইরা প্রাণের বেলন কও।

ববে ভূইল্যা লইব ভোষার স্মাজে কাজ নাই।

জলে না ভূষিও করা, ধর্মের লোহাই।

বানীকে শেব মূহুর্তে পাইরা আন্ধ মলুরার মূখ কুটিল। সে কহিল— "অনেক দিন গড হইরাহে,—আর বাকী জীবনের জন্ম সূথ চাই না। আর সংলাজে ক্ষিক্রা ভোষাকে কট দিব না—

> "আমি নারী থাক্তে তোমার কলক না বাবে। জাতি বন্ধু জনে তোমার সরাই বাটবে। কলকী জীবন আমি ভাসাব সাবরে। এপান হইতে সোরায়ী বোর চলে বাও বরে। বরে আন্তর ক্লেনী কারী ভার কুর চাইবা। কুবে কর পুরুষাস ভারুরে সইবা। উঠুক উঠুক প্রতিন্তু ভালা নাও। বিভার্মীরে রাইবা ভূবি আসন বরে বাও।"

ালান কাতি কৈছু ৷ সামালিক কালাৰ নেই ক্ষেত্ৰ নদীয় পাড়ে জীক কালীয়া প্ৰকৃতিয়া সম্ভাব কুনুন্তি মেডিজেনিকে, ক্ষুন্ত কালিকি মুক্তিকু মালিক-শক্ত কোনুনা নিৰ্দ্তি কালি-কালিক চিনবিকাৰ আৰু কালি মুক্তি-নামান চলিবাদ-কালাম কালীয়া কোন কালমাৰ কৃতি কালামাক উাহাতে কৰা কৰিবেন। আৰক্ষ কৰাতে ক্ষৰ ক্ৰিছ, আসনাক্ষ কি কৰিবেনে। আমি চলিয়া বেলে আয় শেটা দেওৱায় কিছু থাকিবে না। আসকান্ধ আমানু সামীকে কট দিবেন নাঃ—

"কোন বোবের হোবী নর আবার নোরাইী।" মলুরা সভীনকে বলিল—

> "হুবে কয়-বৃহ বাস খাৰীকে কইয়া। আজি হ'তে না বেধিবে যনুষায় মুখ। আমায় হুঃৰ পাণৱিবে বেইখ্যা খাৰীয় মুধ।"

এই সময় প্ৰদিক হইতে মেখ পৰ্জন করিয়া উঠিল। মলুরা কোজার চলিল ?

> "এই সাগরের পার নাই, ঘাটে নাই থেওৱা। পূবেতে গজিল দেওৱা ছুইল বিবন বা। কইবা গেল হুজর কন্তা, মন-প্রনের না।"

#### चांदगांडमा

নপুরা রস্রাবতীর রচনা। চন্তাবতীর জীবন-কথা পুরুবাই ক্রিক্টিড হইরাছে। ইনি পুঞ্জি ননগা-সকল-কেবৰ কথি ভটাচাটেড ক্ষরাঃ নেমকোশা সব-ভিভিসনে পাছুরার প্রানে ইবানের রাড়ী ছিল। ও৫৭৫ গুটাপে চন্তাবতী পিভার ননগা-সকল কাজের অনেকালে লিখিয়ানিকার, কেই লাখন কলার মধ্যে কেনারাক্ষেত্র পায়ারী আটি ক্ষরাও ক্রিক্টিড। কালানি কলুরা কালোর প্রতিক্তি ক্যাবতীত ক্রিক্টিড। ক্ষরাতি ক্রিক্টিড। নিরাছে। অসা নামান ক্ষরাত্র জীবানার্চ ক্রিক্টিড ক্ষরাভিত্তিকার ক্ষরাভিত্তিকার ক্রিক্টিড। ছিল। কিছ জয়চল্লের বিখাস-যাতকভায় এই বিবাহ হইতে পারে নাই। চল্লাবতী পিতার অস্থ্রোধ সম্বেও আর বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, আজীবন কুমারী রহিয়া গেলেন। জয়চল্ল শেবে অস্থতপ্ত হইয়া ফ্লেখরী নদীতে প্রাণ ত্যাগ করেন। চল্লাবতী তাঁহার এই দশা দেখিয়া প্রাণে বে আঘাত পান, ভাহা সহু করিতে পারেন নাই। অচিরে তিনিও পরলোক-প্রমন করিয়াছিলেন।

জন্মত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে রামায়ণের বছাছ্বাদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতা তাঁহাকে ফুলেখরী নদীর পাড়ে একটি শিবমন্দির গঠন করিয়া দেন। কুমারী-ত্রত প্রহণ করিয়া তিনি দিন রাতের অনেক সময়ই সেইখানে শিবারাধনায় কাটাইতেন। চক্রাবতীর চরিত কথা নয়ানটাদ ঘোষ নামক এক কবি অস্থুমান ২৫০ শত বংসর পূর্বের রচনা করেন।

এই ক্রি সভ্যের সীমা লঙ্কন না করিয়াও চরিতথানি কবিষ-মণ্ডিও করিয়াছেন। আমরা তাহার বিস্তারিত কাহিনী অস্তর দিয়াছি। চন্তাবতী রচিত অপরাপর কাব্যেও তিনি ব্যাং আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন—কিছ অয়চন্তের ব্যাপার সম্বন্ধে নিজে কিছু বলেন নাই। তাঁহার রামায়ণখানি বালালা সাহিত্যের একটি বিশেব সম্পদ। এখনও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মেরেরা কোন বিবাহোপলকে সেই রামায়ণ গান করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ মাইকেল মধুস্থলন চন্তাবতীর রামায়ণ হইতে তাঁহার সীতা-সরমার কথোপ-কথনের অংশটি গ্রহণ করিয়াছেন। এই রামায়ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অসমাপ্ত অবস্থার প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণের ভূমিকার চন্তাবতী লিখিরাছেন:—

"ধারা লোডে স্লেখনী নদী বহি ধার।
বসতি বাদবানক করেন তথার।
ভট্টাচার্য বংশে কর কথনা বরণী।
বাবের পারার ভাল-পাভার ছাউনী।
ঘট বসাইরা সরা প্রে মনসার।
বোপ করি ক্লাই হে সব্বী ছাড়ি-বার



"ৰানি না€ থাকিতে তোমার কলক না থাবে। ভাতি-বছুজনে তোমায সদাই ঘাটিবে॥" (পৃছা ২>৪)

विक वर्ष विक देशम ब्रह्मांच बरव । खानान शक्ति विनाध मध्मारक **।** ঘৰে নাছি ধান ভাৰ চালে নাই চারি। আৰুৰ ভেবিৰা পতে উচ্চিতাৰ পাতি। ভাষাৰ গাহিবা পিডা বেডার নগৰে। চাল কডি যাতা পান আৰি কেন কৰে ৷ বাড়াতে বাহিত্ৰ-আলা কটের কাভিনী। ভাব যবে কৰা নিলা চন্দ্ৰা অকালিনী । সনাই মনসা-পদ পুজি ভজিভৱে। চাল কড়ি কিছু পাই মনসার বরে ঃ ল্পলোচনা যাভা বন্দি বিভ বংশী পিতা। বার কাচে শুনিয়াতি পরাপের কথা । মনসা-দেবীরে বন্দি ছভি চই কর। वाहात क्षतारण हर नर्स छःथ एत । মাৰেৰ চৰণে মোৰ কোট নমন্ধাৰ। বাঁচার কারণে ছেবি ভগৎ সংসার। निव-निवा विक शाहे ऋत्ववही नही। ষার জলে ভকা দর করি নিরবধি। বিধি মতে প্ৰধাম কৰি সকলেৰ পাৰ। পিজাৰ আছেশে চন্দ্ৰা ৰাষ্ট্ৰৰ গাৰ #

এই আছবিবরণের সঙ্গে নরান চাঁক ঘোষের বর্ণিত কাহিনীর সরক্ষ কথাবই ঐক্য আছে, চল্লাবতী বে করচল্লকে ভালবাসিরা চির্মুমারী রক্ষ অবলঘন করিরাছিলেন, সে কথার তিনি উল্লেখ করেন নাই। কিছু চিনি নে ভাগাহীনা এবং পিতার গলগ্রহ বরুপ হিসেন, ভাহার ইনিত তিনি শিরাহেন। পিতার আদেশে বে সাগোরিক বিবর হউতে বন কিরাইরা লইরা বাবারণ বচনার গ্রেহত হইরাছিলেন, ভাহাও তিনি ইল্লেখ করিরাহেন। মপুরা কাব্য পড়িয়া মনে হয়, চন্দ্রাবতীর আদর্শ ছিল বাল্মিকীর সীতা।
চন্দ্রাবতী সংস্কৃতে স্থপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কাল্মিকীর কাব্যের আক্ষরিক
অন্থবাদ করেন নাই। মপুরা কাব্যের অনেক ছলেই সীতাকে মনে পড়িবে।
মপুরা কাল্মির অনিষ্ট প্রস্তাবের যেরূপ তেজগর্ভ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা
সীতার প্রত্যুত্তরের মত, অথচ তিনি বাল্মিকীকে নকল করেন নাই। সীতা
চরিত্রটি তিনি প্রাণের সমস্ত করুল বেদনাও দরদ দিয়া ব্র্থিয়াছিলেন,
মপুরা সীতার প্রতিবিশ্ব নহে, দিতীয় সীতা—সেইরূপই মোলিক ও স্বাভাবিক
—কিন্তু তাহা নকল নহে। সমস্ত বাল্মালী হিন্দু বাঁহার চরিত্র-গৌরব শত
শত বংসর যাবং হাদয়ে আয়ন্থ করিয়াছিল, সেই সংস্কার-পুই ধারণা হইতে
এই দিতীয় সীতার আবির্ভাব। ইহাতে বাল্মিকীর সীতার পবিত্রতা
ও তেজ আছে, এবং বাল্মালার আবহাওয়ার কোমলতা ও সুকুমারম্ব
আছে।

হিন্দুনারীর ভেজ—বীর রমণীর যোগ্য। যে মগুরা—কাজিকে গর্মিত ভাবে অসম সাহসিকতার সহিত স্পর্দ্ধিতভাষার অগ্রাহ্ম করিয়াহিল—সে মনুরা সামাজিক অত্যাচারে একবারে নিস্তেজ—নিস্তরক্ষ হইরা গিয়াহিল, যাহার ক্ষ্রধার বৃদ্ধিতে শত বড়বত্র বিকল হইরাছিল, সে বখন সামাজিক অন্ধাশনে পরিত্যক্ত হইল, তখন একটি কথা বলিতে সাহসী হইল না। রামারণের সীতা সামাজিক নিগ্রহে পরীক্ষা দিয়া সতীত্ব প্রমাণ করিতে চাহিলেন না, রুণায় পাতাল পুরীতে আঞ্রয় লইলেন। কিন্তু মলুয়া সমাজের নিডান্ত অভ্যায় অভ্যাসন মানিয়া লইলেন, একটিবার প্রতিবাদ করিলেন না—না করিবার কারণ,—যে প্রতিবাদ স্বামীর করা কর্তব্য ছিল, ভাহা তিনি করেন নাই—বরং ত্বিভারবার দারপরিগ্রহ করিয়া সামাজিক শাসনের অন্ধানন করিয়াছিলেন। এই অপনান ও হৃথে মলুয়ার সমস্ত প্রতিবাদ করে ভাসিয়া ক্ষিরয়া সেল। তিনি কি বলিবেন, যিনি বলিবার তিনি শ্রীর সমন্ত অপ্যান গলাধকেরণ করিলেন। মলুয়ার সমন্ত ভেজবিতা ও ফর্প ভাজিয়া চুরিয়া গেল।

তিনি জানিজেন, হৃঃখ সহিবার জন্তই তাঁহার জন্ম হইরাহিল, তুডরাং তিনি হৃঃখকে তন্ন করেন নাই। পেৰে জনে ভূবিরা বরিলেন, এই কাল

किनि करहे अनक्ष्म हरेता करतन नारे। चाबीत क्षकि अञ्चतामरे कैंदांत সমস্ত কার্ব্যের অন্তপ্রাণনা দিয়াছিল। নিজের পমস্ত অপদার পত্র বেটিয়া খাইয়াও তিনি স্বামীর ভিটা জাকডাইরা ছিলেন। ভারণরে বর্ণন সমাজ কর্তৃক লাছিত হন, তখনও খামীর গৃহে কিছু ধরিতে ই,ইডে না পারিয়া ৩৬ তাঁহার মুখখানি দেখিবার লোভে সেই ভিটার বাছিরের পরি-চারিকা হইয়াছিলেন,—ইহার মধ্যে কডবার পিতৃগতে তাঁহাকে দইরা যাইবার ক্লা প্রাভারা আসিল, কিন্তু ডিনি ভাছাদের সমস্ত রিপ্ত আমন্ত্রণ অগ্রান্ত করিয়া চড়ান্ত কটকে বরণ করিয়া লইলেন। স্বামীপ্রালভার এই দষ্টান্ত সাহিত্যে বিরল। বিনোদ ভিতীয় দারপরিপ্রছের পর ভিনি সভীনকে যে আদর দেখাইরাছিলেন—ভাহা নিভাস্ত অকুত্রিম। যখন ভাহার নিকট চির-বিদায় লইলেন, তখন তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার জন্ত ছুঃব করিঙ না, আমাকে মনে পডিয়া হুংধ হইলে স্বামীর মুধ দেখিরা ভুলিও।" ভিনি অকপটে সভীনকে ভালবাসিরাছিলেন এবং নিজে সরলভাবে বিশাস করিয়াছিলেন, সভীনও তাঁহাকে ভালবাসে। তাঁহার অঞ্গষ্ট ভালবাসা এই বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ভিনি বৃবিদ্বাছিলেন সভীন তাঁহাকে সভাই ভালবাসেন এবং তাঁহার মুদ্ধাতে বাহিত श्टेर्टिन ।

সেই শেষদিনকার চরম ছ্র্নিনে যখন আকালে মেঘ ও কঞা, নিরে স্ভ্যানদীর উত্তাল তরল, তখন ভালা মন-প্রনের ভিলার এই অপক্ষণ রমণী থীরে বারে লগে ভূবিভেনে। বাঁহারা দেবী বিসর্জনের দৃষ্ঠ দেখিরাছেন, অক্ত্রভূট্যকাহী শেব রোজের রেখার বালমল প্রভিমার মাথার ভূবন্ত মুক্ট দেখিরাছেন, ভিনি এই মলুরার শেব-দৃষ্টের কারণা এবং ভীষণ মুভূার এই ভূক্ষ পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। চল্লাবভী নিজে চিরছ্টেবিনী ছিলেন, ভিনি নিজের ছংখ দিয়া এই ছংখিনী মলুরাকে গড়িরাছিলেন, ভাই মলুরা চরিত্র এত জীবন্ত হইরাছে।

এই গল্লটিতে যে "নৃজর সরিচার" কথা আছে, ইউরোপেও সেইস্লগ কথা বিভ্নান ছিল। মধ্য-মুগে গ্রোদেশিক পাসমকর্তারাও উচ্চালের কথীনত্ব প্রকারের নিকট হুইতে বিবাহ উপদক্ষে এইয়াশ কর আসার করিছেন। গুডরাত্রে ক্যার উপর অধিকার শাসনকর্তার থাকিড, অভিভাবকপণ টাাল দিয়া ক্যাতির মৃত্তির ব্যবহা করিছেন। এই টালের নাম ছিল "Droit de Seiginiur" (Frezer's Folklore in the Testament দেখুন)। তাত্রিক বলীয় গুরুরা (সহজিয়া) নিয়প্রেশীর মধ্যে "গুরু প্রানালী" নাম দিয়া এই জ্বল্য অধিকারের দাবী করিছেন।

# আঁশা বঁশু

## चक युवक ताज-गाउत

ভোরের আকাশে খয়ের রংএর মেঘ, মাঝে মাঝে তার সিন্দুরের ছড়া।
আদ্ধ যুবক বাঁশীটি হাতে নদীর পারে দাঁড়াইয়া আছে। সন্মুখের
প্রান্তরে ভালিম ফুলের লাল কলি ফুটিয়া আছে।

ষুবক গাড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছে—সেই হুরে নদীর পাড় ভালিরা পড়িতেহে, তেউগুলি চলিতে চলিতে যেন কানাকানি করিয়া কথা বলিভেছে।

অন্ধ কেবলই বাঁদী বাজাইডেছে—সেই স্থরে ভাটিয়াল নদী উজান বহিতেছে।

অন্ধ নিজের বাঁশীর স্থারে নিজে মন্ত, সে ভাবিতেছে:-

"ভোর বিয়ানে ভালিম কলি ফুটা। ভাল ভরা। কেমন জানি আসমান জমিন কেমন বেন ভারা। কেমন জানি সোনার দেশ সোনার মাত্র আছে।" কাঞ্চন পুরুষ কেন ভিজা লইডে আইছে।

এমন সুন্দর পুরুষ, রপের তরঙ্গ যেন শরীর বাহিরা **অবনীতে** দুটাইডেছে।

> "দেখিতে তুলর রূপ রে ডাম শুক পাণী। কোন পাবর বিধাড়া রে করিল কর কৃটি আঁথি।"

বাঁশী শুনিরা মৃষ্, রূপ দেখিরা বিশ্বিত নগরের লোকেরা ভাষার সম্বর্জ কড কি বলাবলি করিভেছে !

**এই चन्न दांनी-दामरकत कथा ताककृषातीत कारंग राजा**।

রাজকুমারী বিশিত হইরা অব ভিশারীকে দেখিতে দাসিলেন, উজ্জন চক্রিকার মত ভার ক্রপ । কি নিষ্ট নে বাঁশীর স্থান—ইজা হয়, সবঁলে বির্লা নিজেকে ভাষার পথে বিকাইবা নিজে।

#### क्यांत्री वनिरननः--

"নোনার কপাট রূপার খিল গো বাপের ভাণ্ডার। বাপের আগে করে লো সই খুলে দেও ছুরার।"

#### কিছ অন্ধ বলিল :---

''ধ্লা মাণিক একই কথা, দৃতি লো তাতে কিবা আছে। আগে কান কিবা দিলে অছের ছঃখ খোচে।''

রাজকুমারীর চোধ হইতে বর বর করিরা জল পড়িতে লাগিল, ডিনি বলিলেন,

> ন্তন গুলা সই কই বে তোমারে। আমার তুইটি নয়ন তুল্যা দিয়া আস তারে। রসিক অন কয় থিলে কি হ'বে নয়ন। অক্টের তুংগ সূচে কল্পা যদি বিতে পার মন।

রাজা স্থম থেকে উঠিয়া সেই বংশী ধ্বনি শুনিলেন, যে স্থরে চরাচর মুদ্ধ—সেই সূর শুনিয়া রাজা পাগল ছইলেন।

সংবাদ-দাভাকে বলিলেন,

"ধ্বরিয়া, ছানিয়া আইন আলে। কোনু বা জনে বাজায় বাঁণী নবীন অন্তরাণে।"

খবরির। সংবাদ আনিদ—"এমন ফুল্বর ডরুণ বৃত্তি—কার্ডিকের যত ! কিছ ছাত্র, ডিকা করিবা খায়।"

রাজা ভাহাকে ভাকাইরা আনিলেন, বলিলেন, "ভূমি কে? ভোষার শিভামাতা কে? ভূমি জিলা করিয়া খাও কেন?"

खुद रिवेन "वानि धननरे इकीना, कविता ना नारशन मूर्य राष्ट्रि आहे..।"

শবিবাভার কি বোৰ বিব ? স্বপালের বোৰ আবার। বিবা স্বতনী আবার কান্তে স্ববান আরকার।শ করশার আর্ক্তের রাজা বলিলেন, "আরু হইতে আমি ভোষার মা-বাশ হইলাম। ভিকার বুলি হাড়িয়া তুমি আমার পুরীতে আইন।"

> ভরা ভাণ্ডারের ধন ছ্রার থাক্বে খোলা। গলার পরিবে ভূমি মাণিক্যের মালা। অংশতে পরিবা ভূমি রাজার ভূবণ। সর্বালে গাঁথিয়া বিব রম্বালি কাঞ্ন।

"আমার ছুইটি কথা ডোমাকে পালন করিতে হইবে। অতি উবাকালে বধন রাজবাড়ীর টিয়া, বউ-কথা-কও এবং পাপিরা জালে নাই—বধন চৌকিলারও শেব-রাত্রির হাঁক দের নাই, তখন ভূমি বাঁদী বাজাইরা আমার বুম ভাজাইবে।

"বুম থেকে উঠে বেন বাঁশীর গান গুনি। মধুভরা এমন বাঁশী জনমে না জানি।"

"আর একটি কথা,—রাজকুমারীকে তোমার ঐ মধ্ভরা বাঁদী বাভাইতে শিখাইতে হইবে।

"ভন ভন হৰ্মৰ পাছ কহি বে তোমারে।
আৰু হইতে কৰ্ম বান এই না ৰাজপুৰে।
ভিকাৰ বুলি ছাড় ভূমি খৰে বলি থাও।
আৰু হৈতে হলাৰ আৰি ভোমার বাপ বান
মন্দিৰে থাকিবে ভূমি উত্তৰ বিছানে।
মূম থেকে আগিব আমি ভোমার বানী ভনে।
এক কন্যা আছে আমার পরাপের পরাণ।
ভাষারে নিথাবে ভূমি ওই না বানীর কাম।
এই চুই কাল ভোমার আর কিছু না ভাই।
নক্য ভূপ পাবে হেখা—কেবল চুলু চুক্টি নাট্টু।

পত দুৰাৱীয়ক, ব্লিডেকে--শ্লাবার কথা প্রশ্নের ওবন বিজ্ঞান করিডেহ | নদীয়া পূর্তক অনি, কিছ ভাষা নাবিজ্ঞা পাবাহে ভাষা আনায় মান্ত্ৰে বহিরা যাইতেহে। ক্ষুলো কিরপ, কোন্ আকাশের পবে কোটে ভা জানি না। কুলের গজে আমোদিত হই, কিন্তু নিজক বায়্তে কুলের কলি কেমন করিয়া কোটে, ভাহা জানি না।"

"শব্দে শুনি শুক্ত লঙা না বেখি নয়নে।
বিধাতা করিল শুক্ত এই ফুংবী শুনে।
মাহ্য বেন কেমন কলা, হাসি মুখের কথা।
শব্দে শুনি দেখি নাই, মনে রইল ব্যথা।
শুক্ত লভা পুলা আমার সামনে আছে থাড়া।
মাধার উপরে কৃটিয়াছে চাঁদ স্কল্প ভারা।
স্বার উপর আছ ভূমি শুনুরে দে পাই।
ধেয়ানেতে আছ কলা অভরেতে পাই।"

রাজকুমারী তাহার ছঃখে বিগলিত হইরা বলিলেন—"তোমার কোন্ লেশে জন্ম, তোমার পিতামাতা কে ?

বে বেশে জনম ডোমার সে বেশের লোকে।
কি নাম রাখিল ডোমার, কি বলিয়া ডাকে॥

আছ বলিল, "আমার নাম নাই, পাগল বলিয়া সবাই ভাকে। বাঁশীর স্থরের মড কোন্ বন, কোন্ ছান ছইতে আমি ভালিয়া আসিরাছি ভাহা জানি না—কেহ আমায় আদর করিয়া ভাকে, ভাদের কাছে থাকিতে বলে, কেছ বা দূর দূর করিয়া ভাড়াইয়া দেয়। কেহ ভালবাসে, কেহ গালি দেয়; আমি চোধের জলে ভাসিরা সকলের ছ্রারে দাঁড়াই। কাহাকেও দোব ছেই না।

"পাগৰ আমাৰ ভাৰ-নাম পাগৰ আমাৰ বাঁণী। অজানা পৰে গাই গান হইবা উদ্দী।"

রাজকুমারী অঞ্চলিক্ত চোর্নে অক্ষের হৃথে বিগলিত হইয়া বলিলেন—
"বাঁড়ী বাজাঃ জীবা বহু শিবাও আবাৰ প্রান । আৰু হৈছে দিয়া বধু শহরেদার গ্রাম ৫০



"পালকে বসিষা কন্তা চিন্তে মামেন কথা। এমন সময় কুষার গিয়া উপজিল তথা।" (গুচা ২৩০)

আজি কৈতে তোমাৰ বঁধু ছাড়িয়া না বিব।
নরনের কাজল করি নরানে রাধিব ।
সে কাজল বেধিরা ববি লোকে করে লোবী।
হিরায় সুকারে বঁধু শুনর তোমার বাঁপী ।
হিরায় সুকারো বঁধু শুনর ভোমার বাঁপী ।
হিরায় সুকারো বঁধু শুনর ভোমার বাঁপী ।
হিরায় সুকারো বঁধু গোকে ববি জানে।
পরাণ কোটরা ভরি রাধিব বভনে।
বসন করি আলে পর্ব, মালা করি গলে।
সিল্বে যিশায়ে ভোমা মাধিব কপালে।
চন্দ্রে যিশায়ে ভোমায় কর্ব দেহ শীভল।
হুবে ভূথে কর্ব ভোমায় ভ্রানের কাজল।
ভূই অল ঘূচাইয়া এক অল হুইব।
বলুক বলুক লোকে মন্দ্র ভালা না শুনিব।

"তুমি অন্ধ, কিন্তু জগৎ তোমার কাছে অন্ধকার থাকিবে না :—

"আমার নয়নে বঁধু দেখিবে সংসার।

এমন হ'লে খুচবে ভোমার ছুই আঁথির আঁথার।
ভোমার বুক লইরা আমি ভন্ব ভোমার বাঁক।

মরণে জনমে বঁধু হইলাম দাসী।"

অদ্ধ এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, বলিল, "এ সকল কথা ছুমি কি বলিভেছ ? ডুমি রাজকভা, রাজ্যেখরের সলে ভোমার বিবাহ হইবে, ছুমি পাটেখরী হইবে। শত লাসী ভোমার পদসেবা করিবে,—ভোমার ভ্রমের পথে আমি কাঁটা হৈয়া উপস্থিত হইয়াহি, আকই আমি এই গৃহ হাড়িয়া বাইব। আমি অদ্ধ, আমার জভ্ত বনে কাঁটার শব্যা, আবার আহার বন্ধ কবার কল, এই হুর্ভাগ্যের জভ্ত ভূমি জীবনটা নই করিবে, ছুর্জানের চিন্তা মনে স্থান দিও না, যদি আমার কথা না শুন ঃ—

"বিধায় দেও রাজ-কন্তা আগন দেশে বাই ঃ রাজপুরীর স্থাধে আমার কোন কাজ নাই।"

রাজকুমারী বলিলেন—"না আমাকে বাঁলী লিখিতে মানা করিরা দিয়াছেন। কিন্তু এই মানার আমার মনের আকর্ষণ বিশ্বশ বাঞ্চিয়াছে। °কিসের রাজতি স্থপ তাতে কিবা হবে। মনের ফরমাইস বল কেবা জোগাইবে 🛚 বঁধুরে ভারে বঁধু---বে দিন ভনেছি ভোমার বানী। কুল গেছে মান গেছে হয়েছি ভোমার দাসী। ভোষার চাডিয়া না বিব। नश्रात्र कावन देकत्र। यह नश्रात भवित ॥ ভোমারে ছাড়িয়া বঁধু স্থপ নাহি চাই। ষোগিনী সাজিয়া চল কাননেতে যাই।। চন্দন মাথিয়া কেশে বানাইব জটা। সংসারের হুখে বন্ধ দিয়ে যাব কাঁটা। বাপ রইল মা রইল সকল ছাডিয়া ঘাই। বনেতে বসতি করি বনের ফল খাই । বনের না পুষ্প তুলি গাঁথিব হে মালা। ফুলের মধু আনি ভোমায় থাওয়াব তিন বেলা। পাতার শহ্যায় বঁধ পাতি দিব বুক। না জানি ইহাতে বঁধু পাইবে কিনা স্থধ। এতেক ছাড়িয়া বঁধু বলি চলি বাও তুমি। আগেতে বধিয়া যাও অবলার পরাণি ॥"

আছ এই কথা গুনিরা কি করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, হতবৃদ্ধি হইরা ভাহাই চিন্তা করিতে লাগিল এবং বলিল—"ভূমি কাঁটার পথে আসিরাছ, এ পথ বড় ছুর্গম, এ পথ মরীচিকা,—স্থুখের আশা দিরা ভীষণ কাইর দিকে লইরা যায়—ভূমি এই সকল ছুংখের পথ ছাড়, নিজেকে বিপলে ফেলিও না। এ পথ ছুরুহ, এ পথ নানা বিশ্ব ও ছুংখস্কুল—

> "পদে তনি চঙীদান পীরিতি করিল। ঘূঁটের আগুনে থেন দহিরা মরিল। নীলমণি পীরিড়ি করি রাজা হৈল ড্যানী। মারা নারা পীরিডি করে কেবল ছুঃধের ভানী ঃ"

# রাজকুমারীর বিবাহ

বাঁশী আর বাজে না। কন্যা বড় হইরাছে, রাজা ভাহাকে সেই সাবের বাগানে যাইতে মানা করিয়া দিয়াছেন। কান্তুন মাসে বাগান ভরিন্তা ফুলের কলি হইল। তৈত্র মাসে কলিগুলি ফুটিয়া স্থবাস ছড়াইল। বৈশাখ আসিল, বৃক্ষ হইতে পূরাতন পাতা করিয়া পড়িতে লাগিল, অভি লাকল গ্রীয়ে কোকিলের কঠের অর থামিয়া গেল। বাঁশী আর বাজে না। মৃতন বংসর আসিয়াছে। সাগর-মন্থনের পর যে বিষ উঠিয়াছিল, রাজকুমারীর মন সেইরূপ বিষে ভরিয়া গেল। বৈশাখের কোটা ফুলের গছে বাগান ভরপুর, প্রমরেরা গুঞ্জন করিতে করিতে বাগানের দিকে ছুটিভেছে। রাজকুমারী সেই শ্রমরের মত লুক চিত্তে বাগানের দিকে চাহিয়া খাকেন, কিন্তু রাজার মানা বাহিরে যাইতে পারেন না।

তারপর একদিন ঘটক আসিল। ঢোল, দগড় বাজিতে লাগিল, নটের।
নাচিতে লাগিল। সেই বাডের উচ্চ কলরবের মধ্যে,—নাচ-গানের প্রমোদউৎসবের মধ্যে রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া এক প্রিয়দর্শন রাজকুমার ভিন্ন
দেশে ভিন্ন রাজপুরীতে লইয়া গেলেন।

খেলার ঘর ভাজিয়া পড়িল, এত সাধের গাঁখা মালা বাসি ছইল। রাজকুমারীর মূখের সেই পাগল-করা হালি, বাহার চম্পক-উজ্জল স্পেশ সকলকে মুগ্ধ করিত, সেই হালির দিন কুরাইল। দিনে দিনে টাচর ফুলার কেশ পার্টের আঁসের মত হইল, কে আর বেশী বাঁথে, কে আর গছ-ভিল ও গুণের বোঁয়ায় ভাহা স্বালিত করে? নৃত্যসীত-বাছজানির মধ্যে নিজ্জ একখানি পাষাণ-প্রতিমাকে যেন স্বর্ণ-চোলোলার করিয়া কিশ্জিনের ক্ষম্ভ ক্ষিয়া গোল।

#### অন্ধের গৃহত্যাগ

রাজকুমারী চলিরা গিয়াছেন, অন্ধের বাঁশীর স্থর থামিয়া গিয়াছে; পালল বাঁশীর গান আর শোনা যায় না,—ভাটিয়াল নদী আর উজান বছে লা, রাজবাড়ীর পিঞ্জরের পাখীরা শেষরাত্রে আর প্রাভূষের পূর্ব্বে কলরব করিয়া উঠে না, গান শুনিয়া আর লোকের মিষ্ট আবেশে ঘুম ভালে না।

অন্ধ ব্ৰক রাজাকে যাইয়া বলিল, "মহারাজ! আমাকে বিদায় দিন, আমি অক্তত্ত যাইব।"

রাজা বলিলেন "সে কি কথা! তোমার কোন অভাব-অভিযোগ থাকে আমাকে বল, আমি এখনই তাহা পুরণ করিব।

"আমি ভাবিয়াছি, পরমাস্থলরী এক কন্সার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব। আমাদের পদ্ম-দীঘির মাঝখানটায় একটা জলটুঙ্গী ঘর নির্মাণ করিরা দিব, দেখানে বহু দাস-দাসী ভোমার সেবা করিবে।

"এক চু:থ অন্ধ ন্যান দিতে না পারিব।"

"রাণী ভোমাকে কড ভালবাদেন, আমি ভোমাকে পিতৃত্ল্য স্লেড করি, ভূমি কিলের হুংখে এই রাজ্য ছাড়িয়া বাইতে ইচ্ছা করিয়াছ!"

অন্ধ যদিদ, "মহারাজ! আমি আপনার ও রাণীমার স্নেছের কথা যদিতে পারি না। আমার চকু নাই, এই অবস্থায় দকল ছ্যুবের মধ্যে আমার প্রথান ছাও এই বে আমি আমার পিতৃমাতৃ-তুল্য সেহনীল ও পরম উপকারী আদানাদের ছুইজনের মুখ দেখিতে পাইলাম না। আমার বানী আমার জঞ্জ, কোন ভানে বেনী দিন থাকিতে দের না, এ আমার অনুষ্টের দেখি, কি করিব! বর্থন বানী ফুকারিয়া কি এক জ্বানা বেদনার বানী জুকারিয়া কি এক জ্বানা বেদনার বানীরা উঠে, তথন সেই সুর জোর করিয়া আমার ঘরের বাহির করে।"

"वानी जामात्र जीवन मत्त्र वानी जामात्र क्षान् । मत्त्रन-चीवन, स्वय-चवन के वा बालीय सात्र ह আমি কি করিব আর তুমি কি করিবে।
কণালেতে তথ নাই কিলে তাহা বিবে।
চন্দন নহে ত রাজা বাটিয়া বিবে তালে।
আলের বসন নহ ত রাজা জড়িয়া নিবে শালে।
যার কণালে ত্থ নাই রাজা কোথা ত্থ পায়।
মূল মরে যার পালা নাই,০ রাজা কি করে ঠিবায়়ণ।
রাজা বিলায় দেও মোরে।

#### অপর রাজ্যে

আবার বিজন অন্তহীন পথে সে রাজ্য হইতে দূর দূরান্তরে **অন্তের** বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সেই বাঁশী শুনিয়া মানুষ, পশু পক্ষী পাগল **হইল**—

> "বনে কাদে পশু পাথী সে বাঁশী শুনিরা। কোন অভাগীর ভাবের পাগল দিরাছে ছাড়িরা। পরাণ ভোবে পাগলে কেহু না রাথে বাঁথিয়া। কেউ বলে বাশীরে আমায় সম্পে লৈয়া যা।"

কর্ম-ব্যস্ত, কর্ম-ক্লান্ত জগৎ বেন সেই বাঁশীর মূরে কোন মৃতন জগতের আভাস পাইল—সে রাজ্যে ব্যস্ততা নাই, সমরের নির্দ্দেশ নাই, কোভাহল নাই, কর্ম নাই, সেথানে অবসরের শেষ নাই, শ্রোভার ওৎমূক্যের বিরাধ নাই,—না জানি, বাঁশীর সেই দেশ কোথার! বাহারা দেই মূর শুনিজ, ভাহারা ইহ-জগতের সমস্ত চিন্তা, শোক-হৃংধ, মুধ-আলা-ভ্রমা এবং সমস্ত কার্ম্যগ্রহণরতা ভূলিরা গিয়া সেই অজানা দেশের মারার পড়িরা গেল।

<sup>•</sup> भागा नाहे - बाब नाहे, भूक्तरण वीत्यत्र बूग्निस् "भागा" वटन ।

र्ग क्रिया—बर्ट्य त्या त्याप क्यियात क्षय क्ष्मित्यंत्र वाहित व्हेंट्ड वाध्यार क्षित्यत्व क्रियो क्षय क्ष्मित्यं वाध्यात्यक, वेसात्य क्षिताचा क्ष्मित व्हार्थ

### "বাজিতে বাজিতে বালী রাজ্য ছাড়াইল। দুরের রাজার দেশে কাঁদিরা উঠিল।"

এক ভিন্ন দেশের রাজার মূলুক; বাঁশীর স্বর শুনিয়া সে নগরের লোকের স্বুম ভাজিয়া গেল, গাছের পাতায় ফুলের কলি ঘুমাইয়া ছিল, বাঁশী তাহাদের স্বুম ভাজাইয়া দিল, ফুলের বৃকে শুমর স্বুমাইতেছিল, বাঁশীর স্বর সেই শুমাত্রের স্বুম ভাজিয়া কেলিল।

রাজকুমারী একটি ফুলের হারের মত রাজার বুকে শুইয়াছিলেন, তিনি সেই সুর শুনিয়া কি যেন হারানো অপ্নের ধন কুড়াইয়া পাইলেন। নগরের প্রাপ্তে নদীর পাড় ও পর্বত একটা নিস্তক্ম্র্তির মত ঘুমে নির্ম হইয়াছিল— এবার তাহাদেরও ঘুম ভাঙ্গিবার মত একটা আবেশ দেখা দিল। কেবল নদীটি জাগ্রত ছিল—সারাদিন সারারাত্রি তাহার ঘুম নাই, আর ঘুম নাই বিরহিনীদের, ইহারা শুমরিয়া শুমরিয়া কাঁদিতেছিল, কে তাহাদের কায়া শোনে ?

এই দেশে অতি প্রভাবে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কোকিল আধ-দুমে সাড়া দিয়া উঠিল, ফুলের কলির বুকে শুমর, দুমে চুলু চুলু আঁখি সেই বাঁশীর স্থারে জাগিয়া কি পুঁজিতে লাগিল, এ কি বনের বাঁশী না মনের বাঁশী ?

বিদেশী পথিকের বাঁশী কি স্থরে বাজিয়া উঠিল, সেই স্থরের সঙ্গে আকাশের গায়ে কে যেন কামনা সিন্দুর মাথিয়া দিল।

# পতুত প্রতিশ্রুতি

রাজকুলারী কি ভাবিভেছেন ? তুই গও বহিরা অঞা বরিভেছে—ভিনি মনে মনে ব্যক্তিভেছেন, ও পুর চিনেছি, সেই পুর বাহা নদীর প্রোভের মড ইয়নিরা আমানে আমানের সেই বৃথি-জাভি-বেলা-কুলের বাগানে কইয়া ক্ষমিকঃ এ পুর পৃথিবীতে আর কেহ জানে না, এ বৃণ্ডি আর ক্ষমিক নার এ বাঁদী আমাকে আবার ডাকিডেছে, সেই ডাকে আবার আপ স্বাট্টরা বাইডেছে; এ ছোটকালের শোনা বাঁদী, আমার সর্ব্বভাল ব্যাপিরা ইহার প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। সেই কুলবনে বসিয়া সে বাঁদী বাজাইড, আমার সমস্ত জ্বদয় সেই স্থারে আবিট হইড, সে আবেশ এখনও ভেমনিই আছে।

"বনের বাদী নর ত ইছা মনের বাদী হয়। ছোট কালের বত কথা আগা'রা ভোলর ॥"

এই বাঁশী শুনিয়া বাগানে ফুলের কলি ফুটিভ।

"এই বানী ওনিরা ক্টড কুখ্যের কলি। বধু মোরে শিবাইড মিঠা মিঠা বৃলি। বানী আমার জীবন বৌবন বানী আমার প্রাণ। বানীর রবে মন-বমুনা বহিত উলান।"

"আমার সে জন্ম গিয়াছে, এখানে নৃতন জন্ম হইয়াছে।

"এক জনম গেছে মোর আর এক জনম হয়।
আন্ম আরে তোমার দানী হইবাছি নিক্ষ ।
ভূলি নাই ভূলি নাই বঁবু তোমার চালমুধ ।
বনে গিরা দেখাইব চিরিয়া এ বুক ।
ভূলি নাই ভূলি নাই বঁবু তোমার বাশীর ক্ষনি ।
পরতে পরতে বুকে আঁকা আহু ভূমি ।
কি করিব রাজ-ভোগে হুধ হ্যবিত্তরে।
বনের পাধী তইবা রাধছে সোনার পিঞ্বে ।

"আমি উড়ি উড়ি করিয়া এতদিন ছিলাম, বিষ **শাইরা মরি নাই,** মরিলে ডো তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না—এ**ইজভ** বাঁজিয়া আছি।"

রাজকুমারী নীরবে কাঁদিড়েছিলেন। তরণ রাজা ভারিলেন রাজী কুম্বীরা আছেন, জিনি ভাকিরা বলিলেন "তর্ম—বাঁগী শোল, কে এখন মন-। জোবানো বাঁগী বামানিয়েজে, উঠিয়া কেখা কোবার চোগের পুর গরা ভাজিরা থাকিলে আমার অঙ্গে ভর দিয়া ওঠ। ঐ দেখ কুলের কলি কুটিডেছে, ভোমার গলার কুলের মালা বালি হইয়া গেছে, কেলিয়া দাও।"

রাজা এক পরিচারিকাকে বলিলেন, "জানিয়া আইস, বাঁশী বে বাজাইতেছে সে কি চায় ?"

খানিক পরে দৃতি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কার্ত্তিকের মত এক স্থন্দর পুরুষ বাঁশী বাজাইতেছে, এমন বাঁশীর গান কখনও শুনি নাই, সে অন্ধ, কিন্তু ভাবের আবেশে বাঁশী বাজাইযা পথে চলিতেছে। নগরের লোক উন্মন্ত হইয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিতেছে, পাখীগুলি কলরব করিয়া তাহার গানের সঙ্গে স্থর মিশাইতেছে, পশুবা গানে আকৃষ্ট হইয়া বন ছাড়িয়া আসিতেছে, কি আশ্চর্য্য, বাঁশীর স্থরে, নদী নালা উজ্ঞান বহিতেছে। মনে হয় বাঁশী থামিলে চক্র সূর্য্য আকৃশি হইতে থসিযা পডিবে।"

রাজা তাঁছার রাণীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "কেমন ছুমে তোমাকে ধরিয়াছে, ঐ পথে স্থলর ভিক্তৃক বাঁশী বাজাইয়া চলিভেছে, একবারটা ওকে দেখ, এবং আমি উহাকে কি দিব, বলিয়া দাও।"

তথন রাজকল্মার চোখে মুখে অঞ্চর প্লাবন, তিনি মুখ কিরাইরা তাহা গোপন করিয়া বলিলেন,—সে কথা অতি ধীরে গদগদকঠে উচ্চারিত হইল—
"ভূমি রাজা, ভিখারীকে কি দিবে না দিবে তাহা আমার জিজ্ঞাসা
করিভেছ কেন, ভূমি রাজ্যের রাজা, দাসীর কাছে কেন জিজ্ঞাসা করিভেছ।
ভোমার বাহা ইক্ষা তাহাই দাও।"

রাজা বলিলেন, "আমি লক্ষ্ম করিলাম, ভূমি বাহা বলিবে ভাহাই দিব ho"

রাজককা স্নান মূখে বলিলেন "একি কোন কাজের কথা! আমি বলি বলি, ভুনি উহাকে ডোমার রাজবটা লাও, ভুমি ডাহাই দিবে ۴

রাজা বলিলেন, "হাঁ ভাহাই দিব, প্রাডিজ্ঞা করিলাম, তুমি বাহা বলিবে উহাকে আহাই দিব।"

সান মূৰ্যে কৰং হানি টানিয়া রাজকভা বলিলেন, <sup>ক</sup>ভি পাগলের বভ কৃষা নলিভেছ। আমি বলি বলি, ভোষায় সমস্ত বলুঁ ভাষায়, নাবনিয়া



"বেণী ভালা কেল তার চরণে লুটার…" ( পৃচা ২৩০ )

লোকদিগের ধন সম্পত্তি, ও জোমার রা**জ্যেবন্ত্য—গনন্ত ঐ অব ক্রিন্টানি** দাও, তবে ভাছাই দিবে !"

রাজা বলিলেন "হাঁ ডাছাই দিব, তুমি বাহা বলিৰে ভাষাই দিব।" —"তবে ভিন সভ্য কর, লেৰে কথা কিয়াইতে পারিবে না।"

> "সত্য কর ওচে রাজা সত্য কর তুমি। রাজা কচে "তিন সত্য" করিলায় আমি।"

তখন ধীরে ধীরে রাজকন্তা পালজের উপর উঠিয়া বসিলেন, ভাঁছার অঞ্চসিক্ত মুখখানি স্বীয় অগ্নিপাটের শাড়ীর আঁচলে মুছিয়া ধীর অবিচলিত কঠে বলিলেন:—

> নৱন মৃছিয়া কল্প। ক'হে "বদি নহে আন ধৰ্মসাক্ষী ওচে রাজা আমায় কর দান, রাজা, আমায় কর দান ৪

#### উভয়ের মিলন ও শেষ

বন প্রদেশে নদী উজান বহিয়া চলিয়াছে, তীরে চাঁপা কুল কুটিয়া আছে

—বেই নদীর পাড় দিয়া বাঁশী রহিয়া রহিয়া বাজিয়া চলিয়াছে—বেই পুরে
গৃহত্ব-বধুরা ভাহাদের কাজে মন দিতে পারিভেত্তে না। উল্লো বইয়া
নদীর দিকে চাহিয়া গাড়াইয়া আছে।

এদিকে কে এক রমণী নৃপুর নিজনে বনের পথ **ওঞ্জিত করি**র চলিরাছে, ভাহার মাধার সোধার জমরকে বাডালে উণ্টাইয়া কেলিকেছে।

"বেৰীভাষা কেল ভার চরবে দুটার।"

বেদী খুলিরা বিবাহে, দীবল চুল বেদীপা-মুক্ত বৃষ্টার বিলয়িত ভালীতে। গারের কাহে আহাত থাইবা লুটাইক্তেতে। ভাষার পারের নুপুর রুগু ক্ষু ধ্বনি করিয়া পিপাসিত মনে বছদিনের শ্বতি জাগাইয়া ভূলিতেছে।

আছ ধমকিয়া গাঁড়াইল। সে বলিল, "ঐ নৃপুরের শব্দ আমার চিরদিনের শোনা। স্বপ্নে এই ধ্বনি শুনিয়া কত রাত্রির ঘুম ভালিয়া গিয়াছে। এ তো সেই নৃপুর, যাহা আমি পুশ্পবনে শুনিতাম এবং পাগল হইয়া বাশী বাজাইতাম! তথন স্বপ্নের মত কোন আনন্দ-লোকের কথা শুনাইয়া এই নৃপুর বাজিতে থাকিত। তুমি কি সেই রাজ-ক্যা, আমার ত ভূল হইবার কথা নহে, এ স্থর যে আমার হাদ্যে হাদয়ে গাঁথা।"

কন্যা বলিলেন, "বঁধু, ভোমার ভূল হয় নাই আমি সেই। ভোমার বঁাৰীর স্থর আমাকে পাগল করিয়াছে, আমি কুল-মান, রাজ্য-ধন ভ্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

> "বর ছাড়লাম বাড়ী ছাড়লাম জাতি-কুল-মান। আর বার বাজাও বাঁশী তনি তোমার গান।"

অন্ধ চমকিয়া মুখের বাঁলী হাতে লইল, বলিল, "অল্পবৃদ্ধি রাজকন্তা, একি করিয়াছ? এখনও ভোরের কোকিল ডাকে নাই, নগরের লোক জাগে নাই—রাজ বাড়ীডে কিরিয়া যাও, সোনার থালায় ভাত থাইবে, এই লোনার অনৃষ্ট ভালিয়া কেলিও না। ডোমার নীলাম্বরী মেঘ-ডম্বরু শাঁড়ী বাড়ীতে ঝুলানো রহিয়াছে, বাকল কি এই অলে সাজে? আমার কড়ার সম্বল নাই, আমার সাথে কোথায় যাইবে? ডোমার বাপ মা কি বলিবেন। ঘরে কিরিয়া যাও, এমন করিয়া নিজের শুখ-সোভাগ্য কে কবে নাই করিয়াছে!"

রাজকন্তা বলিলেন,—"বে দিন আমি ঐ বাঁশী শুনিরাছি, সেই দিন ছইতে রাজ্য-খনের আশা চলিয়া গিরাছে, আমার কাছে এ সকলের কোন মূল্য নাই।

> ভূমি আছ, নামী আছে, আৰ কিছু নাই চাই। জোমাৰ দলে বাকি বঁবু বত ছান্ন পাই ন

বনেতে বনের কল ক্ষেত্ত ভূমিব।
গাছের বাকল অংশ টানিরা পরিব।
রজনীতে বুক্তলে তোমার বৃক্তে দৈরা।
ত্যাইব বঁধু আমি ঐ বাঁশী তনিরা।
জাগিরা তনিব বঁধু ঐ না ডোমার বাঁশী।
কিসের রাজ্য কিসের ত্থ, হয়েছি উরাগী।

তাঁথা বঁধু আবার বলিল—"তুমি অবোধ, তুমি নিজেকে উড়াইজের মাত্র। যাহা মুখ মনে করিয়াছ, ভাহা কয়েক দিন পরেই বিভীবিকা ছইয়া দাঁড়াইবে। সোনার পালমে যাহার শুইয়া অভ্যাস, সে কেমন করিয়া কুল কণ্টকের শয্যায় ঘুমাইতে পারিবে ? সোনার থালায় যার খাওয়া অভ্যাস, বনের ভিক্ত ফল কেমন করিয়া ভাহার গলায় যাইবে। কটু ভিক্ত বনের ফল খাইয়া শেবে কাঁদিয়া মরিবে। ভোমার সোনার ঘর, দোহাই ভোমার, নিজ হাতে আগুন লইয়া ভাহা পোড়াইয়া ফেলিও না। এখনও সময় আছে, ভূমি নিজের ঘরে ফিরিয়া যাও।"

রাজকন্তা বলিলেন—"কি করিব ? তোমার বাঁশী আমার ঘরে **থাকিছে** দেয় না, উহা আমাকে টানিয়া আনিয়া ঘরের বাহির করে।"

> "সত্য ৰুধা প্ৰাণ বঁধু কহি বে ভোমারে। ভোমার দাৰুণ বাঁদী আমার ধাক্তে না দের দরে ॥"

অন্ধ একবার চুপ করিরা গাড়াইল। তাহার পল্লের কলির মত ক্ষিটি মুক্তিত চক্ষু হইতে বর বর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভাহার পর বাঁ**পটি** ছুঁড়িয়া ননীর জলে কেলিয়া দিল।

> "ওন অন্নবৃদ্ধি কভা কহি বে ভোষারে। বিসৰ্জন দিলাম বাঁদী ভূমি যাও বার । আর না বাজিবে বাঁদী—কাঁদিবে নাঞ্জিয়াণ দ ঐ বেধ বার বাঁদী জনেতে ভাশিয়া এই

কর। বলিলেন---

শ্বশি নাই ভূমি ভো আছ আমার ছফের্ম রাজন। আর্থায়ের না নাম কার্যে কার্যনি কার্য কার্য বঁধু বভ দে বুঝাৰ।
আমার মনেরে বুঝান হৈল বড় লাব।
সলর বলি না হওৱে বঁধু নিলয় বলি হও।
ভাজিব এ ভার প্রাণ দীড়াইয়া রও।"

আৰু বলিল, "আরবুদ্ধি রাজকতা, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যদি না বাও, তুমি দাঁড়াইয়া দেখ, আমি এই ছার প্রাণ আর রাখিব না, বাঁদী জিলাভে বে পথে, সেই পথে আমিও যাইব।"

> "এইখানে দাঁড়াইয়া দেখ নদীতে কত পানি। নিজ চোখে দেখি নিডাও জলন্ত আগুনি। এতেক বলিয়া জন্ধ বাঁণি জলে পড়ে। কলা বলে "পরাণ বদ্ধ" লৈয়া যাও মোরে।"

নদীতে জোরারের জল, শাপলা ফুল ভাসিরা থাইভেছিল, তাহাদের সঙ্গে ছুইজন ভাসিতে ভাসিতে সমুজের দিকে চলিল।

ভাছারা উভয়ে সমূত্রের তলে স্থান পাইল, যেখানে মুক্তা হয়, যেখানে প্রবাল জন্মে—সেই সমূত্রে,—যাহার নাম রত্নাকর।

> "ভাসিতে ভাসিতে গোঁহে গেল সম্ভার। ভাল গরল বাঁশী না বাজিবে আর।"

#### <u> বালোচনা</u>

এই পানটির করালী ভাষার অন্ত্বাদ পূব সমানর লাভ করিরাছে। পানটি পার্বভা ছাজাং জাতীর মধ্যে প্রেলিড ছিল। ভাছাদের অনেকে নির্ন্ন-উপভ্যকার হিন্দুসমাজের সঙ্গে মিশিরা গিরাহেন এবং গানটির আক্ত ভাষা কভকটা স্থপান্তরিভ করিরা বাছালা ভাষার পরিণত করিরা লইরাহেন। স্পান্তাবক স্বস্থ্যার বে এই মন্তব্য ও তথ্য প্রকাশ করিবাছেন। গানটি বেভাবে আমরা পাইডেছি, ভাষাতে মনে হয়, ইহা চণ্ডীদাসের কিছু পরবর্তী কিছু পুব পরবর্তী নহে, ভাষার প্রমাণ ভাষার। ইহার মধ্যে যে সকল কথা ও কবিভার আংশ দৃষ্ট হয়—ভাষা চতুর্দ্দশ শভান্দীর শেবভাবের বালালা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। "যেই বৃক্ষের ভলায় যাইব ছায়া পাইবার দায়। সেই বৃক্ষ না আগুনে বর্বে অস্তর পূইরা যায়।" এই পদটি প্রায় এই ভাবেই চণ্ডীদাসের একটি পদে পাইয়াছি। ভাষা ভিনশত বংসর পূর্বের লিখিত পদাবলীর একটি পাগুলিপিতে। "আজি হৈছে ভোমায় বঁধু ছাড়িয়া না দিব, নয়নের কাজল ক'রে নয়নের পূইব।" ইভ্যাদি পদও সেই চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শভান্দীর সন্ধিন্থলের পরিচিত সুর। "যোগিনী সাজিয়া চল কাননেতে যাই। চন্দন মাখিয়া কেশে বানাইব জটা।" ইভ্যাদি পদ চণ্ডীদাসের, "আমি যোগিনী সাজিব" প্রভৃতি পদের প্রভিশ্বনির মত শুনায়।

এইরপ অনেক শব্দ ও পদের অংশ আছে—তাহা চৈডক্ত-পূর্ব্ব সাছিজ্জের আগমনী গানের মত মনে হয়। যে সর্বস্থ-দেওয়া প্রেম এই প্রের রূল মন্ত্র, তাহা আসর চৈডক্তদেবের পদের মন্ত্রীর শব্দের জায় কাণে বাজে। প্রেম চাছিলে যে কষ্টকে বরণ করিতে হয়—তাহা বারংবার বলা হইরাছে। স্থ খুঁজিলে যে ছঃখকে বরণ করা অপারিহার্য্য তাহা এই কবি চণ্ডীদাসের মতই জার করিয়া বলিয়াছেন। তথাপি মনে হয়, চণ্ডীদাসের গানে বে আধাদ্দিকতা আছে—অর্গর সন্ধান আছে—আধা বন্ধুর কবি তাহা বিভে গারেন নাই—চণ্ডীদাস প্রেমকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন, এই কবি ত্যাপকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাস বুবিয়াছিলেন, ছঃবের শাবাদ্ধ কান্তিয়া গেলে প্রেম-সিদ্ধির সোর-লোক দেখা বিবে। আখা ব্র্যুর কবি দেখাইয়াছেন ত্যাপের কষ্টই মান্ত্রের লক্ষ্য—ভাহার পরে কিছু নাই। বৈক্রম কবি বলিয়াছেন, "আধার পেরিলে আলো" আধার রাক্ষ্য পার হইছে আলো পাইবে, কিছু আধা বঁধুর কবি কোন আলোগ আধার রাক্ষ্য পার হইছে আলো পাইবে, কিছু আধা বঁধুর কবি কোন আলোগ আধার নাই; স্করীকাক্ষ্য

"बचाच त्यांतिक्रा चोक्टा रव चंग्र, रक्ष्य मा शब्द चाँति । ' रक्षामा चोक्चिक्य मा मानस्त्र, स्मोदेन्त क्रिकिस वार्रकार' এইটুকু আঁধা বঁধুতে নাই । এই জন্ম বৈক্ষব কবিদের সমস্ত উপাদানে সমৃদ্ধ ছইরা—বাঁদীর স্বরের মোহিনী এমন লগিত স্থানর কবিতার লিখিরাও পারী-ক্রীতিকার কবি বৈক্ষব মহাজনের পংক্তিতে স্থান পান নাই।

কিন্তু প্রেমের যে জ্যাগমূলক মহিম। তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অধ্যাত্মবাদীর চোখে পূর্ণ চিত্র বলিয়া গৃহীত না হইলেও উহা বাস্তব-বাদীদের **हत्रम जामर्ल (शैहिग़ारह: गाँहाता मरन करत्रन--- दिक्क अम क्षाह्म कामग्र.** উহা সাম্প্রদায়িক, কটিল তথ্যের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা আঁখা বঁধুর সরল পার্থিব পথ সুগম ও সহজ পদ্মা বলিয়া আদর করিবেন-এই পথ স্বর্গে পৌছিবার ভরসা দেয় না: প্রেমের আনন্দও এখানে উন্নত জ্যাগের মহিমায় ছঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে। ছঃখের পরে সুখ--একখা ইছারা বলে নাই। এই গানে সাধনা আছে. সিদ্ধি নাই। এখানে পথ অবারিত-অবাধ, কিন্তু শুধুই পথ-পথের পরপারে কিছ **नारे। অাধা বঁধু বলিভেছে "রাজকুমারী। প্রেম করিয়া কেহ সুখী হয়** নাই—এপথে কেবলই ছঃখ।" উভয়ে যখন নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন क्टिनन, ज्यन कीरनारस इः एवर क्रम इंटन ; किन्त नमूर्वात तरहे अनिर्किष्ठ পৰে ভাঁছারা অকৃলে জীবন হারাইলেন, চণ্ডীদাসের মত বলিতে পারিলেন না. এই পথের শেবে পাছ বাঞ্চিতকে পাইবেন—"আমার বাহির ছয়ারে ক্লাট লেগেছে. ভিতর হুয়ার খোলা।" সেই ভিতরের খোলা ঘার দিয়া বে অলৌকিক আলোর রশ্মি দেখা যায়,—যেখানে "সভী কি অসভী, ভোমাতে বিশিত, ভালমন্দ নাহি জানি." ভোমার চরণ পল্লই আমার কাম্য – সেখানে **लिं** हिल्ले बामात नतम भाष्ठि। बाँवा वंदत तहे कामा हान नाहे। ভালবালাই এবানে সব, সে ভালবাসা সর্ব্বস্থ-দেওরা, তাহা ক্রমনীয়, ডাহার বেগ এত প্রবল যে রাজ্যধনকুললীল তাহার কাছে নগণ্য। অবশ্র বৈক্ষব কৰির প্রবণ্ড একই স্থপ। কিন্তু বৈঞ্চব কৰি প্রেমাম্পদকে সর্বব্ধ নিবেদম ক্রিরা পূর্ণানন্দের পরিকল্পনা ক্রিরাছে, পালাগানের কবি ভ্যাপ ক্রিয়াছে---সর্বাদ ভাগে করিয়াতে, কিছ আনন্দলোকে পৌচায় নাই।

কাৰসরেশা, কাকনমালা, ভাষমান্ত, আঁথা বঁণু, মহিবাল বঁণু প্রভৃতি কভকভালি পাটাকবিভার বৈকৰ ক্ৰিভার কভকভালি প্রাম পাওয়া যাত্র ভাষা সিদ্ধির পাদিশীঠে বাইয়া পৌছায় নাই, ভপান্তার চূড়ান্ত দেখাইরাছে।
এইজন্ত বৈক্বরণ আসিয়া বন্ধ সাহিত্যে এক অভিনব সামগ্রী দেখাইল—
বাহাতে পল্লীগীতিকার মাদল ও করতাল নীরব হইল, এবং দেশবল্প
কীর্তনের খোল বাজিয়া উঠিল। চৈতন্ত-ভগবান লীলারস দিয়া এই
প্রেম জীবন্ত করিয়া দেখাইলেন। রাজ-প্রাসাদ ও পর্ণ-কৃটির প্রেমের
ভপান্তা করিয়া বৃহত্তর স্থান প্রতিভিছিল, সেই অচিন্তিভপূর্ব ভাগবত রলের
রসিক মহাপ্রভু—বালালী জাতিকে সেই তপঃ লব্ধ প্রেমের অব্যাহত
আনন্দ-লোকে লইয়া আসিলেন।

# শিলা দেবী

### দরবারে যুগু৷ ভিক্কুক

বাষুন রাজা দরবারে বসিরাছেন, এমন সময় এক জংগী মূণ্ডা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "আমার কোন পরিচয় নাই, আমার পিতা কে, কোন মারের পেটে আমি জ্মিয়াছিলাম তাহা জানি না। তানিয়াছি কোন এক ব্যক্তি আমাকে কয়েকটা কড়া মূল্য স্বরূপ লইয়া এক গৃহছের নিকট বিক্রেয় করিয়াছিল, মহারাজ তখন আমি তরুণ যুবক, সেই প্রভু আমার উপরে যে কত অত্যাচার করিতেন, তাহা আর কি বলিব। সহিতে না পারিয়া আমি জ্ললে পলাইয়া গিয়াছিলাম। দশ বৎসর বনে বনে ঘুরিয়াছি, কুধায় খাভ পাই নাই, তৃফায় জল পাই নাই, গাছের তলে একটু তাইবার স্থান পাই নাই। কত বৃষ্টির জ্ল আমার মাধার উপর দিয়া ক্রিয়াছে, গ্রীম্বকালের প্রথম রোজে আমার মাধা দক্ষ হইয়াছে, আমি জলী লোক, এত কট্ট সহিয়া এখন আর দেহে কট্ট-বোধ নাই।

"মহারাজ! আপনি রাজ্যের মালিক, আমি দীন ছংখী ভিখারী, আপনার একটু দরা হইলে এই নিরাশ্রারের সমস্ত কট্ট দূর হয়—আপনি কুপা করিয়া ঞীচরণে হুনি দিন।"

মাধার জল ভৈল না পড়াতে, চুলগুলি কটা পিললা ইইরাছে, চোধের লুষ্টিতে পরম লৈক্ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে দেখিরা বামূন রাজার দরা ছইল। তিনি বলিলেন "বেশ, তুমি থাক—আমি ভোষাকে চাবাবাদ করিতে জমি দিব, বাড়ী দিব, তুমি আর থাওরার থাকার কট পাইবে না।"

মুপ্তা বলিল—"আমি জারণা জমি চাই না, এই রাজবাড়ীর একটুখানি জারণার পড়িরা থাকিব। কোন চোর-মুখ্য এই বাড়ীডে চুকিডে পারিবে শুরা, জানি সারারাতি পাহারা দিব।

### শিল। দেবা



"লোহাব শাবল মোব রে হাত হুই থান এ মোর বুকেব পাটা পাশ্বৰ সমান।' ( পুঠা ২৪১ )

निषां तरी भूडो

"মহারাজ আমার এই ছইখানি হাত লোহার সাবলের মত, সাবলের বায়ও এই হাতের হাড় ভাঙ্গিবে না।" হেঁড়া মলিন বহির্বাসটা খুলিরা মুগ্রা ভাহার বিশাল বক্ষ দেখাইল, "আমার বুক পাবাণের প্রাচীর, ইহার চাপে পড়িলে বনের বাঘের খাল রোধ হইয়া যায়। যখন মন্ত হাতী জললে ছুটিরা যায়, তখন আমি শুঁড় ধরিয়া ভাহাকে খামাইয়া দেই। আমি রাজ-বাড়ী পাহারা দিব, একশ লোক যাহা না পারিবে, আমি একলা ভাহা করিব।"

রালা সেই জংলী মৃণ্ডার উল্লুক্ত দেহ দেখিয়া বিশ্বিত এবং ভীত ছইলেন, এরপ শরীর তাঁহার শত সহস্র সৈনিক ও পালওয়ানদের মধ্যে কাহারও নাই, তাহাকে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, এই লোকটা অক্সহীন হইরাও সশস্ত্র, বন্দুকের গুলি ইহার চামড়া ভেদ করিতে পারিবে না,—এতো হাছুবের চামড়া নহে, এ যে গণ্ডারের চর্ম। রাজ বাড়ীতে এই অভিকার অস্থরকে রাখিতে তাঁহার মন একটু কৃষ্টিত হইল। তিনি বলিলেন "বেশ, আবার কালাদীবির পাডে যে বাড়ী আছে তুমি সেইখানে বাইয়া বাক, আবার ১২০০ শত কোটাল আছে, তোমাকে তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব শের্ছ পদ প্রদান করিলাম। তুমি রাজ বাড়ী হইতে রোজ চাল লাইলের সিলা পাইবে, আনন্দে রস্থই করিয়া খাইও এবং বালাখানা বাড়ীতে দীবির হাওয়া খাইয়া সুখে শরন করিও।"

"বার শত কোটাল আমার করছে ধবরদারী। তা স্বার উপরে তুমি করবে ঠাকুরালী।"

# যুণ্ডার কোটালী পদ

মূপ্তা এই আনেশে অভ্যন্ত পুনী হইরা গেল। "এই কথা তনিবা মূপ্তা হরিছ অভবে। হাজার নেলাব কাবার রাজার রার্ডারে।"

# রাজকুমারীর বোৰৰ

ুরাজার একটি মাত্র কল্পা, তাহার বয়স ১০।১১, রাজাদের ঘরেও অমন
শুক্ষরী সহক্তে দেখা যায় না। যথন বসিয়া থাকে, তখন তাহার সন্থিত
কেশপাশ মৃত্তিকা স্পর্শ করে। সে হাসিলে যেন কত পদ্ম কত চাঁপা
হাসিতে থাকে, দাঁতগুলি কি সুন্দর, যেন ডালিমের দানা। পাঁচটি সহচরীর সক্তে সে খেলিয়া বেডায়।

ক্রমে কিশোরীর যৌবনাগম হইল। এই সময়টি নারী-দেহে কেমন করিয়া আসে তাহা সে নিজেই টের পায় না, অকমাৎ অনভাস্ত লজ্জায় ভাহার মুক্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, ভ্রমরগুঞ্জনে প্রাণ উতলা হয়, কোকিলের ভাকে কি জানি কোন দেশের কথা মনে হয়।

একদিন কুমারী শিলা সখীদের বলিল, "আমার যদি গায়ে কোন সময় কাপড়ে ঢাকা না থাকে, তবে আমারে বলিয়া দিও, আমি শাড়ী টানিয়া ভাহা খিরিয়া রাখিব। যদি চুল বাঁধা না থাকে, তবে বলিয়া দিও, এলো চুলে থাকিতে আমার লক্ষা হয়।"

স্থীরা বলে, "এ সকল কথা, এভাবের কথা, তুমি আগে তো বল নাই, ভোষার কি হইয়াছে ? এই অকস্মাৎ লব্ফা এই সন্ত্রমের ভাব ভোষার কেন হইল।"

শিলা হাসিয়া বলিল, "তা তো আমি জানি না, তবে যিনি আমাকে স্টি করিয়াছেন, তিনি আমার চারিদিকটা যেন আবার ভালিয়া চুরিয়া নুতন করিয়া গড়িতেছেন। পুরাতন সকল জিনিবের উপর দরদ জলিয়া যাইতেছে, মন কেন বে উডলা হইয়া থাকে তাহা জানি না। খেলার বরে আর বাইতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয় মাটার পুড়ল, মাটার রায়া-বাড়ীয় পাজ, ভেগ কড়াই এ সকল লইয়া কি ছেলেমি করিডেছি! চিরদিন বাহা করিয়া আলিডেছি ভাহা এখন করিতে লক্ষা হয়।"

নিরালার স্থীরা বলিল, "ভোমার মনের মধুকর আসিডেতে, এ সকল ভাষারই বুচনা। আমানের বেশুরা শাড়ী আর ফোনার পছন্দ ইইবে না, নে নৃতন লাড়ী আনিয়া দিবে, আমাদের হাতের বেনী বাঁধা আর ভাল লাগিবে না, সে লোগার চিরুলী দিরা ভোষার চুল আঁচড়াইয়া বিজ হাতে নৃতন ছলে খোপা বাঁথিয়া দিবে। হয়ত কাণের এই মডির ছুল খুলিরা নে ভাহার নিজ হাতের তৈরী বন-কুলের ছল কাণে পরিয়া দিবে, এই কাজল মৃছিয়া নৃতন কাজল চোখে আঁকিয়া দিবে। ভোষার ভখন সংলার ভাল লাগিবে, আমাদের আর দরকার হইবে না।"

কুমারী শিলা, বালিকার মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি সকল কথা বলিতেছিস, আমি তাহার এক বর্ণও ব্রিলাম না। যেন কোন বই পড়িয়া শুনাইতেছিস, আমি তাহার অর্থ একটুও ব্রিলাম না।"

সখীরা বলিল, "ব্ঝিবে সকলই বৃঝিবে, আমাদিগকে ভাছা বৃঝাতে ছবে না, নিজেই সব বৃঝিবে, কিছু কাল সব্ব কর। রাজা চারদিকে ঘটক পাঠাইয়াছেন, ভোমার মন-মধুকর শীজ আসিয়া মনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে।"

# যুগ্তার অত্তৃত প্রার্থনা

এক দিন ছই দিন করিয়া সময় পায়ে পায়ে হাঁটে। দেখিতে দেখিতে পাঁচ হয় বঞ্চর কাটিয়া গেল। একদিন দরবারে আসিয়া মুখা বলিল, "মহারাজ আমাকে বিদায় দিন, আমি ত্রিপুরা সহরে বাইব। আমি এই পাঁচ হয় বংসর আপনার রাজধানীতে প্রাণপণে খাটিয়াহি, আমার প্রাণয় চুকাইয়া দিন।"

রাজা বলিলেন, "চল ভোষাকে লইয়া আযার ধনাগারে বাই, ভোষার সজে কোন বেডনের চুক্তি হয় নাই। কিছু ভোষার ভাষাতে কোন কর্মিন কারণ হইবে না। ভূমি বাহা চাও, ভাহাই নিব, ভোষার কোন শ্রেটভো কারণ না হয়—তজ্মত আমি বায়ী আমি-শ্র ৰুপা বলিল, "আমি বেডন চাছি না। আমি বাহা চাই, ছির ভাবে ভাছা শুস্কুন, অছির হইবেন না। আমি বে ধন চাই, তাহার কাছে অক্ত ধন ভুক্ত। মহারাজ, আপনার এক কুমারী কক্তা আছে, এই কয়েক বংসর ভাহারই আশায় এত খাটুনি খাটিয়াছি, আপনি সেই কক্তাটিকে আমায় দিন্—আমার আর কোন দাবী দাওয়া নাই,—

"একথা শুনিয়া রাজা জনস্ক আগুনি যে হৈল।

বজেক কোটালে মুগুরে বীধিতে বলিল।

কেউ বা মারে কিল চাপড় ছুহাতিয়া বাড়ী।
কেউ বা কহে ছুবমনেরে আগুন দিয়া পুড়ি।
কেউবীখানা দরে সবে লহে ত টানিয়া।
কেউবলে রাজকভার আর দিব বিয়া।

জক্লাদ আইল ধাইয়া শির লইবারে।
ভয় না পাইল মুগু ভয় নাহি করে।

রাত্রি নিশাকালে মুগু শিকল ভালিয়া।

গেল ভো জংলী মুগু জলনে পলাইয়া॥"

#### মুক্তার বড়বন্ত

জ্বনে তিনটি বছর চলিয়া গেল, মুণ্ডার আর কোন খোঁজ নাই। তিন বৎসর পর এক রাত্রে নিবিড় জললের মধ্যে তাহাকে রাজিকালে দেখা খেল। খত খত জলীরা বলিয়া রস্ট করিরা আহারের আরোজন করিছেছে। খুঞা ভাহানিপকে বলিতেছে—"এরন করিয়া তোরা কতবিন কুবার আলার খুরীরা মরিবি? আনি একটা পরাকর্ণ দিতেছি, তোরা বদি ভাহা করিন, জ্বে এক কিনের স্টের সংবধ্যরের খাড় তোবের খুটিরা বাইবে।—চল ঘাই, আবে এক কিনের স্টেরর সংবধ্যরের খাড় তোবের খুটিরা বাইবে।—চল ঘাই, "খন কৌলতের রাজার নাই সীমা পরিসীমা। এক বিনের চেটার মিলুবে বজ্ঞরের চানা ঃ"

একে ত কংলী লোকেরা ক্ষ্পার আলার অসম সাহসিত্তার কাজ করিতে বভাবতই প্রস্তুত, ধনের লোভে তাহারা পাগল হইরা উঠিল। সেই রাত্রেই তারা বামুন রাজার বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

ভাহারা কাটারী, কাঁচি, অন্ত্র-শন্ত্র, বোচকার বাঁধিয়া লইল-

"বাছিয়া লইল ভারা ভীর ধছকথানি। লুকাইয়া লইল পাছে হয় জানাজানি।"

পথে সকলকে বলিল ভাহার। মজুরের কান্ধ করিতে চলিয়াছে। কেছ যদি ভাহাদিগকে কোন কান্ধ করিতে বলে উন্তরে,—

> "মুণ্ডা বলে এই দেশে কাম করা দায়। এই দেশের মাছব বত বেগার থাটায়। কাম করাইবা দেশ প্রদা নাহি মিলে। এই দেশ ছাড়িয়া বাইব বামুন রাজার দেশে।"

বামূন রাজার রাজধানীতে মজুরেরা এদিক সেদিক কাজ করিয়া বেড়ার,
মুগু সেদিকে যায় না,—সে দূরে পুকাইয়া থাকে। একদিন চ্প্রছর রাবে
তাহারা সকলে তীর ধয়ক লইয়া রাজবাড়ী আক্রমণ করিল। প্রহরীরা
নিজাতকের পর শশব্যন্ত হইয়া অন্ত-শন্ত, হাতিয়ার আনিতে যাইতেছিল,
কিন্তু পথে অংলীদের বাণ খাইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিল। মুগু
রাজবাড়ীর আদ্ধি সদ্ধি পথ সকলই জানিত, সে মুবিধা বুরিরা পুরীতে
আগুন লাগাইয়া দিল। আগুন নিভাইবার ক্ষক্ত প্রহরীরা ভাড়াভাড়ি
কেইদিকে ছুটিল, ইহার মধ্যে মুগু ও ভাহার অংলীদেন রাজায়
ক্রমাণ্ডার চ্কিরা বনরত্ব লুটিতে আরম্ভ করিল। ভারণরে খোরা চীওকার
ক্রিতে করিতে ভাহারা রাজসভ্যপুরীতে প্রবেশ করিল। ক্রিকার আইরারা
আইরা বেশিল, রাজা, রাদী, শিলা ও অন্তঃপুরিকার্জারিক্রারা প্রকার
রাজপুরী হাড়িয়া চলিরা নিরাহেন।

# ব্রাহ্মণ-রাজার পদায়ন ও দেশাধিপের গ্রহে জাতিথ্য

অভি দীনবেশে ঝাক্সণ-রাজা সপরিবারে পরগণার রাজার বাড়ীতে আনিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সাঞ্জনেত্রে তাঁছার কাছে নিজের হুর্গতি বর্ণনা করিলেন, "মুঞা এবং তাহার জংলীদল আমার বাড়ী ও রাজধানী দখল করিয়াছে, আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

পরগণার অধিপত্তি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার একটা বাড়ী বামুন রাজাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং মুণ্ডাকে শান্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন, এই আখাস দিয়া সম্মানিত অভিধিকে প্রতীক্ষা করিতে অমুরোধ করিলেন।

ছয় মাসকাল বামূন-রাজা অতিথি হইয়া পরগণাধিপের রাজধানীতে বাস করিলেন।

কুমারী শিলা দেবী অভি প্রভূবে উঠিয়া রাজ-বাগানে ফুল তুলিভে যান। লে দেশের রাজার পুত্র ভরুণ বয়ন্ত ও অভি স্থদর্শন। রোজ ভিনি শীলাকে ফুল তুলিভে দেখেন,—অনেক লজা সংবরণ করিয়া ভিনি এক দিন কুমারীকে ভাঁহার মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, "যদি তুমি দয়া করিয়া আমার বরে একার পারের ধূলি দাও, ভবে ভোমাকে কয়েকটি কথা বলিব;—

"না ধরিব না ছুঁইব এই বাই গো কছিৱা। কেবল বেশিব স্কুণ কুনেডে গাড়াইরা।"

"ভূমি নিত্য নিতা ফুল ভোল, কার পূলার জন্ম এই ফুল ? ভূমি অনিবাহিতা কুমারী—কুমি কি বর প্রার্থনা করিয়া পূজা কর ? ভূমি বহি বক্ষতিক্তক ইন্সিত লাও, তবে রাজার আনদেশ লইয়া আমি ভোলাকে বিবাহ ক্ষতিক চাই।"

শিলা সমল কৃষ্ণ কলিলেন--"রাজকুনার জোনার ঐবর্থনে অন্ত ল্ছি। আমরা যত্রিন, দীন-কুষী।" "নোনার রাজবি ভোষার--লগ্নী বাঁধা করে।
কি লাগি করিবে বিধা ভিক্তক কণ্ডারে।"

রাজকুমার বলিলেন,

"লোকে বলে পুকৰ ছাতি কঠিন অন্তরা। আমি বলি নারীর মন পাবাণ দিয়া গড়া।"

मिनारिन विनित्न-"आभात এত वह आना क्रि**बात नाहन नाहे।"** 

"চিত্তে ক্ষমা দিয়া কুমার তন মন দিয়া। মা বাপে ফুলরী কলা করাইবে বিয়া॥"

কুমার বলিলেন, "যাব মন যাহা চায, তাহা না পাইলে, আর হাজার জিনিষ পাইলেও সে নিরস্ত হয় না।

> "ধন দৌলত রাজত্ব ভোমার তুই পাবের ধূলি। ভোমার ভ্রারে থাড়া আছি হতে ভিকার ঝুলি।"

যদি তুমি আমাকে বঞ্চিত কর, তবে আমি সব ছাড়িয়া বনে চলিক্স। যাইব।"

চোখের জল আঁচলে মৃছিয়া শিলাদেবী বলিলেন, "এই ছয় মাস আমায় পিতা বে কটে আছেন, তাহা আর কি বলিব ?

> "চোপে নাইবে খুম এই ছব মাস'বার। কাঁদিরা আমার বাপ রজনী পোহার।"

ভারণর ভোমার সঙ্গে মিসনের এক শুক্লভর বাধা আছে।"

"বাদে তো বৈরাছে পণ, তুমার, বাল্য হারাইর। বে জন আনিতে পারে মুগারে বাঁথিরা। ভাষায়,ভাছেতে বাদে ভালা বিদ্যে বিরা। হাতি, চথাত নাই লে বিচার মুখানের কালিরা। পরদিন শিলা শুনিলেন সেই মুখাকে বাদ্ধিয়া আনিবার জ্বস্থ কুমার শিক্ষার অন্ত্রমতি পাইরাছেন। সঙ্গে শত শত লক্ষর ও কৌজ চলিয়াছে— সারমার করিয়া ভাহারা বামূন রাজার রাজধানীর দিকে ছুটিয়াছে, ভীরন্দাজ, ঘোড়লোয়ারী পালে পালে চলিয়াছে। সৈত্যের দাপটে যেন আকাশ ও জমিন কাঁপিয়া উঠিতেছে। অবশ্রোখিত ধূলি আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া উর্জে উঠিয়াছে।

রাজকুমারের বিদায়-দৃশ্য অতি করুণ, নিজের পিতাকে প্রণামান্তে, বামুন রাজার পায়ে পড়িয়া কুমার আশীর্কাদ প্রার্থনা করিলেন; হতভাগ্য রাজার ছুইটি চক্ষুতে অঞ্চ টল মল করিতে লাগিল। শিলার কাছে প্রকাশ্যভাবে বিদায় লইবার সুযোগ কুমার পাইলেন না।

"দূর হৈতে বিদায় মাণে ছটি আঁখি করে।"

শিলা ভাবিলেন, কেনবা আমি কুমারকে বাবার কঠিন পণের কথা বলিডে গেলাম।

> "নিজের কাণাকড়ি মোর ঘোর সায়রের জলে। ভাহারে তুলিভে হায় তুমি বাবে চলে। বড়াই দারুণ মুখা কি জানি কি হর। রণে ভো গাঠাইয়া ভোমা না হই নির্ভয়।"

রাজকুমার শিলার মুখ দেখিয়া ভাহার মনোভাব ব্বিলেন,—মনের খবর মন দিরা মুঝাইলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, মুখাকে আমি হাতে পলার বাঁধিয়া আনিব।

কুমারের পমনের পর সারারাত্তি শিলা বাঁদিলেন, কুমারকে তিনি সেই তীম্ব গুলা—মুখার সলে যুদ্ধ করিতে পাঠাইরাহেন, স্থৃদ্ধ শরীরে কিরিয়া আসিবেন তো ?

> "বঁৰু বহি হৈছা আবাৰ কণক চলা কুল। কোনাৰ বঁথিবা আনে কালে কলভাৰ মুল।

### শিলা দেবা



"না কৃষ্ঠিন না ছুঁইৰ এছ যাই সে কৃছিয়। কেবল দেহিৰ ৰূপ দূরেতে শাঙাইরা॥" (পুদা ২৪৬)

বঁধু বদি হৈতা আমাছ পক্ষণের নীলাখনী। সর্বাদ সুরিয়া পরিভাষ নাহি বিভাষ হাড়ি। বঁধু বদি হৈতা আমার মাধার বীঘল চুল। ভাল কইরা বাঁধেতাম খেঁাপা দিয়া চম্পা হুল।

এইরপে সেই মধীনা রম্পী রোভ রাত্রে কড কি চিন্তা করেন, কোন সময় তাঁহার গণ্ড বাহিরা অঞ্চ থড়ে। কোন্ সময় তিনি ভরী হইরা কিরিবেন, এই আশায় পথের ক্ষিত্র ছাইরা থাকেন।

মৃথা জলগা হাজীর ক্ষা লেখিতে; সে একটা ভীষণ পালওয়ান। রাজ্ঞান্ত্রীরের তীর থাইলা লে চারিদিকে জনকার দেখিল। কেবল পরীরের জারে হয় না,—কুমানের শিক্ষিত হল্পের তীক্ষ বান, ওাঁহার নিক্ষেপার কারলা—ভীরন্দার্ভারের শিক্ষিত হল্পের তীক্ষ বান, ওাঁহার নিক্ষেপার কারলা—ভীরন্দার্ভারের শবির্ভ ধুলাক্রমণ, মধ্চক্রে চিল ছুঁড়িলে বেরপা চারিদিকে লংশনের আলা হয়—শুঁওা সেইভাবে কাতর হইয়া পলাইবার পথ পাইল না। তাহার জললী দল আগেই পলাইয়া পিয়াছিল, কভককণ সহু করিয়া মুণ্ডা আর পারিল না,—কোন গোপনীয় জংলী পথ দিয়া লে নিবিদ্ধ ঘন প্রশাধা-আছাদিত বনস্পতিদের মধ্যে অলুক্ত হইয়া পেল। কুমারের জয়ভরা বাজিয়া উঠিল, বহু ক্রোল দূর হইডে সেই ভবার শব্দ শোনা বাইডে লাগিল । রণজয়ী কুমার গৃহে কিরিডেছেন,—সেই শব্দ আকর্মণ উবিভ ছইয়া দেবতাদিগকে ওাঁহার জয়বার্ডা গুনাইয়া দিল,—দিলু-দিলতে এই জয়-নিনাল বাবিত হইল।

पाका भवा। हास्त्रित वित्रश्यि निमादियी स्थवानत्क क्रम्मका सामाहै-

### বিবাহের উল্লোপ

বিবাহের বাভ বাজিয়া উঠিল। সবীয়া চাঁপা ও বহুল বুলাই স্থানী সুবীয়া বসিয়া ভক্ত হলে সালা-বাঁজিতে লালিন। ভালে ভালে স্থানী বেন আনন্দে মৃত্যু হ বিবাহের সীতি গাইরা উঠিল। বামুন-রাজার পুরীতে মেরেরা ত্লুখনি করিতে লাগিল। শিলাদেবীকে বার তীর্থের জল দিরা জান করান হইল। চাঁদমুখখানি মুছিরা নির্মাণ মুক্রের মত করা হইল, এবং সেই মুখের শোভার প্রশাসা করিয়া এক সখী অতি ধীরে একটি শিল্পুরের কোঁটা কপালে অ'কিয়া দিল। কোন সখী মেন্দীর রস দিরা রাজা চরণে কত চিত্র আঁকিয়া ফেলিল। শিলা হাতে বাজুবদ্ধ ও সোনার ভার পরিলেন,; মেঘ-ডহার শাড়ীতে তাহার উজ্জল গৌরবর্ণ খুব মানাইল। কাশে কর্ণ-কুল ও চোখে কাজল পরিয়া যখন মঞ্জীর-চরণা আজিনার বাড়াইলেন তথন ভাঁহার দেবীমুর্ডি দেখিয়া জননীর চোখ ছটি আনন্দে ক্লেল হইল।

নানাদেশ হইতে বাজনদারের দল আসিয়া যার যার কৃতিছ দেখাইডে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদল বংশীবাদক বছদুর উত্তর দেশ হইডে পথ পর্বাটনের প্রম দূর করার জন্ম বিদ্নি থানের খই ও মৃড়কি খাইডে খাইডে আসিয়াছিল। পূর্ব্বদেশের বাজনদারেরা জন্ম-ঢাক কাঁথে করিয়া আসিয়াছিল, সেই ঢাকের গায় করতাল বাঁথা ছিল, জ্ব-ড্ছার সঙ্গে খন্থন্ করিয়া করতাল আপনি বাজিয়া উঠিত।

পশ্চিম হইডে একটি বাস্তকর বহু লক্ষর সজে করিয়া বিবাহের আজিনার উপস্থিত,—ভাহাকে কেহ চিনিল না। কিন্তু ভাহার বাজের আক্ষেএবং অহুত অল-ভলীতে ভাহার কাছে ভিড় জমা হইরা গেল।

জাবারা বামূন রাজাকে প্রণাম করিরা বলিল, "আমরা বছদুর হইতে আলিরাছি আজ রাত্রে এমন বাজনা শুনাইরা দিব যাহা আপনারা লয়ে জুলিবেন না।"

# মুণ্ডার বত্তিত ব্যক্তমণ

'রাজি একটু গভীর ছইল, বিবাহের লয় আসর। সেই শব্দিক লেখের আউদির নিজ কল হইতে একটু অর্থের ছইরা তোবের সাল্যেই যাত্রশায়ের বেল বদলাইয়া তীর ছুঁড়িল। সেই বিবাক্ত শর রাজকুমারের মর্ন্ম ক্রেন করিয়া চলিয়া পেল। মুগু এই ভাবে ভাছার নিজের কাজ সারিয়া সেই ছল্মবেশী জংলীদের লইয়া উর্জবাসে পলাইয়া গেল। কুমার শরাহত হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, তখন মুগুাকে আর কে প্রায় ?

আল্ল সময়ের মধ্যেই সকলে বৃথিতে পারিল শন্ন বিষাক্ত, রাজকুনারের জীবনের আশা নাই, তখন সেই ছলুখনি ফ্রেলম ধ্বনিতে পরিণত ছইল। জন্মঢাক জন্মের বার্ডা ঘোষণা থামাইরা বৃক-কাটা কারার স্থ্র বাজাইর। কাটিয়া থামিয়া গেল।

কুমার তথনও জীবিত ছিলেন; তিনি আসর মৃত্যু বৃত্তিরা দরিং পদে বিবাহের স্বর্ণান্ধিত চেলীর ধৃতি কেলিয়া রণসাজ পরিয়া নিজ ঘোড়ার উপর চড়িলেন সেই মৃথার থোঁজে। কিন্তু মৃত্তের মধ্যে আবার ঘোড়া ছইতে মাটাতে পড়িয়া গেলেন।

মরিবার সময় বলিয়া গেলেন,

"বিকালের গাঁথা মালা হয় নাই বাসি।
মাথার ফুলের মুক্ট সভ ফুল রালি।
আার না বাঝাইও বাভ বিয়ার বাজনিয়া।
ক্পাল পুড়িল আমার বড়ের আগুন বিরা।"

কল্পার বিলাপে আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সহমরণের অভ প্রেছত হুইলেন, বামূন রাজা তাঁহাকে ঠেকাইরা রাখিতে গিরাছিলেন, কিছ কল্পার মুখ দেখিরা তিনি কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। করণের আঘাতে তাঁর কণাল রক্তাক্ত, তাঁহার মুখে রক্তের লেশ নাই। জীবিত রাছবের মুখ কি কথনও এমন হয়! রাজ্যময় হার হার শব্দ,—লে কারার কলরবে লোকে যত হোট হোট সুখ-হুঃখ ভূলিয়া গেল। বেন বক্তার প্লাবনে রমস্ত হব-বাড়ী ভালিয়া গিরাহে, নগরের লোখ-রাজি ও অট্টালিকা জুনের ছিলে ভূবিয়া গিরাহে।

मासूत साम्य गर्मापाका पश्चीत क्ष्म और निवास्त्र कर्मा, प्राप्त, प्राप्तिः अन्योग विश्वापति त्यापात स्थिता विश्वास क्षमादि द्वारणा अस्ति। ভিনি কোন কথা বলিলেন না, কোন কথা বলিভে পারিলেন না, কিছ লভ লভ লভ অগ্রদৃত যাইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে এই হংসংবাদ পুর্বেই শুনাইয়াছিল। বাস্থ্ন রাজা ত্রিপুরেশ্বরের সিংহাসনের নীচে গড়াইয়া পড়িয়া গেলেন, রাজা ভাঁহাকে হাভ ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "সাখনা দেওয়ার কিছু নাই—ভবে আমি প্রতিশোধ লইব।" তীরন্দাল, গোলন্দাল, সৈল্প যার যার হাভিয়ার ঘোড়ার পিঠে বাঁধিয়া বামুন রাজার দেশে ছুটিল।

#### যুগুর দণ্ড

মুখা এবার প্রমাদ গণিল। এত সৈত্য, এত অন্ত শস্ত্র দেখিয়া সে একেবারে হডবুদ্ধি হইয়া গেল। যেন সে বেড়া আগুনে পড়িয়াছে,— পলাইবার পথ নাই:—

"একে ত খংলী দল দড়াই নাহি খানে।
ভাকাইতি দাগাবাজি করেছে জীবনে।
দড়ি বেড় দিয়া দবে মুখারে ধরিয়া।
জিপুরার সহরে সবে দাখিল করল গিয়া।
রাজার হসুমে মুখারে মহদানে খানিল।
ভিন ভোগ মারিয়া শেবে পুত্তে উড়াইল।

কত চোর-দল্য-বর্ণর মুণ্ডার মতই এরপ লপদ্ধা করিয়া নিজের বল না বৃথিয়া জনতে প্রোণ দিয়াছে। মুণ্ডার মৃত্যুতে পৃথিবীর একটা বড় আগৰ বঞ্জিল। হংগ হয়—হটি পুকুমার জীবনের জন্ত,—যাহারা বসত অভুষ কৃমত্ত সম্পাদ লইয়া জগতে আনলের অয়য়াজ্য স্থাটি করিতে উভত ইইয়াহিল, বাহালের নিম্পাপ জনরে প্রোনের হোমানল অলিতেহিল, ভাহালের এই অভি ছংগকর বিরোগান্ত জীবন-মহত মাছুব নমাধান করিতে লাইই না, লম-মুন্তির অগন্য অভাবের এই বিশ্ব্যুরে ভাষানের নির্মন আর হুংখ হয় বৃদ্ধ রাজ্ঞণ রাজার জন্ম। বিনি দরার বিগলিও হইকা
মুখাকে স্থান দিয়াহিলেন, কিন্তু সেই দয়ার জন্ম উহার কড়ই না বিশহ
উপস্থিত হইল! সংসারে করণার ক্ষেত্র বদি এরপ কটক-সমুল হয়,
তবে কে আর করণা দেখাইবে, পরের হুংখে কাডর হইরা ভাহার প্রতি
সহাছস্থৃতি দেখাইবে কে ?

#### **বালোচনা**

শিলাদেবীর আর একটি গান পাওয়া গিয়াছিল। বছদিন পূর্বে মন্নমন-সিংছের আর্ডি নামক পত্রিকায় বাবু গোপালচন্দ্র বিশ্বাস সেই গান্টির সারাংশ সভলন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কিছু সে পালাটি ছারাইছা গিয়াছে। ডাছার সংক্ষিপ্ত যে বিবরণ আর্ডি পত্রিকার প্রকাশিত হইরাছিল, ভাহা হইতে জানা যায়. এই গানটি সেই আরডিতে প্রকাশিত গানের প্রায় সর্বাংশে একরপ, শুধু শেষের দিকে একটু পার্থক্য আছে। সেই গানটিতে বর্ণিত হইয়াছে, বামুন রাজা মুখার হত্তে লাছিত হইরা কোন প্রতাপশালী মুসলমান বাদসাহের শরণাপর হন,—সেই মুসলমানের কর্নির্চ পুত্ৰ শিলার রূপে মুগ্ধ হওয়াতে বামুন রাজা ক্স্তাকে লইরা ত্রিপুর-রাজের আঞার লাভ করেন। জিপুরেধরের এক পুরুও শিলার অন্তর্ভ হন। উভরে উভরের অভুরাগী দেখিরা বামূন রাজা শিলাকে রাজকুমারের হছত সমর্পন করিতে খীকৃত হন। রাজপুত্র শিলার পাণিগ্রহদের পর বহু লৈভ नदेता मृशांस्क जांक्कम करतम, शूक्रस्य त्यान निना व्यवस्त्राहरनमूर्वक খানীর পাছত জিপুর-সৈত পরিচালনা করেন; সুঞ্চা এই কিবাল সাহিত্যীয় হত হইতে নিজ্ডির সভাবনা বা বেশিয়াও ভাষার শন্তা ও নাম্ম হারায় নাই। লে কোন এক, স্থানে গোনকী নদীর নাম ভাগিনা প্রকর্ম স্থানী যোগতৰ বভাগ কল উৰ্ভবেশে আদিয়া স্থিতি লৈভ নাম প্রদানিক

শিশাদেশীকে প্লাবিত করে। গৈছা সহ দম্পতির এইজাবে সলিল-নমাধি

আডাপর ত্রিপুরেশ্বর নবগঠিত আর একদল সৈন্ত লইয়া মুণ্ডা ও ডাহার ব্যক্তর দলকে আক্রমণ করেন। জালের দড়ি দিরা ডাহাদিগকে বিরিয়া ধরিয়া আবদ্ধ করা হর, এবং শেষে ডোপের মুখে ডাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। যে ছানে মুণ্ডা এইভাবে নিহত হইয়াছিল, ডাহা এখনও ত্রিপুরা জেলায় বিভ্যমান। সে ছানটির নাম "কাঁকড়ার চর"; এই ছানে শিলাদেবী সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িকা ও গল্প এখন পর্যাপ্ত প্রচলিত আছে।

স্তরাং ছইটি গান অনেক দূর পর্যান্ত প্রায় একরূপ⊥ বামুন রাজার দরবারে মুখার আগমন ও চাকুরী গ্রহণ। রাজকুমারীর জন্ম তাহার স্পান্ধিত প্রার্থন। ও রাজপুরী পূঠন। শিলাদেবীকে লইয়া রাজার প্রায়ন—এ সমস্ত কথা ছইটি গানেই প্রায় একরূপ। শেষ অধ্যায়ে ত্রিপুরেখ্রের সৈক্তবারা মুখার নিধন, সে ক্থাও একরূপ।

কন্ত বর্তমান পালা-গানটিতে বামুন রাজা প্রথমতঃ যাহার শরণ সইয়াছিলেন তিনি পরগণার মালিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি কোন জাতি
ভাছা বলা হয় নাই। খুব সন্তব মুসলমান সংশ্রব এড়াইবার জন্ম এই পানটির
ক্ষচিরতা নবাবের জাতিখ্যের কথা বাদ দিয়া গিয়াছেন। দেখা যায়, এরোদশ
শ্রভাজীতে পূর্ববলে, বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহ, ভাওমাল ও সাভার
প্রাক্তি অব্যালে পাজিলের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এই পানটি রে
ক্ষান্তমালে ঐতিহালিক ঘটনাস্পক, তাহার সন্তেহ নাই। মূলত এক রক্ষ্
ক্রিভ জ্বেল কোন কটনায় ক্ষ্ ক্ষুত্র পার্থকা সন্তেও ঘটনাগুলির প্রবাদ
ক্রম ক্রেন কটনায় ক্ষ্ ক্ষুত্র পার্থকা সন্তেও ঘটনাগুলির প্রবাদ
ক্রম ক্রিভ জ্বান্তম্ব বাধ খুলিরা দ্বা শত্রু করার পক্ষে বাধা রাই।
ক্রমালাকার গোলতী নদীর বাধ খুলিরা ক্রিয়া শত্রু নৈয়ন করার কথা ক্রের্ন
ছলান স্থাবে-উরিকিক ভারত, মুসল্বান দেনাগ্রিক মবারক প্রার ক্রমণগুরু
ক্রির্নাক্রিক্রন প্রশাসিক বার্তমে প্রক্রেক্তর প্রাক্তির ব্যার করাল ক্রির্নাক্রিক্রন। বিরাধ করার
ক্রমালাক্রিক্রন। বিরাধিক ক্রান্তম প্রক্রেক্তর প্রাক্তিক্রন। বিরাধিক্রানার ক্রমালাক্রিক্রন। বিরাধিক্রানার ক্রমালাক্রিক্রন। বিরাধিক্রানার ক্রমালাক্রিক্রন। বিরাধিক্রানার ক্রমালাক্রিক্রন। বিরাধিক্রানার ক্রমালাক্রিক্রন।

মৃথাকে জালের কড়ি দিরা আবদ্ধ করা এবং জোগের মূবে উড়াইরা দেওরার কথা উভয় গানেই পাওরা বার। নিলাদেবী ও তাঁহার জারীয়া মৃত্যুর আভাল উভয় গানেই আছে।

কিন্ত এই ঐতিহাসিক কাহিনীটি আর একদিক দিরা একটু বোরাল হইয়া উঠিয়াছে। বগুড়া জেলার এক দিলা দেবীর সহত্বে জনেক প্রবাদ ও কাহিনী প্রচলিত আছে, সেগুলি আমরা জানিবার স্থাবিধা পাই নাই। মুপণ্ডিত ডাঃ এনেমেল হক্ জানাইয়াছেন যে মধ্য এসিরার বল্ধ দেশের রাজা ককির হইয়া মুসলমান ধর্ম প্রচারার্থ বগুড়ায় আসিয়া বাস করেন, উাহার নাম "মুলভান বল্ধা," ইনি একাদশ-বাদশ শতাব্দীর লোক। ইসলাম প্রচারার্থ তিনি বগুড়া জেলার মহান্থান নামক নগরের রাজা পরশুরাম ও তাঁহার যুক্ত-বিভায় কৃত্তী কল্পা শিলাদেবীর সজে বোরতর যুক্ত করিয়াছিলেন। সময়ের কতক্টা ব্যবধান হইলেও লে ব্যবধান খ্ব বেশী বলিয়া মনে হয় না—এই ছই ঘটনা কোন ছানে ভাল পাকাইয়া কল্পনার লীলাক্লীতে পরিগত হইয়াছে কিনা কে বলিবে গুপরীগীতিকার এইরূপে জটিল প্রছি মোচন করা সহজ নহে। এপুরার ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, তথাকার প্রাচীন রাজায়া বাজাগাদি উচ্চবর্দের বাজালীদের সজে আত্মীয়ভা ছাপনের জন্ত সর্বলা ব্যব্র ছিলেন।

মৃতার চিত্র পল্লীকবির হত্তে বেশ কৃটির। উঠিয়াছে,—ভাছার মৃর্বি লৌছ-কঠোর, ভার্ছা আকাশ-ভার্লী ও সাহস ছব্রুর; বড়বন্ত্র করিয়া দল গঠন করা ও অসন সাহসিক্তার সহিত উপায় উত্তাবনার শক্তিও ভাহার অসাধারণ। কোন পরাজরেই সে দমিবার লোক নহে। একটা বর্বর নির্মোশীর সর্বার ইক্তাও লে প্রকাশ্ত দরবারে রাজকভার পাণিপ্রার্থী, ভাষার প্রতিহিলো-প্রকৃতি অন্তিহোত্রীর অগ্নির ভায় অনির্বাণ। একটা ছাড়িয়া উপারান্তর অবসম্বন্ধ করিয়া ভাহার হিলো চরিভার্থ করিতে লে জীবন-পথে প্রতিমিরত প্রকৃতি করিছে। এই বিভীবিকাময় চরিত্র ভাহার ভীষণতা ও কুরতা আর্থা আমালিকের বেনন বিদ্যর উৎপাদন করে, ভেননই ভাহার অসাধারণৰ অগ্না

প্রেমের যে সকল ভাব ও ঘটনা ইহাতে নির্ণিবছ হইরাছে, ভাহা কছকটা পরীগীতিকার মামূলী কাহিনী। পরীগীতিকার ধারাবাহিক-ভাবে বারমাসী-বর্ণনা খ্ব অরই পাওয়া যায়। কিন্তু ঋড়ু বিশেবের প্রসঙ্গে করেকটি মাসের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কবিত্বপূর্ণ উল্লেখ প্রায় সকলগুলি পালাভেই দেখা যায়; এই পরী-গীতিকাটিতে ভাহা বাদ পড়ে নাই।

চন্দ্রকুষার দে মহাশয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে একজন বৈষ্ণব ও জনৈক মুসলমান কবিবের নিকট হইতে পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

### 지문병

### হোমরা বেদে

উব্বরে হিমবান পর্বত, যুগ-যুগব্যাপী হিম তথায় জমিরা জাছে, দেখানে মল্লভবসতি নাই। জীব জন্তর সাক্ষাৎ পাওয়া বায় না—নিয়ে উপজ্ঞা-ভাগে কভকগুলি যাযাবর বেদে বাস করে, তাহারা নানারূপ খেলা দেখাইরা পরসা রোজগার করে। কিন্তু তাহাদের প্রধান আয়ের ব্যবসা—সূর্ব-ভরাজ ও ডাকাতি। স্থবিধা পাইলেই তাহারা খেলাধ্লা ছাড়িরা ভীবন সন্মার বেশ ধারণ করে।

ধয় নদের পারে কাঞ্চনপুর একটি কুছে পরী। বেদেরা একদা সেধানে হানা দিরাছিল। বেদের সন্দারের নাম হোমরা। সেই কুছ পারীর একটি কুছ পাড়া হইতে হোমরা হয়মাসের এক ব্রাহ্মণের অপোগও বেরে চুরি করিয়া লইয়া আসিল, সেই শিশুটির অপরপ লাবণ্য দেখিয়া সে ভাহাকে হরণ করিয়াছিল, বেদে ভাহার নাম দিয়াছিল মছয়া।

ক্রমে সেই ক্সা বড় হইয়া বেদেদের খেলা শিখিল। সে যথন কড়ি বাহিয়া বাঁশের উপর উঠিড, তখন তাহাকে বিতীয় একটা পূর্ব্যের মড দেখাইত। তাহার রূপ ও খেলার কসরৎ দেখিবার ক্লম্ভ ভিত্ন ক্লমিরা বাইত।

একল হোমনা বেদে তার ভাই মাণিককে বলিল, "বানেক নিন বাকং এই উপভাকার বসিরা আছি,—এই বিরল-বসতি অনপাদে কোন আহিছেন সভাবনা নাই, চল—নিম্নভূমিতে চলিয়া বাই, খেলা দেখাইরা উপ্যানিকার ডেটা করা বাক্।" ছুই জনে পরামর্শ করিয়া শুক্রবার ভাহারা বাত্তার দিন ভির করিল।

হোনরার দলে অনেক খেলোরাড় ছিল। স্বর্ধান্তর কলপুকি ক্লোক্স "সমণতি সভি" বছর পাচকেশে হলিল—ভাষার পিছনে অক্সক ক্লেন্স ভাই সানুকা। ভাষণার বহু লোক, বালক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধক ক্লেন্সের প্রথমানার্যার ভাষারা বেন একটি কুল জগৎ স্টি করিয়া চলিল। ভোডা, ময়না, টিরা, অর্পচকু দরেল,—কড পাখী, কোনটি হাতের উপর, কোন পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ, ভাষাদের সকলেই গুণী, কেউ ঠিক মান্তুবের মড কথা কর, কেউ লিব দিরা পাগল করে, কেউ মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের মড নাচে, কেউ ছাড়িয়া দিলে বার্মগুলে চক্রাকারে ঘুরিয়া পুনরায় শাস্ত ছেলেটির মড নিজ পিঞ্জরে চোকে, তাদের বর্ণে সোনার আভা, কেহ অয়য়াস্ত মণির ক্রায় কৃষ্ণ ও উজ্জল, কাহারো পাখায় যেন মরকড, কেউ যেন সবুজেগড়া। পাখী ছাড়া কড ঘোডা। তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা অভ্ত,— গাধা, শেযাল, এবং সজারু, সলে সলে এক পাল শিকারী কুকুর, আর সলে সলে দড়ি কাছি বাল, তাত্ব, ধলু, কাটি ও লর। তাহারা যেন নিজেরাই একটি ছোট পল্লী লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের প্রধান জব্য, মন্ত্রসিদ্ধ চাঁডালের হাড়। সেই ছাড় ছোঁয়াইলে মরা মালুষ বাঁচিয়া উঠে, কাটা মৃণ্ড কথা বলে।

# পূর্ব্বরাগ

দেই দলের বর্ণ-প্রতিমা মহুযার রূপ পথিকের প্রধান লক্ষ্য, বালককুবকের বিশ্বরের বস্তু। সে যেন আসমান হইতে মাটিতে পডিরাহে, ভাহার
পিছনে ভাহার কাঁথে হাড দিয়া চলিয়াহে সমবয়স্কা রূপসী সবী পালত।

ছালিরা খেঁলিরা কোঁডুক করিতে করিতে ভাহারা সেই উপজ্যকাভূমি পরিক্রম করিরা করেক দিন পরে যে গ্রামে আলিরা পৌছিল ভাহার নাম খার্ল-ভালা।

বার্ন-ভালা পরীতে এক বার্ন ব্বরাজ ছিলেন, নাম ননের চাঁগ।
ভিনি ভরণ বরত্ব ও অভি জ্বর্ণন। তিনি প্রাতে সভা করিয়া বলিয়া
আছেন, পৃত আনিরা বলিল, "একদল বেদে এসেছে, ভারা আতর্ব্ব আন্তর্কা ভাষালা দেখাতে পারে। ভাবের সজে একটি মেরে আছে, ভার যত জ্বলী আনহা অবে কেবি নাই।" ব্রয়াজ জ্বিত্র শর্মীক্তর বাইরা মাকে জিজাসা করিলেন,— মাতা বলিলেন, "তারা খেলা দেখাতে কত চায় ?" নদের চাঁদ বলিলেন, "একণত টাকা তাহারা চায়।" জননীর অনুমতি হইল, বাহির-খণ্ডে তাহাদের খেলা দেখান হউক।

রাজ-বাড়ীতে খেলা দেখান হইবে, পরীর সমন্ত লোক ভালিয়া পড়িল।

হোমরা বেদে ঢোলে কাটি মারিল, পাড়ার ন্ত্রী পুরুষ বেখানে যে ছিল সকলে ছুটিয়া আসিল, চারদিকে ডাকাডাকি—হাকা হাঁকি, নদের চাঁল সভা হাঁতে বারংবার উঠিয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মহুরা বখন আসরে আসিল তখন নদের চাঁদ বসিয়া ছিলেন, অভিশয় কোডুকে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ডাঁহার হুই চকু নিশ্চল। বহ্য মার্জারীর মত ক্বিপ্রেণকে কলসী মাথায় মহুরা দড়ি বাহিয়া বাঁলের ডগায় উঠিয়া নাচিতে লাগিল, সেই অভুত নৃত্য দেখিয়া কাহারও চোখে পলক পড়িল না। কিছু নদের চাঁদ অভিশয় ছন্দিস্তায় বলিলেন, "এত উচু জারগার উঠেছে, আমার ভয় হয়, পাছে পড়িয়া মরে।" খেলা দেখার কোডুক মিটিয়াছে, একান্ত আত্মীরের বেদনাডুর অন্তঃকরণ লইয়া ভিনি মহুয়াকে দেখিতে লাগিলেন।

মছরা বাঁশের উপর নাচিয়া গাছিয়া পদাস্কৃতি মাত্র দড়ি স্পর্শ করিয়া যেন আকাশের পরীর মত উড়িতে লাগিল।

নলের চাঁলের চোথের নিমেব নাই—মনে হয় বেন তাঁর জ্ঞান নাই, লক্ষ্যা নাই। বখন মছরা নামিরা আদিরা গ্রীবা হেলাইরা হাও জ্যোড় করিয়া বক্লিস্ চাহিল, তখন ব্বরাজ মুহুর্জনাল কি দিবেন, ভারিতে লাসিলেন—ইহাকে অলের কি আছে! পর মুহুর্জে নিজের গায়ের হাজার টাকার শালখানি মছরাকে দিরা ভাহার কমলনিন্দিত মুখখানির দিকে চাহিরা রহিলেন; ও কুমারী অভ্যার না গছর্কা করা, ইহার আল-ক্রের্ডির নির্দ্তিত, কঠবর কোভিলের পর্যার আলা রার। মহরা ভারিতেহিত, "পুরুষ্ট্রের ক্রিল্ডির, ক্রিক্তর, ক্রের্ডির, ক্রিক্তর, ইহার মনের এক নের্ডের আলা গার্টির, প্রার্থিত বিশ্বত, ক্রিক্তর, ক্রের্ডির ক্রেন্ডির বিশ্বতি বিশ্বত, ক্রিক্তর, ক্রের্ডির ক্রেন্ডির বিশ্বতি ব

নদের চাঁদ ছকুম দিলেন,—বামুনভালা দক্ষিণে বে উলুকাঁদার কুলের বাগ আছে—তথার শীত্র একখানা বাড়ী তৈরী করিয়া হোমরা বেদেকে দেওয়া হউক, বাড়ীর পার্শে নির্ম্মলা সলিলা দীঘি, চারদিকে শাক সজীর বাগ।

পছন্দসই যে ধর করেকথানি তৈরী হইল, তাহাতে আয়নার কপাট দেওয়া হইল। নৃতন জমিতে শাক শজী পুব ফলিল। হোমরা মছয়াকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাগের শোভা দেখাইতে লাগিল। "ঐ দেখ বেশুনের চারা পুঁভিয়াছি, এই বেশুন বেচিয়া ভোমার গলার হার কিনিয়া দিব।" পাহাড়িয়া পাখী, নিয় ভূমির আবহাওয়া মছয়ার সহ্ম হইল না, সে জরে কাঁপিতে লাগিল এবং কাঁদিতে হুরু করিয়া দিল। ধর্ম-পিতা তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "নৃতন বাগানে শিম লাগাইয়াছি, ঐ দেখ মান্কচুক্মন বাড়িয়া উঠিয়াছে,— এই সজী বিক্রী করিয়া ভোমার হাতের বাজু পড়িয়া দিব:—

"নৃতন ৰাগানে আমি লাগাইব কলা। সে কলা বেচিয়া দিব ভোমার গলার মালা।"

"চারিদিকে সোদা বেল ফুল ফুটিয়াছে, রক্তকরবীর কি সুন্দর বর্ণ, টিয়াও কপোত লিকার করিয়া আনিয়াছি মছয়া তুমি পালহ সইকে লইয়া রাষ্ট্য কর গিয়া, কালো জিরা দিয়া রাধিও, মাংস সুস্থাছ হইবে।"

তবু পাহাড়িয়া পাখী, তাহার পাহাড়ের দেশ ভূলিতে পারিল না, উত্তর নিকে চাহিরা ভাহার চোখে অবিরত কল পড়িতে লাগিল।

#### প্ৰথম আলাপ

' একবিন সম্ভা সেলা, তবলও সূহত্ত্বের বাবে সাঁচরার বাতি আলৈ নাই। 'নবালা এক সূহত্ত্বে বাড়ীতে ভাষালা দেশাইয়া কিনিকেটাং, 'নবালা আগে চলিয়া গিয়াছে। নদের চাঁদ বলিলেন, "তুমি একটু বীরে চল, আমি ভোমার সলে ছই একটা কথা বলিব। কাল সন্ধায় স্থাান্তের পর জ্যোৎস্না উঠিবে। ভোমার যদি অবসর হয়, তবে ওখন একবার নদীর খাটে যাইবে। কলসী জলে ভরা হইলে যদি তুলিতে কট হয়, তবে আমি তুলিয়া দিব।"

মাথা নীচু করিয়া মছয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কি ভাবিয়া পরদিন সন্ধা-কালে কলসী কাঁথে লইয়া সে নদীর ঘাটে আসিল।

নদের চাঁদও সেই সময় নদীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং মৃত্ত্ব্বেম মছয়াকে বলিলেন, "তুমি নিবিষ্ট হইয়া জল ভরিভেছ, কাল ভোমাকে যে কথা বলিয়াছিলাম—ভা' ভোমার মনে আছে কি ?"

মছয়া বলিল, "বিদেশী যুবক ৷ আপনি কি বলিয়াছিলেন, ভা আমার মনে নাই ৷"

নদের চাঁদ—"আশ্চর্য্য! এত অল্ল বয়সে এত ভূল! এক রাত্রির মধ্যে আমার কথা ভূলিয়া গিয়াছ!"

মছয়া—"আপনি অচেনা যুবক, আপনার সঙ্গে এই নদীর ঘাটে নির্দ্ধনে কথা বলিতে বড় সরম পাই।"

নদের চাঁদ—"বেশ, জল তুলিয়া কলসী ভর্ত্তি কর! আমার জানিতে বড় সাধ হয় তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার পিতামাতা কে, এদেশে আসিবার পূর্কে তুমি কোথায় ছিলে? হাসিমূখে আমার কথায় উত্তর লাও। আমার সঙ্গে কেউ নাই। নিতাস্ত নির্জন স্থান—ভোৱায় লক্ষার কোন কারণ নাই।"

মহরা—"রাজকুমার, আমাকে এ সকল প্রশ্ন করিয়া কেন কৃষ্ট্র দিডেছেন ? এই হুংখিনীর কেহ নাই। আমার মা বাপ বা ভাই কেউ নাই, আমি প্রোডের দেওলা, নিরাশ্রয়ভাবে ভাসিরা বেড়াইডেছি। আমার মত হডভাসিনী সংসারে নাই, এদেশে কি ভেমন দরলী কেউ আছে, আমি ক্রীয় কাছে প্রাণ পুলিয়া বছনর কবা বলিতে পারি হু, আমি, নিয়ের আইনায় বিজ্ঞা প্রিয়া বছনর কবা বলিতে পারি হু, আমি, নিয়ের আইনায় বিজ্ঞা প্রিয়া বছনর কবা বলিতে প্রাণ্ডিকার বিজ্ঞান ব

ৰলিব ? রাজকুমার ! আমার হংধ ব্ৰিয়া আপনার লাভ কি ? আপনি রাজ্যের, কোন ভাগ্যবতী রাজকুমারীকে বিয়া করিয়া স্থাধ ঘর করিতেছেন, আপনি হংধিনীর কথা শুনিয়া কি করিবেন ?"

নদের চাঁদ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মছয়া তুমি নির্ম্ম, আমার মনে কতখানি দরদ তা' তুমি বুঝিতে চাও না। তুমি মিধ্যা কথা কেন বলিতেছ ? আমি বিবাহ করি নাই।"

মহরা—"আপনার পিতামাতার মন কঠিন, তাঁহারা এখন পর্যান্ত আপনার বিবাহ দেন নাই।"

রাজকুমার বলিলেন—"মহুয়া ভোমার মা বাপের মনও কম কঠিন নহে—তাঁছারাও ভোমাকে এডদিন পর্যাস্ত কুমারী করিয়া রাখিয়াছেন, বিবাহ দেন নাই!"

মহুরা—"আপনি এখন পর্য্যস্ত বিয়া করেন নাই কেন ? আপনার ছঃখ কি ?"

নদের চাঁদ—"মছরা, ভোমার মত স্থুন্দরী ও পুণশীলা কোন কল্পা পাইলে আমি বিবাহ করিতে রাজী হইতে পারি, আমি সেই প্রভীক্ষায় আহি!"

মছয়া—"রাজকুমার! আপনি বড় নিলব্জ, আপনি আমাকে এইরূপ অশিষ্ট কথা শুনাইতৈছেন, গলায় দড়ি বাঁধিয়া আপনি গলায় ভূবিরা মঞ্জন, হিং!"

নদের চাঁদ ছাসিরা বলিলেন, "যে দড়ি দিয়া কলসী বাঁধিব এবং বে কলসী জলে ভর্ত্তি করিয়া ভূবিয়া মরিব—লে দড়িই বা কোখায়, সে কলসীই বা কোখায়? আমার কাছে ভূমি গভীর গলা—এই গলায় ভূবিয়া মরিডে সাধ বায়:—

> "কোখার পাব কলসী কন্যা কোখার পাব নঙ্কি। তুমি হও গৃহিন গুলা আমি ভূইবা যতি।"

ক্তল্ল-লেখা বেরূপ সাদ্যুসগলে নিলাইরা বার, এই ছই ভরুপ-ভরনীর ক্লুক্টোলাল তেমনই নেই নহার ঘাটে নিলাইরা মেল। নে বিন এই পর্যায়ার

### পালকের কাছে মনের বেদনা প্রকাশ

আর এক দিন, মছয়া কণালে কর হাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে, পালছ সই তার চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া বীরে বীরে বেদীমুক্ত করিতেছে; পালছ অতি মৃত্তবরে বলিল—"মছয়া—আমার প্রাণের সই, তুমি এ কয়েকদিন যাবৎ যেন কড উৎসবের কালে আগ্রহের সহিত রোজই সদ্ধাকালে একা একা নদীর ঘাটে যাও কেন? আমার মনে হয়, তুমি রোজ রাত্রি কাঁদিয়া কাটাও, তোমার চোখের কোঠায় অঞ্চর দাগ। কথা বলিতে যাইয়া কখনও কখনও তোমার চোখ হাটি অঞ্চর্শ হয়—আমার প্রাণের সই, বল দেখি, কিসের জন্ম ডোমার এত হংগ! প্রায়ই দেখিতে পাই, তুমি দীর্ঘ শাস কেলিয়া রাজবাড়ীর দিকে কাত্রর ভাবে চাহিয়া থাক। এদিকে নগরে শুনেছি, নদের চাঁদ ঠাকুর ভোমার গান শুনিয়া পাগলের মত হুইয়া লিয়াছেন।"

এই কথা শুনিরা পালত সধীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ম**হরা কাঁদিতে** কাঁদিতে বলিল "পালত, আমার উপায় বলিয়া দে! আমি মনের আপ্তন কেমন করিয়া নিভাইব, আমি যে কিছুভেই মনকে সম্বরণ করিতে পারিভেছি না। ভোরা আমাকে লইয়া চলু, এদেশ ছাড়িয়া বাই । আমি কড চেষ্টা করিয়াছি, মনকে বুবাইতে পারিলাম না।"

পালছ—"প্রাণের সই! তুমি আমার উপদেশ মত কাল কর। সাতদিন নদীর ঘাটে যাইও না। বাড়ীতে সুকাইরা থাকিও। নকের ঠাকুর খুঁলিতে আসিলে আমরা তাঁহাকে বলিব, সুন্দরী মছরা মরিরা সিয়াছে।" .

মছরা বলিল—"লাভদিন ভো দূরের কথা, একদণ্ড ভাঁহাকে না দেখিলে মনিরা বাইব। চন্দ্র পূর্ব্যকে সাকী করিয়া বলিভেছি, ঠাকুর নাদের চাঁদকে আমি আমার প্রাণ মন সমর্পন করিয়াছি, ভিনিই আমার প্রাণের স্বারী।

> "বেহৰৰের সংক আমি বৰা তথা বাই। আধাৰাত্ৰীয়া বাঁধিলা মাধ্য হৈস বাঁহ নাই।

আমি এখন ভোমাদের পর হইয়া গিয়াছি---

"বঁধুরে লইয়া আমি হব দেশান্তরী। বিষ গাইয়া মরিব কিছা গলায় দিব দভি ॥"

## হোমরার সন্দেহ, আড়িপাতা

ছান উদূকাঁদা—বেদেদের নূতন বাড়ী, সমুখে পুকুর পাড়ে শব**লী** বাগান।

হোমরা ভাহার কনিষ্ঠ মান্কা বেদেকে বলিভেছে, "এই দেশে আর আমার থাকা ছইবে না, চল এদেশ ছাড়িয়া যাই। বাড়ী দর দিয়া কি করিব ? বরং ভিকা মাগিয়া খাইব, তাও ভাল। তুমি কি কানা-ঘুরা কিছু ভনিতে পাও নাই। মছরা রাজকুমারের জন্ম পাগল হইয়াছে, এখানে কোনক্রমেই আর থাকা উচিত নহে।"

ছোট ভাই ধনক দিয়া উঠিল, ভূমি কি পাগলের মত বকিয়া বাইতেছ ?

"——এমন কথা না বলিও ভূষি।
ইচ্ছা হর ছেড়ে বেতে এই সোনার ক্ষমি !
নানে বাঁধা পুকুষটি গলার গলার ক্ষম ।
পাকিয়াছে সালিধান, সোনার ফ্সল ।
তা বিবা করিব মোরা শালি ধানের চিরা।
এই দেশ না ছাড়ি বাইও—ক্ষামার মাধার কিরা॥

কান্তনের অন্ত হইয়াহে, চৈত্র নালে ডাপের উপর বসিরা কোকিল ডাকিয়া উঠিডেহে, সেই সূরে বোঁটার উপর গাড়াইরা কুল ও বালডী কুল লরাহত হরিশীর ভার খন খন কাঁপিয়া উঠিডেহে; বেলেগের লেভে কার্যটোর শালি বান পাঁকিয়া মাটির বিশে ছুইরা বাছিরাহে, ভাহারের অগ্রভাগ রালা হইরা উঠিরাছে। রাত্রি নিত্তক নিধর, কেবল বাবে বাবে বাবে রহিরা রহিরা 'বউ কথা কও' ছ্রিডে ছ্রিডে আকাশে চীংকার করিরা বেড়াইডেছে, তাহার স্বরে কোন্ অনির্দিষ্ট মানিনীর বান ভালিভেছে কে বলিবে ? সেই নিবিভ নিকম্প আকাশে দাঁড়াইরা প্রকৃতি কেন রহুবালে কোন যোগ সাধনা করিভেছে। বেদেদের নৃতন বাড়ীঘর, স্থলিছ পুরুরের তীরে বড় বড় ঘর,—বেদেরা তাহাতে বড় আরামে দুমাইডেছে, ভাহাদের নাসিকার শব্দে গভীর পুরুরি বুঝাইডেছে।

দ্বিপ্রহর রাত্রে নদের চাঁদের ঘুম ভাঙ্গিরা গেল, শিররে অর্থমবিত সঙ্কেত বাঁশীটি ছিল, তিনি তাহাতে ফু<sup>\*</sup> দিলেন। বাঁশীর বিলাপ দর**ন্দিত** আডাকাঁদির বাগানে এক বিরহিনীর মর্ম্মে প্রবেশ করিয়। ভাছার শ্বস্ত ভালিয়া দিল। অতি বাবে সময়ে ভাবে মছয়া উঠিয়া কলসী কাঁখে বেদেকের কৃটিরের পাল দিয়া উত্মন্তবেগে নদীর ঘাটে ছুটিয়া আসিল। আসিরা দেখে, নদের চাঁদ ভাছার পূর্বেই বিভোর হইয়া বাঁদী বাজাইভেছে। বিলছে অসহিষ্ণু হইয়া বাঁশী কাঁদিয়া ডাকিডেছে। আকাশের চাঁদ ভাষাকে পৃথিৱীয় ठाँपरक (मधारेहा जिल. उथन कि आनम ! शरेकरन शरेकरनत आणिकय-বদ্ধ, এক চকু আনন্দাপ্ৰদূৰ্ণ, আর এক চকু আশ**হা**ভূর। রা**লপুত্র বদিলেন,** "এই ध्रेषर्रदात हाई नाम निया जामि कि कतिव, हन जामना अपनदे और রাজ্য ছাডিয়া যাই।" মহুয়া কাডর কঠে বলিল "না, ডাহা চইবার নর। আমি ভোমাকে ছাভিয়া থাকিতে পারিব না, এই রাজেধর্য ছইতে টানিরা বনে জন্দল লইয়া যাইতে পারিব না, আমি ভোমার মুখখানি কেকিছে দেখিতে এই নদীতে—এই কামনা-সায়রে ভূবিয়া মন্ত্রির বাছাতে প্রকরে ভোষায় পাই। হাম ! যদি ভূমি ফুল হইতে ভবে ভো ভোষার **খোঁথার** বাঁৰিয়া এখনই পলাইয়া বাইয়া বনে সুকাইয়া থাকিতে পারিডান !

"বঁণু, আমি ভোমার কি বলিব! এই বেলের মেরেকে দিরা ভূমি কি করিবে? এই আবর্জনা ভূমি এই গানে কেলিয়া রাগিরা অরে বাও, স্থানী দেবিরা কোন রাজকল্যাকে বিবাহ করিয়া ত্বী হও। আবার কলে এক আটু শা বিলে ভূমি বিজৈন ক্লাল্ড-কাশ্য সক্ষাই শী করিবে।" প্রভারত্ত্ব জাহাতে বাহুপালে বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আমার সকল রাজ্য সম্পদ হুইতে এই সম্পদ বড়।"

হোমরা অলক্ষিতে ভাহাদের পিছনে ছিল, খানিকটা দূরে ওৎ পাতিয়া লে ইহাদের কথাবার্তা শুনিল, ভারপরে ধীর পাদক্ষেপে আড়াকাঁদিডে নিজের শরন বরে বাইয়া নিকুম হইয়া বসিয়া রহিল।

"অবিদিত গত যামা" রাত্রি কি ভাবে কাটিল তাহা নদের চাঁদ অথবা মছরা কিছুই জানিতে পারিল না,—কত অঞা, কত হংখ, কত মুখ, কত প্রথা, কত প্রোলাপ, কত বিলাপ! রাত্রি ভোর হইয়া আসিল, উবার পায়ে আলতার হটা পড়িয়া পূর্বে গগনের কয়েকখানি পাতলা মেঘ ঈবং রক্তবর্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যুবরাজ বাড়ীতে চলিলেন, মহয়াও অস্তামনক ভাবে কলসীতে জল ভরিয়া চলিয়া গেল।

ইছার মধ্যে মছরা কোনরূপ একটু সুবিধা করিয়া নদের ঠাকুরের পারে প্রশাম করিয়া বলিল, "আমরা এদেশ ছাড়িয়া ঘাইব, না যাইয়া উপায় নাই, আমি কুল নারী,—কুল মানের ভয় আছে, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব, কেমন করিয়া ভোমাকে ছাড়া প্রাণ ধারণ করিব ?

> "ভোষার সদে বঁধুরে আমার এই শেষ দেখা। কেমন করি থাকব আমি হইয়া অদেখা।"

"ভোষাদের দেওরা সুন্দর বাড়ী ঘর পড়িরা থাকিবে—ভাহাতে খেদ দাই—এ সব হাড়িয়া বাইব, কিন্ত ভোষাকে হাড়িয়া কেমন করিরা থাকিব, জুগুগুরুর পাগুগু ক্ষনকে কেমন করিয়া বাঁথিয়া রাখিব ?

ধ্বিধু, বুক কাচিয়া বাইজেহে, ডোমার সঙ্কেত ব'শির ভাক না শুনিরা আমি সারাদিন কেমন করিয়া কাটাইব। আজ কি মধ্য-রাত্রে আমারের মুধ নৈশ-জমণ শেষ হইল ?

> "পড়া বইল বর বাড়ী পড়াা হৈলা ছুবি। কেন্দ্ৰ কৈবা পাণ্ডৰ নাম বাইছা বাধৰ আছি। আৰু বা জাদিবা দ্বিধেনাল্লাইড নিশি। আরু বা জাদিব কোডাই নিদান-কামা বাড়ী।

"ভোমার সোণা মুখখানি খুম ভালার পরে আর দেবিব না, চকু খুটী কভ অদ্ধি সন্ধিতে সেই মুখ দেবিবার জন্ম উতলা হইয়া খাকে,—হায় সকলই ফুরাইল।

"যদি কখনও মনে হয়, তবে বঁখু দূর উত্তর-দেশে হিমালয় পর্কাজের নিয় ভূমিতে চলিয়া যাইয়া আমায় একবার দেখিরা আসিও। দেখানে প্রতি বৎসর বেদেরা করেকমাস বাস করিয়া থাকে, ভূমি কডকদিম পরে সেইখানে যাইও। আমাদের বাড়ীতে নল খাগড়ার বেড়া ও দক্ষিণ হুরারী ঘর, সেইখানে আমায় পাইবে, প্রাণের অতিথিকে পাইলে আমি খালি ধানের চিডা ও সে দেশের বড় বড মর্ডমান কলা খাইডে দিখ। বরে মিবের দই থাকে, তাহা ভূমি নিজ হাতে হাঁড়ী হইতে লইয়া খাইবে,—আজই ডোমার সঙ্গে আমার বোধ হয় শেষ দেখা, আর কি আমাদের সুইশ্বর্দ্ধ মিলন পোড়া অলুষ্টে লেখা আছে গু"

ব্বরাজ ভাবিলেন, "মহুরা আসর বিচ্ছেদের আশহার রোজই কডনা প্রলাপ বলে, এও সেইরপ উজি। আড়াকাঁদার বাড়ী বর, শলীও ধানের ক্ষেত সকল ছাডিয়া হোমরা বেদে কোথার বাইবে? এখানে যতটা সম্ভব আমি বেদেদের জন্ম স্বিধার ব্যবস্থা করিয়াছি।" তিনি মহুরাকে বলিলেন, "কেন বিচ্ছেদের রুখা আশহা করিতেহ, আরাদের কি আর হাড়াছাড়ি হইতে পারে? অসম্ভব।"

মক্তবা একথা শুনিহা কাঁদিতে লাগিল।

### त्वरक्रम् भगात्रम

নান্তাকে নিজনে দইয়া দিয়া গৃঢ় কলে হোৰয়া কেপে বলিক— ভাই, এখন - আন কোন বিধা খা নকেত নাই, আনি নিজে-নেনিয়াই। মানান,এই নানি ধান পঢ়িবা বায়ুক, আঝাইনায়ের নানি বাংলা নিজেনিয়া শাইতে হইবে না। বাঁচ্কী-পুঁটলী বাঁধ, আৰু রাত্রি প্রায় স্বকীই আঁধার, চল এই সুবোগে পালাই, না হইলে নদের ঠাকুরের বেড়া জালে আমাদের পঞ্জিতে হইবে, সেধানে কারাগারে চির বন্দী হইরা থাকিব নড়ুবা ইহারা আমাদিগকে মাটার তলে পুঁতিয়া মারিবে। হউন তিনি রাজা—আমি কিছুতেই এই অনাচারের প্রশ্রেষ দিব না।"

ভখনই রাত্রের আঁধারে বেদে পাডায় সাজ সাজ রব পডিয়া গেল। বাঁশ, দড়ি, ভাম, বহু, ছিলা, বেদেদের ঘাড়ে স্থান পাইল, সেই নিস্তব্ধতার ক্তিভর দিয়া, ছাগল ভেডা, বানর, খোডা, শেয়াল, সজারু—সকলগুলি ৰবেৰ পক্ত, ও ভোডা টিয়া প্ৰভঙি পাখী সহ বেদেরা আঁধারে গা ঢাকিয়া বাষনভাল। গ্রাম ছাভিয়া গেল। পরদিন প্রাতে নগরের লোক বিশ্বিত ছইয়া দেখিল, আডাকাঁদির মন্ত মন্ত ঘর বাডী একবারে খালি। পাকা ধানের একটি আঁটিও ভাহারা নেয় নাই। ভাহাদের নিজেদের বাছা কিছু সম্বল ছিল, ওধু তাহাই লইয়া আধার রাতে ডাহারা পলাইয়া গিয়াছে। নগরবাসীরা এ উহার মুখের দিকে চাহে, ব্যাপার কি ? কেছই ৰ্লিডে পারে না—ডবে একথা ঠিক, যে হোমরা, মানকে ও তাছাদের দলের একটি প্রাণীও আর সেখানে নাই। ছাগলগুলি সেই প্রান্তরে আর চরিরা বেড়ার না, বেদেদের পাধীর খরে সে অঞ্চলের বাতাস আর মুখরিড इस ना-जन्मती-(अर्छ) महसाद सुर्थानि शत्त-मीचित मरश चात এकि मुख्न প্ৰের মত সানকালে ফুটিয়া উঠে না, পালছ ও নিরুদ্দেশ হইয়াছে, ভিটা খালি, বর শৃক্ত। বহু লোক আসিয়া সেখানে প্রভাতকালে জড় হইরা এই বছক স্থাধানের আলোচনায় যোগ দিতে লাগিল যভই কলরব ও বাকবিত্তপা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ডভই প্রাপ্তবির কটিলভা বাভিয়া চলিল।

## নদের চাঁদের প্ৰকা

বনে এক প্রাস ভাত মূখে নিকেন, ধানন সময় এই পাবান স্ক্রীয়েক সাধান কবিনাকে কবিন। ভাততা আন মানিভাগড়িয়া কোন 1-- নাবান, ক্রিটিটা লাগিলেন, পরিজনের। ভাকিতে লাখিল, কিছ ব্যরাজ কোন সাড়া দিলেন না, ক্যাল ক্যাল করিয়া চাছিয়া রছিলেন ; সকলে বলাবলি শুর্তিকৈ লামিল —"নদের ঠাকুর পাগল হইরাছেন।"

> "বধন নাকি নবের ঠাকুর এই কথা শুনিল। খাইতে বলি মুখের গ্রাস জ্মিতে পঞ্চিল। মার ভাকে সবে ভাকে নাহি শুনে কথা। নবের ঠাকুর পাগল হইল শুনি বধা ভধা।"

নদের ঠাকুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আড়াইাদির সবজীবাগ ও ঘরবাড়ী দেখিতে লাগিলেন। দিনের বেল। এইভাবেই কাটে; এইখানে বসিরা মছুরা আমার জন্ম বিনা ক্তে মালা গাঁথিত, এইখানে সে বাঁদী শুনিবার জন্ম নদীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এইরপ ভাবনার শেব নাই, কড কথা, কতদিনের সুখ হুংখের কাহিনী মনে পড়ে—সভাই বুঝি নদের চাঁদ পাগল হইলেন।

একদিন তিনি মাকে বলিলেন, ''মা আমার আর বাম্বডালা ভাল লাগিতেছে না, এ দেশে হাওয়া বর্ষাকালে বড় খারাপ চয়, সর্বাদা কেন শীতের শিহরণে গায় কাঁটা দেয়। মা, তুমি অনুমতি কর—আমি ভূম-তীর্ষভলি বেখিয়া আসি।"

মা বলিলেন, "আমি ভোকে ছাড়া এই পুরীতে কি লইরা থাকিব ? রাজাই বা দেখে শুনে কে? মারের মনের কট ও ছাল্ডিডা ভোষা কি কবিরা বুঝিবি, বর্ধার রাত্রের আর্জ বল্ল, পিঠে শুকার না, নাথ নালের শীঙে কডবার গা ধুইরা কাটাইতে হইরাহে, এক সুদুর্ভ ভাকে কোল ছবিতে বিহানার নামাই নাই। মারের মনের ছল্ডিডা ভোরা কি করিরা বুঝিবি ?"

বিদেশে বেছারে যদি ছেলে মারা যার, ছর মালের পথ দুর হইছে। শারের দুব ছারা জানিতে পালে।

> "Faller firetor off garrier ther and apartenan-analytics and other

"আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, বক্ষের মত কুলন তার বুকের মধ্যে স্কানো টাকার থলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে, কিছ আমি ভোমাকে প্রবাসে পাঠাইয়া বরে একা থাকিতে পারিব না।

"ভোষারে না দেখলে পুত্র গলে দিব কাডি। ভূমি পুত্র বিনে নাই আমার বংশে দিতে বাডি॥ ভিন্দা মেগে থাব আমি ভোমারে দইয়া। উরের থন দূরে দিব, তবু না দিব ছাড়িয়া॥"

### **গৃহত্যাগ**

এদিকে স্থবিধা হইল না। নদের চাঁদ রাত্রি বিপ্রহরের সময় ঘুম ছইতে উঠিরা উদ্দেশ্তে মাতাকে ও অপরাপর গুরুজনকে প্রণাম করিলেন, চক্ত পূর্ব্যকে সাজী করিরা বর প্রার্থনা করিলেন "যেন আমার অভিট্র দিল্ল ছয়।" শত স্নেহ-অভিত সেই রাজগৃহ ছাড়িতে তাঁহার কট হইল মা। ছিনালয় পাহাড় কোথায়? নল খাগড়ার বেড়া, দক্ষিণ ছয়ারী ঘর, ও বেলে পাড়া কোথায়?—এই চিন্তা তাঁহার মনে খেলিতে লাগিল, জার কোন চিন্তা নাই।

"রাজি নিশাকালে ঠাকুর কি কাম করিল। বেবের নারীর ল্যাখা ঠাকুর বিবেশে চলিল। কিনের গরা, কিনের কানী, কিনের বুলাবন। বেবের কডার লানি ঠাকুর অমে জিকুরন।"

এক মাস কুইবাস করিয়া ভিনমাস যুবিল—কোথাও বেলের কলের সাকাহ মিলিল না। কৈন্তার প্রাথাক্ত রেশ,—কম নিটলি সহাকীর্থ আভি মিনিক বাহিন কন,—নামানেশ ক্রিয়া ক্রমানি ঠাকুর নাম ক্রিয়ে নামান পাহাড় হইতে পাহাড়ে বুরিতে লাগিলেন,—বেলের দল কোখার ? মছরাই বা কোখার ?

রাখাল মহিব ও গক চরাইরা—গাছতলার বসিরা বাঁলী বাজার; নদের ঠাকুর ভাহার কাছে বাইরা বসেন,—ভাহার স্থপর্লন মূর্ত্তি দেখিরা রাখাল বালকেরা বিশ্বিভ হইরা বাঁলী বাজান কাস্ত করিয়া জিল্পাসা করে "কে জুরি ঠাকুর, এমন রূপ ভূচ্ছ করিভেছ কেন, মাথার ভোমার জটা, দেহ ভোষার লীর্ণ, বল্প ভোমার ছিন—ধূলি বালিতে শরীর দ্লান, ভোমার কি কেউ নাই! চল আমরা ঐ নিক'রের জলে ভোমাকে স্লান করাই, শরীর মার্জনা করিয়া দেই—না খাইয়া ভূমি অভিচর্ম-সার হইরাছ, আজরা ভোমাকে গাছের মিষ্ট কল পাড়িয়া দিব, আমাদের মায়েরা ভাহা কারিয়া দিবে, ভূমি আমাদের কুঁড়ায় চল।"

নদের চাঁদ বলিলেন,—"স্লান করা, খাওয়া দাওয়ার কথা পরে, ভোমরা একদল বেদেকে কি এই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়াছ! ভোমরা কি আমার মহয়াকে দেখিয়াছ? ভাহার চুলগুলি মেঘের লহরীর মড, রালা পা ছুখানি ছুঁইবার লোভে লুটিয়া পড়ে। ভোমরা কি ভাকে দেখ নাই, একখার দেখিলে জল্মে ভাকে আর ছুলিভে পারিবে না। নে বাঁশ ও কড়ি লইমা খেলা দেখায়, রভ্য করে। সে খেলা ও রভ্য যদি দেখিডে, ভবে আর ভাহা জল্মে ছুলিভে পারিতে না। এই পুকুরে কি আমার জলপার কুটিড, এই পারে কি সে ছল-পন্ন হইয়া কুটিড, তবে আমি পুকুরে জল আনিতে মাইব, আমার জল শীতল হইবে। যদি এই পথ দিয়া পুকুরে জল আনিতে যাইড, হাররে একবারটি যদি ভাহাকে দেখিভে পাইভাম, ভবে আমি পুরিবীর সকল কথা ভলিয়া পথের পানে ভাকাইয়া থাকিভাম।

"আকাশের প্লাবীরা দূরে উড়িয়া বাইডেছে—ইহারা বহুদুর পর্ব্যন্ত দেখিতে পাইডেছে। ইহারা কি আমার মহরাকে দেখিতে পাইডেছে ?

> "উইড়া বাওবে পাথী পৰ নক্ষৰ বছদূৰ। এই পৰে কেবেৰ ধল গেছে কজমূৰ । কোথাৰ গেলে পাব কড়া জোবাৰ ক্ষপদ'। ডিয়োক ক্ষেত্ৰেৰা হ'লে ছব্ছিক ক্ষাৰ্য,"

## মহুয়ার পথের চিক

এইরূপ উদ্ভান্থ ভাবে নদের ঠাকুর পথচারীদিগকে, ভরুলতা ও আকাশের পাখী ওলিকে সম্বোধন করিয়া প্রালাপ বকিতে বকিতে চলিয়া বাইতে লাগিলেন। বৃষ্টি বাদল মাধার উপর দিয়া চলিয়া বাইতেছে, হয়ত বড় বড় গাছ আছে, ভাহার তলায় বাইয়া দাঁড়াইলে জল হইতে আত্মরকা চলে; কিন্তু নদের চাঁদ তথায় বাইতেন না; রোজে মাধা পুড়িয়া গেলেও সে দিকে খেয়াল ছিল না। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি প্রথর ছিল, সহসা উচ্চ একটা প্রান্তর দ্বি দেখিরা তিনি বসিয়া পড়িলেন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্যের দিকে।

ভিনি দেখিলেন মাটির ডেলা দিয়া উন্থন ভৈরী আছে, রন্ধনের কালিমাখা লেই উন্থন দেখিরা বৃথিতে পারিলেন, মহুরা ডথার বসিরা রান্ধা করিরাছে। মদের চাঁদ সেখানে বসিরা কাঁদিতে লাগিলেন; যোঁড়ার খুরের দাগ আছে, —অদুরে খ্যাম-হুর্কার সন্ধাছন প্রান্তরে অর্জভুক্ত দর্ভাত্তর দেখিরা বৃথিলেন, সেখানে বেদেদের ছাগলে ঘাস খাইরাছে, সেই সকল চিক্ত দেখিরা কুরা পোল, বেদেরা কান্ধন ও চৈত্র মাসে সেই জারগার ছিল।

"সেইখানে বদিয়া কল্পা করেছে রছন।
তথার বদি নদের ঠাকুর কুড়িল ক্রন্সন।
বোড়ার পারের খুরের দাগ, ছাগলে থাইত ঘান।
এইখানে আছিল কল্পা ফাছন চৈত্র যাস।

## পৰে নানা ছঃধের কৰা

আবাঢ় মাসে পূবের হাওরা পশ্চিম হইতে বহিতে লাগিল। ভাল ও আবিন মাসের জল-কড় সাধার উপর দিয়া গেল। ছর্গোৎসবের সময় মাড়ীতে কড ধুমধান, বাভভাও, গরিক্সভাকন ও নীন ছংগীকে নব বন্ধ দান্ত,





"हार प्रकल्प (इस (स्टांक ट्रॉड्स ट तुक ६९६६ (२१३: अ.ज्ज्ञाल लेखिल -

महारा ५१७

কিছ হার ! তাঁহার ক্ষপ্ত রাক্ষবাড়ীর লোকেরা হাহাকার করিরা কাটাইকেছে।
মাতা মুগ্ময়ী ভগবতীর পাদশীঠে পড়িয়া মাটাতে ল্টাইরা কাঁদিতেকেন ! আক
এই উৎসবের দিনে, নদের চাঁদের পেটে ভাত নাই, মাথার ক্ষটা, কটাতে হির
বল্ধ, তিনি 'মছরা' 'মছরা' বলিয়া কললে কললে খুঁ জিতেছেন। মণি হারাইরা
গেলে বণিক যেরূপ ধোঁকে, মছরাকে তেমনই করিয়া খুঁ জিয়া বেড়াইতেছেন।
—কার্ত্তিক মাসে ছেলেদের মললের জল্প মারেরা ঘটা করিয়া কার্ত্তিক পূজা
করিয়া থাকেন, এ সময়ে বুকের সোণার পুতুলের মত তাঁহাকে মাতা
খুঁ জিতেছেন। রাজবাতীর কার্ত্তিক পূজা বুথা হইয়া গিয়াছে। মাতার ছলাল
পুত্র, রাজ গৃহের একমাত্র প্রদীপ বনের কোণে ঝোপের কোণে জোনাকীর
মত অজ্ঞাত বাস করিতেছেন। কোন্ দিন এই দীপ তৈল-হীন সল্তের মত
নিবিয়া যাইবে, কে বলিবে।

### অক্সাৎ মিলন

অগ্রহারণ মাসে অল্ল অল্ল শীত পড়িয়াছে, একদিন **অতি সোঁভাগ্যবশে** হঠাৎ নদের চাঁদ দেখিলেন কংস নদীর পুশিত সৈকতে দাঁড়াইরা ম**হরা জল** ভরিতেহে।

ছইজনে ছইজনকে দেখিলেন,—অভিধি বেশে নদের চাঁদ বেদের কুটিরে উপস্থিত হইলেন।

দলের লোক বলাবলি করিতে লাগিল, মছরা এই ছরমান আঁচন পাতিরা মাটাতে শুইরাছিল। নিজে রাঁথে নাই, কোন থেলার বোল বেলা নাই। বাডের বেদনার রাভ দিন বড় কড় করিরাছে, মালার নেকলার সাবারাত্রি তুমাইতে পারে নাই। আল হঠাৎ এক উৎসাহ কেন ? মেন নুক্তন উভনে কাকে লাগিরা গেছে :—

"एव पारनव पका त्वन केंद्री श्रेष्ट्रण बाका ।"

ৰাক্সবার জল আনিতে নদীর ঘাটে যাইডেছে, কি কুর্তি !"

হোমরা বেদে বলিল, "মান্কে, এই নবাগত অতিথিকে ভাল করিরা পরীকা করিয়া দেখিতে হইবে। আমার কেমন সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক যদি এই ব্যক্তি একান্তই আমাদের দলে খেলা শিথিতে চায়, তবে ক্ষতি কি ?"

"আমার কাছে থাক ঠাকুর হুথে কর বাস।
দেশে দেশে ঘুরি কিরি লইবা দড়ি বাশ।
বন্ধ করি শিথিও থেলা থেকে মোদের পাশে।
বার বাস ঘুরে আমরা কিরি দেশে দেশে।"

সেদিনই-

"ৰুতি ষত্নে কক্সা তথা করিলা রন্ধন। জাতি দিয়া নদীয়ার ঠাকুর করিলা ভোজন।

#### পলায়ন

করেক দিন অতীত হইয়া গিরাছে। হোমরা বেদে সঠিক ব্বিরাছে।
একদিন রাত্রিকালে মহুয়া খুমাইতেছে, পৌর্ণমাসী রাত্রি, চাঁদ আন্তের
আক্লালে ঢাকা পড়িরাছে। ছুই একটা ক্লীণ নক্ষত্র অনিতেছে, ভরল মেঘ সোণার পাতার মত ভাহাদের উপর দিয়াও চলিয়া যাইতেছে, অগৎ নিস্তব্ধ,
নিবর।

বছরা খুনাইভেহিল, সোণার অভিনির কথা স্বাধা দেখিতেছিল, ভাইার মুখ্যানি ছুমের থোরে থয় দেখিয়াও আনন্দান্ত পড়াইয়া গঙে পড়িতেছে, এখন সময় যাখার নিকটে কি মেনু গর্জন ! মহুয়া ভাড়া ছাড়ি উঠারা কেখিল, অলভ অগ্নির মড হুই চন্দু বিন্দারিত করিরা হোমরা বেলে শিরুত্বে রুলিরা আত্রে!

মহয়া উঠিয়া বসিল। হোমরা বলিল, "এই বোল বছর বাজের কড ভোমাকে পালন করিরাছি, আন আমার একটি কথা ভোমাকে পালন করিতে হইবে। এই বিব মাখানো ছুরিখানি লও, মদীর ঘাঠে আমার সেই শত্রু ভইয়া আছে, তুমি ভাহার বুকে এই ছুরি বি বাইয়া মৃড দেহটা টানিয়া নদীর জলে কেলিয়া দিয়া আইস।"

খুনের খোরে কি করিতে হইবে মছয়া ভাল করিয়া বুবিল না। ছুরি খানি হাতে লইয়া লে নদীর ঘাটের দিকে রওনা হইল।

> "পারে পড়ে মাথার চূল চোধে পড়ে পানি। উপায় চিভিয়া কল্পা হৈল উন্মাদিনী।"

সেই নদীর ঘাটে পাতার বিছানা, হিজল গাছের নীচে দেব-মূর্ত্তির মত নদের চাদ ঘুমাইয়া আছেন, মেঘ সেইক্ষণে চ'দেকে ছাড়িয়া দিয়াছে, চল্লের আলো মুখখানিতে পড়িয়াছে। স্বর্গ হইতে দেবতা কি ভূলে মাটাতে আসিয়া ঘুমাইতেছেন ?

মহয়া ডাকিতেছে, "উঠ—ত্মি আমার মাধার ঠাকুর, ভোমাকে মারিরা জলে কেলিয়া দিব! তাও কি হয়, তার পূর্ব্বে এই ছুরি নিজের বুকে বিদ্ধাইরা প্রাণ দিব।" কুমারীর স্পর্ণে নদের ঠাকুর জাগিয়া দেখিল, মহুরার চাঁদ-পানা মুখখানি জলে ডালিতেছে, সে আত্মহত্যার জন্ম উন্নত।

খুনের আবেশে মছরার এই মুখখানিই নদের চাঁদ দেখিডেছিল, সে
মছরার হাড ছইডে ছুরিখানি কাড়িয়া লইল। মছরা বলিল, "ভূমি রাজার ছেলে, বামুন,—কেন আমার জন্ম ভোমার এড কই! হডভাসিনী ভোমার গারের কাছে মরিয়া যাউক। ভূমি বাড়ী কিরিয়া যাও, ভূমি সকলের চোপের ছুজাল, একটি সুন্দরী নেয়ে বিবাহ করিয়া ছুখে বর কর। আমি ভোমার সুখের পথে কাঁটা ছইরাছি, এখানে মরিচে সামিজে কর হৈ আমার সুখের মরণ ছইবে।"

নগের ঠাক-- "আমার : বরে 'কিবিবার লাব দাবি, পার্যানারি, আর্কি-আঁকি বিরাহি ; বা-নাবা-ভাই-বর্ত্ত আমার সকলই ভূমি ৮ *বেলারাক্তি আঁকি*  কিছু জানি না, তথাপি যদি তৃমি আমায় ছাড়িয়া দাও তবে এই ছুরি গলায় বি বাইরা এখনি মরিব। ভোমাকে না পাইলে আমি বাড়ী-বর গিরা কি করিব! এইখানেই আজ আমার শেষ।"

তথন মছরা দৃঢ় পাদক্ষেপে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তোমার এত ভালবাসা, আমি কি ইচ্ছা করিয়া আমার মাথার সোণার সিঁথি ফেলিয়া দিতে পারি ? উঠ, চল আমরা ছইজনে এখান ছইতে পলাইয়া যাই। বাপের বড় বড় তেজি ঘোড়া আছে—তাহার একটা লইয়া আদি।"

# ছুষ্ট বেণের ষড়যন্ত্র ও প্রতিশোধ

বোড়া উপস্থিত হইল, ছুইজনে সেই যোড়ায় চড়িয়া চুটিল। তথন আছে আবার চাঁদকে ঢাকিয়াছে, অস্পাষ্ট জ্যোৎস্নায় ছুইটি যোড় সোরার চন্দ্র পূর্ব্য সাক্ষী করিয়া নদীর পাড় দিয়া চুটিল। বহুদূর হইতে যোড়ার পুরের শব্দ হোমরা বেদের কাণে প্রবেশ করিল, সে মছ্য়ার প্রভীক্ষা করিতে করিতে সুমাইয়া পড়িয়াছে:—

> "চাঁৰ প্ৰকল খেন বোড়াৰ চড়িল। চাবুক বাইবা বোড়া পুৱেতে উড়িল ই"

ছুই জনে নদীর পাড়ের, কোন একটা ছানে ঘোড়া ছইডে নামিরা পঞ্জিন। সহয়া—"লাগান ছাড়িরা ঘোড়ার পৃষ্ঠে বারল থাবা।" বোড়াকে সহোধন করিরা মহরা বলিল, "কিরিরা বাপের বাড়ীতে বাও, বনি কুর্মিকে পার আনহিত, সহয়াকে অভালের বাবে থাইরাহে—লে আর কুর্মিকে কুর্মিকে কাইবে না।" সম্পূধে বড় নদী পার কুল দেখা যার না, উদ্বাল ভরজ,— এই নদী কি করিয়া পার হইবে ? কিন্তু পার হওয়া চাই, নড়বা বেদেরা আসিরা পড়িছে। শেষ রাত্রের শেষ যাম অভীত প্রায়, ভাহারা ভীরে দাড়াইয়া উনার পূর্বাভাষ দেখিতে পাইল, নদীর একটা অংশ এবং দিগন্ত-রেখায় কে বেন আবির ছড়াইয়া দিয়াছে! উন্তাল চেউগুলি ভটভূমিতে আঘাত করিয়া উদ্বন্ধ মন্ত্রের বেশে আবার আক্রমণ করিতে ফিরিয়া আসিতেছে!

"কি সুন্দর পাখীগুলি, নানাবর্ণের পালকে কড বিচিত্র রংএর খেলা দেখা যাইডেছে, মছয়া কি করিয়া এই ঘোর সিন্ধু পার হওয়া যায় ?"

"না, ঠাকুর, ওগুলি পাখীর পাখা নয়, ভাল করিয়া দেখ, খুব বড় নোকার অনেকগুলি পালের মত দেখাইতেছে না কি! কড উচুডে পালগুলি উড়িতেছে, ঐ দেখ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!"

উভয়ে সন্তুষ্ট হইল, এই নৌকায় যদি পার হইয়া ওপারে ষ্ট্রৈড পারি, তবে আর ভয় নাই।

নদের ঠাকুর চীৎকার করিয়া বলিল-

"আমরা ছুইজন অনাশ্রয় পথিক, নদীর ওকুলে যাইব।"

"বিভার পাহাড়িয়া নদী চেউএ মারে বাড়ি। এমন ভরক নদীর কেমনে দিব পাড়ি। গহিন গভীরা নদী—খলছ তলছ পাণি। পার কৈরা দিলে বাঁচে এ ছুইটি পরাণী।"

সেখান দিয়া এক সদাগর যাইডেছিল। কন্সার রূপ দেখিরা সে সূত্র হইলঃ—

> "বাৰি মানাম ভাক বিবা কয় স্বাগর 'কুলেতে ভিড়াও নৌকা,—ভোকরা স্বরূ ?' কুলেতে ভিড়িল নৌকা উঠিল ক্ষুব । ছবিল সাধুয় নৌকা প্রদ ধ্রম ॥"

ন্যাগ্যের ইভিতে এব ভাবে লাই নাইখন্টান্থ আছাই, লাইখান্যাগ্যন্থা মারিরা মধ্যে ঠার্ডুরকে ফেলিরা বিবা অভি প্রকল্প প্রারিরাঞ্জিক। মদের চাঁদ সেই আবর্ত্তের ঘূর্ণীপাক হইতে একবার মাথা জাগাইরা বজিলেন:—

> "বিদায় দেও গো কন্তা আমায়—শেব বিদায় মাগি। তোমার আমার শেব দেখা এই জন্মের লাগি।"

এই কথা বলিয়া নদের চাঁদ জলের পাকে তলাইযা গেলেন।

ক্রন্যা নীৎকাব কবিয়া বলিল:—

'বে ঢেউএ ভাসাইরা নিল আমার নদের চাঁদ। সেই ঢেউএ পড়িয়া আমি ডাজিব পরান।"

বিদ্যুৎবেগে মন্থ্যা জ্বলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, বিদ্যুৎবেগে মাঝি মাল্লারা ভাহাকে জ্বোর করিয়া ধরিযা তুলিল।

সদাগর তথন মহুয়ার কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল—"ভূমি রূপে-গুণে ধক্তা,—তোমার অভাব কি ? কেন ভূমি মৃত্যু কামনা করিভেছ। চল, আমাদের দেশে, আমার বাড়ী লোক-লন্ধর, সৈদ্য সেনাপভিতে ভরা, ভূমি সকলের ঠাকুরাণী হইয়া থাকিবে।

"ভোষার শরনগৃহ সাজাইবার জন্ত, ভোষার প্রসাধনের জন্ত অনেক দালী থাকিবে, ভারা ভোষার পা ধোরাইয়া দিবে, ভূমি অর্থ-পালঙে কলিয়া থাকিবে। কাঁচা সোণায় গড়িয়া ভোষায় কাণে কর্প-কূল দিব— ভূমি নীলাম্বরী শাড়ী পরিবে। শীডকালে ভোষায় জন্ত মস্থ কোমল ভূলাভরা লেপ থাকিবে,—ভাহাতে যদি ভোষায় শীত না ভালে ভবে আলার বুকের উপর ভূমি থাকিবে। আমি নিজ হাতে পানেয় খিলি বানাইয়া ভোষায় মূখে দিব, গ্রীমেয় য়াত্রিভে আময়া জোড়মন্দিয় মরে থাকিব, পাজের পর লাইয়া শীভল বাভাল সেই মরে আসিবে, আমায় বুকে ভূমি মুখে নিয়া ঘাইবে।

পৰাৰ বনন আমি কলিজ্যে ধাইব, ভোষাত্য লইৱা আমি মেশ কেবান্তর লেখাইব, কক রাজ্য, কড নদ-বদী, পাহাকু-প্রান্তর, বাজ্যার ইয়ান্তরীয় আমরা দেখিয়া বেড়াইব। হীরামণি দিরা আমি ভোষার পলার হার তৈরী করিয়া দিব। সোণা ও মতি দিয়া ভোষার 'কামরালা শাঁখা' গড়াইব। তোমার বেণী বাঁধিবার জন্ম হীরামণি জড়িত কত পুন্দর সোণার পূভা থাকিবে, এবং উদয়তারা, নীলাস্থরী, মেষড়ুস্থুর এবং অগ্নিপাটের শাড়ীভে তোমার রূপ আরও উজ্জ্বল হইবে, এই শাড়ীগুলির এক এক খানির মৃত্যু লক্ষ্ণ টাকা।

"বাড়ীর কাছে শাণে বাঁধা চারি কোণা প্রনী।
সেই ঘাটেতে ভোমার সকে সাঁভার বিব আমি।
অব্ধর মহলে আমার কুলের বাগান।
ছইজনে তুলিব কুল সকাল বিহান।"
চক্রহার পরাইয়া নাথে বিব নথ।
নৃপুরে সোণার ঝুনঝুনি বাজুবে শত শত।"

কিছু না বলিয়া মছয়া তখন সদাগরের জন্ম পানের খিলি বানাইছে
লাগিল, তাছার স্থলর ও গন্তার মূখে প্রাতঃসূর্ব্যের আলো পড়িয়া ভাছা
আরক্ত করিয়া দিল। সাধু সেই মূখ দেখিয়া এবং মছয়ার তাছার জন্ম কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইল। এদিকে বেদেদের অভ্যাসবন্ধ
মছয়ার মাধার চূলে তক্ষকের বিব বাঁধা ছিল, চুণ ও খয়ের সঙ্গে মছয়া
গোপনে সেই বিষ মিশাইল। মছয়ার মূখে আর গান্তীর্ব্যের কোন ছিছ
নাই, লে সদাগরের সলে ছাসিয়া কোতুক করিতে লাগিল এবং নিজ
ছাতের সাজা পাশের খিলি আদর করিয়া সাধুর মূখে দিল—সাধু
কৃতার্থ ছইল।

"ভূমি আমাকে পান খাইতে দিলে, একটা নেশার আ**দের আলিছাছে,** ডোমার কাছে আমি শুইয়া একটু খুমাইব।"

বছরা মাধি-মারাদের সকলের হাতে একটি করিয়া খিলি কিনা।
লেই খিলি থাওরা মাত্র ভাহারা নৌকার পাটাডনের উপর চলিরা পাটিরা।
বহুরা এই বিবের ক্রিয়া দেখিরা ভাইনীর মত হালিকে লাভিরা ক্রিয়া ক্রেলিয়া ক্রিয়া ক্রেলিয়া ক্রেলিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রেলিয়া ক্রিয়া ক্রেয়া ক্রিয়া

"অচৈডভ হইয়া সাধু পঞ্চিয়াহে নায়। কুড়ুল মারিল কলা ভিলার ডলার। কাঁপ দিয়া পঞ্চে কলা অলের উপর। ভরা সহ সাধুর ডিলি ড্বি হৈল ডল॥"

এই সমস্ত ব্যাপার এক্লপ সাংঘাতিক ক্রততার সহিত সম্পাদিত হইল বে উহা কোন ঐক্রজালিক ঘটনার স্থায় প্রতীয়মান হইল।

নদীর পরপারে বন, মছয়া নদের চাঁদকে খুঞ্জিয়া বেড়াইভেছে।

"এই গভীর জললের কোন্ খনিতে মণি লুকাইরা আছে —কোন্ বনে ফুল ফুটিরাছে—যাহার আণে আমার প্রাণ মন্ত হইরা আছে ? আমাকে সেই ফুলের সন্ধান কে দিবে ? সেই মণির খনির কথা কে বলিয়া দিবে ? ছে পাখীসকল ! তোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়িতেছ, আমার বঁধু ভাসিতে ভাসিতে কোথায় গিয়াছেন, আমাকে বলিয়া দাও, আমি জল্ম ছুখিনী ! ছে বাঘ-ভালুক ! আমি নিজের দেহ দিয়া ভোমাদের ক্ষ্ণা মিটাইব, কিছু আগে আমার বন্ধুর সন্ধান আমাকে বলিয়া দাও। ছে জলের হালর কুজীর ! ভোমরা আমার বিদেশী বন্ধুর কথা বলিয়া আমার কর্ণ ভৃপ্ত কর—

"ভালেতে বসিয়া আছু মধুর মধুরী। ভোমরা কি জান সে কথা, কচ সভ্য করি। দরিবার গণিরা পড়ে আমার হীরার হার, কে কহিবে কোনু অভলে সে হার আমার।"

পুরিতে প্রিতে মহরা ক্লান্ত হইল, তাহার কুথা নাই, ভূকা নাই, শরীরে কুথ-গ্রুথ বোধ নাই। বহু বস্তু বাঘ হাঁ করিরা আনিতেতে, কিছু মন্ত্র্যাকে দেখিরা অস্তু পথে চলিরা বার। অভানীকে কে থাইবে ? বন্ধু বন্ধু অঞ্চলর সর্প হরিণ ধরিরা খার, মহুরাকে দেখিরা দূরে চলিরা বার।

"আমাকে নদী কান্ন শীতল কলে ছান দিল না, অমিনের পশু ও ছিল্লে জীন জুপ্তার ভাতৃন্ত্রর মিনুলাত পাগল হইয়া বোরে—ভাহারাও হতভাদিনীকে নিম মা ।" 'আমার বঁগুকে আর পাইব না, এই কথা ভাবিতে আমার বৃদ্ধ কাটিয়া বার। এত বড় রাজ্যপাট ভিনি আমার জন্ত সমস্ত ভূপের মত ছাড়িয়া আসিলেন। এত বড় রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া নদীর কূলে হিজল গাছের মূলে আশ্রয় লইলেন। ছ্বমন সদাগর সেই আমার প্রাণ-বঁগুকে জলে ভূবাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে!"

তিনি আমার জন্ত প্রাণ দিলেন, আমি কি জন্ত আর বাঁচিরা থাকিব ?

"এই না নদীর জলে ডুবিয়া মরিব। বৃক্ষ ভালে ফাঁসি দিয়া পরাণ ডাঞ্জিব ॥"

# পুনর্মিলন ও সন্ন্যাসীর হাতে বিপদ

"কিন্তু আমি এখনও সমস্ত চেষ্টা নিঃশেষ করি নাই। **কি জানি বহি**তিনি এখনও বাঁচিয়া থাকেন, ভাল হইয়া আমাকে না পাইয়া প্রাণ দিবেন, আমি বনে বনে, নদীর কৃলে পুনরায় খুঁ জিব—হখন সমস্ত সন্ধান বিক্লল হইবে, তখনও মরণের পখ খোলা থাকিবে।"

আবার মহরা গভীর জঙ্গলের বোর বনস্পতিগণের সভার জড়ানো গৃচ দেশে প্রবেশ করিল, ভাঙ্গা-মন্দির হইতে ও কি কীণ কাভর করি উঠিতেছে !——

রাত্রি হইরা আসিরাহে, সর্প-সঙ্গ সেই ভালা ইটের ছুপে কর্মা থাকে করিল,—কডকগুলি পাতা-সভার মধ্যে করাল-সার এবটা ক্রুডের দেহ দেখিরা সে চমংকৃত হইল।

> ভিকাইবা গেছে বাংদ পড়ে কাছে হাড়। বজিবের বাবে দেখে কভা বড়ার আকার চিনিতে বা গাবে কভা ক্ষম বর্ষী ক্ষিত্র অভিয়ের বেভিন কভা ঠাকুর রভার চার্য ই

া আই কি দেব দেববাছিত, রূপকান ডক্লণ রাজকুমার, কিন্তু প্রেমের চক্লু ছাহার রত্ন আবিকার করিতে পারে—আবর্জনা ও ধূলিবালি ডাহার কুটি লোপ করিতে পারে না; মছয়া ভাবিল, এখন যখন ডোমার একবার পাইয়াছি। তখন বেমন করিয়া হউক, ভোমার বাঁচাইব, নডুবা ছুই জনেরই গতি এক হুইবে।

ভখন দেখানে একটি সন্থাসী উপস্থিত হইল। সন্থাসীর মন্তকে জটা বাঁধা, গোঁপ ও শ্বাঞ্চ বছল মুখ শীর্ণ ও শুক, চুলের বর্ণ কটা-পিঙ্গল, সে মছয়াকে জিফাসা করিল.—

"কে গো ভূমি এই রাত্রিকালে হিংশ্রেজন্ত-সর্কুল এই ঘোর অরণ্যে আলিরাছ? ডোমাকে রাজকল্যা বলিয়া মনে হইডেছে, ডরুশ বরুসে ভূমি কি পাপ করিয়াছিলে, যাহাতে ডোমার নির্দাম মাডা-পিডা ডোমাকে বনবাস দিয়াছেন? তাঁহাদের জ্বদয় নিশ্চয়ই পাবাণে গড়া, ডোমার মড রূপসী কল্যাকে এই ঘোর বনে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহারা কেমন করিয়া বাচিয়া আছেন ?"

মছ্য়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আছন্ত সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিবার সময় তাহার ছুইটি চক্ষের জল পড়িয়া সন্ধ্যাসীর পদন্দর ভিজাইল, সন্ধাসী তাঁহার লম্বা দাড়ি ও গোঁপ ও দীর্ঘন্টা লইয়া বিত্রভ দুইরা পড়িল। সেই মৃতপ্রায় রোনীকে পরীকা করিয়া সে বলিল—

> "বাৰুণ অকাল্য অৱ হাড়ে লাগি আছে। প্ৰাণে বাঁচিবা আছে ঘইবা নাহি পেছে।"

শ্বানি বাহা বলি ভাহা কর, ভোষার স্বামী বাঁচিয়া উঠিকে। এ বে পাছট দেখা বাইতেছে, নিখান বছ করিয়া নদীর জলে ভাছার পাঞা দ্বিলাইয়া লইয়া আইন, এ পাভার রল মন্ত্রপৃত করিয়া খাওরাইয়া দিলে এই রোগী ভাল হইবে।"

महन्त्र। नमक ब्यानमा विद्या श्रम्भागा कविरक व्यक्तिन व रीक्तिक विरम किनवात केन्द्र विरम्भक्तिक । नरमम् काक्त्य स्मिनका अधिरम्स, व्यक्ति ছুই এক দিন পরে ভিনি উঠিয়া বসিতে পান্ধিদেন এবং ম**হন্না**র» <del>কাছে</del> ভাত খাইতে চাহিলেন।

রাজকুমারের কথা শুনিরা মছরা কাঁদিতে লাগিল। এবিকে বর্মানীর আদেশে মছরা রোজই ভাছার পূজার জন্ত লালি ছরিরা ছুল আনিছে বার, কিন্তু যে দিন নদের চ'াদ ভাত চাহিলেন, সে দিনটা মছরা কাঁদিরা কাঁটাইল, সে দিন আর সে মূল তুলিতে গেল না।

> "কোধায় পাইব ভাত এই গহিন বনে। ফুল নাহি ভোলে কন্তা থাকে অক্তমনে॥"

এদিকে সন্ন্যাসীর সংযমের বাঁথ টুটিরা গিরাছে, সে মছ্রার রূপ-কৌলদ দেখিরা ভূলিরা গিরাছে। সে যতই চেষ্টা করে, কিছুতেই মনকে প্রান্ধের দিতে পারে না। টাট্কা ফুলে সাজি ভর্তি, তব্ও মধ্যরাত্রে আলিরা দেবজার আঘাত করিরা মছ্রাকে জাগায়। একদিন গভীর রাত্রে সে মছ্রাকে ডাকিরা যুম হইতে উঠাইল এবং বলিল—"আজ পূর্ণিমা, শনিবার, চল, গভীর জঙ্গল হইতে ডোমার খামীর উবধ কুডাইরা লইরা আদি।"

# গভীর বন-পথে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ ও দম্পতির নিছুডি

সেই রাত্রে গভীর বন-পথে নদীর তীরে বাইতে বাইতে সন্তাদী বনিদা, "কুমারী, আমি ডোমার রূপের মোহে পাগদ হইয়াছি, ভূমি আনাকে ভোমার বৌকন দান করিরা পুথী কর। আমি ডোমার পথানিক দানকার্যাক কি অপরাধ, ক্রাইা কেন ভোমাকে এক রালের 'ঝানকী ভারীক্রা পড়িয়াছিলেন ?"

বাৰীর নেই আনস্থার মধ্যাই জন মানিকা নিকান, লে পাবলের সভ মধ্যা নিবাবে। সাধানীর কবা ক্ষরিয়াকারার মানিকা নিব আলাভ করিল। কিন্তু লৈ ভয় বা আশভার কোন কথা বলিল মা, অভিশর ক্ষেত্ত ভাষার ধীর কঠে বলিল, "আমার আমীকে আগে বাঁচাইরা লাও, ভারণেরে আমি সভ্য করিভেছি, ভোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।"

কিছ ভাহার কথার সন্মাসীর যে প্রভার হয় নাই, ভাহার বিবর্ণ মুখ দেখিরা ভাহা ব্রা গেল। সন্মাসী এবার ভাহার খোলস ছাড়িরা স্পাই কথার বিলিল, "আমি ভোমাকে স্পাই কথার জানাইতেছি—ভোমাকে ছই দিন সমন্ত্র দিলাম, তৃমি এই সময়ের মধ্যে বিব খাওরাইয়া ভোমার স্বামীকে মারিয়া কেল।"

এই কথা শুনিরা নিরূপার অবস্থার মহুয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। নদের চাঁদের সজে পরামর্শ করিল। রাজকুমার কি বলিবেন ? তাঁহার উঠিয়া বিসবার সাধ্য নাই। দারুপ অরে তিনি একেবারে শক্তিহীন হইয়া গিয়াছেন, গাড়াইবার বল নাই—ছ পা চলিলে হাঁটুতে হাঁটুতে লাগে।

## চুদিনের জন্ম সুখের সংসার

মছন্না সেইদিন খোর রাত্রে তাঁহাকে কাঁথে তুলিরা লইল, পার্বজ্য পথে স্বামীয় ছেচ কাঁথে করিয়া দেবাদিদেব শিবের মত চলিজে লাগিল:—

> "নিশিকালে বার কণ্ণা কিরে কিরে চার। হারুণ সন্মানী ববি পাছে নাগাল পার॥"

নেই পার্বজ্য প্রদেশের হাওরায় নবের চাঁদের বাব্যের উর্ল্জি ছাইল। আর হয় সালের মধ্যে তিনি সূত্ ও সবল হইয়া উঠিলেন। বছরা পর্বাপ্ত আধান পুথাত্ রনের কল ও বরণার খল লইয়া আনে, ভাহাতে নবের টান ভূম্বি লাভ করেন।

> "कारपात्र कंग चारन कडा, चारने वरमध कम । . का समिता स्टार्थ डाट्स सारम केंग्स्स क्रिंग

এইভাবে অনেক দিন সেই দম্পতি বনে বনে ফাটাইরা দিল, উাহানের ঘর বাড়ী নাই, যেখানে সেখানে রাত্রি যাপন করা হর। যেখানে পূর্ব্ধ-রাত্রি যাপন করা হইয়াছিল, বনের পক্ষীর মত কিরিল্লা আবার সেই বনের কুলায়ে উপস্থিত হয়।

একটা জারগা দেখিয়া নদের চাঁদের ভারি পছন্দ **হইল, ভাঁহারা** গাঁতারিরা নদীর অপর পারে গেলেন,

"সামনে পাহাড়িয়া নদী সাঁভার দিরা যায় ।
বনের কোয়েলা তথা ভালে বসি গায় ।
এইখানে বাঁধ কন্তা নিজ বাসা ঘর ।
এইখানে থাকিব মোরা গোঁহে নিরম্ভর ।
সামনে স্থানর নদী চেউএ খেলর পানি ।
এইখানে রহিব মোরা বিধন রজনী ।
চৌদিকেতে রাখা ফুল ভালে পাঝা কল ।
এইখানেতে আছে কন্তা মিঠা করণার জল ।\*

এইখানে দম্পতি কয়েক দিন ঘর করিল। তাহাদের সে স্থু**খ বর্গ** হইতে যেন দেবতারাও ঈর্যা করিতে লাগিলেন।

একদিন মাছ খাইতে যাইয়া নদের ঠাকুরের গলায় মাহের কাঁটা বিধিল।
বেদিয়ার মেয়ে অছির হইয়া দেবীকে কাল ও ববল পাঁঠা মানত করিল।
আর একদিন নদের চাঁদের জর হইয়া মাথার বেদনা হইল, মহরা লারারারি
শিয়রে বলিয়া ভাহার স্থামীর মাথায় কোমল হাত বুলাইতে লাগিল। কোশাকুণি পথ ধরিয়া নদের চাঁদ হাটের পথে যায়, মহরা ভাঁহার কঠ লয় হাইয়া
কাবাকাশি বলিরা দেয়—"আমার কভ কিন্ত নথ আনা চাই, দেশ খুল কালী
ছইকান বনের কল পাড়িরা ও কুড়াইয়া আনে, ক্রিকান কালকার্মীরা
শার। আলির পদচিহন্ত একটা মালাম পাধর দেই ক্রিকান পালার
পারিয়ারিল, ভাহারা ভাহাতে ছইরা পর করিতে ক্রিকান ক্রিয়া পারে।
আক্রেন ভারারা ভারারে ছইকানে মনের ক্রেয়া ক্রিয়া ক্রিয়া

"বাপ ক্লে বার ক্লে, ক্লে বর-বাড়ী। বেশ ক্লে বন্ধু ক্লে বজন পেরারী। মনের ক্ষে ছইজনে কাটে বিনরাড। শিরেডে পড়িল বাল পুন অকমাং।"

#### বছাঘাত

একদিন সন্ধ্যাবেলা সেই পার্ববিত্য দেশে রক্তবর্ণ কুলের মধ্যে অন্তগামী সূর্ব্যের রক্তিম আভা খেলিতেছিল, ক্রমশঃ সূর্ব্য আর দেখা যায় না, পশ্চিম আকাশের লাল ন্ধং মিলাইয়া গেল এবং ঘনীভূত মেঘ দিক্-দিগন্ত ছাইরা ফেলিল। বন-দম্পতি ছুইজনে বহুদূর পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিল, পরস্পারের সঙ্গ লাভ করিয়া ভাহাদের পথ-আন্তি বোধ হয় নাই। আনন্দের হিল্লোলে যেন দীবির জলে ছটি নব-নলিনী ভাসিরা বেড়াইরাছে।

সেদিন মালাম পাথরে বসিয়া ছুইজনে আলাপ করিডেছিল। নদের টান্থ বলিলেন—"আমার একটা কোতুহল আছে, ভাহা তুমি মিটাও নাই। তুমি কাহার কল্ঞা, কিরপে দক্ষাদের হাতে পড়িলে এবং অভীত জীবন কি ভাবে কাটাইরাছ, কডবার এই প্রাপ্ত জিজ্ঞাসা করিরাছি, প্রতিবারেই তুমি আমার কথার উত্তর এড়াইরা গিরাছ,—ভোমার চকু অক্সার্কান্ত ছুইরাছে; ভোমার মনের বেদনা ব্রিয়া আমি পীড়াপীড়ি করি নাই, আল সেই কথা আমাকে কল! তুমি সেদিন বলিরাছ, বখন ছার মালের ভূমি লিও, ভখন হোলরা ভোমাকে চুরি করিরা লইরা আমিরাছে, ইছার অবিক বিলু বল নাই, কেবল দরবিগলিও অঞ্চতে ভোমার ব্য আমিরাছে, আল একনিবার বল—এইখানে বসিরা ভোমার অকীত ইনিয়ান ক্রিছা শি

,व्यक्तं नते निका विश्वास्त्र जना त्यनं नवात्त्व जाम नता नतेश्वास्त्र कृतः विश्वस्त्र व्यक्तं विश्वस्त्र व्यक्तं विश्वस्त्र विश्वस्त्र विश्वस्त्र विश्वस्त्र विश्वस्त्र विश्वस्त्र विश्वस्त्र विश्वस्त्र विश्वस्त्र विश्वस्त

সেই স্থার শুনিরা মছরা ধরহরি কাঁপিতে লাগিল এবং মানের চাঁলের ক্রোড়ে চলিরা পড়িল। "ভোমাকে কি কোন সর্গে দংশন করিরাছে", অভি ব্যস্তসমস্ত ভাবে রাজকুমার ভাহার দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহরা অভিকটে আত্মসবেরণ করিরা আন্তে আন্তে বলিল—"আমাকে সাপে কামড়ায় নাই কিন্তু আমাদের সুখ-নিশি প্রভাত হইরা আসিরাছে, কুমার, কাল যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি ডোমাকে আমার অভীত ইভিহাস শুনাইব। কিন্তু আমাদের দিন শেব হইরা আসিরাছে। ঐ বে বাঁলীর সুর শুনিতে পাইলে, উহা আমার সই পালকের সক্তেশ্বালীর সুর। বেদেরা বহু চেটায় আমাদের সন্ধান জানিতে পারিরাছে, দলবল লইয়া আমার ধর্ম-পিতা হোমরা আসিতেছে। সইএর সাবধানতা-জ্ঞাপক্ সক্তেও আমি কি করিব ? এখান হইতে পলাইবার আর উপার নাই। আজ রাত্রি তোমার বুকে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিব। আমার এমল আরামের স্থান স্থানে বিলিবে না। কি করিব ? বিধাতা আমাকে শুর্মাণ হইতে বঞ্চিত করিলেন।"

নদের চাঁদের গায়ে হেলিয়া মছয়া কুটিরে প্রবেশ করিল, সালা ও রক্ত সুগদ্ধি ফুল বাসর-শব্যার এক কোণে সাজি ভরিয়া মছয়া রাণিক্স দিয়াছিল, আজ আর সেই সুখের বাসর সাজাইতে তাহার সামর্ব্যে কুলাইল না। সে প্রাণপতিকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া মৃত্যুর অপেকা করিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে তাহার। কৃতির হাড়িয়া বাহিরে পা দেওরা দাত্র দেখিতে পাইল, বেদেদের কুকুর কৃতিরখানি বেটন করিয়া আছে, সম্পুর্বে হোমরা বেদে ও তাহার দলবল। হোমরার হাতে বিবাক কুরিলু বিহালের মত চক্লাইতেহে। হোমরা ছুরিখানি মহারার হাতে বিরা বর্তিল, "কুরি এই মুহুর্ছে আমার হ্মমনের বুকে এই হুরি বিবাইয়া লাও, এবং আরার সলো চলিয়া আইল। হোটকাল হইতে আমি ভোলাকে কর্ম ক্ষেত্র পালন করিয়াহি এবং এই পুরুল বেদেকে আনালের সর্বির প্রেল ও ব্রাক্তর বিবাহিরাহি। এই স্থানিত কেছ বিয়ালবলি মুক্তি প্রজন কোনার ক্ষিত্রকার ইহাকে আমি কালার কর্জা-কানারাক্ষাকে ব্যক্তি প্রাক্তিনারি। স্থানিকারিকার প্রছণ করিয়া বৃদ্ধ বরুসে আমার মনে একটু সান্ধনা দান কর, এবং ভোমার দক্ত এন্ড বে করিলাম, ভাহার এই প্রতিদান দিয়া আমাকে স্থী কর এবং ভূমি নিজেও সুখী হও।"

ষহ্মার মুখ এবার ফুটিল, লে এ পর্যান্ত হোমরার কোন আদেশ লভ্যন করে নাই, তাহার কোন কথার প্রতিবাদ করে নাই। আজ হোমরার চেহারা সিন্দুরের আভাযুক্ত কালো মেঘের মত,—তাহার কাল বর্ণের উপর ক্রোধের লালিমা দেখা যাইতেছে,—চোখ ছটি অগ্নিক্ষুলিকের মত জলিডেছে, এই কালবৈশাখী মেঘকে দেখিলে শক্রর মুখ শুকাইয়া যায়। মহুয়া কিন্ত এবার ভয় পাইল না,—সে ধীর কঠে করুণ খরে বলিল, "বাবা, ভুমি কোন্ আজাণের আঞায় হইতে, কোন্ জননীর মর্ম্মান্তিক আর্জনাদ উপেকা করিয়া আমাকে তুলিয়া আনিয়াহিলে, তাহা আমি জানি না, জারি জল্মে মা বাপ কি বস্তা তাহা দেখিতে পাই নাই।

"ওন ওন ধর্ম-পিতা বলি যে তোমার।
কার ব্কের ধন তোমরা আনিছিলা হায়।
ছোট কালে মা বাপের কোল শৃক্ত করি।
কার কোলের ধন ডোমরা করেছিলা চুরি।
অক্সিরা না দেখিলাম কড় বাপ-মার।
কর্ম রোবে এত দিনে প্রাণ মোর যায়।

পালক স্থীর দিকে চাহিয়া মহুয়া বলিল, "এই বেদেদের মধ্যে তুমিই আষার মনের বেদনা বৃথিতে পারিবে।" এই বলিয়া রাজ-কুমারকে বলিল, "ভোমার পাদপল্লে অসংখ্য প্রেণাম, জন্মের মন্ড ডোমার মহুয়াকে বিদার দেও। মহুরার জন্ম অনেক সহিয়াছ, এবার ডোমার আমার ছুংখের দেব"—বলিডে ঘাইয়া চোখে জল আসিতে উন্ধৃত হইল। কিছ মহুরা লে উন্ধৃত অঞ্চ সম্বরণ করিল এবং হোমরাকে বলিল—

"বাবা,—আমি ডোমার ক্ষল-খেলোরাড়কে চাই না। তুমি কার সঞ্চে কার সুক্ষা করিছেছ। চন্দ্রকে পরাজর করিরা আমার আমীর কাঞ্জি শোভা পাইজেছে, আঁহার কাছে ক্ষল বাহিরার জোনাকীর বড জীগ আলো



"নোমান ভরুষা বঁধু একবার দেখ·" ( পূচা ২৮৯ )

আমার স্বামীকে ছাড়িয়া স্বামি একদিনও বাঁচিতে চাই না, ডিনিই স্বামার একমাত্র গতি।

> "নোনার শুকুরা বছু একবার দেখ, আমার চকু নিরা ভূমি একবার দেখ।"

কাল মেবের মত ছোমরা গর্জন করিয়া উঠিল, এবং নদের চাঁলকে হত্যা করিতে মহুয়াকে আদেশ করিল।

তখন ধীরে ধীরে মছরা সেই বিবাক্ত ছুরি নিজের বুকে বিঁধাইল এবং সেইখানে ঢলিয়া পড়িল। বাদিয়ার দল তখন নদের চাঁদের উপত্রে বাঁপাইল্লা পড়িয়া তাঁহাকে থণ্ড খণ্ড করিয়া কেলিল।

## সমাধির দুঞ্চ, পালক সই

ইহার পরে আর একটি দৃষ্ঠ। হোমরা বেদের চন্দের জল মানিল
না, কাল মেঘের বর্ষণ আরম্ভ হইল, লে নিজের দলকে ভাকিয়া বলিল—
"ভোমরা দেশে চলিয়া বাও, মান্কে ভোমাদের দলপতি হইবে। আরি
কি লইয়া দেশে বাইব ? যাহাকে হয় মানের শিশু-কাল হইতে বুকে করিয়া
এত বত্নে পালন করিয়াহি, লেই বুকের ধন কেলিয়া আমি কি লইয়া
যরে বাইব ? রাজকুমার মহুয়াকে ভালবালিত, লে ভালবাল্লা কর্মার
কথা নহে, মহুয়ার জন্ম লে রাজ্য-ধন-জাতিকুল লব হাড়িয়া বন্ধালী
হইয়াহিল। এভটা ভানিলে, উভরের এভটা হোগাঢ় ভালবালার।কর্মা
ভানিলে, আমি বিরোধী হইভাম না, আমি ভাবিয়াহিলাম—মনের
টাল চোরের মত আমার হবে হানা বিলা মহুয়াকে নইয়া পলাইয়া
আমিয়াহে।"

ह्यांच्या शामिकक शाम-

হোষরা আক বিরা বলে মানক্যা ওবে আই।
বেশেতে কিরিরা আমার কোন কার্য্য নাই।
কবর কাটিয়া বেহ মহরাকে মাটি।
বাড়ী ঘর ছাইড়া ঠাকুর আইল কল্লার লাগি।
ছইজনে পাগল ছিল ডই জনের লাগি।
হোমরার আদেশে তারা কবর কাটিল।
এক সক্রে ছইজনে মাটি চাপা দিল।
বিষায় হইল সব বাদিয়ার হল।
বে বাহার ছানে গেল শুন্ত সেই ছল।"

বাদিরারা দেশে চলিয়া গেল, কোন অনির্দিষ্ট পথে অন্নতপ্ত বাদিরার দলপতি শোকভারাক্রাস্ত চিন্তে ঘোর অরণোর দিকে চলিয়া গেল।

কেবল রহিল সেখানে পালম্ব সই। সে ছিল মছয়ার সুখ-ছাথের সাধী।

"রহিল পালত সই ক্থ ছ:খের সাথী।
কাঁৰিয়া পোহায় কলা বায়রে দিন রাভি।
অঞ্চল ভরিয়া কলা বনের ফুল আনে।
মনের গান পায় কলা বইলা মনে মনে।
চন্দের জনেতে ভিজার ক্বরের যাটি।
পোকেতে পাগল হৈয়া করে কাঁযাবাটি।

লে কাঁদিরা গান করে, উঠ সই, আবার ভোমরা প্রেমের খেলা খেল, লেই দৃশ্ব দেখিয়া আমার চকু তৃপ্ত হউক। হরম্ব বাদিরার দল চিরদিনের ক্ষান্ত চলিয়া গিরাছে, ভাহারা আসিবে না। আমি চিকনিয়া কুলে ভোমাদের ক্ষানালা গাঁথিয়া দিব। আমরা হই সই কাড়াকাড়ি করিয়া কুলের মালা গাঁথিব এবং

> "ছুইজনে নাজাইব ঐ না নাগর কালা" "নালক সইবের চন্দের কলে ভিজে বছবাকা। এইবানে হ'ব নাল নলের চায়ের কুবা চ্য

#### বালোচনা

আমি যখন এম-এ ক্লাসের ছাত্রদিগকে পড়াইডাম, ডখন প্রভিক্ষের নবাগত ছাত্রদিগকে এই একটি প্রশ্ন করিডাম,—"নদের চাঁদ ও মছয়া—উভয়ে উভয়ের প্রতি অন্তর্মক ছিল,—ইহাদের মধ্যে ভোষরা কাহাকে উচ্চস্থান দিতে চাও,—প্রেমের ত্যাগ হিসাবে কাহাকে বড়বলবে।"

অধিকাংশ ছাত্রের এক উত্তর, নদের চাঁদ আেই বেদের মেরের জাপ জো কিছই নহে। এড রূপ, এড গুণ, এড ঐপর্য্য, এড বড বায়নের কুল-त्र समस्य हे एक। विसर्कन पियांकिन नरमन हैं।स-**ाहे त्यरमन स्थानन सम्ब**र् মছয়া আর তেমন কি করিয়াছে: এত বড. সর্বব শুণে শ্রেষ্ঠ --- ভরুণ বয়ন্ত প্রণয়ীকে পাইয়া তো সে কড-কডার্থ হইয়া গিয়াছে, ভাহার ভাগে তো ভুলনায় কিছুই নহে। যখন হোমরা বামুন রাজার নগর ছ**ইডে ভাইাকে** লইয়া পাৰ্বত্য প্ৰদেশে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল, তখন লৈ প্ৰতিবাদ না করিয়া বাপের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এদিকে রাজকুমার ভাহার রাজ্যপাট ছাডিয়া—বনে জন্মলে উপবাসী থাকিয়া গাছের তলায় শুইয়া থাকিত, ভাছার চোখে খুম ছিল না, মাথার কুঞ্চিত চাঁচর কেল কটাবছ হইয়া পিয়াছিল। বিনি অর্ণপালকে চন্ধকেননিভ শ্যায় ভইতেন, পাচকেরা রাত্রি বিন বাঁহার জন্ম মুখান্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকিত, বাঁহার সেবার জন্ম দাসদাসী চাকর নকরের অভাব ছিল না, একটু লির:পীড়া হইলে চিকিৎসকের মেলা ৰসিরা খাইড, সেই রাজকুমার নদের চাঁদ বেদের মেরের জন্ধ শাহা সহিত্রা-हिलन, छाड़ांत कुनना नारे। चुतिया कितिया नरमत डाँएस वरिया की केंगरे সনেত ছাত্র করিছেন।

কিছ হুই একটি ছাত্র মধুরার থেষ্ঠত প্রতিশাবনে চেটার ছিলেন।

তাহারা বলিতেন-শাহার বাহা আহে নে'উটো জ্ঞান করিল বর্তই জ্ঞান হয়, ককিক কবৰও বাহা তাগ করিতে বাংগ্র হা; সে'বনি উইনে জ্ঞানে মুনিটি জ্ঞাবং হয়ে, তবেই কুমিডে জ্ঞান্ত ভাবাহ-পুরুষিংশনা শহ জ্যান করিরাছে। স্থুডরাং মহরা যদি রাজপদ ত্যাপ না করে, তবে তাহাকে হোট বলা বার না। এখন দেখিতে হইবে, তাহার বাহা কিছু তাহার সমস্তখানি তাহার প্রেমাস্পদের পারে সে দিতে পারিরাছিল কি না। রাজপুত্র বনে বাইরা মহরার জন্ম হরমাসকাল অকথ্য কট খীকার করিরাছিলেন, কিছু এই হুরমাস মহরা কি করিরাছে তাহা দেখিতে স্টাবে।

এই হর মাস মহরা আঁচল পাতিয়া ভূমি শ্যায় শুইয়াছে, সারাবাজি লে একট্ও ঘুমায় নাই। মাধার ব্যথা ছুতো করিয়া লে একদিনও রারা বাল্লা করে মাই, হরত বন্ধ কোন কবার ফল থাইরা জীবন ধারণ করিয়াছে। লে ভাহালের দলের লোকের সঙ্গে খেলা দেখাতে বার নাই, কোন কোড়ুক্ করে নাই, নীয়বে কাঁদিয়াছে এবং মৃত্তের মত বরের এক কোণে পজিয়াছিল, কেনিন মনের ঠাকুর আসিলেন সে দিন অক্ষাৎ লে সজীব ও সক্রিয় হইরা। শিহাইল। সজীয়া দেখিয়া বিশ্বিত হইল—

"ছর মাসের মন্ধা বেন সামনে হৈল খাড়া।"

ভাছারা মহরার আকল্মিক কর্মাঠভার পরিচর পাইরা আর্শ্চর্য্য হইরা শেল।

পুরুরাং মন্তের টাঁদ হরদাস বনে জবালে পুরিয়া যে কট সহিরাজেন, মহরা সেই বভালেশের বিভূত কুঁড়ে বরে পড়িরা তাঁহার জভ কম কট করে নাই।

নদের চাঁদ প্রেনের শ্রোতে ভানিরা সিরাহিলেন, বড় নাছবের হেলে ভানরে নালিত। ওাঁহার আবদারের অন্ত নাই দি ববন ওাঁহার ভালবালা ভানিত, তবনই সমস্ত প্রোণমন চালিরা বিলেন। নেই বে বড়ির উপর বলনী গইরা ব্রভার সময়—তিনি বলিরা উঠিয়াহিলেন, "পড়াা মুখি মরে," প্রেন পরিজ্ঞা এই ছবিভা উহার ফারের অগ্রহুত। ফারেরভার প্রান্ত করিয়া জারিত করিছে করেছে করিছে করিছে করিছে করিছে করিছে করিছে

কোল সংবয় ছিল না, তিনি প্রেনের বহাছ্বিতে নিজেকে সম্প্রাপ্ত ছাড়িয়া দিরা ভাসমান একটি তৃপের মত অস্টের পথে চলিয়াছিলেন। এই পতি কোখার থামিবে, কিয়া কোন লন্দ্যে তাঁহাকে পৌছাইবে এ সকল তাঁহার মনে উদয়ই হয় নাই। তিনি প্রেম-দেবতার হাডের একটা শুড়ুলের মত হইরা সিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কোন শহা ছিল না, তিনি একবারে আছাহারা হইরা সিয়াছিলেন। প্রেম বর্মা তাহাকে অপ্রক্রিক প্রথ দিরাছিল,ভাল মন্দের বিচার, ভার অভারের বিচার, ভবিষ্যতের লিছা, নিজ কুপ তৃংখের জ্ঞান, বিপদের আলহা—এ সমস্তই তাঁহার ল্প্ত হইরাছিল। ক্রজরাং নদের চাঁদ যে প্রেমের আদর্শ হিসাবে কাহারও অপেকা কোন বিজ্ঞা ন্যুন ছিলেন, তাহা বলা বায় না। প্রেম-দেবতার পালে নর্ম্বর্জ কর্মিয়া তিনি তাহার পূজারী হইযাছিলেন। ইহার পুঁত বরিবে কেণ্ট যে দেশেই যিনি প্রেমের বড় আদর্শ দেখাইয়াছেন, কেহই নদের চাঁদকে ভিলাইয়া যাইতে পারেন না।

কিন্ত মহুয়ার চরিত্রে প্রেম-বৃদ্ধি আদর্শে পৌছিরাও তিনি আর কডকঙালি তব দেখাইরাছেন, বাহা সাহিত্য বা সমাজে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। তিনি অসংবত অবাধ প্রেমের স্রোতে গাঁ ঢালিরা দিরাও সংবত এবং ভাবী চিন্তার প্রবৃদ্ধি সভাগ রাখিরাছিলেন। তাঁহার মত উত্তাবনী শক্তিও মেরেকের মধ্যে চুর্লভ।

৯৯ বনের হয়, কডকদিন পরে যদি রাজকুমারের থেরাল ছুটিয়া বায়,
বাবে তাঁহার কি গতি হইবে ? তথন তিনি দেখিবেন, বেদের মেয়ের উপর
ভাঁহার আর অন্থরাগ নাই, অথচ তাঁহার জন্ম তিনি সম্পূর্ণরূপে রিক্ত
হইরা সর্কাব বক্তিত হইয়া পথে আসিয়া গাঁড়াইয়াছেন ! তাঁহার এই
অবস্থা মহয়া কয়না করিতেও পছিত হইয়াছিল ৷ প্রকৃত ভালবাসার বর্দ্ধ
বাই বে, ভাহা প্রেণমীর ইট চিন্তাকে সর্ব্বাপেকা বড় করিয়া দেখে, এই
প্রেরণায় মহয়া নিজে সর্কাব বক্তিত হইয়াও রাজকুমারের বাহা ইট তাহা
নিজের সাময়িক স্থাবর প্রবৃত্তি অপেকা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং এই
জন্ম তাঁহার বিরহে মৃত্যুকে নিংলাকে বরণ করিয়া লইবার জন্ম বীয় বন্তকৃতিরে হোমরার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন ৷ প্রণয়ীর এই ভবিশ্বত
ইট কামনা তাঁহার প্রেমের একটি অঙ্গ, আমরা ইহার পরে আরও পরিকার
করিয়া দেখাইব ৷

প্রতি বিপদের মূখে মছরা যে উদ্ভাবনী শক্তি দেখাইরাছেন, তাহাও সচরাচর মেরেদের মধ্যে দেখা বায় না, একস্ত কোন উপারই তাঁহার অগ্রাফ্ হয় নাই। কোঁশলে হনন, নোকার ভরাতুবি করিয়া ধনপ্রাণে শক্তর সর্কানাশ, এসমন্ত উপার হিসাবে তাঁহার গ্রহণীয় হইরাছিল। সদাগরকে তিনি ভালবাসার ভাণ দেখাইয়াছিলেন, সয়াসীকেও তিনি মিধ্যা ভরসা দিয়াছিলেন, "আমার আমীকে বাঁচাইয়া দাও, আমি তোমার অভিসাব পূর্ব করিব।" মোট কথা তাঁহার প্রাণের দেবতাকে লাভ করা ও তাঁহাকে কলা করিবার ক্রম্থ যখন যে প্রেমাজন হইয়াছে, তাহা তিনি করিয়ার্কেন। ভালতে মিধ্যা কথা, লোক হত্যা ও পরের সর্কাব ক্রাণ্ড করিবার কর্মাক করিবার কর্মাক বিরম্ভ হন নাই। এই রম্পীর মৃত সর্কাব ক্রিক্রের সামর্ব্যের উপার নির্ভ্র করিয়া রক্ষ্যকে অঞ্চলর হইডে ক্রিক্র করিয়া রক্ষ্যকে অঞ্চলর হইডে ক্রিক্র করিয়া রক্ষ্যকে অঞ্চলর হইডে ক্রিক্র করিয়া রক্ষ্যকে অঞ্চলর হইডে ক্রেক্র রাজীকে দেখিলাকর ?

া সংগ্য সন্মানীর হাজে সাহিত হবরা খানীর প্রাথ-সালের প্রচুর্য স্থানার বিনি ক্রমিনের, তথন সম্পূর্ণরূপে অসহার ক্রমেনার উঠিতে খানিতে ক্রমেনার ক্রমেনার স্থানিক স্থানিক ক্রমেনার ক্রমেনার স্থানিক স্থানিক ক্রমেনার ক্রমেনার স্থানিক স্থানিক ক্রমেনার স্থানিক স্থানি

বলনারীর এই অপূর্ব্ধ দৃশ্ব আর কোধার কে পেথিরাছে ? প্রাচীন সাবিজ্যে বালালী রমনী অনেকটা সীভার ইাচে চালা; উহারা সহিতে, প্রাণভ্যান করিতে, প্রোনের জন্ম বর্ধানাথ্য আত্মসমর্পণ এমন কি প্রাণ ভ্যাণ করিতে সর্বাদা প্রান্ত ! কিন্ত এই পাহাড়িয়া রমনীর বিগদের সময় অলৌকিক উভাবনী শক্তি ও আশ্চর্য্য মৌলিকভা কে কবে দেখাইরাছে । মহরা চরিত্র জলে-ভাসা পত্ম-মূল নহে, বায়ু-চালিত তৃণ নহে, প্রেমের প্রোতে নিম্বর্ক্তর একথানি বর্ণ-ডিলা নহে, এই চরিত্রের আগাগোড়া মৌলিক রহজারত একপানি বর্ণ-ডিলা নহে, এই চরিত্রের আগাগোড়া মৌলিক রহজারত এক সাহিত্যে কেন, অল্য কোন সাহিত্যে ইহার জোড়া আছে বলিরা আমরা জানি না । এজন্ম অধ্যাপক উলা ক্রমরিক বলিয়াছেন, "ভারতীর সাহিত্য আমি বতটা পড়িয়াছি ভন্মধ্যে মহয়ার মত আর একটি চিত্র আমি বেশি নাই।"

পূর্বেই বলিয়াছি, মহুরার মনে অনেক দিন পর্যান্ত সন্দেহ ছিল বে,
নদের ঠাকুরের ভালবাসা গভীর হইলেও তাহার হুরীছে বিশ্বাস নাই; এই
গভীর স্নেহ কিছু দিন পরে শুকাইয়া বাইতে পারে,—উহা বড় মাছুরের
খেয়াল, খুব খোঁয়ার স্পষ্ট করিয়া কডক দিনের মধ্যে উবিয়া যাইতে পারে।
এই আশহায় তিনি প্রথম প্রথম ইহার বেশী প্রভার দেন নাই, কুমার পাহে
এই মোহে পড়িয়া সর্বব্যান্ত হন—এবং শেবে গৃহে কিরিবার পথ না
পান।

কিন্ত যে দিন মহরা সত্য সত্য বৃথিল, নদের চাঁদের প্রোর্থ 'নিক্ষিত হৈছে'
ইহা বড় মান্তবের হেলের একটা চলত খেরাল নহে, সেদিন সম্পূর্ণভাবে
ভাহার কাছে সে ধরা দিল। সেই চাঁদের জ্যোৎসার আত্র বেটিত আছেআলো আব-সাধার রাত্রে নদীর ঘাটে হিকল গাছের কুলে লৈ নার্দ্ধিত নদের চাঁদের পালে বসিরা বলিল, "ভূমি মারের কড আদর্যার হৈলে, কেন্টবের বিশ্ব ভোষার অভুল ঐবর্থ্য, রাজাশ বংশের ক্ষার, ভূমি 'পারাল্য, 'অসক্ষ ক্ষম খেলিরার অভুল ঐবর্থ্য, রাজাশ বংশের ক্ষার, ভূমি 'পারাল্য, 'অসক্ষ ক্ষম বার্ষিক্র হামিনার এই বালিকাকে লেকিয়া ক্রম্ম কিন্তব্যক্তর ক্ষ্মিক্র ক্রম্মক্র ক্ষমিনাক্তর বিশ্বক্র ক্ষমিনাক্তর প্রাক্তিক ক্ষমিক্র ক্ষমিক্য ক্ষমিক্র ক্যমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্সমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্সমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্ষমিক্র ক্সমিক্র ক্ষমিক্র ক্সমিক্র ক্সমিক্র ক্সমিক্র ক্যমিক্র ক্যমিক্ত ক্সমিক্র ক্যমিক্র ক্সমিক্সমিক্র ক্সমিক্র ক্যমিক্র ক্যমিক্র ক্যমিক্র ক্সমিক্র ক্সমিক্র ক্য দেই 'দিন উত্তরে রাজকুমার অভি করণ কঠে বলিলেন, "হি মহলা! ছুনি কি বলিভেহ! আমি জো ভোমার হাতে ভাত খাইরাছি, আমার লাভের বালাই কি আর রাখিয়াছি! আমি বাড়ী-খর অজন-বন্ধু সব হাড়িরা আনিরাছি আমার করে কিরিবার আর কোন উপার রাখি নাই, তুমি বদি আমার প্রভাখ্যান কর তবে এখনই এই বিবের ছুরি বুকে বিঁধাইরা ভোমাকে মেনিভে মেখিতে প্রোধ ভোগ করিব, আমার ইহা ভিন্ন এখন আর কোন গভি নাই।"

এই কথা তুনিয়া মহুয়া বুঝিল, সভাই তো কুমার জাতি দিয়াছেন, বাড়ী কিরিবার পথ তিনি নিজে নিরোধ করিয়াছেন তবে তো চিরদিনের জঞ্চ ইনি আমার হইয়াছেন। আনন্দে তাহার চকু প্রকৃষ্ণ হইয়া উঠিল, দে বলিল, "এখন আমার অগণ, ধর্মপিতা—ইহাদের কেহ আর আমার স্থপণ নহে। তুমি বেখানে বাইবে, সেইখানে আমার পথ—আমার অঞ্চ কথ নাই।"

মছয়া ও নদের চাঁদ সেইদিন ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল, তাহা পৃথিবী ছাড়িয়া যে স্বর্গের পথ—সেধানে ছধারে কন্টকতক থাকুক,—ভাহাতে প্রান্তি প্রায়ের আশহা থাকুক, সেই পথই মহয়ার পরম ঈশিত পথ। সেই দিন সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নদের চাঁদের কাছে ধরা দিল, সে পূর্বেই ভাহার কাছে গোপনে মনের ভিতরে আস্মদান করিয়াহিল, আম্বান্তিরের গৌরবে উৎকুল্ল হইয়া সে প্রকাশ্যভাবে নদের চাঁদের হইয়া গেল। "

মছলা ন্দের চাঁদের কি গুণ দেখির। ভূলিরাছিল ? সে রূপে মুখ হইরা-ছিল সভ্য, কিছ ভাহার অন্ধ্রাণ প্রধানত রাজকুমারের ভ্যাস ও আভরিকভার উপর আত্মানুলক ভিত্তির উপর প্রভিতিত হইরাছিল। যে দিন কংশ কারীর পাড়ে উঠিয়া সে নদের ঠাকুরকে খুঁজিয়া পাইল না নে দিন ভাছার অনুরাধের কারণ বিলাপজ্ঞালে স্পাই করিয়া বলিরাছিল:—

শালপুর হইয়া বে আমার জন্ত তিবালী হইরাছে, এত বন-বৌল্ড, এত বংশের মহ্যালা, বড় মালুবের ছেলের এত আলোউন শার্ডান কর



করিরা রাখিতে পারে নাই—আমার জন্য বে সমস্ত ভাগে করিরা ভিক্ক হইরা আসিরাহে, ভাহাকে ছাড়া আমি কেমনে পাকিব ? সে বে আমার গলার হার ছিল—

"দ্বিয়ার পড়ে গেছে আমার পলার হার।"

গুণ-উপলব্ধির উপর এই ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হ**ইরাহিল, এক্সন্য** এই প্রেম এত দৃঢ় ছিল! ইহা চোখের নেশা নহে।

# সাণিকভাৱা

#### বৰ্ষপুত্ৰ নদ

গয়টি গানের ভাষার রচনা করিয়াছেন আমির নামক এক বৃদ্ধ মুসলমান কবি। ভাঁছার বাড়ী ছিল মৈমনসিংহ জেলার কোন গ্রামে; উত্তর দিকে বিশালক্ষোতে ব্রহ্মপুত্র নদ বহিয়া যাইত। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে গজের হাট নামক একটি বন্দর ছিল। এই বন্দরটি গয়বর্ণিত ঘটনার লীলান্থল। কবি সর্ব্বেথম ব্রহ্মপুত্র নদের একটি প্রশন্তি গাহিয়া গজের হাটের বর্ণনা দিরাছেন।

বৃদ্ধপুত্র নদের আবর্তশীল জলরাশির অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে প্রলয়ম্বর একটা ক্ষুর গর্জন শোনা বাইড; লোকে বলিড, নদের গভারতর নিয়দেশে একটা বৃদ্ধদৈত্য বাস করে এবং সে-ই মাঝে মাঝে ওরূপ একটা ক্ষুর গর্জন করির। উঠে। কবি এই নদের ভ্যাবহ রূপ বেদ্ধপ আকিয়াহেন, ভেমনই আবার সেই বিরাট জলরাশির মহানু দৃশ্য দেখিয়া বলিয়াহেন:—

"হার বে গালের কি বাহার ! ও ভার এ পার আছে, ওপার নাইকো, চোথে যাসুম বেহু না ভার।"

এ পারে থাকিয়া কবি বলিতেছেন, "এ পার জো দেখিছেছি, কিছ ওপার নাই"—তারপরে কথাটা আর একটু ডছ করিয়া বলিতেছেন, "হলত ওপারও আছে, কিছ তাহা চোখে মালুম হয় না।" জলের বৃর্ণিপাক বেথিয়া তিনি অভিভূত হইয়া তাহার মধ্যেও নদের মহান হবি উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন:—

্ৰ ভার গানিব তলে পাক প্ৰকাহে দেখ্যত নালে চৰৎকাৰ। গালেব কি নামান ব কিন্ত তীরে গাঁড়াইরা নদের তৈরব রূপ উপভোগ করিতে বাইরা কবি মাবিদের আত্তরের কথা বিশ্বত হন নাই, লিবিরাহেন, ক্ষন এই উল্লাম জলরাপির উপর দিয়া ঝঞা ও তুকান বহিয়া যায়, তথন

#### "নাও ছাড়ে না কথিার।"

কর্ণবার নৌকা ছাড়িতে সাহসী হয় না। বড়ের সময় নৌকার ছালের মড় উচু একটা চেউ উঠে, চেউএর মূখে কেনা, বেন উচ্চৈপ্রবা ভূরক রণোমাদনায় ছুটিয়াছে। শিশু ডিমি, হালর প্রভৃতি কন্ত চোখে কনকার দেখিয়া নদীর ভলা ছাডিয়া উপরে উঠিতে থাকে। বড়ের বেসে জীর হইতে সমূলে উৎপাটিত গাছগুলি জলে পড়িয়া তীরবেগে পূবের দিকে গারে পাহাড়ের অভিমূখে ছুটিয়া যায:—

"গাছ বিরক্ষী ( বুক্ষ ) চুবন খাইরা **ভাইনা বার পূন পাহাড় ।** হাররে গাকের কি বাহার ॥"

এই বছৰূপ নদের দৃশ্ভের মূহমূহি পরিবর্ত্তন ছয়, বড় চলিয়া গেলে, দিক্দিগন্তব্যাপী অলরাশি একবারে ছির একটি দৃশ্ভপটের নড ভুরু, তখন এই গর্জনানীল

#### "नरमम मूर्य नाईरत ना"---

নিলেকে জল চলিরাছে—পরিচালকের নির্দেশে মুকবং লৈক্সরাশির ষত।
তথন ভাতের থালার মত—নদ পড়িরা থাকে—বাতাস না থাকিলে তাহার
যুব ভালাইবে কে ? আবার বধন ঝলা আসিবে, তখন ভাহার যুব
ভালিবে।

#### গঞের হাট

कर कुक्केब्रुव्यक कीरत विश्वका शक्ति नामक सम्बन्धि केवित अवित्य किन विन अविद्यालकोक ताल । नरमत करे बेक्क्स अवित्य क्षेत्रिक वार्ट वीवा, व्यक्ति নিলে ভবার অসভব লোকের ভিড় হর। অনেকেই হাট করিছে আসিরা লে-বিল আর বাড়ী কিরিছে পারে না, স্তরাং জিনিবপত্র বিকি-কিনি করিরা সেই হাটেই রস্থই করিরা খার এবং হাটের একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইরা রাজিটা সেইখানেই কাটাইরা দেয়। এই ঘাটে শভ শভ খেয়া নৌকা ও মালার কাঠের বড় নৌকা ভাড়াটিয়ার জভ্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই সকল মাঝিরা মা বাপ ও অগপদের কথা ভূলিয়া যায়, বড়-ভূকান গ্রাহ্ম করে না—প্রবল বাভাসের মধ্যে ভাটিয়াল গান গাহিতে গাহিতে নৌকা হাড়িয়া দেয়—এবং অলৃষ্ট মন্দ হইলে বৃদ্দের মত নদের আবর্তের মধ্যে পাঁড়িয়া ভূবিয়া বায়।

এখন খেরা নৌকার ভাড়ার কথা বলিতেছি ভাছা শোন। সে এক কড়ির পাহাড় ভাড়াটিয়াকে গুণ্ডি করিয়া দিতে হয়। হিসাব করিয়া ভাছা বলিয়া দিব, ভাছা গুনিলে ভোমার ভাক্ লাগিবে।

চার কুড়ি কড়িডে এক পোণ হয়, এইরাপ বোল পণে এক কাহণ
হয়। লশ্বকাহণ কড়ি মজুরা দিয়া লোকজনকে গাল পাড়ি দিতে হয়।
লশ কাহণাকড়ি—অর্থাৎ দশ টাকা—খেয়া নৌকার ভাড়া। ইহা দিলেই
বে বিপদ উদ্ধার হইল, একথা বলা যায় না। দশ কাহণ কড়ি দিয়া
এপার হইডে ওপারে পৌছিলে লোকজন সেরপুর গ্রাম পাইবে, এইজভ সেরপুর অঞ্চলটার নাম "দশ কাহণিয়া" হইরাছে। সেরপুর পৌছিয়া
বিলী কারের নাম স্করণ করে:—

> "বন্ধপুত্ৰ পাড়ি দিয়া দশ কাহণ দিবে কড়ি। বাটি পাইয়া-লোকে কইতো আন্ধা, রহুল, হবি ॥"

কিন্ত সকলের ভাগ্যে নিরাপনে আলিরা লেরপুর প্রানে পৌতিতে পারা সকল ছিল না। কডজনের মাব-দরিরার সলিল-সমাধি হাইভ; নেই পালে গাল-চিলগুলির মড চোর কল্পা ইভততঃ ভূরিড, আহারের ইয়ার স্কৃতি, আহর্জ এই সকল ব্যক্তার সূত্রন স্কৃতির স্কৃতির

### নাৰিরাও সকলেই নিরীহ ও সাধ্প্রকৃতির হিল না :---

"কেউবা ভাল যক্ষ থাক্ত নারের মাবি।

দিন ছপুরে মারত ছবি হাররে এমন পাজি।

সুইটা নিত, কাইড়া নিত জহর পাতি বত।

ঐ বনে জললে নিরা নেটো ছাইড়া বিত।

কেউবা মাধার কুড়াল মারে, কেউ বা ভাটে গলা।

হত্ত পহ বছন কইয়া ক্লেভো নহীর তলা।

খুইলা নিত জহর পাতি অহে বা গৈলাহে।

বাঁপি, টোপলা খুইলা নিয়া বিত ওতাকের কাছে।

এই "ওস্তাদ" অর্থ চোর ডাকাইডদের সর্দার। স্বভরাং ব্রহ্মপুত্রের, জলে থেরূপ নক্র, হাঙ্গর, কৃতীর ছিল, জলের উপর যে সকল মারি ছিল, তাহারাও ভীষণতায় কম ছিল না, তাহারা কেছ কেছ ক্রুর-প্রাকৃতি নক্ষ-বেশী, প্রভেদ এই যে তাহারা বন্ধুর ছন্নবেশে আসিত।

### বিশু দাপিত ও তাহার পরিবারবর্গ

এই সর্বানেশে অঞ্চল্পতের পারে একটি দরিজ নাপিত-পরিবাধ বাদ্ করিত। বিশু নাপিতের আত ব্যবসারে কোন রোজপার হিল লা, অর্কা করেকটা শিশু-সন্তান ও ল্লী তাহার পোব্য হিল। তাহার যরের খালে হল্ বিশ লা; বর্বার সময় স্কল্পারে বৃটি পড়িত এবং শিশুনের লইবা বিশু ও ভাহার ল্লী জলে ভিজিত। বেড়া একটুও সমস্ত হিল না'; বিশু বন অফল হইতে লভা পাতা কইরা আলিরা কোনমালে মার্লার বেড়াই কাঁড়ি কার্লার বিশিষ্ট ও শিশু-অলি সইরা আর্থাই কিউ কিউনি ক্রিটার মাইজ, বেজা কোন বিশ্ব এই ক্লে সালা সম্ভালীর কাঁড়ি নেরিটার কুটি ক্রিকারিংক্রিয়া ভালানিক্রক বালী ক্রিটার আন্তর্হিয়া বিশ্ব ক্রিটার ছরি-বাসর করিত। কোন দিন আবার দৈববোগে বিশু দিন-মন্থুরী পাইলে কন্মলে মিলিয়া কিছু উপার্জন করিত।

বিশুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বাস্থ—দে বার বছরে পা দিয়াছে, কিন্ত ছনিয়ার অকর্মা, দে কিছুই শেখে নাই। দিতীয় পুত্র কুশাই—দে বক্ষপুত্রে সাভার কাটিভে যাইয়া ভূবিয়া গেল, প্রভিবেশীরা বছ খুঁ জিয়া ভাহাকে পাইল না; ভূতীয় পুত্র লাস্থ মায়ের সঙ্গে পালে নাইভে সিয়াছিল, শভ শভ লোক স্নান করিভেছে, এমন সমর সর্ব্বাপেকা ছর্ভাগ্য দাস্থকে চিনিভে পারিয়াই বেন একটা হালর আসিয়া ভাহাকে পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল, কভ বর্শা মায়িয়া,—লাল কেলিয়া কেছ ভাহাকে রক্ষা করিভে পায়িল না। চত্ত্বটি গাছে উঠিভে যাইয়া ভাল ভালিয়া মাটিভে পড়িয়া গেল, ভালবি সে বিছানায় পড়িয়া কয়েক মাস বুকের যন্ত্রণায় ভূগিয়া শেবে চিয় ক্রমাছি ভাইল।

বিশু নিভান্ত বিপদে পড়িয়া বিধাতাকে ডাকিয়া তাহার কাহিনী ভুনাইল—"কডদিন ডো না থাইয়া ইহাদের লইয়া উপবাস করিয়াহি, ভুখন ক্রিরাণ ডাকাও নাই। যাহা হউক ছেলেগুলি যখন কথা বলিক, ভুখন ভাহাদের কলরবে কর্পে আমার মধুবৃষ্টি হইড। এড ক্লুব্রই বা ডোমার বুকে সহিবে কেন, একে একে সব কর্মট হরণ ক্লিরাহ—অবলিই এক বাফু—এক পোট ভৈলের মড, একবার একটু কল্লাইয়া পড়িলেই নিলেৰ হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই সন্তামগুলি ভূমি দিলেই বা কেন? নিলেই বা কেন? আমি বে আর এড কই ক্লুব্রু ক্রিডে পারিভেই না। আমার প্রাণ ভোষাকেই দেব, আমি আর ব্রের ভিরিব না।"

বিশু নাশিত নিংকার করিয়া বিধাকাকে এই সকল থাবা করিছে লাক্টিল। কিছু এই সকল প্রথার উদ্ধর তিনি দিতে পারিবেন না; বলিয়াই হার্যা বিধাতা বিকাশন মহিলেন।

্রাইড়েজ্য বৃদ্ধির পোকরত বিভ নালিত নবীত একটা ভাকন পাচ্ছে মান্ত্রিন্দ্রিন্তিনাশ করিতে লাখিল। কতলশ চল কেইচনর মন্ত্র আনার বিশ্ব মান্ত্রিন্দ্রিন্তিনাল পাচিত নার্বিন্দ্র আনার স্থানিত আনার স্থানার মান্ত লাখান্ত্রিন্দ্র নদীর বছ দূর ব্যাপিরা দেখা দিল, নদ যে একটা পণ্ডী আঁকিয়া ভাছা বীর পর্ভন্থ করিছেছে, বিশু ভাছা খেরাল করে নাই; অকমাৎ লেই চাপ ভালিরা মহাশব্দে জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। চারিদিকে উর্নিরাশি থৈ থৈ করিয়া লেই ছানে একটা কোলাহলের স্থান্ত করিল, বাস্থ্র মা ছুটিয়া আলিয়া দেখিল সেই উন্ভাল চেউ রালিয় মধ্যে একটা মাখা ভাছার কুটিয়ের দিকে কণেকের জন্ম দৃষ্টিপাত করিয়া অভলে ভূবিয়া গেল। বামীর এই শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া বাস্থ্র মা মাটাতে পড়িয়া দৃটপুটি করিয়া কাদিতে লাগিল।

"আমার আর এ লগতে কে আছে, চরণের দাসীকে একাকী কেলিরা কোথার গেলে ?" এই বলিতে বলিতে বাস্ত্র মা জীবন ড্যাপ করিছে প্রস্তুত হইল। একবার ভাবিল, গলার শাড়ীর আঁচল বাঁথিরা কোন গাছের ডালে আত্মহড্যা করে, আবার ভাবিল বাস্ত্রকে কেমনে রাজ্ম করিব, ডাহাকে লইরা একা খরে কেমন করিয়া থাকিব ? ভবন স্কুক্ ছুরি বিদ্ধাইয়া প্রাণ ড্যাগ করিবার সম্ভ্র করিল, কিছু লেবে ছির ক্ষিল, বেখানে ভাহার একাধিক পুত্র ভূবিয়া মরিয়াছে, আমী বেখার ভোবের সামকে গেলেন, ব্রস্ত্রপুত্রের সেই শীঙল জলই ডাহার শেব আত্ময় ! ডবন লে মুটিয়া সেই নদের দিকে চলিল, বাঁপাইয়া পড়িবার জন্য । এমন সময় কিছু ছইছে বাস্তু 'মা মা' বলিয়া ভাকিল । ফিরিয়া চাহিয়া মাডা পুত্রের 'কোনার্ক' আমি দেখিতে পাইল, ভাহার মন বাংসল্যে ভরিয়া গেল।

> "জুলি গেল পডির কথা আর মনের আলা। আমির কর আর মরবা কেন চকু মুইছা কেলা।"

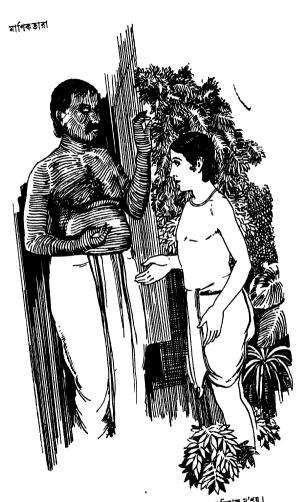
সাম মরা হৈল না। বাহুকে লইরা ভাষার সাভা বীর কর্ম মুক্তির ক্রেল ক্রিল; প্রতিবেশীদের মধ্যে বাহারা দর্মার্ক ক্রিল—ক্রমার্কার্ক সাহারো বাহু ও ভাহার মাতা কর্টে ক্রেটিন ক্রমান-ক্রিকালার্কিন ক্রমান ক্রমান

#### বাসু ভরুণ বয়সে

সে পাঁড়ার বাহর মারের ইট কুটুম কেছ ছিল না, ডাহার মা বাপ অথবা আপনার বলিতে অন্ত কেছ ছিল না; পাড়া পড়সীর মধ্যে করেক হর লেঙেও এক হর কোচ ছিল। যে অনাথ, ডাহার ভার বিধাতা লরেন, কুচনী পরিবারের কান্ত্রর মা—বাহ্রর মার অস্তরক্ষ হইল; ডাহারা উভরে ক্ষিত্র প্রাবদ্ধ হইল—এই অনাদ্মীরের আদ্মীয়ডার বাহ্রর মা বেন হাতে মুর্গ পাইল।

কাছর বরদ বিশ, সবে ভাহার গোঁকের রেখা দিয়াছে, বাস্থু ভাহার তিন ক্ষরের হোট—লে সর্বলা কাছর পিছনে পিছনে থাকে। কাছর প্রকৃতিটি ক্যু উদাস, ভাহার সঙ্গে বাস্থুর এইরূপ সর্বলা বোরা-কেরা ভাহার মাজা প্রছম্ম করিত না। অথচ এরূপ উপকারী বছুর পুত্র, সে এ সম্বন্ধে মুখ্ কৃতিয়া কাছকে নিবেধ করিতেও পারিত না। কাছর মার মনটি ধরদে ভর্মণুর। রোজই কিছু না কিছু সে বাস্থদের বাড়ীতে লইয়া আসিত,—কোনও দিন ধামছার বাঁধিয়া কিছু চাল-ভাল, ও এক পেটা ভৈল আনিয়া বাস্থ্র মাকে উপহার দিড,—কোনও দিন বা কাছদের বাড়ীর পিছনে বে মহিবের বাখান ছিল,—সেইছান হইতে সে চূলা ভরিয়া বাস্থর জন্ম আনিয়া কিছ, কোন কোন দিন নিজ বাগানের সভ্চ-ভালা বেগুন, কাঁচা লহা ও বাড়ীর গাছের বেল—সইকে দিয়া হাসিমুধে ভাহার সঙ্গে কথা কহিয়া ছাই সও কাটাইয়া দিড।

বাসুর বা নিজেও কর্মান্ত, কোন দিন বসিরা থাকে নাই, আছ এই
বিপাৰের দিনে সে নিশ্চেট হিল না, জেলেদের বাড়ীতে বাইরা সে প্রভা
কার্মির, আহালের বান ভানিত—পারিমানিক হিসাবে সে বাসুর জন্ত কিছু
কার্য ও পুন কুঁড়া বাহা পাইড, ভাহাই সন্তইচিতে বাড়ীতে কাইরা আদিত ঃ
ক্রে ভাবিত, কবে বাসু বড় হইরা ক্রাভ স্থাবসা আরম্ভ করিবে, এক করেই
বা ভাহার এই মুর্বিস স্থাবিব !



"হাক ছাড়িয়া তাকে ৰাস্থ—ক্ৰিবাজ ম'ণয়। আমার মা যে অংশ তথন তোমাকে ঘাইতে ছয়।।" (পুঠা ৩১১)

## বাসু যৌবনে—কাতুর সাকরেদ

এদিকে দেখিতে দেখিতে বাসু নাপিতের বয়স বাড়িরা চলিল; ভাছার বয়স বিশ বংসর পূর্ণ হইল।

"বিশ বছইরা জোরান হৈল সেই বাহু ছৌড়া।
পাড়ার পাড়ার ঝোপ জললে লাকার বেন বেড়া র
নাকরের হৈল বাহু নাপিত ওপ্তার কাছু কোচ।
মাহুব গল কেউ মানে না সুলাইরা কিরে মোচ।

বাস্থদের বাড়ীর পিছনে মন্ত বড় একটা বটের গাছ আছে। বছ দিনের পুরাণো গাছ, লোকে ভাহাকে "দেও বিরিক্ষী" (দেব-বৃক্ষ) বলিড, সকলের বিবাস, বৃক্ষটি দেবাপ্রিত। একতা কেছ ভাহার কাছে বড় একটা বেঁসিড না। একদিন রাত্রি-বেলার বাস্থর মা বাস্থকে লইরা ভাহাদের কুঁড়ে বর্মনানিতে শুইরা আছে, এমন সময় সেই গাছ হইতে মাস্থবের ব্যরে কেছ যেন কথা বলিভেছে, শুনিভে পাইল। বাস্থর মা স্পষ্ট এই কথাগুলি শুনিভে গাইল—"বাস্থর মা, নিশ্চিত মনে শুইরা আছ, যমের চালে দুখন হণ লাগাইরাছ, পুঁটিগুলিও দুখন, বেড়াডে দুজন পাডা, কিছ আঞ্চাশের কোনে কি বোর করিরা মেঘ উঠিয়াছে, বাহিরে আসিরা ভাহা চাহিরা দেব; একটি বড় উঠিলে ভোষার কুঁড়ে বরখানি উড়াইরা লইরা বাইবে—ভবন ভোষারের মাধা শুঁভিবারও ভারগা থাকিবে না।"

বাহুর যা একটু ভর পাইরা বাহুকে জড়াইরা ধরিরা বলিল, "কে ছুবি ! আমার বাড়ীতে বনিরা এই গভীর রাত্রে আমাকে ভর দেখাইতেই ? আমি পভি-পুত্রহীনা, একমাত্র বাহুকে লইরা একলা ববে পড়িরা আহি, আইনা বৃঁত্যু বর্মটা বহি মাটিতে পড়িরা বার—আমি বলি ছুর্ব্যেইশ পড়িনা বার ভর্মই বা কি ? ছুমি আমার লাহটার উপর বাহিন্দ্র আমাকৈ ভার কেবাইনা ভাষারা করিছেল।" বৃশারোটী বলিল, "মাসীমা, আমি যে ভোমার সইএর ছেলে—আমার নাম কালু, বাসু আমার অতি স্নেহের বন্ধু। তুমি কি আমাকে চিনিডে পারিলে না, আমি কি ভোমাকে ভামাসা করিতে পারি ? বাসু আমাকে দাদা বলিয়া ভাকে, আমি কিছু খাবার জিনিব পাইয়াছি, ছই ভাই একজে বলিয়া খাইব। মাসীমা, তুমি বাস্থকে জাগাইয়া দাও—ঐ দেখ, অল্ল বড় ইয়া মেঘ উড়িয়া গিয়াছে, এবার আর ভোমার কুঁড়ে ঘরে হাওয়া লাগিবে না, বাস্থকে জাগাইয়া দাও।"

বাসুর মা অভ্যন্ত শব্দিভ হইল, এ যে কামু, ভাহার সইএর ছেলে, ইহা সে ভাবে নাই। সে বলিল, "কামু আমি ভোমার না চিনিরা মন্দ কথা বলিরাছি, আমাকে মাপ কর। এই নিশাকালে আমি বাসুকে ছাড়িরা দিতে পারিব না—

> "এক বাছ ৰে কলিছা আমার অন্ধণের লাঠি। ঐ সোণার ঠাদ বদন দেইখা পথে পথে হাঁটি।"

আৰু রাভটা পোহাইলে কাল সকালে আসিয়া বাসুকে লইয়া বাইও। রাডে আমার বুকের খনকে বৃক ছাড়া করিব না।"

ইহার মধ্যে বাছ ভাগিয়া উঠিয়াছে—সে তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিস, এড রাত্রে রা ভূমি কার সঙ্গে কথা বলিতেছ ? সায়ের কাছে কাছুর আসার কথা শুনিয়া বাসুর মনে আনন্দ আর ধরে না।

> "লক্ষ বিষা উঠে বাজ্ মারের হাজ ঠেইলা। বরের কোপে বাহির হৈল বরের কেওরার পুইলা। ছুটিয়া বেরে বাজ্ ধরে বালা কাছর পলা। এজ রাজে কি কায়রে বালা আবার বাকী আইলা।"

কাল রণিনু, "জোনাকে বিয়া কিছু ধরকার ছিল, তা ভোষার মা এক ক্লাক কানার কাকে, ভোষাকে আলিতে বিভে জয় করেন ? ভাই মুখিনে পাড়িয়ারি।" কান্থ বলিল "মায়ের কথায় কি হইবে, আমি ভোষার সজে এখনই যাইডেছি,—ভূমি কি আনিয়াছ, গুই ভাই একত্র বলিয়া খাইব।"

> "মারেরে কৈল উইঠা মাগো বরের কেওয়ার মার। ভাইএর সঙ্গে ভাই চলেছে চিন্তা কেন বা কর ?"

বাস্থ আর কান্তু চলিয়া গেলে বুড়া মা একা বরে পড়িয়া কাঁদিতে লাকিল। ভাহার গাঁয়ের যত দেবতা ছিল, ভাহাদিগকে ভাকিয়া মানত করিতে লাগিল।

### বাসুর মার মানত

দোহাই বেই বুড় ঠাকুলন, আমার বাহুকে ভাল রাধুন,
ভাইলা বিনু হাড়ু ওবা চাইল।
বোহাই মালো হুবচনী, বাহু ভাল থাকে আনি,
ভাবা পান বিনু ভোৱে কাইল।
পোঁচার ভাক ওইনা নারী, অমনই কর ভাড়াভাড়ি
ভাইকো নারে কাল পোঁচা আর।
বোরাল মাহ ভাইআ বিনু,
বুকের সোণা বুকে লাও আমার।

এইরণ ছল্ডিভার ও যানত করিতে করিতে রাভ পোহাইর থেক, <sup>"কা</sup>ল নিশি পোহাইল, কাহা কাহা কাক ভাকিক," কিছ বার্ত্তর থা শারার পুথাইরা পড়িল।

## বাসুর প্রথম ডাকাভি

কিছুদ্র হাঁটিরা বাইরা এক গাছ-ডলায় বসিয়া কালু বালুকে বিলন, "আৰু এক বৃদ্ধ বাদ্ধ ও তাহার বামনী, গালের ওপারে বাইবে। সোনা মাঝির নৌকায় রাড থাকিতে আমায় তাহাদিগকে পার করিয়া দিতে হইবে। ছৃষ্টি ক আয়ার লক্তে বাইতে পারিবে ?"

কান্ত বলিল---

"দোনা মাৰি আপন ভাজা রাইধা। ভোষাকে দিল নৌকাধানি কোন্ ছবিধা দেইধা ॥"

কাছ বলিল, "তুমি বুঝি জান না, এই চার পাঁচ দিন লোনা মাঝি করে বেইল, ভার নোঁকা ঘাটে বাঁধা আছে। আমরা তাহার নোঁকাখানিতে ঠাকুর-ঠাক্সণকে তুলিয়া লইয়া গঞ্জের ঘাটের ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে নোঁকাখানি ছুবাইয়া দিব। বুড় বামুনের যে সকল টাকা মোহর এবং জহরত আছে—ভাহা আর কি বলিব, ভাহা এক রাজার ঐখর্ব্য! কাল সন্ধ্যাবেলা আমি ভাহা বেখিয়াছি।"

বাসু বলিল, "দাদা, তুমি ঠাকুর-ঠাকুরাণীকে ব্যস্থাত্তের ঘূর্ণীপাকে ভ্ৰাইবে কিন্তু নৌকাশানি ভ্ৰিলে সেই ভয়ানক ঘূর্ণীপাক হইছে আমরা কি ভাবে উদ্ধার পাইব ? সে বড় বিষম স্থান, ভাহার মধ্যে পড়িলে কেউ রক্ষা পায় বা, আমরা হ'লনে কি ভাবে রক্ষা পাইব ?"

কাছ বলিল, "ভাই, আমি কি আগে না ব্ৰিয়া কোন কাজে হাভ দেই ?
ছুমি ভেবনা, আমি শভুজেলের কাহ থেকে একটা থ্ব লখা দড়ি চাহিয়া
আনিয়াহি—দে দড়িটা এড লখা বে ভূমি ডাহা বারণাই ক্রিডে পারিবে না।
নেই হড়িটার একটা নিক গ্রাহের পাড়ের বড় শির্ম গাহটার নকে ইংক বাকিবে, আর একটা দিক একটা ভ্রার সলে আইবাইরা রাইকির, ছুরাইর একটা থ্ব আল্লা বড়ির জোরে নৌকার কলে সলে চলিবে, উপেন্ট নিত্র ইইলে আনরা লেই ভূমার চড়িয়া অনারানে সাঁটিডে কিরিঙে পারিব। বড় জহরত, টাকা ও মোহর আছে, তা দইরা আমরা মৌকার তলে কুড়ুলের যা মারিয়া উহা জলে ভূবাইরা দিব<sup>®</sup> ঃ—

"নাইড়া ঠাকুর নাড়বে নাড়ী ছাগল বেষন নাড়ে।

ভূরার ৰড়ি টাইনা আমরা আন্বো নবীর পারে ।

ঠাকুর ঠাকরাইন মইরা গেলে আর কি মনে ভর।

কাছি নিমু শভুর বাড়ী কোন বেটা কি কয়।

মনের যভ বেশাত নিমু মারের হতে নিরা।

কেই বেশাতে তুই ভাই মিলা পরে করমু বিরা।

বেষন কথা তেমনই কাজ। যখন কাৰ্য্য সমাধা করিয়া বাস্থ ও কাছু বাড়ী কিরিল, তখন পূর্ববিদকে আকাশ রাজা হইরা উঠিয়াছে—তথম "চিল, কাক এবং আর আর পাখীরা" ডাকিয়া উঠিয়াছে। বাসু ডাকিয়া ডাহার মাকে খুম হইতে উঠাইয়া বলিল "মা উঠ আগ, আজ হইডে ডোকাছ সমস্ত হুংখ দূরে গেল, এখন হইডে গডর খাটাইয়া আর হাড় ভাজা শাটুকী খাটিডে হইবে না,—আর দিন রাড চোধের জল কেলিতে হইবে না।"

বাসুর মা উঠিরা বলিল এবং বলিল—"বাছা কি আনিরাছ, একবিব খাইলে ডো আর সম্বংসরের কুধা মিটিবে না।"

### ৰাত্য় শার ভর

বাস্থু ভাষার হাতে সেই বাসুনের টোপলা দিয়া বঁলিক—"বেশিকা কি শানিয়াই।"

তথা তনি বাছর বা টোগলা বে গুলিব।
আবার বর আলো হৈরা চন্থ তাঁরর লেব।
বেপর আন্তে, বুন্তা আন্তে, আর ব্যক্তিকের মুল।
টিক রইবারে, সিধি আত্যে, আর কর্মিকের মুল।
ব্যোপর বাঁলা—বাজু অতিহ আর আত্যে মুক্তর পাঁচা।
বিধানার মানা আন্তে, বালা বিধানী নিটাঃ

নথে আছে চুনি যদি আর মৃত্য কুল রল।
লোগা বাইশেক ভাবিক আছে আর বে বক্তুল।
চল্লহার, ভ্রকহার, রুপার বাক্থাতু।
চরণ পরে বাঁধা আছে ওজরী চুই গাছ সক।
ভ্রকভানী মোহর আছে, বারসাই গোরে টাকা।
আর আছে ছোট বড় সোণা রুপার চাকা।
গইরকা মৃষ্টি আর আছিল আওন পাটের সাড়ী।
সোণার বাটী, আভের কারুই, সোণার আছাড়ি।

বাস্থর মা বিশ্বিত হইয়া জিল্পাসা করিল,"এ সব কি, এ রাজা বাদ্সাহের কোতি ভূমি কোখায় পাইলে ?"

বাস্থ তথন গর্কের সহিত তাহার ও কামুদার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল; সেই সমস্ত কথা শুনিয়া, বাস্থ্র মা ধর ধর কাঁপিতে লাগিল, এবং রুলিল,

> "কি কৰ্ম করেছ বাপু হইল সৰ্মনাশ। ব্ৰহ্মখ কৈরা ভূই বাঞ্চালি ভরাগ। চোধে আর দেখমু নারে বউ সূট্ম নারী। ব্ৰহ্মশাপে কেউ না থাকবে কলে হিডে বাভি। হৈরা ক্যানে না মরিলি, হৈড না এড আলা। এমন ক্ষেনের হাররে ভূইবা মরা ভালা।

বে বাস্থ ভাষার নরনের মণি ছিল, অহোরাত্র একবার বার মুখধানি না দেখিলে বাস্থ্য রা পাগল ছইয়া বাইড, খানী বিরোগের পর আন্তর্ভ্য। করিতে বাইরা বাস্থ্য মা বাহার মুখের মা ভাক শুনিরা বরে কিরিলা আনিরাহিল, আন্ত লেই প্রাণ-প্রতিম পুত্রের মৃত্যু কারনা করিতেছে।

একদিকে বাহ্ম যা কাদিতেতে ও চোবের কল মূহিতেতে—অভ বিকে বাহ্ম তথন 'বেলাডি' কইনা বাটার নীচে রাখিতেতে। ুসারাদিন বাহ্ম যা একবিশ্ব কলে পান করিল औ, রাগ করিয়া বাহ্ম সচেদ কথা করিবা কা—অক্ কার্যার ছবের বিকে কাক্ষিক কাঞ্চ আক্ষাতে দেবা লোক। বাসুর মার চন্দু ছটি বিবর্ণ হইরাহে এবং অস্তান্ত পীত করিরা জর আসিরাহে। এই ভাবে চার-পাঁচ দিন বিবার অজ্ঞান অবস্থার দে বিহানার পাঁড়রা রহিল। প্রতিবেশীদের ছন্চিস্তার কারণ হইল, বাসুর মুখ শুকাইরা গেল। সকলে মিলিয়া বাসুকে বলিল, "বাস্থ ভোমার মা বড় ছংগী,—লে বে মরিডে বলিয়াহে, ভার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।"

## তিনকড়ি কবিরাজের চিকিৎসা

"প্ৰচৰ ডিনেক চাটা। বাকু বাব বে গুৱাজৰি। ডিনকডি যে মন্ত বৈছা পাইল ভাব বাজী। হাঁক চাডিয়া ভাকে বাস্থ কবিবাল য'শৰ। আমার মা বে অধন তথন,--ভোমাকে বাইভে চর । ভিন্তড়ি কৰিৱাৰ ভইনা ধুডি চাধর লইল। हारत्वत शहित घट्या शक्ताहे वाचिता गरेन । शास्त्र जिन बाचा-नादि, काँद्ध नहेन शक्ति । প্ৰদানী ভলার বাইরা বৈভ ঠেকাইল ভার বাবি। কিই বৰ্ণ বেচ থানি, ডেল-ডেলা ভার গা। থাটা বুটা লাকা সোকা, কাটা কাটা পা 🛭 কুত ভুতিরা চার কবিরাজ গুর গুরিবা বাব। পাতে পাতে বাস্থ নাপিড উণ্টা হোঁচট ধাৰ ঃ ৰাক্সৰ বাজী হাটবা বলে বৈছ ভিনক্তি। ভোৱাৰ মা বে ভাল হবে থাইলে ভিন বভি । चाक्या विश्व त्यरमञ्जू जान ७ निरम्हे भाषाय त्याम । কালকা দিও পৰৰ কৈৱা নক ডিকানো কল ৰ बाहर दिया जान रहिने। कांकि विश्व श्रीमा १३ क्ष्म दिना जीन प्रतिके सुवाद नानि प्रतिकात.

বেষাপেৰি বিবা ৰাজ্ এই বা ধলা বছী।

আরাৰ হইবে জোবার বা বাকবে না অর জারি ।

চাকুল ধানের ভাজ বিলাইও, শরীরে ঢাইল জল।

ধলা, মুল্লী বাওরাইলে বিও, ভেতুলের অবল।

কবিরাজের কথা শুইনা বাজ নিল বড়ি।

"বিবার হবার সমর হয় বে," কইল তিনকড়ি।

এক কুলা চাল দিল, দাল একডালা।

গাছের থেকে তুইলা বিল বেশুন, লহা, কলা।

হলদি দিল, লবণ দিল, পোট শুইরা তেল।

বিবার পেরে—কবিরাজ ম'শার হাল্তে হাল্তে গেল।

সভ্যা বেলা বাজ্র মা বে চকু মেইলা ঢাইল।

অরের মন্ত বাজ্কে পুইরা বর্গে চইলা গেল।"

### বিবাহের চেঠা

মারের মূখে আগুন দিরা, কাঁদিতে কাঁদিতে ভাছাকে ব্রহ্মপুত্রের ফলে ভালাইরা দিরা বাস্থ দিন করেক আর বরের বাহির ছইল না। মনে মনে ভালিতে লাগিল—"আমার গোকেই না মরিরা গোল, এ ছংগ কি করিরা গছ করিব। এ দেশ ছাড়িরা অত কোনখানে বাইরা ভিজা করির। খাইব। সারাদিন পরে সন্ধাকালৈ বাস্থ হাত পোঞ্চাইরা নিজে একবার রাখিরা খার। কারু ও ভাহার বা ভাহাকে কড সাখনা দের, ৪।৫ বিন বে ভাহাকের কথা শুনিরাও কোনই উত্তর বের না। কিছু ক্রমে ক্রমের পুনরার ভাহার অভ্যাস আবার প্রবস্ত হইল, ভারার সক্রমের পারিক না এবং, আবার ছই কনে মিলিরা নিরীছ প্রবিক্ষণের উপার রাহাজানি ক্রমিকে পারিক।

কাল্পন বা বাছকে বলিন, <sup>শ</sup>নিলে এককেন কি কাই পাল নাল কা কুৰবাৰি প্ৰকাইন বিনামে, কলিবাহ বাছকৰি কেবা বাইজেন। জোনায়



্ৰেছ ৰা ে ্ ত ছ ছ লাগা সংহ্ৰা ক্ৰা । । প্ৰাক্তি বাংক বিজ্ঞা ক্ৰা ক্ৰা ক্ৰা ।

বরে কেছ নাই। দেখিরা শুনিরা বিবাহ কর —না ছাইলে একনভাবে দিন গুজরান হইবে কিরুপে গু এইখান থেকে ভিন ক্রোল দূরে বাইকা প্রাম, সেখানে সাধুলীল নামক ভোমাদের জাভির একটি ভাল লোক আছে, শুনিরাছি ভার একটি স্থান্দরী মেরে আছে, ভূমি সেখানে বাইরা বিবাহের প্রস্তাব কর। নির্কর থাকিলে ভোমার ভাগ্যে একটি ভাল বউ পুটিরা বাইভে পারে।"

এই কথাগুলি বাসুর মন্দ বোধ হইল না। পরদিন প্রকৃত্যে উঠিরা সে চাদরখানি লইয়া মাইন্দা গ্রামের দিকে রওনা হইরা গেল। কৈর মাশের মাথা-কাটা রোদ,—বাসু তাহার চাদরখানি ভাল করিরা মাথার বীথিরা লইল। বেলা প্রায় ভিন প্রহরের সময় সে মাইন্দা গ্রাদ্যে আসিরা পৌছিল। সন্মুখে বালুখালির টল-টল কল—বাস্থর বড়ই ভ্রমা পাইরা-ছিল, ভাহার মনে হইডেছিল, সেই খালের কল প্রাণ ভরিরা ক্ষালিতে করিয়া খাইয়া ভ্রমা নিবারণ করে।

খালের এপারে কোন বসতি নাই, একটা বড় শিমূল গাছে টক্টকে লাল কুল কুটিরা আছে, ওপারে ঘন বসতি, সারি সারি বাড়িবর নাব সেধান ইইতে মেরেরা রুল্লী কাঁথে জল লইতে আসিতেছে—এবং আইলিয়া হইলে মৃত্যমন্ত্র গতিতে ক্রী কিরিয়া যাইতেছে। হঠাৎ বাসু ক্রেট্রা একটি প্রমা মুগলী কুলা ওপারের এক বাড়ী ইইতে থালের দিকে আসিতেছে, বাস্থু নেই সমর থালে নামিরা জল থাইতে লাগিল, সেই মুলরী রম্পী চড়ু বাট্রির দিকে নার্ভা করিরা আসিতেছিল—সে বাস্থুকে গোইল বা। তাছার রুকে শ্রামলী রঙ্গের একখানি গামছা—আর—"ছাড়িরা কিছে চল। কেই চুলে পারের পাতা পাইরাহে নাওল।" সেই অপ্সরার মন্ত্র ক্রপনী কর্তাহে দেখিরা বাস্থু তব হইয়া গাড়াইরা রহিল। "বাস্থু ছিল বোপার ভান্তি স্থুল মনোহর।" মেরেটি চোপ মেলিরা চাইতেই ভাহাকে বেখিতে পাইল। কুমারী বাস্থুকে দেখিরা খ্যু মুলর মনে করিল। এই অধ্যান কর্তাহে করে ক্রিয়ার বাস্থুকে বেখিয়া খ্যু মুলর মনে করিল। এই অধ্যান কর্তাহে করে বিভার আরু একার হইছে করে বিভার ভাহা কো শোনা বার। বাস্থু খারের পারের গাড়াইরা মুল্লার আরু বান্ত্র বান্

স্বাহ্ন বন্দিল, ভাষা দেই থালের কিছা ভাষার স্থাপের প্রশন্তি, বেরেটির ভাগে লে সকল কথা ভালই লাগিল।

#### মাণিকভারার সঙ্গে প্রথম আলাপ

বাস্থু বলিল,—

"বাল্থালির টল-টলা জল, জাঁচল ধরি টানে। জজের বর্ণ দেখি—লৌ ছুটে জানে। বার্থক জনম ডোর বালি-ধালির জল। এমন টাদ বুকে করি পাইরাছ বল।"

কিন্ত ভোষার পরিচয় জিজ্ঞাস। না করিয়া আমি কডকটা পরিচয় প্রীয়াছি। ডোষার স্থুন্দর মুখখানি আমার চেনা। এইবার লইয়া আমি ক্ষীয়ার ভৌন্তাকে দেখিলাম। মনে হয় বহুদিন পূর্বে ডোষাকে একবার

কৃষ্ণা বলিল—"ভোমার টিকট মনে আছে, আনি গ্লৈন্তৰ বাবা-নারের মঞ্জা থানের হাটে একবার নিহাজিলাম।"

শ্বাদ বাবের সংক আমি বাইরা ভোষার খনে। পথ চলিতে বেবিলাগ ভূমি বাইছ দরে। কুলবাডালা বিধা থাইলাম বিধি থানের বাই। ভোষার মা নে আইলা বিদ শিকার ভোজা বাই। ভোষার মা কহিল হাজা আমার কোলে বাইরা। "আমার মরে আইল ফাঁশ্যারের করী কৈবা।"

খালিকাকানের এই সকল কৰা জ্ঞানীর এবসও মনে আছে; মেটার্টার্র ক্রান্ত বিভাগনি গাঁল নাড়ে, ভালা সহকো নিলাইর্ন্ত, নার লাও সামিন্ত বালিন্ত শ্বানার নাম সাবিক্তার — বাবার নাম সাধুক্তি, শুনের বিক্রে আর্ট্রের পারে আমাদের বাড়ী",—শেবে অভি অরন্ধরা কথার একটা ইনিক নিয়া চুপ করিল; নে কথা করটি এই—"কুটুছিভা হবার পারে ধূলী থাকলে দিল"—অর্থাৎ আমার বাবার মন প্রসন্ত হইলে কুটুছিভা হইতে পারিবে। বালিকা ঘাটেই রহিয়া গেল, বাস্থ পূব ঘাটের দিকে বাইয়া সাধুক্তিরের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সাধু তথন সবে স্নান করিয়া অল্বর বাড়ীতে চুকিবে, এমন সময় বাস্ত্রর ভাক শুনিয়া আবার বাহিরে আলিল। য়য়য় ভাহাতে প্রণাম করিলে সে বলিল:—

"—ভোষাকে বাপু চিনবার পার্লাম না। কার বা বেটা, কিবা নাম, কোখার আভানা ॥"

বাস বলিল, সে গঞ্জের খাটের বিশু নাপিতের ছেলে—ভালার ক্রেছ নাই, মা বাপ ভাই সকলেই মরিয়া নিয়াছে। তথন কাষ্ট্রীল কার্মায় কৰিয়া ভাগাকে চনীয়ন্তপ ঘরে বসাইল এবং ক্ষকৰে ছাইন বিক্তিক ৰলিল, "প্ৰের ছাটের বিশু নাপিতের ছেলে বাস্থু আলিরাছে।" **বিশ্রি** ৰদিন, "কি প্ৰয়োৱন ?" সাধু বলিল, "ডাহা ড এপনও **ডনি নাই"। এই** বনিজ্ঞ একটা ব্যক্তিন হাতে করিয়া কিরিয়া আসিয়া বাস্তুৰ ভঞ্জার আমিয়াল কাৰণ ভিজ্ঞাল কৰিল ৷ বাস আতি বিনীভভাবে চোৰ চাট সামীয় বিচ্চ নত করিয়া বলিল, "আমার বরে কেছ নাই, আনি এক্লা,—বরের প্রাঞ্ পুঁজিতে বাহির হইরাহি, গুনিরাহি—আপনার একট বিবাহবোদ্যা করা আছে, যদি আপনি অনুগ্ৰহ করিয়া আমাদের পরিবারের সলে কুটরিকা করেন, ভবে আমি চির্নিন আপনার অনুগত লেবড় হইরা থাকিব। তাহার কথার কোন জড়তা বা অস্পটতা হিল না। সাধুদীল এই দুবৰঞ্জীকে रमिता गरन गरन भूति क्षेत्रतं हुन्यः भूतवातः प्रमाति हारिता निविदक श्रीनिरक হাসিতে বসিল, "মাণিকভারার বর ভো নিজেই জানারের চতীক্তণ ছৱে Sensor with which it fills after the way, talk after the The same of the sa

পঞ্জিনাছে, এমন অভিথিকে ভো ভাল করিরা থাওরাইতে ছর। ভূমি মাঙ, আমি উনান ভালিবার উভোগ করি।"

শাধুর তিনটি পুত্রের একজনও বাড়ীতে নাই। বড় ছেলেটি মাছ
ধরিতে বাহির ছইরাছে; একা সাধু কোন্ দিক সামলাইবে, এজন্য একটু
চিন্তিত ছইল। গিন্নি বলিল, "মেজ বউ তুমি রান্না কর গিয়ে।"
অপর পুত্রবধ্কে জোগান দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করিয়া রান্না ঘরে
পাঠাইরা দিল। বেলা অনেক ছইয়াছে,—বাস্থকে স্নান করিবার জন্য
অক্ষর ছইতে তৈল পাঠাইয়া দেওয়া ছইল;—বাস্থ ডেল মাখিয়া নদীর ঘাটে
স্থান করিতে চলিয়া গেল।

এমন সময়ে বড় ছেলে মন্ত বড় একটা কই মাছ লইয়া আসিল এবং তার পরেই ছিডীয়টি কডগুলি বৈলসা, পুঁটিও কৈ মাছ ধরিয়া আনিল। ছোট ছেলে মোটা মোটা কডকগুলি চই এবং অন্যান্য লাক লইয়া আসিরাছে। বাসু স্নান করিয়া আসিলে টাটকা ভাজা মুড়ি ভৈল জুনে মাধিয়া ভাহাকে থাবার লেওয়া হইল। মুড়ির পরে আর এক দকা শুড়ের বাজালা ও চিঁড়ার মোরা আসিল, বড় বড় পাকা ভউয়া কল ভালিয়া ভাহার বস্ত কোরা, মর্ডমান কলা ও ভিলের নাড়ু দিয়া আর এক লাক লাকা হইল। ইহার পরে ঘন হুধ একবাটি ও বর্করার লাকা দেওয়া হইল। কলখাবার হিসাবে খাওয়াটি বেল উপালের হইল—
য়াক্ত দেওয়া হইল। কলখাবার হিসাবে খাওয়াটি বেল উপালের হইল—
য়াক্ত করেয়পুর্তি করিয়া খাইয়া চন্তীমন্তল হরে যাইয়া বেল আরামে মুমাইয়া শাড়িল।

### वार्क्षि-जांबा ७ महिरनव

्राह्मिक्स, काम करें बारण कींगे किया महावित्य प्रवृत्तिया विवास वर्षात जिल्लामें असल सार कर करें बाद कोंग्रेस काम काम क्रिकार केंग्र काम केंग्र কাঁচা আজ্লে বিবিরাছে, ভাষার বন্ধনা দেখিরা খাডাড়া নেই কাঁচা-বিবির বারগার বাটা লবা দিরা ভাগালি মারিরাছেন। কেল বউ কিয়ুডেই জালি কলাইডে পারিভেছে না। নুজন আন্ত্রীর অভিথি—ভাষার পাতে এই জালি কি করিরা দেওরা বার ?

> "ব্যস্ত হৈয়া মেক্ষ বউ ভালে বাবে খা। চরকা বেখন খ্যানর খ্যানর করতে নইল রা।"

#### রাছার দেরি দেখিয়া---

"ভাত্তৰে কৰে কিচিব মিচিব বেওৰে কৰে বাগ। কোটা ভিলক কাইটা খন্তৰ সাজ্যা আছে বাব ঃ কিথাৰ আলাৰ জন্যা মৈন অন কুটি কুটি। নোহামী আইসা বাগ কৰ্যা ধ'ল চুলেৰ মুঠি। মাৰ আভা বউ ছাড়ালো নিল হাতে ধৰ্যা। অন পান ক্ৰিডে দিল ভিন ছেলেৰে বাড়া। গ'

বাহা হউক, রান্নার পর্বব শেষ হইরা গেল, বড় করের আজিনার পাঁচ ধানা পিঁড়ি পড়িল। পাঁচ ধালা সাজাইরা তিন পুত্র সহ কান্**দী**ল ও নবাগত বাসুকে দেওরা হইল:—

> "পঞ্চ অনের সন্মুখেতে বিল পঞ্চ থাল , বাছর থাল চাইরা বেখ্যা সাধুর চন্দু হৈল লাল s"

ভাষার রাগের কারণ এই বে, বাসুর পাতে কেন ভাজাগোড়া নেওয়া হইরাছে ? এই উপলকে লাগু ভাষার সিরির উপর রাগ করিয়া এখাটি নাজিনীর্ব বকুজা করিল ; লে বলিল, "ভোনরা নেরেনায়ন হইরা সাল্যায়ার রীতি রাল না, অনালরে আনাম গৃহ ভালভাজে করিব। প্রাক্তরার করেব। প্রক্তরার করেব। প্রাক্তরার করেব। প্রাক্ ক্ষায় ক্ষায় বাগ করিব। নুডন বউটকে আফাডন করিয়া দাবিবে—এ সক্ষ ক্ষা কো পুৰস্থ যাতেই কানে।" এরণ ক্ষাটা শাল্ত-কন ন্যানীর ক্ষুদ্ধ ক্ষানিরা বাছর থালার বে নক্ষ ভাষ্যপোড়া বেওরা হইছাহিল, ক্ষাত্র। সিরি উঠাইরা লইল। কিন্তু বাস্থু ইহাতে পুব সন্তট্ট রইল না ;—

> "বাহু ভাবে হার কি হৈন এই বা কর্মে ছিল। মত বড় কই বাহ ভাষা দার বেশুন গোড়া দেল। দালু ভাষা, বেশুন ভাষা, ভাষা ভিলের র্ড়া। বেলন বিরা উভি ভাষা চাপ্টি কড় কড়া।"

এই সৰল মনের মত জব্য পাইরা সে থাইতে পাইল না। কিছু হৃথের মধ্যে একটা সান্ধনার কথা ছিল, সে বে এই বাজীর ভাবী জামাই হইবে, ভাহার ইন্দিত খণ্ডর ম'শায় দিয়াছেন।

হোট বউ আলিয়া কলাই শাক দিয়া রারাকরা কৈ মাহের মৃড়িঘট অনেকথানি দিয়া গেল। ততানি দিয়া বাহু অনেকটা ভাত থাইরা গৈলিত। তারপর বইলসা পৃঁতির চক্রতি আসিল, বাহু তাহার প্রতি থাইর করিল। নেলো ঘউ কিছুতেই ভাল গলহিতে পাতে নাই, সেই আবাগরা ভাল বাটিতে পড়িয়া রহিল, বাহু তাহা শর্ম করিল না। কিছ বোরালের পেটি দিয়া মুগ ভালের বে ঘট রারা হইরাহিল, ভাহা বাহু পুর ভৃতির সঙ্গে খাইল, তবে সেই ঘটে কিছু অনিক্রিক নাতার লকা পড়াতে ভাহা টক্টকে লাল বর্ণ ইইরাহিল, খাইতে ক্রেক ক্রিক ক্রেক ক্রিক ক্রেক ক্রেক

### "बेक्स बोब्स रक्या मानू वृत्ति वैदेन पत्न । बहै रहरम महारम बाजा बाक्स महिल हिर्द्ध हो

সাধু ভাছার ডিন পুত্র লইয়া বালুধালে মূখ ধুইডে গেল, কিছ কাছ আচমন-শালার বাইয়া মূখ ধুইয়া আসিল।

ভোজনান্তে তিন পূত্র ও বাসুকে সইরা নিরা সাধুদ্দীল চতীয়ওপ করে বিনিল। সেথানে নে বাসুকে বন খুলিরা নোজাত্মনি ভাবেই করেনটি কথা বিলিল:—"আনার মাণিক বেবন স্থানী, তেননই ওপৌলা। নে এইট সংসারের কান্ধ এতটা করিতে পারে বে তা কেমিলে পুরুষ মানুলেইট তাক্ লাগিরা থাইবে, কিন্তু নেজাতটি একটু কড়া, অবথা হতকেশ বা সর্বারী করিতে আলিলে, তাহার নাক কাটিরা রাবে—এই বা একটু ফুলান্ত প্রকৃতি। তোমার বরে থাইবে, সে ভাল কথা; কিন্তু ভোনার একটি ক্ষমানিকালা করি—তোমার যা বাপ নাই, বরে মিতীর বাক্তি নাই, মানিক কেনন করিরা এই অর ব্যাসে করের কান্ধ একলা করিবে, ঝোলান সেকার্যার পরিত্য লোক নাই। কাহার সঙ্গেই বা হান্ধও আলাপ করিরা প্রস্তাইরে ই আর তুমি পুরুষ হেলে, রাভ বিরাভে বিল কোন সম্বন্ধ বাজীয়ে উল

## विवादक विव चित्र

ক্ষিম আইনোই বাসুকে নেবিয়া পালন বহুঁয়াকে ভারানের একমন স্থানিক কৈন বাব, আমানের নেকেন্স কেন্দ্র ভারতীয় নিকা ইইমানে হৈ পর্বাল বাবনা পরার করা ভারত—— স্বাধিকানার স্থানিক ক্ষেত্র নিকা আন্তঃভারতীয় স্থানিক বিশ্ব প্রাপ্তিত বিশ্ব ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র নিকাশিক্ষানার নিকাশিক্ষানার নিকাশিক্ষানার ক্ষিত্র বাবনার ক্ষিত্র ক্ষি শাশুশীল এবার আর অমত করিল না। বউ ডিন জন ও সিরি, ভাহারা সকলেই অনুকৃত মত প্রকাশ করিল।

विवादक मिन देवनाथ मारमज व्यवस्थारभे हरेत निर्मिष्ठ हरेन :-

"বিকাল বেলা থাইল বান্থ কৃপ্প আর চিড়া। বুজি চাদর লৈয়া বান্থ বাড়ীতে আইল কিরা ॥"

বাস্থ গণক দিরা পঞ্জিকা দেখাইয়া ৫ই বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির করিল। লে ৩০০ পণ স্বরূপ সাধুনীলকে দিল। বধারীতি বিবাহ হইয়া গেল।

> "বিশ্বার রাতে তিন বউ আর পাড়ার বত যাইরা। মনের মত আমোহ করে নানা গান গাইরা।"

ত্ত্বী-আচার সমন্ত স্থানপাদিত হইল। মাজা চোপ মূহিতে মূহিতে ক্ষ্যাকে আত্মিবাদ করিল। অন্যান্য আচারের পরে মাকে প্রণাম করির। ক্ষাবিক্তারা আহার হাতে কিছু ইন্দুরের মাটি দিল—এই মাটি দেওরার মন্ত্রটি ক্রাব্রণ ক্ষরিতেও লে ভূলিল না:—

"এত দিন বা থাইবাছিলাম মা কিবাইবা দিলাম ভাই। জন্মের মত ধব লোধ হইল এখন আমি বাই।"

**और मंबक्कि लरे**जा मूजनमान कवि अक्ट्रे स्निय कतिया विनियास्त :---

"দেক ব্যাতি আনাং উলা হানি হানি কয়। কৰা তনি ছ্যুগে য়বি এই বা কি আৰু হয়। মাৰের ব্ৰেট এক কোঁটা ছুখ হয় বে মহা জী। ছনিয়ার কেউ ভ্ৰিবাৰে নারে নেই কণ। হেকুম পাল মহাপাল এই কবা কি বাঁটি। বেৰাক কা গুইখা গোল বিয়া ইকুম মাটি।

ীৰ্যপ্ৰাৰ্থ নিৰ্দেশ নাশিকভাৱা এক কৰা কোনে কাৰ্যনে নাকাৰে সমিন্ধ নিৰ্দ্ত কেব পাছকে শীল পাঠাইয়া কেবলা নয়।

### হরিকেল পাখী থাওরার নায

বর ও কনে বাড়ী ফিরিরাছে। কাছর মা পড়সী সইরা আসিরা বউকে দেখিরা থুব খুসি, তারা বলাবলি করিতে লাসিল, বোটক অভি চমৎকার হইরাছে। বাহ্ম আর বর হইতে বড় বাছির হয় না।

একদিন ছপুর বেলা খাওয়া লাওয়ার পরে বাসু খুব পরম বোধ করিল।
গ্রীম্মকাল—লে ঘরে থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া বাগানের পাছ পালা
দেখিতে লাগিল, লেই সকল গাছের নূতন পাডা জন্মিরাহে, ভাহাদের
স্পর্শে শীডল হইয়া বারু ভাহার অল স্পর্শ করিল, লে কডকটা লোরাভি
বোধ করিল এবং দূর আকাশে বেখানে কডকগুলি পাখী উড়িভেহিল—লেই
দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এদিকে মাণিকভারা স্বামীর পাওরার পরে নিজেও স্থাহার শেব করিয়া পান সাজিয়া নিজে একটা খিলি পাইয়া পানের বাটা হাতে করিয়া পাইয়ে পুঁজিয়ে লাগিল। পুঁজিয়া পুঁজিয়া সে হররাণ হইল, কোপাও বাস্থু নাই গুডারপরে গাহগুলির কাঁক দিরা দেখিতে পাইল, একটা দূর পাছের নীতে গাড়াইয়া বাস্থু আসমানের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছে।

ভাড়াভাড়ি খানীর কাছে বাইরা লে বলিল, "আমি সারাবাড়ী ভোলাকে খুঁজিরা মরিভেছি, ভূমি কোধার হিলে বল ভো ে এই পাছ ভলার ইন্থেইট্রা উর্দ্ধে কাছার চিন্তা করিভেছ লামাকে এই করেক দিনের আইট্রা মন ইইডে বিভার করিয়া দিবাছ গেঁ

বাস্থ বলিল,

িদুই আহার কলিবার হাড় চোবের কারজ। ক্রিয়া করা ক্রিটা ভারত হটনা কি নাইল টি

Mornin Alle, "un vivier lighten alle gent pas le alleman :" বাস্থ বলিল, "এই গাছটার উপর হরিকেল পাখী বাসা করিরাছে, আমি হরিকেল পাখীর মাংস বড় ভালবাসি, কিন্তু পাখীগুলি টুঁ খলটি হইলে উড়িয়া আকাশের উপরে—খুব উচুতে উড়িয়া যায়। এগুলি ধরিবার কোন উপার দেখিতে পাই না।"

মাণিকভারা স্বামীকে আদর করিয়া বলিল, "এই কথা। তুমি হরিকেল পাখীর মাংস ভালবাস, আমাকে আগে বল নাই কেন ? আমি এই পাখী ধরিবার কোশল জানি। তুমি এখনই আমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও, সন্ধার আগে ফিরিয়া আসা চাই। সেধানে বলিও, মাণিকভারা ভাহার বাঁটুলি ও ধয়ুক্টা চাহিয়াহে।"

বাস্থ চলিয়া গেল। এই অবসরে মাণিকভারা কডকগুলি মাটার গুলি ও তীর বরে বলিয়া ভৈরী করিল। সন্ধার পূর্বেই বাঁচুলি ও ধছুক লইয়া বাস্থ্ বাড়ী কিরিল এবং স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল, "এসকল ডো পাইলে, এখন বাঁচুলি ও ধছুক চালাইবে কে?" উত্তরে ভাহার স্ত্রী বলিল, "কেন আমার ধছুক ও আমার বাঁচুলি আমিই চালাইব, ইহা আবার চালাইবে কে? এখন ভূমি বল কয়টা হরিকেল পাখী ভূমি চাও?"

বাস্থ বলিল, "আজকার জন্ম ছুইটি মার, ডোমার ওস্তাদির পরিচয় পাইলে কাল ছুইডে রোজ এক এক গণ্ডা করিয়া আমায় দিও।"

মাণিকভারা ছুইটি গুলি লইরা সন্ধান করিল। দেখিতে দেখিতে ছুইটা পাখী ভাহাদের পায়ের কাছে পড়িয়া আহাড়ি বিহাড়ি করিতে জালিল।

ৰাত্ম কহিল, "থক্তি মেরে, একেবারে ছুইটিকে শিকার করিয়াত † ভোমার হাত এত পাকা, ভূমি বে আযার চমকাইরা দিরাহ ?"

ভাহার স্থী বলিব, "আমি ভীর দিরা একবারে চারিট মারিতে পারি ও বাঁচুলী দিরা একসংক পাঁচটি নিকার করিরাছি। আনাদিরের অক্সনে রাজবাড়ীতে দারু ও পুমারু নামে কোঁচ জাতীর চুইজন ধাসুকী কাল করিও। ভারা প্রারমই ভীরন্দান্ত ছিল যে, ভারা এক একজন একলত পাই মুলি করিতে পারিত। আমি এই চুই ওতাবের কাছে ভীর প্রাণনা শিক্ষিয়াই। দানিকভারা প্রমূত

বলি একশ শক্ত আমার কাছে গাঁড়ার ও আমার হাতে তীর-বছুক পাকে, তবে নেই একশ লোককে আমি হটাইরা দিতে পারি।"

বাসু নিংখাস কেলিয়া ভাবিল "এমন ব্রী বনি **আবার সলী হয়, ভবে** আমি রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিতে পারি।"

### স্থামীর মনের কঠ

কিন্ত মাণিকভারা দেখিতে পায়, ভাহার স্বামী বেন সর্বাদা বসিরা বিসরা কি ভাবে। সে কাছে গেলে ভাহার দিকে চাহিতে ক্রম্মাণায়, কি যেন একটা গোপন ব্যথা সে চাকিয়া রাখিতে ক্রেইা করে, ভাহার পূর্বের প্রকৃত্রভাব আর নাই, এমন কি ভাহারও সক হাড়িয়া সে এক্লা থাকিতে ভালবাসে।

মাণিকতারা ভাবিরা পার না ভাহার স্বামীর কি হইরাছে, স্বর্ণচ দে নিজে না বলিলে উপবাচিকা হইরা ভাহার মনের কথা জিজাসা করিছে সে সভাচ বোধ করে। স্বর্ণচ স্বামী-জীর মধ্যে বলি একটা সরল ভাব না থাকে—ভবে দাস্পত্য জীবন স্থাপের হয় না। মাণিকভারা ভাবিরা ভাবিরা ক্রম হইরা গেল।

কিন্ত একদিন সে মরিরা হইরা খানীর কাছে উপস্থিত হইরা
জিজালা করিল—"ভোমার লোণামূশের এরণ বিবর্ণতা আবি আর লছ্
করিছে পারিভেছি না। বল, ভোমার কি হইরাছে ? আমাকে কেম্বিরা
ভূমি পালাইরা কের কেন; এভাবে কি সংলারের শান্তি থাকিতে পারে ?
বলভ আনের খানী; ভোমার কি হইরাছে, ভোমার পারে বনি ভূম-ক্ষিত্র
বিধি আহা উঠাইরা কেলিভে আবি বে আন পার্ডেড লিভে পারি, উল্লে কি ভূমি আম রা দ্বী বলিভে বলিভে বাবিকভারা আলিরা থানার হার্ড ক্রি "আবারে না ভনাইলে কথা, থাইব না আর ভাজ।" "সেই কথাটি কওনা গতি আমি ভোনার বাসী। আমারে কহিতে ভরাও আমি কি অবিধাসী।"

বাস্থ বলিল, "তুমি আমার গোপন কথার মালিক। আমি অবস্থ ভোমাকে সকল কথা খুলিরা বলিব, কিন্ত ভারা, বড় কুথা পাইরাছে, তুমি বাইরা ভাল করিরা রাল্লা কর। আমি ডোমার সঙ্গে খাওরার পরে মনের সমস্ত কথা ভোমাকে খুলিরা বলিব।" মাণিকভারা খুব রসাল করিরা ছরিকেল পাথীর মাসে রাল্লা করিল। উভ্তরে তৃত্তির সঙ্গে খাইরা শরন মনে আসিরা বসিল।

বাস্থু মাটি খুড়িয়া সেই অলভার ও মোহরের হাঁড়িট বাহির করিল।
স্বাহ্মত ও অলভারের সেই বিশাল পোঁটলাটি দেখিয়া তারা বিবম বিশ্বিত
ভইল :—

"ৰথ দেইবা মাছৰ বেষন উঠেরে চৰকি।" "মাণিক ডেমনই উঠন চুকু ছুইটি মেইলা। প্ৰতিম হিকে চাহি কাহে এ সৰ কোবা পাইলা।"

বাসু বলিল, "নেই কথা ডোনাকে জানাইতে তর হয়, এই বত আমি থুব আডকিড। ডোনার প্রাণে পাছে ব্যখা দেই, এই তরে আমি ভালা মনিতে পারি নাই। কাছ বালা ও ডাবার মা—আমানের বড় হুঃখ-বিশবের বিনে বে উপকার করিয়াহে—ভালা বলিবার নহে। কৈবকে ভাল কালার করে বনে নাক্ষমে ক্রিয়া আমি কড কল চুরি করিয়া খাইবাছি। আমার কাল লবছা অভি ধারাণ হিল, কাছ বালার না আমানে ক্রেয়াল প্রাণিশ্রমা ক্রিয়াহে, ইহাবের অব আমি ক্রিয়ার বালার না আমানে ক্রেয়াল বালিপালা ক্রিয়াহে, ইহাবের অব আমি ক্রীয়ার করি ক্রায়ার বিষয়ের ১ আর্থন ক্রায়ার ব্যক্তির বিষয়ের ১ আর্থন ক্রায়ার করি ক্রায়ার বিষয়ের ১ আর্থন ক্রিয়ার করি ক্রায়ার বিষয়ের ১ আর্থন ক্রিয়ার করি ক্রায়ার বিষয়ের ১ আর্থন ক্রেয়ার করি ক্রায়ার বালি ক্রায়ার বিষয়ের ১ আর্থন ক্রায়ার করি ক্রায়ার বালি ক্রায়ার বিষয়ের বালার ক্রিয়ার বির্মার বালার করি ক্রায়ার বালার করি ক্রায়ার বিষয়ের ১ আর্থন ক্রায়ার বালি ক্রায়ার বালার বালার করি ক্রায়ার বালার বালার করি ক্রায়ার বালার বালার

এই আলভার আনি মনে মনে বড় কট পাইডেছি। এই বিশ পাঁচিণ নিয়া আনি অর্থের চেটার কালুকার সজে বাহির ছইডে পানি নাই। ভোষার ট্রাক মুখখানি বদি আসার এতি স্থায় কিরাইয়া লও, তবে আমি ভোষার বাইব ? আসার পারের ডলের সাটি বে সরিয়া বাইবে।"

### লীর ভরসা কেবচা

এই কথা শুনিয়া ভাষা হাসিতে হাসিতে বলিল :---

"এই কারণে প্রাণপতি ভোষার এত ভর।
সব কাজে আমি হব ভোষার বোসর ঃ
নারীর ইট বেথ হৈল পতি বহাজন।
বিনা কথার নারী করবে ভার পথে প্রম ।
ফুলাজ করিয়া বহি বিজে বলে প্রাণ।
বরের নারী রাখ্বে হিয়া আগন জান ।
আমি হব ভোষার দালী ভাবনা লজা নাই।
আমার কাছে আছে বা ভাবেন গোলাঞি ।"

বাস্থ নিজের জীর কথা শুনিরা পুর উৎসাহিত হবঁল, ভাহার নেহে কেন
নূতন বল সকারিত হবঁল। সে প্রথম পুলিরা সমত কথা ভারার নিউট
ব্যক্ত করিল—''আরি আর কাছলা ভাকাতি করি, কিছ আমানের এক প্রথমীন
শক্ষ প্রধান কালু সর্কার, ভাহারও একটা নল আছে। ভাহার সলে আধ্যয়
ক্যিতেই পারিরা উঠিতে পারি না, ক্তবার ভাহার ঘারা বৃত হুইরা বে কুড
লাজন পারিরাছিল বিশানে পরিরাহি—আজা বলিবার আজা ক্রিয়ার নিরাহিত
লাজন পারিরাছিল বিশানে গভিনাত্তি—আজা বলিবার আজা ক্রিয়ার নিরাহিত
লাজন পারিরাছিল বিশানে গভিনাত্তি—আজা বলিবার নিরাহিত
লাজন ক্রিয়ার ক্রমানারারার প্রতিবিদ্যান ক্রিয়ার ক্রমানিরাহিত
লাজন ক্রমানারারার প্রতিবিদ্যান ক্রমানির ক্রমানিরাহিত
লাজন ক্রমানারারার প্রতিবিদ্যানের ক্রমিন্ত ক্রমানির ক্রমানিরাহিত
লাজন ক্রমানারারার প্রতিবিদ্যানের ক্রমিন্ত ক্রমানিরাহিত
লাজন ক্রমানারারার প্রতিবিদ্যানের ক্রমানির ক্রমানিরাহিত

আনির্নান্তনি সৃষ্ট করিব। কালু দাদার সলে এই পরামর্শ পাকা হইরা আছে, কিন্তু রাজে আমি গেলে ভূমি একলাটি কি করিরা থাকিবে, ভাই আবিরা আমি কিছু ঠিক করিতে পারিভেছি না, কোন বিপদ আসিলে জোমাকে সাহায্য করিবার কোন লোক নাই।"

মাপিকভারা বলিল, "ভূমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেক, জানিও আমি মেরে মান্ত্র হাইলেও কুড়িটা পুরুষকে যাল করিতে পারি, আমি আর পঞ্ থাকিব; ভূমি সক্তব্যে চলিয়া যাও।" পরম সন্তোষ সহকারে বাসু যাইবার জন্ত প্রেজ্ঞ হইল। সেই ভণ্ড অলহারের ভাশু ভূলিয়া আনিরা মাপিকভারাকে সে নিজ হাডে সাজাইল। ভারা সেই সকল গয়না পরিয়া অপ্লরা জ্ঞায় বলমল করিয়া উঠিল। বাসু ভাহার এই পরীর মত সুম্পরী জ্রীকে আজ্ব সোহাগ ও আদর করিতে লাগিল। স্বামীর আদরে মাপিকভারা বেন হাডে বর্গ পাইল।

"নারীর কাছে পতি বেমন অভের নচন। পতি হৈল চাকের ব্যু, বুক্তে বেমন। পতির ভালবাসা পাইলে জ্জার নারীর বৃক। পতির কাছে আবর পাইলে নারীর বে কড ছখ। পরনা গাটি পইরা ভারা মনে ছখ পাইল। বাছর চরপের ধুলা যাধার লইল।"

## হর ভোডা টাকা

গাছের অঞ্চালে রোগ দেবা ঘাইডেজ, টোলা প্রায় পেব। কায়ু-মানুর বংগ বিশ মান বলিষ্ঠ লোক, ভালের হাডে চাল, সভাতী ও লাটি। কায়ু আয়ু বার্থা হাডে এক একবানি ইকো নাহন। পালাপবাড়ীর কায়ুন্ত ক্ষিত্র ক্ষিত্র প্রক্রিয়া ক্ষিত্র। ক্ষ্মিত্র ক্ষমিত্র ক্ষ্মিত্র নাছুর পাতিরা বসিরা কডকঙালি চিকা ও "সিনি সাম্পা" বন্দু শানিছে পেট ভরাইল। অদুরে রাখালরাভার বাঁছি, ফল অভি নির্মিণ অক্টিকের মত বন্ধ। সেই ফল অঞ্চলি ভরিরা পান করিরা কাছু বনের লোকরিবার্ক্ত বলিল, "ভারা টাকার থলিরা লইরা এই দীখির পাড় দিরা বাইবে। আঞ্চলগো গুক্রবার, কালু আফ আর বাহির হইবে না, জুমাবারে ভারা লাফ বার না, ভুভরাং এটা মন্ত বড় স্থবোগ, ভোরা এখানে বলিরা বাঁছ। ভোড়া লৃতিরা চলিরা বাইবি, আর শক্ত পানীর কাহাকে পাইলে বরকার হুইলে এই দীখিতে কাটিয়া কেলিয়া বালোভল লাল করিরা হাড়বি।"

অন্তর্কণ মথেই দূর হইতে গরুর গাড়ীর "যার যারানি" শব্দ শোরা গেল। কাছু বলিল, "ওই আসিডেহে, ডোরা ঠিক হইরা লাঠি হাতে গাড়া।" ইহার মথেই হুম হুম করিয়া হুয় কন জোরান মর্দ্দ হুয়টা বড় টাকার ডোড়া মাথায় করিয়া আসিয়া পড়িল, একজন ঘোড় সোরার, ভাহারের অগ্রবর্ত্তী পাহারা। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ে ধূপ করিয়া লাঠির বাড়ি পড়িল এবং ঘোড় সোয়ারের মূওটা সেইখানে গড়াইয়া পড়িল। হুয়ট বাহুকের মুখ্দ পরকলেই দীঘির পাড়ে পড়িয়া রুইল এবং ভাহারের মাথার টাকার ভোড়া অনুস্ত হইল। কাছু সেই টাকার ভোড়াসহ করেকজন লোক ও বাহ্মকে গজের হাটে বাড়ীডে পাঠাইয়া দিল। কিছু ইহার মথেই রাখাল-রাজার দীঘির পাড়ে একটা থবারাত্তি কাও উপছিড হইয়াছে। কালু সর্দার কোন ক্রমে সংবাদ পাইয়াছে যে ভাহার মুখের শিকার কাছু ও ভাহার দলকে অনুসর্গ করিল। কাছু ও ভাহার বলেরে পাঁচ জন জোক বলী হইল।

#### কাল্য হতুৰ

কানু সৰ্বায় অনুস বিল—"এ নালা কানুকে বীধ নায়েল কৰা নিলা" শীত কৰ লোককে নিঠ লোক কিয়া হাত বীনিয়া কৰাল কৌকায় **উটা**ইনে। ক্ষিপু ইকুম করিল, "কাল সকালে ইহাদের বিচার হইবে। ইহাদের সকলকে কিও পঠ করিলা কাটিব। আল বিআম করা বাকি। ডোমাদের মধ্যে কাইটেগর অবসর আহে, ভাহারা মুরদী রসুই কর এবং বিচুড়ি রালা কার। আল রাত্রে থাইরা দাইরা বিআম করা বাক। কাল ইহাদিপকে

ভক্ষা করিয়া টাকার ভোডার সভান করা বাইবে।"

ইহার মধ্যে ছয় ভোড়া টাকা লইয়া বাসু আসিয়া কাছুর মার বাড়ীতে পৌছিল। কাছুর মা বলিল, "সে কি বাসু টাকা ভো আসিল কিন্তু আমার কাছুকে কোখায় রাখিয়া আসিলে ?"

বাস্থ বলিল "মাসীমা, ভয় নাই, কামুর সঙ্গে আমার দলের লোক আছে, আমি টাকার ডোড়া কয়েকজন বাহকের কাঁথে চড়াইয়া দিয়া শীভ্র শীভ্র আসিয়াহি, কামুদা এখনই আসিয়া পড়িবে।"

এমদ সময় ৪।৫ জন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিরা বাস্থকে একটা
নিরালা জারগার লইয়া সিরা সমত অবস্থা জানাইল। কারু ও ভাহাদের
কলের করেকটি লোককে যে কালু সর্জার ধরিয়া লইয়া সিরাহে এবং
থরদিন ভাহাদিগকে কাটিরা কেলিবে এবং এখানে বাড়ী সুট করিতে
আদিকে, এই সমত সংবাদ বাস্থকে দিল। বাস্থ এই সংবাদে অভ্যন্ত
অভিস্ত ছইয়া পড়িয়া মাণিকভারার কাছে সমত্ত অবস্থা জানাইল এবং
কার্যাকে উদ্ধার ক্রিতে যে সে এখনই বাইবে ভাহাও বলিল।

বাশিকভারাকে একা বাড়ীতে রাখিরা বাসু রওনা হইরা গেল, লে পথে সংবাদ পাইল কালু সর্কার আজ আর ভারার বাড়ীতে কিরিবে না, বালের ঘাটে ভাহার নোকা বাঁবা ও লে একং ভাহার দলের পোটেকর্মা আহারাদির পরে বেশ পুরাইভেছে।

কিছ বাস্থু দেই নোকা আক্রমণ করিতে সাহস পাইস না। স্থাবিধার অতীকার সে একটা কোনের স্থান সুক্রাইরা রহিস।



"८२ कर बोक्रांड ८५६ व ५ टिवरा (क १ डाइन ६१इन के अन्यान

# নৰ্ছকী সাজা ও চুলুকে বাঁধিয়া কেলা

মাণিকভারা কাছকে কিন্নপে উন্ধার করিবে, ভাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া লে ভাহাদের ভাল নানা রঞের সুক্তর নৌকা থানি সাজাইতে হকুম দিল। এবং খামীর অনুরক্ত করেক জন খুব বলিষ্ঠ ভাকাইতকে নৌকাতে উঠিতে বলিল। এদিকে বরে আলিয়া পশুকে নানারূপ অলভারে দেবী প্রতিমার মত করিয়া সাজাইল এবং নিজেও সুক্তর বেশভ্যায় সজ্জিত হইয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা ধয়য়া থালের উপর বিল্লা হেলিয়া ছলিয়া চলিল। লে জানিতে পারিয়াছিল বে আজ কালু কর্মায় বাড়ীতে নাই, স্থতয়াং সেই বাড়ীর দিকে নৌকাখানি বাহিয়া লইয়া থালেক দিল। পঞ্ খেম্টা সাজিয়া কুমুর কুমুর শক্ষে নূপুর বাজাইয়া নাচিতে লাগিল এবং মাণিকভারা ভাল রাথিয়া গান করিতে লাগিল, সলের লাকেরা খুব হাস্ত-পরিহাস করিয়া দোহার করিতে লাগিল।

কালু সর্জার বাড়ী ছিল না, কিন্তু ভাহার লম্পট শিরোমণি মুবক পুত্র ছপু বাড়ীতেই ছিল। সে দেখিল—একখানি মুন্দর রঙ্গীন নৌকা ছাহারের খাল দিরা চলিরাছে, ভাহাতে বহু দীপ অলিতেহে, সেই দীপালোকে নানা অলভারে ভূবিভা এক বোড়নী রমনী নাচিতেহে এবং আর একটি মুন্দরী ব্বতী অভি মিট্ট বরে গান করিতেহে। সলীদের কলহাতে এবং পরিহাল রসিকভার নৌকাখানি বেন পাখীর মড উড়িয়া চলিয়াছে। কালু সর্দারের উপযুক্ত পুত্র ছুলুই সেখ চিংকার করিয়া বলিল,

শ্বন্দর নৌকাডে চৈড়া নাচ ডোমরা কে ? ভাল চাড় ভো কালুর ববে পরিচর বে ১°

ভাষার আন্তেশে দাবিরা যৌকাধানি কালু সর্বারের ঘাটে সানাইক। সাবিকভারা যদিল, "আসরা কাজি সামেরের স্নোক। তিনি থরের উপর উামু খাটাইরা কার্যনের আবা বাকী রাজীয়ে বাব আসায়ের বিয়া জীয়ায় পোন পাল নাই; আমরা এই সুযোগে একটু আমোদ প্রমোদ করিতে বাহির হইরা পড়িরাছি।"

> "এই সময়ে আমরা কিছু দাক থাইবা নাচি। পাইলে বিদেশে বঁধু বৃক্তে করে রাখি। আপনার কাছে আসছি দাক কর দান। নৌকাতে আসিয়া বৈস ঠাপা কর প্রাণ।"

ছ্পু লেখ মহানন্দে লাক্তর ভাঁড় লইয়া নৌকাতে আসিরা বসিল। মাণিক-জারার ইন্দিডে মাঝিরা খ্ব ফেডবেগে বাড়ীর দিকে নৌকা চালাইরা কলেম হাটে পৌছিল। লাক্ষণানে উন্নত ছুলু সেখের অন্ত কোন দিকে খেরাল ছিল না।

বাড়ীতে আনিরা ভারা ছুলুকে একটা লোহার শিকল দিরা থামে বাঁথিল এবং দৃত মুখে কালু সন্ধারের নিকট খবর পাঠাইল যে কান্তকে থালাস দিলে ভবেই ছুলুর প্রাণের আশা থাকিবে,—কালু যদি কান্তর কোন অনিষ্ট করে,

"মাৰিকভাৱাৰ হাতে বাবে চুলু চোৱাৰ মাথা"।

এইরপে মাণিকভারার কোশলে ও বাহনে বাস্থ ও কাছ বিপদ-রুক্ত হইল।

#### বালেচনা

भागीय विदेशीमानं स्थापकी कृत्य और नामानि गर्न्सीय देशादिनी। विमे नामानि बामारक नीजिया निवाब गरेत रहेन्य नारकांक नेतेन विद्यानी অবশ্ব তিনি বছদিন হইতে য্যালেনিরা রোগে ভূকিতেনিগের, ভিছ তথানি আমরা তাঁহার এই আকম্মিক মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত ছিলান লা। স্থারও ছয়বের বিষয় এই পালাট ভিনভাগে বিভক্ত, ভাষার প্রথম্বাংশ বিহারী বাবু সংগ্ৰহ কৰিয়া সিয়াহেন। তিনি কাহাৰ নিকট হইতে এই **অংশ পাইক্র** ছিলেন এবং অপর ছুই ভাগ কোষায় পাওয়া বাইবে, ভাষায় কোন সভানই আমাকে দিয়া বাইতে পারেন নাই। শেব পত্তে ভিনি কেবল এই লিশিয়া-ছিলেন বে, পালাটি দীর্ঘ এবং একজন গায়েন সমস্ত পালাটি জানে না, বাছারা বাকী চুইভাগ বাবে—ভাহানের বাড়ী কতকটা দূরে; প্রভরাং সমগ্র **পালার্কি** সংগ্রহ করিতে একটু বিদয় হইবে। কিছু এই বিদয় নির্মিকদের বিশ্বর পরিণত হবল। পালার বর্ণিভ স্থানগুলি ঘটনাটির লীলামূল, বন্দুসুর কর, গঞ্জের হাট, খড়াইএর খাল, বাইলা খালি, দশকাহণিয়া, সেরপুর বাহুকির উল্লেখ বারা স্পষ্টই মনে হয় যে সেরপুর অঞ্চল বৌজ করিলে হয়ত এই গানের অবশিষ্টাংশ মিলিয়া যাইতে পারে, আমি এডদুর্থে চেষ্টার ক্রটী করি নাই। প্রথমতঃ চক্রকুমার দে মহাশয়কে পাঠাইরাছিলাম। জিনি এই গানের কিছু কিছু ভশ্নাংশ সংগ্রহ করিকেও বাকী অংশ উদ্ধার করিছে পারেন নাই। জীবৃক্ত আশুভোৰ চৌধুরী এবং কবি জনিবৃদ্ধিন সেরপুক্ত যাইরা বিকল মনোরথ হইয়া কিরিয়া আসিলেন। বিহারী বাবুর বাড়ীভে পরিত্যক্ত কাগৰণত্র ছইতে এই গানটির কোন চ্চিস পাওয়া গৈল না, তথাপি আমি এসম্বন্ধে নিরাশ হট্ট নাই—ভাবিরাছিলার এক্টিন না একটিন আমার চেষ্টা সাক্ষ্যমন্ত্রিত হইবেই। কিন্তু বিশ্ববিভালর আমানে কাল হইতে অবসর দেওহাতে আমার বে সুযোগ সুবিধা ছিল, ভাষ্ট চলিছা গেল। ভাহান্ত পরেও আমি চেষ্টা করিরাছি, কিছ এই পরী-দীভিকা সংগ্ৰহ ক্ৰিডে বে বৈৰ্থ ও সহিষ্ণুতার গৰকার হয়—ভাহা সময় সাগে<del>ক</del>। কিছু দিন সেই স্থানে থাকিয়া নানাজনের বারা জৌ না করিলে সে কাজ সিভ চটবার নচে।

व्यक्ति स्थान स्थान वाय बाजा क्रिक्ट । जानवार नाम क्रिक्ट पातार कार्यक्रिके विकेट विविद्यालय सिन् क्रिक्ट्राक्ट स्थान स्थान स्थान আনার যন্ত নিশুর্ণকে আপনার। আদর করির। থাকেন, ইহাই আমার জোর।" এই সকল কথার মনে হয়, তিনি নিক্ষিত না হইলেও পালাগান রচনা করিয়া লে অঞ্চলে তাঁহার বেল প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গানটি আছন্ত পড়িয়া লেখিবেন, তিনি সরস্বতীর বর-পুত্র না হইলেও প্রকৃতির বর-পুত্র ; তাঁহার মুখে কবিতা অনর্গল আসিয়াছে, ঘটনা নিয়য়ণ ও বিয়য় বছর প্রতি লক্ষ্য রাখার তাঁহার ক্ষমতা অভুত। এই গানের যে সকল ছান আমি উত্বত করিয়াছি, তাহার ভাষা কতক কতক আমি বদলাইয়া লিয়াছি, তাহা না হইলে তাহা একেবারে ছর্কোধ্য হইত। মূল গায়টি পূর্ববন্ধ-কীতিকায় পাইবেন। সেখানে দেখিবেন—ভাষার য়প একবারে প্রাকৃত। "নাটের খতি" অর্ধ যে লাটের কিন্তি তাহা সহজে কে বৃক্তির ?

এই আশ্চর্য্য কবি যখন ক্রম্মপুত্রের বর্ণনা করিয়াছেন ডখন সেই মহান ও ভৈরব জল প্রবাহের দর্শনে কবির স্বাভাবিক বিশ্বর যেন ফুটিরা বাহির হইয়াছে; ইহার বাণী বল্লাকরা; বাসুর মারের মৃত্যু ও কবিরাজের চিকিৎসা ছুইটি পূর্চার মধ্যে যে ভাবে চিত্রিড হইয়াছে, তাহা অন্তত শক্তির পরিচারক। এই বর্ণনার একদিকে করুণরস, অপরদিকে ব্যঙ্গ। চিকিৎসক জাভির প্রভি ক্ৰির একটা অঞ্জা জ্বদয়ের পূব নিভূতে বিভ্যান ছিল, কিন্তু ভাহা অভি-মাত্র পরিহাস-রসিকতা বা অতাধিক করুণরস ছারা আচ্চর করেন নাই। বর্ণনাগুলি বর্থায়থ, কিন্ধু ভাছার মধ্যে অভি সংগোপনে কল্পনদীর প্রবাহের মত একটা ব্যক্তের রসধারা বহিয়া ঘাইতেছে, এই ব্যক্তের এডটা প্রকাশ হর নাই বে, মুড্যুর কক্ষের নিত্তক পবিত্রতার হানি হয়, শেষ পর্যাত্ত পঞ্জিলে বরং বাস্তর মার জন্ত পোকেই পাঠকের মন আর্জ হইয়া যার। এড আৰু কথায় বাজুর যার আকরণ বে ছবিধানি পাঁড়িড হইরাহে ভাহাড়ে এই কুটিরবাসিনী দরিজ বিধবার ছাবে মন বিগলিত হইরা বার একং আঁহার নিজের বিভন্নতা ও ধর্মস্কীক্ষতা পাঠকের আত্মা উৎপাদন করে। और कवि एतक मेंभा ना चारनंत कनम विदा करें अविरवत सामाकन अविद्याप्तरंगं किंद्र क्षणिक विद्यांनि त्रवित्म कत्र वय त्या माध्या क्षण কৰিয়া কৰিকে সোনায় কৰ্মৰ কিয়া সংক্ৰিয়া কৰি। বালিয়াস্থানিয়

মানিশ্বভারা ৩০০

পাড়ে মাণিকভারা ও বাহ্মর প্রথম দর্শনে নিভান্ত প্রাকৃত কুমকজ্ঞান্তিত কথার মধ্যেও বেন বৈক্ষর মহাজনদিগের পূর্বারাগের পদ ক্ষক্তে হইরাতে।

সাধুশীলের গৃহে রন্ধনের বর্ণনা, বউলের রায়া, খণ্ডর খাণ্ডড়ীর কথাবার্ডা, পুরাতন ভাল চড়াইয়া দিয়া ভাহা দিন্ধ করিবার লক্ত কড়াইএর উপর কাঁটা দিয়া ঘাঁটাঘাঁটি,—মেল ছেলের ক্ষ্মার ভালার দ্রীর চুলের মৃত্তি ধরিয়া প্রহারের চেটা এবং গিরি আসিয়া ভাহাকে হাত ধরিয়া নিরন্ত করা—ইভ্যাদি দৃশ্য থব রহস্তজনক ও উপাদেয় হইয়াছে! বামুর শান্তর্মগৃহে প্রথম ভোজন ব্যাপারটাও অভিশয় হালয়গ্রাহী ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে। বামুর স্ত্রীর কাছে নিজের ভাকাতি-র্ত্তির কথা সংগোপন করার চেটা, মাণিকভারার পাখী নিকার প্রশৃত্তি অপরূপ কবিছচ্টায় উল্লেল হইয়া উঠিয়াছে। মোট কথা, এই পুত্তকখানি পাইয়া প্রথমে আমার মনে হইয়াছিল বে আমি একটি অর্ণথনির আবিদার করিলায়, সেই মূল্যবান খাড়ু নানা আবর্জনা ও ধূলি-বালু মিঞ্জিত কিন্তু ভাহাতে ভাহার প্রকৃত মূল্য কমিয়া বায় নাই।

এছভাগে বে হরিকেল পাখীর কথা আছে, এই পাখীটির নাম হইডেই কি প্রাচীন কালে বাজলার নাম হরিকেল হইয়াছিল ?

এই গানে অমাজিত ভাষার আধিক্য দেখিয়া মনে হইতে পারে বে ইহা খুব প্রাচীন কিন্তু ইহা অষ্ট্রাদশ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে। চাষা-কবির ভাষা প্রাকৃত-জনোচিত হইলেও ইহার পরার হল অনেকটা নির্দ্ধোব। প্রাচীন কবিভার এই হল্পই প্রধানতঃ সময়-নির্দ্ধেশক।

বিতীয়তঃ ভাকাতির বে সকল বর্ণনা আছে ভাহা নোগন রাজ্যের অবসানে এবং বৃটিনদের অধিকার প্রোপুরী ছাপনের পূর্ব সবরের বনিরা বনে হর, সেই সমর এই লেশ অরাজভাপুর্ব ছিল এবং পারীতে পারীতে বিশেষতঃ নদীপর্তে ভাকাতি ও নির্মন বুর্ণুন কার্য্য এই ভাবেই অ্বারীত হইত; কিছু সেরপুর অকলে ভবনও ইয়কার প্রকান কেরী হিনা আন।
নমুখ্য করিব অংশ বিয়া কেইে বেওরা পার রাইত না।

আই আনতির নাম মাণিকভারা। এই ভাগে ভারার হবিট কেবল বিকাশ
পর্কাল মুক্ত করিরাকে, কিও হয়বের বিষর কবন ঘটনাগুলি ক্রমণঃ নিবিক্তর
হইয়া পাঠকের কোভূহল ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছিল, যথন মাণিকভারা
দশভূজার মত নানা প্রহরণবারিশী হইয়া দল্লদলনে সবে মাত্র নামিয়াহেন
লেই ঘনীভূত কোভূহলের মুখে পালা শেষ হইয়া গিয়াহে। এই পালাটি
উভায় করিবার কাহারও ভেটা নাই। বিভালরের হেলেয়া শেলির
সহতে গুরুতর বিসিল লিখিয়া জগতের মহাকার্য্য সম্পাদন করিবেন;
গোঁরো ভূতের এই সকল আবর্জনা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া ভাহাতের মূল্যবান
সময় নই করিবার কি অবকাশ আহে ?

# সোশাই

### শৈৰ্থক

সোনাই বে রূপনী হইবে, অভি শৈশব হইতেই ভাহা ব্রুয় গিরারিশ। বসন্তের হাওরা বাবের শেব হইতে বহে,—সেই দিও হাওরা পার কারিকেই ব্রা বার, অভূপতি আসিতেহেন, কান্তন-চৈত্র আসর। সোনাই বন্ধা এক হামাগুড়ি গিরা মারের কোলে উঠে,—চক্ষণা মেরে কণ্ডেক কাল একবানে থাকিবার নহে, অমনি হাসিতে হাসিতে মাটিতে নামিরা হামাগুড়ি দের—তখন মনে হয় কুটিরের আজিনায় হীরা-মতি লইরা প্রকৃতিবেবী বেলা করিতেহেন। হাসিয়া থেলিরা সারা আজিনামর আহাড় থাইতে থাইতে সে ঘুরিয়া রূপের লহরী বিলাইয়া দেয়।

বখন সোনাই সাত বছরে পড়িল, তখন আর অত ছুটালুট করিরা বেড়ার না। মারের কোলে খনিরা, মারের কাঁথে হাত রাখিরা সে বুরু বৃহ হালিছে খাকে, মনে হর বেন প্রিমার জ্যোৎসার বাম্নদের আদিলা ভরিরা নিরাছে। আট বছর বরলে সোনাইএর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো করা ভালো ছুল, পরাস্কলের চারিপালে নৈবালের মত মুখের চারিদিকে ছলিতে খাকে—কি ফুলর সেই কালো চাঁচর কেলপাল, কি ফুলর সেই চাঁপা ফুলের বন্ধ মুখ্যানি! নবর বংগরে কলা কিলোরী হইরা উঠিল, তখন ছুটালুট ও চাকতা কমিয়াছে, অভায সংবত ও ফুলর হইরাছে, সাঁজের খীলাটার মার্ক সোনাই জনের প্রতিমা হইরা বনিরা খাকে, নেই প্রদীশের জ্যোভিতে ভালু কুলার কালের বহর কালে লোনাই আহার বাদকে প্রামারিক। নেই পারাছে ভালুকে ভালুকে আহার বাদক লোনাই আহার বাদকে প্রামারিক। নেই প্রতীতে ভালুকে ভালুকি কালের বাদক লোনাই আহার বাদকে প্রামারিক। নেই প্রতীতে ভালুকে ভালুকি কালের বাদক লোকার আহার বাদকে আরার কালের বাদক জ্যানির বেলে ভালুক কালের আহার কালের আরার কালের আহার কালের কা

এদিকে লোনাইএর বরদ বাড়িরা চলিল। চুকুর্ননীর চাঁদ যেন পূর্ণিমার চাঁদ হইল। একলা ঘরে এই পরম স্কণরতী কন্তাকে লইরা বিধবা মাডা কিরূপে থাকিবেন,—লোনাইএর স্কপের খ্যাতি চারিদিকে প্রচার হইরাছে, কোনু দিন কোনু বিপদ ঘটে,—মা ভাষাই ভাবিতে লাগিলেন।

মায়ের কৃষ্ণিত কপাল দেখিয়া সোনাই তাঁহার ছর্ভাবনার কথা বৃৰিতে পারিত। সে একলা ঘরে বসিয়া কেবল কাঁদিত। এই কালা ছাড়া তাহার বাল বিবলম্বন আছে।

# माजूनानरत्र भमन ७ পতि नन्दर्गन

দীঘলহাটি প্রামে সোনাইএর মামার বাড়ী; মা ও মেরে বৃদ্ধি করিয়া, নিজ ভলাসন ছাড়িয়া সোনাইএর মা তাঁহার ভাইএর বাড়ীতে চলিয়া থেলেন। ভাইএর নাম ভাটুক ঠাকুর—তাঁহার পেশা যজমানী। বেশী আয় নাই, কিন্তু বজমানী করিয়া তিনি যাহা উপার্জন করেন, তাহাই ভাটুক ঠাকুরের পক্ষে যথেই, কারণ তাঁহার সন্তানাদি কিছু নাই। সোনাইএর মালা ও আমী ভাহাদিগকে পাইয়া খুসিই হইলেন; সোনাইএর মুখখানি চাঁপাকুলের মড, ভার দীঘল চুল পারের ভলার যাইয়া পড়িয়াছে। মামা ভাহাকে একখানি ঘামী নীলাখরী শাড়ী কিনিয়া দিলেন, সেই শাড়ী পরিয়া বেরে যখন নদীর ঘাটে বায়, তখন চাবিদিকের লোক চাহিয়া থাকে। এমন স্ক্রমানী যেরে সে ভলাটে নাই।

ৰাড়ীতে ভাই ভগিনী বিনৱানি পরাবর্ণ করেন, এ বেরে কার হাজে থেওরা বার । এনন রগনী কভাকে রিবাহ করিতে অনেকের ইন্সা, কটক রোক্ষী আনে বার । কিন্তু লোনাইএর বার বনটি বড় পূঁংগুঁতে, কিছুতেই ভার মর্ব উঠে না। একটিন রাইক একটি করের বংবার বিল্—ক্ষেন, করে, বিভার বে্ব বর পুবই ভাল। বিল্ক ভাষার করিটি একটু কায়কা, বিলক্ষ



"দেপিতে সোনার নাগৰ গো চাদের সমান। প্রবর্গ কাস্তিক বেমন গো ছাতে ধ্যুব বাধ।।" ( পুছা ৩৩৭ )

নোনার প্রতিষাকে আমি কি করিরা একট কালো প্রেমন হাতে নেই", সকলের আগ্রহ সম্বেও মাতা ঘটককে কিরাইরা দিলেন। মা কটকবিরতে স্পাই করিরা বলিরা দিলেন, "দেখুন আমার মেরের মত আর একট মেরে এ অঞ্চলে পাবেন না, যোগ্যবরে একে দিব, ইহাই আমার ইচ্ছা,—কার এরপ ইচ্ছা না হয় ? স্বভরাং আমি যদি একটু বেশী প্রভ্যাশা করি, তবে আপনারা আমাকে দোব দিতে পারেন না।"

"বেমন ছম্মর কড়া গো ভেমনই হবে বর।
ভার মধ্যে থাকবে জামাইর বার-বাংলার বর।
নোনার কার্ডিক হইবে জামাই গো বেমন চাবের ছটা।
কুলে শীলে বংশে ভাল, জমিলারের বেটা।
যতেক সম্বন্ধ জানল, নোনাইর মা নাহি বালে।
এহি মতে জাইল ঘটক প্রতি মানে মানে।

রোক্ষই সোনাই কল আনিতে নদীর ঘটে যায়—আবাড়িয়া কোতে একখানি স্থলর ডিলির মত সে রূপের হিরোল ডুলিরা চলিরা বাব, পাড়া-পড়সিরা কাণাকুষা করে, এ হুর্গা-প্রতিমার বোগ্য বর আমানের বেলে কোখার পাওয়া যাইবে ?

সেই নদীর ঘাটের পথ দিয়া এক ডব্রুণ শিকারী রোজই **আনাংগানা** করে। কি ভূদ্দর বর্ণ! কি ভূদ্দর ভার চোধ মুধ্দর গড়ন, সেই পথে সুসের গাছ শত লড, ভূদগুলি নদীতীর আলো করিয়া ভূটিয়া থাকে, বুড়ক শ্রেডি সন্ধান্ধানে পোবা খুড়ু হাতে লইয়া এই পথে বার আলে। একটা পলিয়ার যথে কডকগুলি থাগের শর, সে পাখী-শিকারী।

> ঁৰেখিতে নোনার নাগর গো টাবের গ্রান । ত্বর্থ কার্ডিক বেন হাতে ধর্কবাণ ঃ

লোনাইএর বা বেনন বয়ট চাহিয়াইলেন, ও কেন ট্রন্থ প্রাথনাট্ট। বলীর পাবে বর্মাকালে নাবি সামি কেন্দ্র বান ক্রেন্দ্র ব্যানার বিশ্বনার ভাৰিল, কোন্ বিধাতা তাহাদের মনের সামুবকে আনিরা এ ভাবে পথে প্রশাইকেন 1

ক্যা মনে মনে এই ব্রের ক্য বিধাডার নিকট প্রার্থনা জানাইল।

"পদী হইলে সোনার বঁবুরে রাখিডাম পিঞ্জে।
পূপা হইলে প্রাণের বঁবুরে খোঁপার রাখডাম ভোরে।
কাজল হইলে রাখডাম বঁবুরে নরান ভরিরা।
ভোমার সম্বে বাইডাম দেশান্তরী হইরা।"

নব-যৌবনের নবরাগ এমনই ছুর্জন্ম শক্তি বহন করে, লাজশীলার লাজের বাঁথ ভালিয়া দেয়, ঘরের বউকে কুলের বাহির করে, যাহার মুখে কথাটি নাই, ভাহার মুখ ছইভে সুধার্ত্তির মত অজস্র কথা বাহির করে।

যুবক একদিন সোনাইকে অতি ভয়ে ভয়ে অতি সম্ভর্পণে বলিলেন, "কাল পদ্মদলের মধ্যে লিখিয়া বে চিঠিখানি ভোষার সইয়ের হাতে দিয়াছি, ভা' কি ভূমি দয়া করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছ ?"

লে চিঠি সোনাই পাইয়াছিল, বারংবার চোধের জলে ভিজিয়া চিঠিধানি পঞ্জিয়াছিল, চিঠির অনেকগুলি আখর তাহার অশ্রুতে মূছিয়া গিয়াছিল। চিঠিতে লেখা ছিল :—

"আমার নাম মাধব, আমি বাপ মায়ের এক ছেলে। আমার বাবার "লাখের অমিলারী" আছে, তুমি সমত হইলে কেরাবনে সন্ধাকালে থাকিও, লেখানে তুমি কাহার জন্ত মালা গাঁথ? বাহা হউক আমি সেখানে বাইরা ভোষার কাছে ছটি মনের কথা বলিব। তুমি কি ভাহা ভনিবে না? ভোষার গারের রং পত্ত-কুলের মত, আমি ভোমাকে অগ্রিপাটের লাড়ী বিব, ভাহা পরিলে ভোমাকে বেশ মানাইবে। আমার বাড়ীর পাছে বড় একটা কুলের বাগান আছে, মালী গাহের পাড়া কিরা 'টোপা' বানাইরা বিবে, আমি ভোষার জন্ত দেই টোপা ভরিরা হুল ভুলিব। হুলবাগানের কারের ক্লানি ভাষার জন্ত দেই টোপা ভরিরা হুল ভুলিব। হুলবাগানের কারের ক্লানিয়া আছে, ভাহার কালে। জল কেমন নির্মন্ত, ভোষার ইজ্ঞা ছাইলে কারের ক্লানের কারিবে লাড়ার বাবিকে গাঁড়ার কারিব, বাবিকে আলুলী বর আছে, ক্লান্ডার

বাসিত হাওয়া সেই ঘরে আসিরা আমাদের শরীর জুড়াইবে। আনার "কামটুলী" বৈঠকখানা ঘর। তুমি আমি ছুইজনে সেখানে নিরালা রাজে পালা খেলিব। আমার আরও কত সাধ আছে, তাহা কি লিখিব, লক্ষ্মী! তুমি কি তাহা পূরণ করিবে না!"

> "বাহতে পৰাইবা দিব বাজু-বছ আড়। হীরা মতি দিবা দিব ডোমার পলার হার । কড হুকে কড সাজে তোমারে সালাইব। জোনাকীর মালা আনি ডোমার পলার দিব।"

এই পত্র পাইরা কন্মা ডাহার উত্তর নিখিন:—সে উত্তরে সকল কথা
স্পষ্ট করিরা নিখিতে ভাহার বাধিন না—

"যে দিন ভোমায় দেখিয়াছি, সেই দিনই আমি ভূলিয়াছি।"

"কুল হইয়া কুটিভাম বঁধুরে বদি কেওয়া বনে। নিভি নিভি হৈভ বঁধু দেখা ভোষার সনে। ভূমি বদি হৈভা রে বঁধু আসমানের চান। রাজ নিশা চাহিয়া বৈভাম খুলিরা নরান। ভূমি বদি হৈভা বঁধু औ না নদীর পানী। ভোষারে বাচিরা দিভাম ভাপিভ পরাণি।"

শ্বিত এগুলি ভো আমার মনের কথা; বনে বেমন কুল কুটিরা ওকাইরা বাটিতে পড়ে, মনের কথাও ভেমনই মনে উদিত হইরা স্বরিরা বিলীন হইরা বার।

শ্মানৰ মা ও মামা আমাৰ কৰ্তা, তাঁহাৰা দিনবাত্তি আমাৰ কন্ত ভাগ বনেৰ খোঁক কৰিছেছেন, আমি কি বলিয়া তাঁহাদেৰ কাছে ভোনাৰ কথা বলিব? আমি কিছুছেই উপায় খুজিৱা পাইছেছি না। আমাৰ সহ ভোমাৰ সলে দেখা কৰিবে, চিঠিখানি চলন-বালিভ উৰ্দ্ধিলৰ মালা-আড়িউ, ছুনি ইহাই আমাৰ মনেৰ ভাবেৰ নিছ নিগৰ্শন বলিয়া ক্ৰেণ কৰিছি এবং আমানেও বিধানেৰ ইনি কোন উপায় থাকে, তবে প্ৰিক্ত্ৰী ভাইছ খালিৱ

# মূর্জন বাঘরা

সেই দীঘল-হাটি প্রামে বাষরা নামক এক অভি ছর্জন লোক ছিল,—
লৈ সিন্ধুরের ব্যবসা করিরা খুব প্রভাগশালী হইয়াছিল। বড়লোক, বিশেষ মুসলমান রাজপুরুষদিগকে ক্ষমারী কুলযুর সন্ধান দিড—এবং এই কার্য্যের জন্ম বিশেষ পুরস্কার পাইত। বাষরা সামান্ত লোক ছিল না, এখনও নেত্রকোণা অঞ্চলে একটা প্রকাশ জমি বাষরার দাওর" নামে পরিচিত; এই বিলা জমিটা বাষরা নিশ্চর ভাহার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিল। এই জমি বর্বায় ভূবিয়া বায়, তখন ইছা একটা বিশাল বিলে পরিশত হয়। প্রীয়কালে জল শুকাইয়া বায়, কিন্তু মাঝে মাঝে কুল কুল জলাশ্য থাকে।

বাষরা বাইরা দেওরান সাহেব ভাবনাকে বলিল, "ছজুর আপনার জমীদারীর মধ্যে এই দীঘল-হাটি পদ্ধীডেই ভাটুক বামুনের এক পরমা-সুন্দরী ভালিনী আলিয়াছে। ভাহার রূপের কথা কি বলিব! আপনি অবস্ত অনেক রূপনী দেখিরাহেন, কিন্তু এমন রূপনী দেখেন নাই। বদি আপনি বলেন ভবে আপনার লক্ত মেয়েটিকে সংগ্রহ করিতে পারি।"

বাৰরাকে তথ্নই দেওয়ান সাহেব একটা কুলার মাণিরা ক্রী বুরু। বিলেন এবং বলিলেন, "এ কাজটি ডোমার করা চাই-ই।"

বাদরা গোপনে ভাটুক ঠাকুরের সজে দেখা করিরা বলিল—"কেরেটাকে দেওরান সাহেবকে দাও—পরৰ ক্ষেপ সে ভাঁহার রাজপুরীতে বাকিকে, ভাঁহার বতগুলি নিকার ল্লী আহে ভাহার সোনাইএর বাঁদি হইর। বাকিবে, হীরামণি কহরতে ভাহার সর্বাদ্ধ ভাকা থাকিবে,—ক্ষুত্রাং সোনাই আলীবন ক্ষুপে ক্যনিউবে, ইহাতে ভিদ বাত্র ক্ষুদ্ধহ নাই।

শ্বিত ভোষাৰত যে এনিবলে লাভ না দাবে, ভাষা মহে। এভারার শ্বামীন পর্বক্ত কেজান ভাষনা বীনি কাটাইনা নিয়াব, আহান ভাষ-সামান ভাষতি ব্যক্তিনীয়া শতি পাবিবে। ভোষাকে মাধান পুরা ক্রিকিইনি ইনিক্ট ভোষার আর পেটের ধালা করিতে হইবে না। নৌকার ভিনি কল-বিহ্নার করিতে আসিরাহিসেন,—সেই সমর সোনাইকে দেখিরাহেন। ভিনি বেরের কল্প একেবারে পালল হইরা সিরাহেন।"

"একে ও ডাটুক ঠাকুৰ বজ্যানী আৰণ।
সেইতে আবার পাইন ক্ষির লোভন ।
স্মতি জানাইন ডাটুক ফুর্জনা বাবরার।
ক্ষাতি বারি বিরা দিব বনেতে ভ্রমার।
মারে না জানিল কথা না জানে ক্যার।
কানাকানি হানাহানি শক্তে কা বাব ।"

## বুজির বড়বর

কাণাখ্যার সোনাই সকল কথাই শুনিল। অতি ব্যস্ত হইরা সৈ নাধবকে একথানা চিঠি লিখিরা পাঠাইরা দিল। চিঠিতে লেখা ছিল, "আকই সন্ধাবেলা ভাবনা আমাকে ধরিরা লইরা বাইরা বিবাহ' করিবে। আমার শুণের মামা সকল ব্যবস্থা করিরা রাখিরাছেন। বিধু, ভূমি আমাকে এই ঘোর বিপাদ হইতে রক্ষা কর। আন দি ভূমি আমার না লইরা কাঞ্চ ভবে করের শ্বোধ ভোমার মুখখানি আর আমার দেখা হইবে না। আর আমাকে সংলারে কেউ না দেখিতে পার—ভাহার ব্যবস্থা আমি নিজেই করিব।"

পৃতির বালেক বাধর জানাইলেন, "ঠিক সন্ধান নকা করীর স্থাট্ট অপ্তেকা করিয়া থাকিও, আমি ভোষাকে সেলান মুক্তক সাইয়া বাইনে।"

ः व्याप्त्रकारः वर्षेत्रकः श्रानादेश्यः यम श्रामकः चाहांकानः वृत्तेवाहितः। सः चान्यं सुन्दर्गेश्वरूपमः क्राह्मित्रक्तिः, श्रामकं नामानः नामितः व्याप्तेः स्वतिकः स्वाप्तेः वर्षः वर्षानीकानिक्ताः १०० वर्षानः सम् वर्षानः चान्योः स्वतिकः स्वाप्तेः स्वाप्तेः स्वाप्तेः ভাতত হইল, সেই মৃহুর্তে আকাশে কাকগুলি 'কা' কার জঠিল, ডকনা ভালে পোঁচার বিকট রব শোনা গেল। সোনাই তার সবী সক্লাকে বলিল, অকারণে আমার বুকে ভর ঠেলিরা উঠিতেছে—পা চুটী চলিডেছে না। কি বিপাদে পড়িব কে ভানে, আজ না হর না গেলাম। আজ রাত্রি মার বুকে বাধা গুঁজিরা লুকাইরা থাকি।"

একট্ব খানি পরে সোনাই পুনরায় সইকে বলিল, তখন তাছার চোখে একবিন্দু অঞ্চ, "আন সন্ধায় না গেলে প্রাণের বঁধুকে হয়ত আর দেখিতে পাইব না। তিনি হয়ত আমাকে না পাইয়া হতাল হইয়া কিরিয়া বাইবেন,— আর কি কখন তিনি আসিবেন ? হয়ত জন্মের মত তাঁহাকে হারাইব। আমার বে বিপদই হউক না কেন, আমি না বাইয়া পারিব না।" এই বলিয়া লোনাই কলসীটি কাঁথে লইয়া তাছার সইএর সলে নদীর ঘাটে রওনা হইয়া গেল।

#### **অপহর**ণ

বাটে আসিরা দেখিল, মাধব ভাহাকে সইবার কল্প আসেন নাই, কিল্প আর একখানি ভিন্নি নদীর ধারে কেরা বনের কাছে বাঁধা—ভাহা দেওরান ভাবনার লোকজনে ভূর্তি। সোনাইকে দেখা মাত্র করেকজন ওবা আসিরা ভাহাকে জোর করিরা পানসীতে উঠাইল। পৃত্ত কসনীট নদীর জলে ভাসিতে সালিল। রোরক্তমানা সোনাই দ্বীপ বরে সবীকে ভাকিরা বলিল—"আমার মামাকে কহিও,—৫২ পুরা ভারির লোভে ভিনি আমার এই সর্ববাশ করিলেন, ভাহার ভাল হউক। মামীকে বলিও উল্লিয় বাড়ীর ক্লসনীট নদীর জলে ভাসিরা চলিরাকে, ভাহা উহারা লইরা ব্যক্তিম। আমার মানক বলিও, বেওরান ভাকার লোক ভাহার দানার ক্লাইকিও আমার কাইক বলিও, বেওরান ভাকার লোক ভাহার দানার ক্লাইকিও আমার কাইবালেন। এই ক্লাইভিড জানার আমি প্লাবিষ্ট না, আইকি আমারি

মাতা-পিছার প্রাণিকর কোন কাছ করিব না। বিধার কালে উহার চক্সল আমার থাত প্রশান দিও। আমার প্রাণের বঁধুর সঙ্গে কি তোকার দেখা হইবে, দেখা হইবে আমার অবস্থা উাহাকে জানাইও। আমি উাহার জন্তই আসিরাছিলাম, তা না হইবে বজের যি কি কুকুরে লেহন করিতে সাহসী হর ? আমি কলসী ও দড়ির সাহায্যে জলে প্রাণ বিসর্জন দিব, নতুবা আগুনে পুছিয়া মরিব। বড় হুঃখ রছিল, আমি উাহার চক্সমুখখানি আর একটিবার দেখিতে পাইলাম না। চক্স, সূর্য্য, দিবা-রাত্রি, ভোমরা সকলে সাক্ষী,—বঁধু কোখার—ভাহা তোমরা দেখিতেছ। আমার কথা ভাহাকে বলিও। ওই আকালে পাখীর বাঁক, তোমরা কোখার উড়িয়া যাইতেছ ? তোমাদের দৃষ্টি বছ দুর প্রসারিত, তোমরা অবশ্রুই আমার প্রথাণের বঁধুকে দেখিতে পাইবে, তোমরা দয়া করিয়া ভাহার চরণে আমার কথাগুলি বলিবে। ছে কেয়া কুলের বাড়, হিজল পাছের নৃতন পাতা, যদি বঁধু এখানে আসেন, তবে তোমাদের মর্মর প্রকে ভাহাকে হুংখিনীর ছুপ্রের কথা জানাইও।"

এই বলিতে বলিতে দেওয়ানের ভিলিতে হস্তপদবদা বন্দীর বেশে রূপনী কলা অনুভ হইল।

কিন্ত এই ছুংখের মধ্যে একটা প্রবল আশহা তাহার মনে হইডেছিল।
"নাধৰ আসিবেন বলিরা দুডিকে বলিরা দিরাছিলেন, বিগলাকে আখাস দিরা
তিনি আসিলেন না কেন? ডবে কি তাঁহার কোন বিপদ হইরাছে? বড়
উঠিয়াছে, নদীর চেউগুলি ডোলাপাড় করিভেছে, বঁধুর নৌকার তো কোন
বিপদ হর নাই। তিনি কেন আসিলেন না।" সোনাই আর্ডনাদ করিল্লা
কালিয়া উঠিল।

### केवान थ विवास

ন্দ্ৰণা নেই বড়েছ রম ছাণাইয়া একটা উচ্চ চীংকাম ভবিতে পাওয়া ন্দেন। এক বুরুত পাবী নৌকার মাথিকিয়কে ক্লাকিয়া বনিয়েছবিল—"ভোৱা- লেৰ পালী কোষায় বাইবে, নোকায় মধ্যে এক আৰ্থ নকটা ক্ষমণ ধোনা আইজেহে—ইনি কে? ভোময়া কোন্ নায়ীকে ভোষে করিয়া দইয়া মাইতেহ?"

মাধবের কঠবর ব্রিডে পারিয়া সোনাই আরও তীরবরে চীৎকার করিরা কাঁদিতে লাগিল। মাধব ব্রিডে পারিলেন, ভিনি বাহাকে উবার করিতে বাইতেহেন, ইনিই সেই বিপরা রমণী।

ছই গলে সেই অক্কারে, মেঘাছের রাত্রে, নদীর বন্দে ভরানক হন্দ বৃদ্ধ ছইল। মাধব অপ্রসর ছইরা ভীম পরাক্রমে দেওরানের পালী আক্রমণ করিলেন। তিনি সোনাইকে উদ্ধার করিবার জন্ম লড়াই আশকা করিরাই সৈত্ত সহ গিরাছিলেন, দেওরানের লোকজন অতর্কিত ও সম্পূর্ণক্রপে নির্ভয় ও অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। মাধবের লোকেরা মর্রপন্ধীর গলৃই ভালিয়া কেলিল ও লোকজন মাঝিদের নৌকাসহ জলের নীচে ভ্বাইরা দিরা সোনাইকে উদ্ধার করিয়া মাধবদের বাড়ীর দিকে চলিল।

আজি মাধবের পুরীতে বিপুল বাছভাগু, সমারোহপূর্ণ মিছিল। বহিবাঁটীতে ও অন্তঃপুরে কলরবপূর্ণ উৎসব। কন্ত মল্লবীর ধেলা দেখাইতেছে, বাজীকর বাজি ছুটাইতেছে, কড দোলা, চতুর্দ্দোলা, যান বাহন। নিমন্ত্রিড সন্ত্রান্ত বাজিগণের ওভাগমনে রাজ-প্রাসাদ সরগরম, মেরেরা কেছ শাঁথ বাজাইতেছে, কেছ জোগাড় দিতেছে, কেছ কেছ দল বাঁথিরা নদীতে লগানিতে লাইতেছে, কেছ পুশু চরনে ও কেছ মালা গাঁখার ব্যস্ত, কেছ জ্বান বলিতেছে। নাগরিকেরা নৃতন পরিক্রদ পরিয়া রাজবাড়ীতে রুজ্য-ক্রিভেশন দেখিতে আনিতেছে। আজ মাধব ও সোনাইএর বিবারঃ। চন্দান-চর্চিত সলাটে, বিবিধ অলভারে ভ্বিত ছইয়া রক্তান্টাছরে বর্ণ প্রেটিনার ভায় বলমল করিতেছে। বিবাহের রক্তোভরীর ও পর্টবাল পরিছিত গুল্ল উপরীত ও ডিলক পরিয়া কুমার মাধব কার্জিকের মন্ত ক্রমন ছইয়াছেন, আজ কি গুল্লবাঃ।

"5क जुरुष उत्ताह बाना ना श्राम्य ।

भागह

### শরতান কেরোন

বিবাহ ছইয়া গেছে, অকলাৎ পুরীতে ফ্রন্সনের কলরব! ছি ছইয়াছে ? সর্বনাশ ছইয়াছে, মাধবের পিডাকে কেওয়ান ভাবনার লোকেয়া আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। মাসকালবাণী উৎসব অর্কপথে থামিয়া গিয়াছে। মাধব তখনি একটা বড় ভাওয়ালিয়া সাভাইতে হ্যুখ দিয়া বিবাহের বেশ ছাড়য়া দরবারী পোবাক পরিয়া ভাবনার রাজবানী অভিমুখে চলিলেন,—ধনপতি সদাগরকে ফিরাইয়া আনিবার ভক্ত ভরুশ করিবার্ম জক্ত বালক সুধন বেমন ছুটয়াছিলেন,—ডেমনই মাধব ভারার পিডাকে উভার করিতে রওনা ছইলেন।

করেকদিন পরে বিষয়মূখে, সাক্ষাৎ শোকের মূর্ত্তি শীর্ণ দেছে, কুঞ্চিত্ত ললাটে বৃদ্ধ নিজ গ্ৰহে ফিরিয়া আসিলে, ডিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না। এক নিভত কক্ষে সোনাইকে ডাকিয়া আনিয়া চোখের খলে প্রার ক্লছ কঠে বধুকে বলিলেন, ''আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ভোমাকে লে कथा विनाख योगात लाग विनीर्ग इटेशा वाहरकर मामि त निर्वाध कथा বলিডে পারিডেছি না, অথচ ডাহা বলিডেই হইবে, না বলিলে উপার নাই। মাধৰ দরবারে বাওয়া মাত্র দেওয়ান সাহেব আমাতে করীপালা হইতে ভাকাইরা আনিলেন এবং বলিলেন,—"ভোষাকে মৃতি বিলাহ, ভোষার ভাষ্ণার এই ভয়ণ কুষার এখানে মজর বলী রহিল। ভুরী पृद्द क्तिक्वा बादेका नवस्कृत्क अवादन शाठादेका का**र । व्यापि व्यक्तिकार्य** কিছেছি, বৰু এখানে আসা যাত্ৰ আমি ভোষার পুত্ৰকে সকলাৰে স্থ<del>তি</del> দিব এবং লে বাড়ীড়ে কিরিয়া বাইবে। কিন্তু বদি ভোৱার বহু 🗯 আলেন কিবা ভূমি ভাহাকে পাঠাইছে অবশ্য বিশাৰ কাচ আছে সাংখ্যক শিব বিশক্তিক কৰিবা ভাষাৰ ব্যক্ত বৰাস্থানি বাজিক বাইবং 🗗 🎉 क्षिएक व्यवस्था में दिया (एक्स्म क्षांवारक स्वीक विश्वस क्षांत्र) च्युट्ट क्यीनामात्र तम ।"

"এখন মা, আমি ভোমার কাছে কি বলিব ? সে কথা বলিতে কঠ কছ ছইডেছে, মাধব আমার একমাত্র পুত্র—বংশের প্রদীপ, ভাহার অভাবে এই বংশ নির্কাশে ছইবে। এই পিতৃপিভামহাধিন্তিভ বহু পুরুবের রাজধানী অভকার ছইবে। ভোমাকে আমি আর কি বলিব ? তৃমি আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিতে পার ৷ ভাহাকে রক্ষা করার যদি অস্ত কোন উপায় আমি উদ্ভাবন করিতে পারিভাম, ভাহা ছইলে এই নিভাস্থ হীন প্রস্তাব কাইয়া ভোমার কাছে উপস্থিত ছইভাম না।"

"শুন শুন বধু বৰি কুণা নাহি কর।

জকালে আমার পুত্র বাবে বম বর।

ছরত ছর্জন ভাবনা প্রতিজ্ঞা বে করে।
ডোমারে পাইলে ছাড়ি দিবে মাধবেরে।
বংশের নিহান পুত্র এক বিনা নাই।
ডোমারে ছাড়িয়া বহি প্রাণ-পুত্রে পাই।"

### নিক প্রাণ দিয়া পতির উদ্ধার

বভরের এই কথা গুনিয়া সোনাইএর চকু হইতে অজন অঞ্চবিন্দু পঞ্চিতে লাগিল। কিন্তু বৰ্ গৃঢ়প্রতিজ্ঞতাবে পরক্ষণেই চোধের জল বুছিরা কেলিল, বিজের ছাতে অলক্ষেত কেশ পাশ বাঁবিয়া বগুরকে ভাওরালিয়া সালাইডে জাকেশ নিজে বলিল এবং এবটি কেঁটায় জহর বিবের করেকটি বটিলা লইয়া শামী উদ্ধার করিতে রগুনা হইল। কেগুরান ভাবনা গরবারে বনিয়া-ইজেন, মে মুহুর্জে গুনিলেন, লোঁখাই রাজবানীতে পৌহরাজে, লাই শ্লুক্ত ভিনি ভাহার ভাগরালিয়াতে সিরাপোনাইএর সলে দেশা করিলেন, ক্রিটি বৈশিক্ষন, এ সমুন্ত-পূর্তি করে, গৈকশালে কোন দেখা করিলেন, ক্রিটি বৈশিক্ষন, এ সমুন্ত-পূর্তি করে, গৈকশালে কোন দেখা করিলেন, ক্রিটি বিশ্বতিক। এই অপুন্তর প্রকারিক নেশিয়া ক্রেকান একলারে ক্রিটিশ হারা বিশ্বতিক।

লোনাই ছিন্ন কঠে বলিলা, "আনান নির্কোন খানীকৈ লাগনিব বন্দীলালায় রাখিয়াছেন। ভাহা বাহাই হউক, আনি বে এখানে আঁলিয়াই, ভাহা উাহাকে জানিতে দিবেন না, উাহাকে অবিলয়ে বৃত্তি নিন্ন আই আপনান গৃহে আমান আগমন সংবাদ বাহাতে এলেশে ক্লেই না আইন ভাহার ব্যবস্থা করেন। মোট কথা, এ কথা একান্তভাবে থোপন করিছে, এই সর্ব পালন করিলে আমি আপনান নির্কেশ পালন করিব।"

বন্দীশালার মাধবের হস্ত পদ হইতে শৃথল পুলিরা কেলা হইল, ভাহার বুকের উপরে একথানি পাধর চাপা দেওরা হইরাহিল—ভাহা সরাইরা কেলা হইল। ভারপর বে ভাওরালিরার চড়িরা সোনাই আসিয়াহিল, সেই ভাওরালিরাভেই মাধব বাড়ীভে কিরিবার অনুস্তি পাইলেন।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার। তমসা যেন প্রেডরেপ বরিয়া চতুর্দিক হইছে

হি হি করিয়া হাসিডেহে—কথন একবার বিহাৎ দেখা যাইডেহে। বারবাললার একখানি সুসজ্জিত প্রেকাঠে হুখ-কেন-নিভ শব্যার নিরুপমা
মুলরী শুইয়া আছে, গুহের চারিদিকে প্রহরী, ভাহারা যন যন সোঁপ
মোচডাইডেহে এবং কণে কথে বিহাডের আলোকে ভাহাদের উত্তুভ
কিরিচ ভলিরা উঠিডেহে। সোনাই এই ঘোর নিশাকালে ভাহারে মাকে
মুবণ করিয়া হাহাকার করিয়া কালিয়া উঠিল, মারেয় মুবণানি মনে
পঞ্জিত ভাহার মুকে শত হুংখ লালিয়া উঠিল, ভাহার পর লাবরুরে
মুবণ করিল, এত হুংখেও বে সে ভাহার ভারেও প্রেডল ক্রেল্ডার
যা বনস্ক্রির পারে সহলে প্রণতি জানাইল, ভৌক্র হাকে প্রারাটিনীর
যা বনস্ক্রির পারে সহলে প্রণতি জানাইল, ভৌক্র হাকে প্রারাটিনীর
কিন্তু ভূমি ক্রার কর্মকালের মা, সন্ধানকে পারে ছাল সিঙাইল

বিভা ভাষার আনহানে সারা নিয়াহেন, আঁহার করা ভাল ইন্ট্রি বনে বাই। কভানি উছার মুববানি মান বাঁহিতে এই বাইনাই বিধা বার বাই। আকু এই বেয়া কুবিনে এই আঁইট্রিন্টু কুন্টা মুহবার আঁই আল ব্যুক্ত নিয়ার মুববানি কান আঁই কেন্টিক প্রায়ার বিধানি নির্মাণ ব্যুক্ত বার্থা নাম্য কর্মজন ক্লাই কার্যার আনু প্রায়ার আন করিরাছিল, আজ ডেমনই আর একটা হুচখের দিন। সেই আবানিশার বিকট অককারে চারিদিক হইতে সে অককারের ডাক স্থানিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিবের কোঁচাটি খুলিরা বিষবড়ি খাইরা সে শ্যার পড়িয়। রহিল। অব্যবহিত পরে দেওরান সেই ঘরে প্রবেশ করিল—তথন আর সোনাইএর দেতে প্রাণ নাই।

শনা দেখিল অভাসী মারে, আপন বন্ধুজনে।
কোষার রইল প্রাপের বঁগু আজ এ তুর্দিনে।
কোষার রইল খাজড়ী কোষার সরা দুতি।
নিদান কালে কাছে না রইল প্রাণ পতি।
ছজ্জন সুব্যন ভাষনার আশা না প্রিল।
প্রাণ বঁগুরে বাঁচাইতে সোনাই পরাশে মরিল।

#### বালোচনা

আইনিশ শতাব্দীতে নোগল রাজ্য অবলানের মূখে বজদেশে চোর ভাকাতের উপজব থব বাড়িয়া নিরাহিল, পূর্বে সীমান্ত হইতে হার্মান (পর্ব্ বীজ জলনহা) মল এবং ফুর্নান্ত বিদেশী বলিকেরা অকলাথ প্লাবদের মত নির বজের পারীজনির উপর পড়িয়া লুট তরাজ করিত, কেবল বন সম্পত্তি কাড়িয়া লইরা ভাহারা গৃহস্কুকে রেহাই দিজ না; বনি কেহ এই সূঠ্ব ব্যাপারে বাবা বিভ ভবে ভাহার বরে আগুরু বরহিয়া দিও। কিছ ভাহারের বিশেষ লক্ষ্য হিল ক্ষরীবর্তার বর্তার বাবা বিভ ভবে ভাহার বরে আগুরু বরহিয়া দিও। ক্ষর ভারার ক্ষরিয়া ক্রিয়া বাইত এবং ক্ষরিশাপ্ত বাহার হিলা ক্ষরিয়া আলিরাকে, বর্ণন বৃষ্ট-পূর্বে ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া আলিরাকি, বর্ণন বৃষ্ট-পূর্বে ক্ষরিয়া আলিরাকি, বর্ণন বৃষ্ট-পূর্বে ক্ষরিয়া আলিরাকি, বর্ণন বৃষ্ট-পূর্বে ক্ষরিয়া আলিরাকি। ক্ষর আলিরাকিয়া ক্ষরিয়া ক্যাপ্তিয়া ক্ষরিয়া ক্যরায় ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া ক্ষরি

**छाशास्त्र धर्च मानिक ना अवर कविद्यता छाशास्त्र विस्टब मुख कतिक,** এই চুই খেশীকে ভাছার। ছড়্যা করিয়া নির্মান করিতে চেটা করিত। विश्व নেই ইভিহাস-পূর্ব্য বুল হইতে ভারতের শিল্পী জগভের দেরা স্থান স্বিক্তি করিয়াছিল, এবং ভারতীয় ললনাদের নানা অসামান্ত ৩০ ও বংগর খার্লিউ দেশ বিদেশে প্রচারিত ছিল। পারস্ত দেশের বাজারে ও গ্রা**লেকভেতি**রার হাটে এই রম্পীরা এবং শিল্লীরা বিক্রীত হইত। **প্রান্তেল সাহেব লিখিবা**-হেন, ভারতীয় স্থপতী ও শিল্পীরা ভারতের অপ্রতিক্ষী কলা-শিল্প ও মঠ মন্দিরাদি নির্দ্ধাণ-রীতি জগতে প্রচলিত করিয়াছিলেন। মন্দিরাদিতে গত্ম লাগাইয়া—দেবমূর্তির স্থলে লভা পাভা ফুল পুন্দ ও কলার অভ্যান্তর্য্ত পুদ্দ কর্ম্মের আদর্শ দান করিয়া তাঁহারা ওওু এসিয়ায় নতে, ইউরোগেরও নানা স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচলন করিয়াছেন, ভারতীয় কড রম্বী বিদেশে নীত হটয়া তক্ষেশীয় নাম, উপাধি ও ধর্ম গ্রহণ করিয়া বিদেশীরবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন—ভাহারও সীমা সংখ্যা নাই। বিদেশী পঞ্জিকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মধ্য বুগে ইউরোপীয় গল্প সাহিত্যে ভারতবর্থই ইউরো-পীরদিগকে হাতে খড়ি দিয়াছেন। পঞ্চন্ত্র, হিডোপদেশ, কথা-সরিৎ সাগর প্রভৃতি মাগধ গল-সাহিত্য এবং বৌদ্ধ-লাতক গল ও পূর্ব্ব ভারতের অভুসনীর কথা-সাহিত্য হইতে ইউরোপ প্রেরণা পাইরাছিল। পূর্ব্ব ভারতের ভাস্তিক উপাখ্যানগুলিও ছইড প্ররোহিডেরা উত্তর ইউরোপে চালাইরাছিলেন। উইল্সন, ম্যাকডোনান্ড, হেন্স এগ্রারসন ও গ্রীস ভাতবর এবং সভান্ত বহ পণ্ডিত ভারতের নিকট ইউরোপের এই ঋণের কথা বীকার করিয়ালেন। কে ভানে যে বিদেশগড়া রমণীরা আরবে, পারভে ও ইউরোগে এই কবা সাহিত্যের বিস্তারের পক্ষে কডকটা সাহাব্য করিয়াছেন কিনা ?

ছাঞ্চী, বন্দ লইতে এবং লান করিতে ক্ষন কথনও আলিতেন। লেই
ছুবোগে ছবু তি বনিকেরা ভাষাকের ভিজা থারাইরা এই অনহার অবলাবিগকে
ছুলিরা লটরা বাইড। এই গৃহ-হারা ঘারী-সল বঞ্চিতা বেবী-করা
রমনীরা বে কত বিলাপ করিতে করিতে খীয় গ্রাম ছাড়িরা বল-পূর্বক
অপস্কতা হইরা চলিয়া যাইডেন, ভাষা এখনও প্রোচীন করণ নীডগুলির
ছবে আনাকের কাণে ভালিরা আলে।

মুডরাং এই সুঠন ওখু মুদলমানদের খারা ছইত না। দেওরান ভাবনা
—দেই রম্পীর রূপ-লোল্প ছরু'ড, বড় লোকদের একজন ছিলেন, অনেক
ছিন্দু ও অস্তান্ত ধর্মাবলম্বী অভ্যাচারী ব্বকেরা চিরকাল হিন্দু রম্পীদের প্রতি
এই মুব্যবহার করিরা আলিয়াছেন।

সোনাই বাল্যকাল হইতে রূপের খ্যাতি পাইয়া আসিরাছিল। ভাছার পিতৃবিরোগের পরে হৃথে কটে লালিত পালিত হইয়া এই রূপের প্রতিমা সমাজের আদরে বঞ্চিতা হিল না। এই ছোট কাব্যখানি আছন্ত একটি কুত্ম-ভূষণা পল্লীর চিত্রের মত। বর্বাকালের কেরা কুলের গন্ধ, কলম্বের শিহরণ এবং লক্রনের কলরবের মধ্যে কুমার মাধব নল খাগড়ার লর লইয়া এক হত্তে পোবা বুষ্টি ছাপন পূর্বক বন বাদাড়ে শিকার করিয়া ক্যেইডেন।

মাৰৰ বখন সোনাইকে দেখিল এবং সোনাই বখন মাধবকে দেখিল, ভখনই ভাহারা কলপ দেবের অর্থ্য সাজাইরা—ভাঁহার পূজার মন্দির রচনা করিল। এমন সময় সোনাইএর মামা ভাটুক ঠাকুরের সলে বড়বল্ল করিরা দেওরান ভাবনা নবীর ঘাট হইতে লোকজনবারা সোনাইকে জনহরণ করিছে চেটা পাইল। কিছু মাধব ভাহাকে উদ্ধার করিরা নিজকুহে লইরা আসিল। কাব্যখানিতে বেন বজুগেশের বড় অভু হাসিতেছে, ভোনত সবরে বছুল ও কর্বাইর ভারিকিকে জনবের সমারোভ, কোলত করির যার বার বারা—এই বিভিন্ন করিল বারাব দুকাবলির মধ্যে সোনাই বাল্লাকর বিভাগরীকা নারীর বারে কর্বার ঘারে আনার্থেলা করিতেছে এক নবী পার্টাই নিউট ভাইল সনের ক্যান্তনি বারিকিক লাবের ক্যান্তনি পার্টাইনিক করি বারাবিক সারাক্ষানার বারাবিক সারাক্ষানার বারাবিক সারাক্ষানার সারাক্ষানার বারাবিক সারাক্ষানার সারাক্ষানার

দিখিতেছে; এই মুগের প্রতিমানে ভোরের সময় আমাইনার অভ: ভাঁইক ও কোকিল ভাকিতেছে ও জুমার নাম্ব সাকাৎ সমধ্যে ভার উর্বাহ পূর্বা বস্থতে ভাঃ আরোপন করিয়া আছেন।

কিন্ত বে বিধাতা লোনার তুলি দিরা নানা কুসুন খচিত নৌরকরোজ্ঞান এই লগতের বিচিত্র চিত্র অন্তপ করেন, তিনি আবার সন্ধার একটা পাঁত্র হুইতে সমস্ত কালিয়া চালিরা নেই পুলার দৃশুগুলি মুহিরা কেনেন। ইর্যাই ভগবানের লীলা! বিনি সৌন্দর্ব্যের চরম পরিকর্মনা করিতে পারেন, ভাঁহার এই চরম নির্মানতা কোন কথার ব্যাখ্যা করা বার না—হিন্দু ক্ষমি ভাই ভাহাকে 'লীলা' আখ্যা দিরাছেন!

বে রাত্রিতে সোনাই বিৰ খাইবে—সে রাত্রি কি ভীবণ। অনানিশাহ
অহকারে জগত নিমজ্জিত—একাকী নির্জন প্রকাঠে সোনাই শারিজা।
বিলি রবে, ডাছকের চিংকারে নানা পাশীর আর্ত্তরবে—চারিকিক মুখরিজা।
মৃত্যু সন্মুখে করিয়া সোনাই বসিয়া আছে, ডাহার নাডাকে মনে পর্কিক।
এবং অবিরল ধারার অঞ্চ পড়িতে লাগিল। অভি শৈশহে লৈ পিডাকে
হারাইয়াহিল, পিডার মূর্বি ভাহার মনে হিল না। আজ এই বাের ফুর্লিকে
সে বেন ভাহার মৃতকয় পিডার মুখখানি দেখিতে পাইল। বত হৃংব সে
জাবনে পাইয়াহে, আজ সকলে মিলিয়া আসিয়া ভাহার সাজাং কর্মিল।
আজ একটি সোনার পুতুল খেলিতে খেলিতে ভালিয়া পঞ্চিল, আজিনার
ধৃতি বালির সঙ্গে লোগার রেপু নিশাইয়া গেল।

আল সে ব্ৰাইয়া গোল, বিন্দু বৰণী গাড হান্যবন্ধী লীজাপান্তৰা, বনকুত্বৰে মড নিৰ্মাণ ও প্ৰকৃত্ব। সে বেন চিত্ৰকাত্তৰ একটি চিত্ৰপূচ্চ— সোনার তুলিতে আকা কৰি-লেখা—কিন্ত সে হংখের সমর ভারিয়া পড়ে ক্রা, ভাহার চন্ধিত্রের গার্চা ও একনিষ্ঠ বড বিসম্বন্ধ। সে কুলুবের মড বুলু ক্রিত্রের গার্চা ও একনিষ্ঠ বড বিসম্বন্ধ। সে কুলুবের মড বুলু ক্রিত্রের কর্মান করিছেও পারে।

- कवि निर्देशायकः, ता सारवरण वस्तात (कांन मानविका का समाम्बर्धाक कांग बन्धिविकाः कांग कर्मी सुरुष कृत्र सहस्र।

Million Species Streets Streets Streets Williams

এই কাব্যের আছন্ত বসন্ত অভ্যুর জমর ও কোকিলের প্রুরে গাঁখা, ইয়া একথানি উৎকৃষ্ট শীতিকাল্য, বিরোগান্ত নাট্য হিসাবেও ইয়ার ভূকনা নাই।

দেওয়ান ভাষনা—ইসাধার কোন দূর বংশধর ছিলেন বলিয়া মনে হয়,
এই বংশ "নজর মরিচার" দৌলতে এত হিন্দু রমণীর গর্ভজাত সম্ভানধার।
বিকৃতি লাভ করিয়াছিল যে, ইহাদের মধ্যে অনেক বাহিরের লোক প্রবেশ
করিয়া অংশাবলীকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। দেওয়ানদের মধ্যে
বিবাহের ফলে হউক, বা অল্য কোনরূপে কিছু সংশ্রব থাকিলে জনসাধারণের
লৌজতে সকল সন্থান "দেওয়ান" নামেই পরিচিত হইতেন।

উদ্বিদ্যার এককালে বাঁহারা সচীব ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এখন দীনকশাগ্রন্থ হইয়া "মহাপাত্র" ইন্ডাদি উপাধি তাঁহাদের নামের পাছে বন্ধার রাখিরাছেন। এই সকল দেওুয়ান গোষ্ঠীর কোন্ত্রশাখা বিশুদ্ধ এবং কোন্দাখার সেরপ গোরব নাই—তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ১৯২২ খৃঃ ২২লে সেন্টেম্বর এই গানটি ময়মনসিংহ জেলার কেন্দ্রার সন্নিকটবর্তী পল্লীখাসী মাঝিদের খারা সংগৃহীত হইয়াছিল। সংগ্রাহক চন্দ্রক্ষার দে। আমি গানটি কডকগুলি অধ্যারে বিভক্ত করিয়া স্পৃত্যল করিতে চেষ্টা পানটি কডকগুলি অধ্যারে বিভক্ত করিয়া স্পৃত্যল করিতে চেষ্টা পানটির্যাইছি।

# লীলা

#### ৰণয়া কৰ

মৈমনসিংহ জেলার বিপ্রাপুর প্রাদে গুণরান্ধ নাবে এক আছি। বাদ করিজেন। তাঁহার জীর নাম 'বসুমতী'। এই ছুইটি প্রাণ্ট বছ আছি কোন রক্মে জীবিকা নির্বাহ করিজেন। প্রান্থণ সারাধিন ভিন্না করিছা সন্ধাকালে মৃষ্টি ভিন্না লইরা গৃহে কিরিজেন, তাহাতে খানী জীর এক বেলার কোন রক্মে অরের সংস্থান ছইত।

ইহার মধ্যে বাড়ীতে এক নৃডন অভিথির আবির্ভাব হইল। কাজ্য় ও তাঁহার পড়ী কোনদিন পূত্র কামনা করেন নাই, নিজেরাই থাইজে: পান না—হেলেকে খাওয়াইবেন কি? কিন্তু বে পূত্র চাহে না, লে প্রান্ধ পান্ন, এবং যে চাহে, লে পান্ন না—সংসারের এই হজের রীতি অনুস্থারে শুপরাক্ত ওাঁহার পড়ী একটি পুত্র লাভ করিলেন। বটীর বিধ আক্রি

ভাহার। বছ করে শিশুটিকে পালন করিতে লাগিলেন, কিছ শিশুটি অতি ছুর্ভাগ্য। বখন তাহার ছুই বংসর বরস, তখন মাতা বসুবতী হুর্টাই শুরুরোগে প্রাণ ভ্যাগ করিলেন।

এখন কেই বা শিশুটিকে দেখে, কেই বা জিলা করিছে যার ! পঞ্জীয় শোকে-ব্যথে পাগলের মত হইরা জীর বৃস্থার অব্যবহিত পরে প্রারাজক পরগোকে ধ্যান করিলেন।

বাভিবেশীদের মধ্যে মুদারি নামে এক চণ্ডাল ছিল, ভাহার জীর নাম কৌশল্যা। ইহারা নিংসভান ছিল। কৌই শিশুর নিংসহার অবস্থা দেখিরা ভাষাদের মনে দরার উজেক হইল। চণ্ডাল রাজ্মণ বাড়ীতে যাইরা সেই পরিভ্যক্ত বালককে কোলে করিরা লইরা আসিরা ভাহার জীকে দিল। কৌশল্যা বেন হারানো মাণিক পাইরা ভাচাকে বুকে করিরা "গোপাল" নাম দিয়া আছব করিতে লাগিল।

এই অপোগও শিশুর কাছে চাঁড়ালই বা কি ব্রাহ্মণই বা কি ? অনাথ শিশু পিতামাতা পাইল, এবং নিঃসম্ভান পিতামাতার মন বাংসল্যরসে পূর্ণ হইরা গেল।

ক্ষের বরুস যথন পাঁচ বৎসর, তথন তাহার ধর্ম-পিতা মুরারি ত্রিদোব ক্ষেত্রের ক্ষরে আক্রান্ত হইরা একদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার লী কৌশল্যা আমীর শোকে পাগলের মত হইরা অরজন ত্যাগ করিরা অব্যবহিত পরেই শুকাইরা মারা পড়িল। চণ্ডালের শ্মশানে অনাথ ক্ষধর ছাই-পাঁলের উপর পড়িয়া রহিল। বিশ্বে তাহার এমন কেহ নাই, যে তাহাকে কিছু জিলারা করে। সে নিজের অবস্থা কিছুই বুবিল না। বক্লাহতের ন্যায় শ্মশানঘাটে পড়িয়া রহিল, কেহ তাহাকে আঞার দিল না। পরিত্যক্ত, ক্ষম্ভক্তর এবং সর্কলোকের বর্জনীয় শিশু পৃথিবীতে কাহারও কোন কুণা

## ক্রীড়া-সহচর

প্রেই বিউপুর প্রাথে পর্য নামে একখন খনিতুল্য থ্রেইট্ তাখাণ বিটানি বিলা নিমানি সর্বানারে ত্নতিত। নৈ অর্থনের বেলানি বেলানির প্রেই বিলামিনিরের নিমানির আক্ষমে বেলানির্বানির বিলামিনির পুরা ক্ষমিনি শ্রীক্রিক সাম কাহিক বাজিনি বিলামিনির দ্মনানে পভিত, বালককৈ কেবিয়া উহার বাদ্য আনুকল্পার পূর্ব বইল দ ভিনি অভি বনুপূর্বক করকে নিবের নাবাবলী বিয়া বোহাইয়া কোক ভূলিয়া লইলেন, এবং মানা নিষ্ট কথার আবর করিতে করিতে ভারটিক বগুতে আনিয়া ভাঁহার পড়ী গায়ত্রীদেবীর হত্তে সমর্পন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বেরূপ উদার ছিলেন, পার্ত্তী দেবীও উাহার বোপ্যা ছিলেন। উাহার লীলা নারী একটি ছুই বংসর বরজা ছোঁট করা ছিল,—পার্ম্ত্রী দেবী এই পাঁচ বছরের বালককে ভাহার জ্ঞীড়া-সলী কলিয়া দিরা কর্ত রেছ ও আদরে ভাহাদের ধেলা দেখিতে লাসিলেন।

ভাঁহারা দেখিলেন বালকটি অভিশন্ন মেধাবী। গর্গ ভাইাকে ইুখে মুখে নানা প্লোক শিখাইলেন এবং দশম বর্ব বন্ধলে ভাইার হাতে বঙ্গি দিরা ক্রমে ক্রমে পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি শালে পণ্ডিত করিয়া ভূলিলেই'। টোলে কছ করমাইলী গান রচনা করিতে শিখিল এবং কড বেঁ বার্মালী বাল্লা গান সে মুখন্থ করিল, ভাহার ইর্মা নাই।

যখন লীলার আট বংসর বরস, তখন গারত্রী দেবী মৃত্যু মূর্বে পাঁজিত ছইলেন। গারত্রী দেবীকেও কর মা বলিরা জানিত। এই ভূতীর্কার কর মাতৃ শৃক্ত ছইল। লীলা ও কর উভরেই সেই গৃহে মাতৃহারা। কর চির-হুনী। মাতৃহারা ছইরা লীলা বেশী করিরা করের হুবে বুকিল।

"অট বছরের দীলা নাবে হারাইরা। ব্যক্তিক কক্ষের প্রথা নিক ক্যুব বিয়া ।"

नीना अक १७७० करहत नम् बार्फ् ना । वयन नीना कैक्टिण पार्क, कथन पर्क कहिरक नाममा राज । केव्ह्य मरबायन मरबायनाम मक-नामनेरान्य नामकी परिता अपन्य पारक ।

গলে বৃথকি পানি কৰাই পানি কিব লৈ সামীৰ কৰাই নিক্ত ক্ৰিয়াৰ আন্তৰ্ম নাম বিল পানি । পুৰুষ কেবা নিৰ্কত স্থাপিত ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ বিলক্ষাৰ পানে ক্লম বন কৰাইকে আন্তৰ্ম ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ ক্ৰমে আৰু বাৰ্কি ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াৰ বরে আদির। একবার শ্বার ওইড, ভারপর উঠিড ও বলিড; দরভার কাছে বাইরা দূর প্রান্তরের দিকে ভাকাইরা কছের জন্ত অপেকা করিড; কথন কথন সেই বাঁশীর স্থ্য গুনিরা মুখ ছইরা চাহিরা থাকিড।

সারাদিব রোজের তাপে মুখখানি লাল করিরা কর যখন বাড়ী কিরিত, তথন এই ভগিনী-ভূল্যা স্নেহ-শ্রতিমা কত আদরে তাহাকে ভালের পাখা দিরা বাতাস করিত, কত বত্নে তাহাকে খাইতে দিত একং বখন সে খাইত, তখন এটুকু খাও, এটুকু খাও, এই ভাবে আদর করিরা খাইতে অন্তর্যাধ করিত!

সহসা আবাড়িয়া প্রবাহের যেমন জল নামে, তেমনই লীলার দেহে বৌৰন আসিরা পড়িল। দেহে এই অভর্কিড যৌবনের সমাগমে লীলা বিভিত হইরা পেল, দেখিতে দেখিতে চাঁপা ফুলের বর্ণে দেহখানি বেন উজ্জল হইল। ভালিমের ফুলের মত অধর রঞ্জিত হইরা উঠিল। প্রাবশে নদীর জলের মত লীলার রূপ কুলে কুলে ভর্তি হইক্ক গেল। সে যখন কলনী কক্ষে লইয়া নদীর ঘাটে বায়, তখন সেই অপরাপ রূপের প্রতিমাধানি দেখিবার জন্ত সাধুদের নৌকার লোকের ভিড় হয়।

"নদীর কিনারে কভা গো কলনী নইবা। চাহিল নদীর জনে আঁথি কিয়াইরা। হৈরি লে কুজর রূপ চমকে কুজরী। বীরাণ্ডি করে কিনো গাগরী।"

নিজের কাছে নে নিজে বরা পড়িল—এই আবিভাবে ভারার নিকট স্থান্থ-বুজন রূপ বারণ করিল। গোর্চ হউফে বিনিরা আসিরা করে স্থান্তর প্রাক্তিনার জনীয়া পড়ে, স্থান্তি ও পাইল্যীকে নীলা, করু থাওরার, ক্রান্তর পাছর্ব লীলা একথানি ভালের পাখা রাখিয়া ভারার আন্ধ্রান্তিই মুখুন্তুনি প্রাক্তিয়া স্থান্থ প্রস্তুক্তন ক্ষে।

## গুণযুগ্ধ পীর ও ভক্ত কছ

এই সময়ে বিপ্রপুর গ্রামে একজন ককির পঞ্চ শিব্য সইয়া আগমন করিলেন। একটা ৰড় বট গাছের ডলা চাঁচিয়া ডথায় ভাঁছার আন্তানা ছাপন করিলেন। নামডাকের সাধু--ভিনি অনেক অলোকিক কাঙ করিয়া দেখানকার লোকদিগের মনে বিশ্বর জন্মাইলেন ভাঁচাকে কর্মন করিবার জন্ম বছ লোক আসিয়া তাঁহার দরগায় ভিড় করিছে লামিল: এমনই ভাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে তিনি কোন ঔবধ পত্র না দিল্লা ধুলিপড়া দিয়া কঠিন কঠিন রোগ সারাইতে লাগিলেন। কোন লোক কা<del>তে</del> আসিলে ডিনি ভাছাকে মনের কথা বলিবার কোন অবকাশ হিচেন না। তাহার মুখ-চোখের দিকে ক্ষাকাল চাহিয়া থাকিয়া লে কিছত আসিয়াছে, ভাহার বেদনা কোথায়—সকল বিবরণ নিজে বলিয়া দিয়া প্রতিকারের উপায় বলিয়া দিতেন। খুলা দিয়া মোয়া ভৈত্তী করিয়া শিশুদিপের হাতে দিতেন—তাহার অমৃত আখাদে, তাহারা বিশ্বিত হুটুরা বাইড। শত শত লোক ভাঁছার দরগায় আসিড এবং বে বাস্কু কুনে করিয়া আসিড, ভাহার বাসনা সিদ্ধ হইছে। নানা দিক্ হইছে ছুপে ন্তুপে চাউল, কলা, বাডাসা, যোরগ, ছাগল, পাররা—ভাঁহার কাছে জ্বোকে নিরি দিড, কিন্তু শীর ভাহার কোনটির কণা মাঞ্রও ধাইডেন না, সমস্ত থাক দ্বিক্তমিগতে বিলাইয়া দিকেন।

নাঠে গাতী ছাড়িরা দিরা অপরাপর রাখাল বালকের সজে কর পান গাহিড; কথনও বালী বাজাইড, সেই বালীর সূর ও সুনিষ্ট লান—ভালে বনিরা কোকিল শুনিড, ভাহার পক্ষম বর বার্মিরা বার্মিউ। পোকা অন্তর্জনি হাস বাজিয়া পুনিরা নেই বালী শুনিরা ভাহার কাইছ আঁটিরা চূপ করিরা বনিরা বার্মিক। কুলবপুরা কান-ভারিতে বহিরা নির্দীর জীবে কলবী নামান্টরা হামিয়া সেই বালী শুনিক।

वित्र पंतरत सीम क्षतिराम, जानात पीपीत प्रता जानात वर्षा प्रता है। जाक गाविता जानित । कि विक्र अने जीनीत प्रताह कि विक्रियोस গলা! ডিনি কছকে ডাকিয়া আনিরা ডাহার সহিত আলাপ করিলেন, বর্ষ বিষয়ক বে সব আলোচনা হইল, শীর দেখিলেন, ডরুণ বরুসে সেই সকল বিষয়ে ডাহার আশুর্বগ্য অধিকার। এই অন্ন বরুসে কর্ম "মলরার বারসালী" নামক একখানি কাব্য রচনা করিরাছিল। শীর সেই কাব্যের আর্ছি কবির নিজের মুখে ডানিরা ডাহার অসাধারণ কবিকশক্তি কর্ম হইরা পড়িলেন, ডিনি দেখিলেন অন্নবরুসে কর্ম বে দরদ লইরা জনিরাছে, ডাহা হুর্নভ। কর্ম কাব্যুগুলি গান করিরা গুনাইড ও শীর ক্রমাণ্ড চকু যহিত্তন।

পীর বেমন করের গুণ-সুত্র হইল, করও ডেমনই উছার অন্তরক ভক্ত হইরা গাঁড়াইল। কর লাভি বিচার রাখিল না, ভক্তি-ভরে পীরের পারে বাখা গুটাইরা প্রণাম করিত। ভাছা ছাভা পীরের উচ্ছিষ্ট খাভ অমৃত জানে প্রসাদ বলিরা খাইত। পীরের নিকট কর মূখে মূখে কলমা শিখিল এবং ভাঁছার উপদেশ বেদের মত জান করিরা হাদরের সমত প্রান্ধা ঘারা ভাছা মনে গাঁথিরা রাখিত। কিন্তু লে অভি গোপনে ক্ষিরের কাছে বাভারাত ভারিত, গর্ম এই বিবরের কিন্তুবাত্তও ক্ষানিজ্ঞেন না।

পীর করের অন্তুড কাবছ শাক্ত দেখিরা ডাহাকে একথানি সভাপীরের পাঁচালী লিখিতে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রদানের অব্যবহিত্ব পরেই ডিনি বিপ্রাপ্তর প্রাম ড্যাস করিরা কোন দুর বেশে প্রস্থান করিলেন।

# গভাপীয়ের পাঁচালী

পুরুষ্ঠানিক স্মানের নিয়ের ক্ষার্থান সক্ষান্ত ক্ষার্থানিক ক্ষার্

विविद्या गीडाबीयादि. "शास चारान वाति. गांतरिमा त्रथ चार विराम । बाक देवस स्था प्रथा. কতের জিখন কথা. राम भर्न देशन कांत्र सत्म । কৰ আৰু ৰাধাল নহে. কৰি কম্ব সৰে কৰে. শুনি পৰ্ম ভাবে চমৎকার। হিন্দু আৰু মুললমানে, সভাপীরে উত্তে ছানে. नीठांनीय देवन समावय । ৰেই পুৰে সভাপীৰে, কভের পাঁচালী পড়ে. क्टम क्टम कटक धन शह । विश्व करहत किन किरत. বৰুছত কৰে কেনে. **कःशिटकत्र कृश्य नाहि वाद ।**"

# সামাজিকসণের সোঁড়ামি ও বড়ুখন্ত

এই অপূর্ণ মেধাবী বালকের কল্প বভাবতঃ দরার্ক গরের মন দরাক্তে ভরিরা পোল। তিনি দেখিলেন, কর মেধাবী, বিনরী ও বার্দ্দিক, জাহার নিকট সংস্কৃত ও বাললা পড়িয়া বে বাহা শিথিরাছে, ভাহা লইবা তিনি গৌরব করিতেস—পূব আর হাত্রের মধ্যেই এইরপ প্রভিত্তা লৃষ্ট হর। ভিনিষ্কান মনে মনে ভ্রির করিলেন করকে কার্তিতে ভূলিতে হইবে।

ভিনি নিজ গৃহে বিনিষ্ট আজানের এক সজা করিয়া প্রভাব করিলের, করকে জাতে ভোলা হউক। ভিনি বলিলেন, "এই কর বিশ্বত রাজণ বালে কম প্রকাশ করিয়াছে, লে কে কাবছায় উপ্যায়ের "আ বাইমায়ে, ভাইাছে ভাইাই কোন প্রোব কেজা বাছ না, লে ভবন আসামিত বিশ্ব হিলা । নিয়ায় আমার লাইট্র লগেন ক্রিক স্ক্রিবেশক কাবছার বিশ্বত বালে ক্রিয়ায়ের ক্রিয়ায়ের ক্রিয়ার বালের বালে বালিক্রার সামাজিকগণ একত্র হইয়া বিচারে বসিলেন, কিন্তু পর্স ছিলেন মহাপণ্ডিত, তাঁহার ফ্রন্ম হিল উদার ও মহাকুত্তব, তাঁহার সঙ্গে কোন পণ্ডিতই বিচারে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না।

গোঁড়া দলের নেডা নন্দ পণ্ডিত ও তাঁহার দল বিচারের দিক দিয়া গেলেন না,—তাঁহারা বলিলেন, "এই কম্ব চণ্ডাল-গৃহে চণ্ডালের অরে পালিড, ইহাকে আমরা কিছুতেই সমাজে লইতে প্রস্তুত নহি।" কোন যুক্তি-তর্ক নাই, ওপুই বাড় নাড়িয়া তাঁহারা অসমতি জানাইলেন। শেবে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, "গর্গ পণ্ডিত ইচ্ছা করিলে কম্বকে লইয়া থাকিডে পারেন, কিছুতাহা হইলে তিনি আর আমাদের পাংক্তেয় হইবেন না। যে ব্যক্তি জন্মের পরেই চণ্ডালের অর খাইয়াছে—তাহাকে সমাজে গ্রহণ করার প্রত্তাব বে করে, সেও আম্মণ নহে। অনাচারে জাতি, কুল নই হইয়া যায়, মাটাতে ক্ল পড়িয়া গেলে তাহা দিয়া দেবতা পুলা হয় না।"

সেই কুল পল্লীতে হাটে, মাটে, ঘাটে, আর কোন কথা নাই, কছ নাকি সমাজে উঠিবে! সকলের মূখে এই একই কথা। কোন কোন উদার চন্দিত্র লোক গর্গের কার্য্য শাল্রসকত মনে করিলেন, অন্ত সকলে বিজ্ঞপ ও কটুক্তি করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ গর্গের সম্মুখে উদারতার ভান করিয়া জাহার মনক্ষি সাধনে তৎপর হইলেন, কিছ আড়ালে বাইয়া বড়বল্লে বোল্ল-বিলেন। সমাজের বহু লোক গর্গের মতের বিরোধী হইলেন।

"কভ ভৰ্ক বৃক্তি পৰ্গ সকলে বেধার। ভবু না নে বিধি বিদ পুণ্ডিভ সভার। কেহ বলৈ ভূলি মরে, কেহ বলে নয়। এই মতে নানা হানে বহু ভৰ্ক হব।"

নভ্ৰমনানীরা ক্রমণ: বোঁট পাকাইছে লাগিল। ভাহারা প্রচার ক্রিল, কর ওপু চণ্ডালের গৃহে পালিত নছের প্রেন করার বত ক্রমনার পারিয়া মুললান শীলের নিকট দীন্দিক ক্রমনার্কার লে মুললার করি। প্রচার করিবাছে। বোর হাওরার আগুরের ক্রীন্য ক্রমান্ত প্রচার



( ৭৪০ (বুট্ ) ১৮৫ প্রত্তি প্রত্তিক ক্ষ

शीमा 🕬

মধ্যে দিক্দিগতে ব্যাপ্ত হয়,—বিক্লছবাদীদের চফ্লাতে এই কথা দেইজ্ঞা সমত পল্লীসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িল:—

"রটে কছ নহে ভগু চথালের পূত।
মূলনান পীরের কাছে হরেছে দীব্দিত।
হিন্দু বত সবে কছে মূলনান বলি।
কেই ছিঁড়ে কেই পোড়ার সজ্যের পাঁচালী।
জাতি পেল মূলনানের পূঁবি লৈরা হরে।
বথা বিধি সবে মিলে প্রারচ্ছিত্ব করে।

কিছ এখানেই শেব নহে। জনসাধারণ যখন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ার, তখন তাহারা সহজে নিরস্ত হর না, একবারে চূড়ান্ত করিয়া হাড়ে। করের আরও নানা শক্ত জুটিয়া প্রচার করিল—সে লীলার সঙ্গে ব্যক্তিচারে লিপ্ত।

"একেড কুমারী কলা অভি শুদ্ধ যতি। কলম রটাইল ভার বড ছুট যতি।"

### গর্সের মক্ষিম্রম

শন্দ চক্রে ভগবান তৃত"—অনরব নানাদিক ইইডে গর্মের কাপে পৌরিল।
এমন বে শুদ্ধ নান্ত বীর প্রেব, নানা মিখা। প্রাযাণ, ও করিও বৃক্তি
ভব্দে ভাঁহার মন বিবাক্ত হইরা গেল। তিনি করের বিরুদ্ধে অভিযোগ
বিবাস করিলেন। বৃদ্ধির গোলন-সভের ভার ভাঁহার মন একবিক হইডে
অপরদিকে অভি ক্রেভ চলিতে লাগিব। তিনি ভাঁহার স্বেহশীলা কভার
কলকের কথা গুনিরা অলিরা উঠিলেন। এ মহাপাশ ইইডে জাঁহার প্রব ও
গুহারিটিভ দেশভাকে কিরুপে রকা করা বার ?—মাধার আঞ্চল, ক্ষান্ত প্রায়িদ্ধি

শোষার থাকিবে ?—ছির করিলেন, ক্বকে বাড়ী হইতে ভাড়াইরা দিলেই এই কলকের যোচন হইবে না, তিনি ভাহাকে হত্যা করিবেন। ভারপরে লীলাকেও লেই পথে প্রেরণ করিয়া নিজে অগ্নিডে আছা-বিসর্জন করিয়া প্রায়ন্দিত করিবেন।

লীলা উাহার মনের ভাব লক্ষ্য করিল, যে মল প্রাণান্ত এবং নিকম্প দীপ-শিখার ভার ছিল, ভাহা বেন ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া বিকুক হইয়া উঠিয়াছে। উাহার বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে, চোখের কোল রক্তিমা জড়িত ও উগ্র, সে শিতাকে কোন দিন এমন দেখে নাই। গর্গ দেবমন্দিরের কাছে বাইয়া উন্ধরের ভায় চাহিয়া আছেন, লীলাকে দেখিয়া বলিলেন—"নীত্র নদীতে বাও, কলসী ভরিয়া জল লইয়া আইল। দেবভার মন্তকের তুলসীতে কুকুরে মুখ দিয়া বিগ্রহ অপবিত্র করিয়াছে। আমি এই মন্দির, শালগ্রাম ও সিহোলন সমন্ত নদীর জল দিয়া ভাল করিয়া মার্জনা করিব, তুমি শীজ্ঞ জল লইয়া আইল।"

ভাঁহার বরে চির অভ্যন্ত সেহের একটি বিন্দু নাই, বরং ভাষা কঠোর ও নির্মন—কীলার চোধ হটি জলে ভরিয়া আসিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লানী কব্দে জল আনিতে গেল। সে ভাবিতে লাগিল, ভাষার জগতে কে আছে। পিডা বিশ্বপ হইলে সে আর কাষার মুখ দেখিয়া মনে শান্তি-লাভ ক্লিবে!

এমন সমরে পিতার শুরুপন্তীর মেঘ গর্জনের মত বর শুনিরা লীলা ঘাটের পথে থমকিরা দাড়াইল। গর্গ কির্মিন্ত ও ক্রোথ মিঞ্জিত বরে বলিলেন, "ভোমাকে আর কল আনিতে হইবে না, আমি নিজে কল লইরা বাইব, ভূমি গৃছে কিরিয়া বাও।" এই বলিয়া ক্ষিপ্তের মত পাদকেপে পর্য কলসী কলে পূর্ণ করিয়া বেব-মন্দিরে প্রকেশ করিলেন। লীলার হাতের ভোলা সমত কুল ফ্র্নিনর ইইতে বাঁচ দিরা কেলিলেন; ভাইার হাতের ভোলা সমত কুল ফ্র্নিনর ইইতে বাঁচ দিরা কেলিলেন; ভাইার হাতের কেলাভাগুলিও ঘলা চন্দন দুর করিয়া কেলিয়া নিজ হাতের আনা ক্রীয়ে কলে ভারত্ত্ব, সিহোসন ও শালপ্রাম গুইলেন, সন্দির্টি বহুত্বে ক্রিটানা ক্রীয়েক্ত্বে, ক্রিক্তি কর্বান্তিক ক্রিয়া বার্যিক ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া বার্যিক ক্রিয়া ক

এনিক সেনিক চাহিয়া কোনস্ত্রপে পূঁজা সামির। একা বাইরা খাইছে বসিলেন। অন্থ দিন লীলাকে ভাকিয়া ভাঁহার নিকটে বসিতে বলেন, লীলা পরিবেশন করে এবং তিনি কত স্বেহের কথার আলর করেন, আল লীলাকে ভাকিলেন না, খুঁজিলেন না। কোনস্ত্রপে আহার শেষ করিয়া রাছা ঘরের বাহিরে যাইয়া একদৃটে আফাশেয় একটা কোন দেখিতে লাছিলেন। ঘরের দেয়ালের ব্লক্ষ দিয়া লীলা সকলই বেখিভেছিল, ভাছাকে খাওয়ার সময় একটিবার পিতা ভাকেন নাই, এই অভিমানে ভাহার পও বাহিয়া অঞ্চপাড়িতেছিল। সে ভয়ে তালার পিতার মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই। উদ্ধাম বড়ের মুখে তরশীখানি বাঁবা ঘাটে বের্মণ কাঁপিতে খাঙ্গের স্থান বলেনিত আলভার ঘরে বসিয়া তেমনই কাঁপিতেছিল।

পিভার আহার করার পর,—সীলা করের কন্ত ভাত ভরকারী পরিজ্ঞান ভাবে সাজাইয়া একটা ঢাক্নি দিয়া ঢাকিয়া সিকার কুলাইয়া রাখিল, একং রক্ষনশালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল।

এদিকে গর্গ দেখিলেন, রারা ছরে জন-আশী নাই। ভবন একটা কোঁডা হইতে হলাহল বিব বাহির করিলেন, এবং চোরের মড বৃহ পাক্তকেল আরু চুকিরা লেই জর ব্যঞ্জনের থালা বিব যিশ্রিত করিরা ক্রভনাকৈ নিজান্ত হইলেন। লীলা গর্মের আভি ছিল লক্ষ্য বন্ধ করিরাছিল। নার্দের আগোচরে লে তাঁহার এই অমাছ্যবিক নির্মান্তাও দেখিতে পাইরা একজান্তর ক্রভাব্তের কর্ড রাক্ষাব্তের ছারে বলিরা পঞ্জিল।

### **4549** (554)

গৰাৰ খুনতি ও পাটনীকে সমীয়া কৰা ট্ৰাছ ক্ৰিকিন। খুনা প্ৰতিক্ৰ বিষয়া, হুইয়া দীলা কৰা ব্যৱসাৰ ক্ষাৰাপানি সমূহণ, ক্ষাৰা, ক্ষাৰা ক্ষাৰাল সে দীলাকে বলিক—ক্ষাৰ কোনাৰ হল ক্ষাৰা, ব্যৱসাৰ ক্ষাৰা আমি বাড়ী কিরিবার পথে পিতাকে দেখিলাম, অন্ত দিন আমার আমারত দারীর দেখিরা তিনি কত আদরের সঙ্গে কথা বলেন, আজ আমান্তে প্রক্রিয়া অন্তদিকে মুখ কিরাইলেন, একটি স্নেহের কথা বলিলেন না। আর ভোমার দেখিরা কত আনন্দ পাই! কিছু ভোমার মুখে কে বেন কালিয়া হড়াইরা দিরাহে! ওকি! কাঁদিতেহু কেন? অনেক দিন তো ক্রোমার সেখে কল দেখি নাই! আমার কাছে সকল কথা খুলিরা বল।"

লীলা বলিল, "কছ ভূমি এখনই এ গৃছ ভ্যাগ কর—বে দেশে আছীয় বাছব কি পরিচিত কেছ নাই, যে দেশ একবারে জনবিরল ও নির্কাছৰ—ভূমি সেইখানে বাও—আছই বাও—এখনই বাও।"—বলিভে বলিভে লীলা একটি লোণার পুভূলের ভার ভালিয়া পড়িল—ভাহার মুখ দিরা আর কোন কথা কাহির ছইল না। শেবে বলিল—"আমি রাক্ষনী, বিব-মাখা ভাত খাওরাইরা ভোমাকে মারিভে বসিরা আহি!"

কিছুকাল পরে লীলা নিজেকে কডকটা সম্বরণ করিয়া লইল এবং ছুট লোকের কথায় গর্গ কিন্ধপ বিচলিত হইরা কিন্তের মত হইরা নিয়াহেন, ভাহা করকে জানাইল। করকে বধ করিবার জন্ত যে গর্গ জর ব্যঞ্জনে বিব মিশাইরাহেন, তাহা বলিতে যাইরা লীলার বুক ভাজিরা যাইতে লাজিল; ছুই হাতে অঞ্চল দিরা চন্দু মুহিন্না লীলা কোঁপাইরা কাঁদিতে লাজিল।

কছ চূপ করিরা গাঁড়াইরা রহিল। কোন বুক্ষের উপর বছাবাত হইলে প্রাণহীন তফ বেরূপ ছির হইরা নাটার উপর ক্ষকালের কড গাঁড়াইরা থাকে, কড সেইরূপ থানিকটা নিজম হইরা বহিল; ভারপর হুংথার্ড ছরে বলিল, "লীলা ভগবান লানেন, আমার কোনও অপরাধ নাই। চল্ল পূর্ব্য লাক্য কিবেন, দিবারাত্রি লাক্য কিবেন। পিজা মহাজ্ঞানী ব্যক্তি, কুলোকের কথার ভাষার বৃদ্ধি ক্ষপকালের লভ বেয়াল্ডর হইরাছে। কিছ এই সোহের ভাষ বেশী সমর থাকিবে না; আমি আপাততঃ কোন তীর্বহানে বাইজেই; পিজার এইজাব ফাটিরা গেলে আবার আমি আসিব। আর সার্বার্ড শিকার এইজাব ফাটিরা গেলে আবার আমি আসিব। আর সার্বার্ড শিকার এইজাব ফাটিরা কেইও বা, ভিনি ভোষার সার্বার পর্যর জন্ম- লীলা বলিল "ছুবি বাও, আমি এই বিবাক্ত আন্তর্মন্দ শাইরা **প্রাণ কান** করি, সংসারে আমার আর কোল আন্তর্কন নাই।"

কৰ ভাহাকে অনেক নকমে বুৰাইল—"আৰু কোন ছুৰ্বন্সান পূৰ্বাভাল পাইরা স্থনতি ও পাটলি ভূগ কি বাল বান নাই, এই বাড়ীয় কিকে স্থাল কাল করিরা চাহিরাহিল; ইহারা আমার অভাব বিশেষ করিরা অনুভব করিবে, ভূমি ইহাদের দেহে হাত বুলাইরা দিও। ভোনার নির্কট বিদার চাহিডেহি, যদি অজ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করিরা বাজি, ভবে আমার ক্ষমা করিও।"

ক্ষের গ্রামন কঠ শোক-বেগে ক্ষণভরে থামিরা গেল। পুনরার সে বলিতে লাগিল:—

"বরে আছে পোবা পাবী হীরামণ শাবী।
তাহারে তাকিও লীলা কর নাম ধরি।
নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি বছু তাই।
বে বিকে কপাল নিবে বাব সেই ঠাই।
রইল রইল লীলা তোঘার তোতা শারী।
কীর নর বিবা তারে পালিও বছ করি।
রইল রইল রে লীলা পুশা তল বত।
কল সেচন বিরা পালিও ক্ষরিরত।
রইল রইল রে লীলা বাক্তির লতা।
কালি হৈতে রইল পড়ি ভোবার বালালীবা।
ছব্যতি পাটলি বহঁল প্রাণের বোলর।
ছব্যতি পাটলি বহঁল প্রাণের বোলর।
ছব্যতি পাটলি বহঁল প্রাণের বোলর।

শ্বিদ রেশভা শাসপ্রাম আহেন; পিডা ক্ষম্বিদ ক্রিকার্ডস ক্রারিক্সাক্ত উম্মনিক বেল পূলার কোন করি লা হয়।"

> "त्यायां भाषात चर त्यं मीला वर्देशम निर्णे ।" भीवन वर्दर चिनि गोर्जार तंत्रकार्क

অভ্যানর করেন বৃধি আইও পিত্র পাতি। নারারণে অফিও লীলা অগতির বৃতি। তৃংধ না করিও লীলা আমার লাগিরা। আবার হইবে দেখা, আসিলে বাঁচিয়া।"

পর্গ পাপল হইরা ছুটাছুটি করিয়া একবার ঘর একবার বাহির ছইতেহেন। চকু ছটি কবা ফুলের মন্ড টক্টকে লাল। "আদ হওডাগ্য করেক শেব করিয়া দিয়াহি, কিন্তু এখানেই শেব নহে। যে পাবাদী কন্তাকে বুকে জড়াইরা ধরিয়া সংলার পাতিরাহিলাম,—গৃহহারা ছইয়া ডো বিবাদী ছইয়া কবে চলিয়া বাইডাম; যাহার মায়ায় আটকা পড়িয়াহি, যাহার মৃথ দেখিলে পাবাশের প্রাণেও দয়ার উত্তেক হয়—চির শত্রুও বাহার মৃথ দেখিরা ভালবালিতে চায়—লেই স্নেহের পুতুলকে আজই জলে ভুবাইরা মারিব, এবং ঘর-বাড়ী-মন্দিরে আগুন ধরাইয়া সেই ফুলস্ক আগুনে প্রাণ ভ্যাপ করিব।" গর্গ একদিকে বেমন লাধু বেমন সরল—অপরদিকে তেমনই বক্ষের মন্ড কঠোর ও নিষ্ঠুর।

ক্ত ঘরে আসিয়া বসিল—সে আছাই এই প্রিয়ন্থান ত্যাগ করিয়া বাইবে। গায়ত্রী দেবীকে মনে পড়াতে চক্ষে অবিরল জলবিন্দু পড়িতে লাগিল—"কোধার বাইব—বেধানে জন মানব নাই, বেন্থানে হিল্লে পণ্ড বন্ধুল—আমি ভাহাদের খায় ছবঁব।" গতে হতে স্থাপন করিয়া কত্ত দেই দুর অজ্ঞাত প্রথম বাত্রার কথা ভাবিতেকে—এমন সময় পাগলের মত চিকার করিয়া লীলা ভথার উপন্থিত হবঁয়া বিদ্যিল—"ক্রভিকে সালে কাচিয়াছে, ভূমি শ্বীর করা ভাবিতে চলিয়া বাও, লামি সুরভির লাছে বাই"। অলিত পদে চকল চরণে নিলাকণ মনোবেদনার লীলা এই বলিয়া চলিয়া পেল; কত্ব-ভাহাকে জতপদে অভ্যন্তন করিয়া বাইয়া দেখিল স্থাতি লাকণ বিবে পিলল বর্ণ হবঁয়া নিয়াছে এবং অভিন বিশ্বাস ক্ষান্তিকে। প্রশিক্ষাণাকে ক্ষান্তালা আমিক, কাই বিশ্বাস আমান্তন ক্ষান্তালা ক্ষান্তিকে। প্রশিক্ষাণাক্ষা বেলা ক্ষান্তিক ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত ক্ষান্তালা ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান্ত ক্ষান্ত বিশ্বাস ক্ষান

ঠাকুরের মন্দিরের কাছে গো হত্যা হইল! কি কর্মান !" কর দেখিল সুরভিন বংস পাটলি পুরিয়া পুরিয়া মৃত্যা মারের দাকের কাছে বাইতেছে— সেই করুণ দুখ্য দেখিয়া সে সেখানে ভিটিতে পারিল না। লীলা আর্থনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রায়া ঘরে যাইয়া সে ভ্বিতে পাঁচল পাতিয়া শ্রন করিল।

আড়াই প্রহর রাত্তি পর্যন্ত কর্ম বাহিরের করে বসিরাহিল, ভারপরে উঠিয়া পিরা একটা নিমপারের নীচে বুমাইরা পঞ্চিল। ভাহার বুম বইল না, তন্তার দেখিতে পাইল, চার দিকে ভয়াল মূর্ত্তি প্রোভের দল বুরিভেছে। ভাহারা হারার ভারে আসিয়া করকে ধরিয়া চিভার আগতনে দক করিজে লাগিল। করু বন্ধণার চিৎকার করিতে লাগিল, "কৈ আছু আমার পরিজ্ঞাণ কর।"

সেই বিপদের মুহুর্তে সে স্পষ্ট দেখিল,—ইহা ঘুনের স্বন্ধ নহে, ভক্লার আবেশ নহে, আরক্ত গৌরবর্ণ এক যুবক ভাহার শীতল করপল্ম মারা ভাহাকে সেই চিভা হইতে উদ্ধার করিলেন এবং বলিলেন "আয়, আমার কাছে আর, যদি ভুড়াবি তবে আমার কাছে আর।"

কছ চাহিয়া আর দেখিল না, বুঝিল সেন্থান পরাগদ্ধনর, গৌরাল অনুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু জাঁহার গারের পরাগদ্ধ সেধানে কেলিয়া বিয়াছেন।

> "রক্ত দৌর তহু তার কাঞ্চনের কার। । আগ্ধন বৃইতে কলে দিল বাঁচাইরা । বপনে আবেশ তাঁর গাইরা করণর । প্রতাতে গৌরাক বলি তাজিলেক বর।"

প্রভাগে কোকিল ও কাকের রবে মুখরিড বিপ্রাপুর-পারীদ্র হারা-শীক্তর নিবিড় ভরতলে করকে আর কেচ দেখিতে পাইল না।

থাতে আনুসারিতকো, অসমুত-কানা লীলা হঠাৎ ইটিনার্ট আঁট্রী মনে পানা ক্ষরিত-প্রতঃ পান্ধা, কম নাই। ভারপান্ধ গোরাক আন্তঃগোর্ট্রার চার্নিত, পাইনিক ছাত্বার্থ থানে নাই। নাবারাত্তী সে অনিবাধ ভিথবার ক্ষরিতার, অন্তঃস্থান্তর বাঁট্রি। "নরনেতে নিজা নাই, পেটে নাই আর সর্বা ভানে খোঁজে লীলা করি ভর ভর ।"

হেমন্তের নদী উজান প্রোতে চলিয়াহে—তাহার পাড় ধরিয়া দীলা করুৱে ধুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কর কোধাও নাই।

"এক স্থানে শতবার করে বিচরণ।
কোধা কর বলি লীলা ভাকে খন খন।
পোবমানা পাখীরে লীলা কাঁদিরা ভধার।
ভোমরা কি নেথেছ কর সিরাছে কোধার।
উড়িরা ক্রমর বইনে মালভীর কুলে।
ভাহারে ভিজ্ঞানে করা ভালি আঁথি অলে।
বাইবার আাগে বোরে নাহি বিলে কেখা।
এই ছিল অভাকীর কপালের লেখা।"

## গর্গের অফুডাপ ও কেবতার প্রত্যাকে

সারা রাত্রি পর্স বনে বাদাড়ে খ্রিয়া বেড়াইলেন,—আহার নাই, স্লান্তি
নাই, বেন এক বোর উরাদ। আকাশে শাচান ও গাং চিল উড়িডেছে, বোর
রব করিরা দিবাভাগে শৃগাল ডাকিডেছে। প্রকৃতির এই ফুর্লফণ দেবিরা
আঞ্চার পর্সের মুখ শুকাইরা গেল। প্রভাতে ডিনি বাড়ী কিরিলেন, দেখেন
বাড়ী শ্র্যা, সমস্ত সরভার খিল দেওয়া—এত বেলা কিছ প্রাক্তকালের খুড়া
মন্তিরে বাজিডেছে না, কাল রাত্রে আর্ডি ইইরাছে বলিরা মনে
ছবল না।

শত শত বালতী কুল যাউতে বনিরা পড়িয়াছে। কেছ কুছ ভোলে নাই, কেছ বালা গাঁবে নাই, ভাছাবেন পাশ কাজিয়া ক্রমন উদ্ভিত্তা কাইয়কতে, কুলের উপর বনিকেছে না। ভাঁহার পালকেপ ক্লনিরা হাত্মা হাত্ম ক্রমুক্তিট



बीया 🔫

পাটলি জুটিরা আলিল; ভাহার যুক্তা বাক্তা আজিনার পঞ্চিরা রহিরাছেও পাটলি এক একবার আনিরা গর্গের পদকলে পুটাইডেছে,—লে দুক্ত কেবিরা গর্গের বুক বিদীর্থ হইল। তিনি নন্দিরে প্রচেশ করিরা বিদ্য লামাইলেন। লেইখানে দেবভার ঘরে ভিনি প্রাণ দিবেন—পুভার আর কোন উপভার নাই—গুণু অঞ্চলন।

হই দিন চলিয়া গেল, শিক্তেরা আসিরা কিরিরা সেল, ঠাকুর ব্যের রোজনেন নাই। সহরে বাজারে সর্বত্ত রাই হইল গর্গ ঠাকুর ছবে হন্ত্যা দিরা আক্ষেম । অনাহার অনিজ্ঞা ও নিধারণ হংশে ঠাকুরের নিকট শুণু আরু নিবেষম ; কোন মন্ত্র পড়িলেন না, কোন অন্তর্ভান করিলেন না, পৃজা, রূপা, গালনী পাঠ ভূলিয়া গেলেন, ঠাকুরের উদ্দেশে, শিশু বেমন মারের জভ কাঁলে—কথা বলিতে লিখে নাই, কি চাহে ভাহা সে জানে না,—তেমনি হুংখভারাক্রমন্ত চিত্তে, তেমনি নিংসহায় ভাবে মর্ম্ম বেদনায় গর্গ কাঁদিতে লাগিলেন। হুই দিন পরে ভাহার আত্মা নির্ম্বল হইল। তিনি স্পাই ভাবায় দেবভার আলেশ শুনিতে পাইলেন।—

"গৰ্গ, তুমি নিৰ্দ্দোৰী সরলা নিজ কন্তাকে অবিশাস করিরা বারিতে সকল করিয়াছ, বে নিরাজার যুবক ভোমাকে ভিন্ন জানে না, বাহার প্রকৃতি সরল ও মধুর, বে সম্পূর্ণ নির্দ্দোৰ এবং ভোমার একান্ত আজিত ভাহাকে তুমি মারিতে ভাহার ভাতে বিব বাখাইরা দিরাছ, সেই আর বাইরা সুরভি মরিরাছে—একন্ত দেবভা ভোমার উপর বিরূপ হইরাছেন—"

> শ্বাপন কভার বে বারিতে বৃক্তি করে। পালিত জনারে বেবা বিব বিরা মারে। এই না কারণে ভোষার এতেক সর্করাশ। সেই বিবে জ্বভিত্ব হৈল প্রাণনাশ। ই<sup>ন</sup>

আবাণে বর্ত হয় হাইবে কালিকের, "আর্থি ক্রতের বার নাক্ষীর নিল করাই পুরুষ অধিক বিরুপকা কার্যিক সামক-নিলাবিধক কার্যিক কৌ প্রবিধাধি : ১ স্থানিকে কার্যিকার্যবিধানিকারী ইন্দানক করা, নিয়াই ক্ষীয়া ব্যাস্থ্য, প্রাথম বিরুদ্ধে বিশ্বাস্থ্য ক্ষীকার্যিক প্রবিধান বার্যবিধা হক্কৰে । এই বলিরা পর্গ কিছু কাল নোহগ্রস্ত হইয়া ঠাকুর-খরে পঞ্জিয়া ক্ষরিয়া এই ঘোর পাপের প্রায়ন্দিত করিবেন এই সক্ষর ভাঁহার মনে দৃঢ় হইল। কি ভাবে প্রাণ দিলে আমার মড নারকীর উদ্ধার হইতে পারে। এই ভাবিতে ভাবিতে গর্গ শালগ্রাম শিলার কাছে আবার হত্যা দিলেন।

আরও ছই দিন কাটিয়া গেল। গর্গ ঠাকুর ঘরের খিল খুলিলেন না।
শিক্তেরা চিন্তিত হইরা পড়িল। চতুর্ব দিন শেব রাত্রে গর্গ আবার আদেশ
তানিলেন, লেই আদেশ কঠোর চইলেও অতি মধুর; মারের কথার মত
গঞ্জনামর ও মায়ের কথার মত স্নেহ-মাখা। যাহা তানিলেন, তাহাতে
তাঁহার সর্বান্দের তাপ ভুড়াইয়া গেল। কে যেন তীত্র ঔবধ দিয়া তাঁহার
উৎকট বাাধি প্রশমিত করিয়া গেল। গর্গ তানিলেন:—

"ভূমি যে ফুল মন্দির হইতে ঝাঁট দিয়া কেলিয়া দিয়াছ, ভোমার কন্সার ভোলা লেই কুল ও ছর্কাদলে ঠাকুর পূজা কর—ভোমার কৃত গোহত্যার পাপের ইহাই প্রায়ন্সিত।"

পর্গ যাহা শুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, নিজের হাডে ভোলা সেই কলছিত কুলগুলি মন্দির হইডে কেলিয়া দিলেন; মন্দিরের বাহির হুইডে লীলার ভোলা বাসি ও শুদ্ধ কুলগুলি মাথায় ঠেকাইয়া আবার পূজার আসনে বনিলেন। সারারাত্রি যোগাসনে বসিয়া পর্গ দেবভার কাছে মার্ক্সনা চাহিলেন, ভাঁহার চকু হুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কুলিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম দিন প্রাতে গর্গ মলিরের দরজা খুলিলেন। তাঁর অঞ্চয়াবিত মূখে অর্গাঁর জ্যোতি। বিচিত্র এবং মাধব নামে ছই শিশু ছারে দণ্ডারনান ছিল—গুরুবের বলিলেন, "ছই লোকের বজুবত্রে পড়িরা আমার প্রাণের ক্ষত্রকে আনি বিব পাওরাইতে সিরাছিলাম। চির দিন বাহাকে পূত্র বলিরা জ্যোত্ত করিরাছি লে আবার সোল পাপে বিবাদী ছইরা চলিরা বিবাহে, বাহাকে আমি ভোডা পানীর মত মূখে মূখে আছতি করিরা প্রোক্ত কিবাইনা ছিলাক, লামার লে জ্যোকা বাবী জ্যোকার পেল । ক্রারার চরিবার্ডাই প্রান্ত বিবাহিত করিবার স্থান ক্রিয়াকার ক্রিকার্ডাই ক্রিয়াকার ক্রেয়াকার ক্রিয়াকার না—সংহাদরের মত ছিল। তোমরা তাহাকে পুঁজিরা আন ; তোমরা তাহার দেখা পাইলে বলিও—আমার মাখার দিব্য লে বেন ফিরিরা আনে, তাহার হাত ধরিরা তাহাকে সাধিরা আনিও ; পাটলিকে তুণ জল দিবার কেই নাই। হীরামণ পাখী কর কর বলিয়া তাহিলে বলিও—তাহার উপর আমার আর কোন সন্দেহ নাই। কে বেন আমাকে কমা করিরা আশ্রমে আনে, লে হাড়া আশ্রম শৃন্য হইরা গিরাহে—আমি চতুর্দিক অক্ষনার দেখিতেহি। আরি এই ঠাকুর বরে তার প্রতীক্ষার রহিলাম, বতদিন লে কিরিরা না আনে ততদিন অর জল না খাইরা শুকাইরা থাকিব। লে না আলিলে এই আসনেই আমি প্রাণ দিব।"

"আর বদি দেখা পাও কইও করে ধরি। অপরাধ করিয়াছি, কয়া ভিকা করি।"

লীলা, বিচিত্র ও মাধবের কল্পের উদ্দেশ্যে বিদেশে বাজার কথা শুনিল।

—সে বরে চুকিয়া আঁচল পাতিয়া শব্যা তৈরী করিল ও অনাহারে অনিজার দিন রাজি বাপন করিতে লাগিল। সে আর কাহাকে কি বলিবে! আকাশের সূর্ব্য ও চক্রকে সে নিজ মনোবেদনা জানাইল। "পৃথিবীর সর্বহ্ন ছোন ভোষাদের বিদিত, জগতের এমন কোন আঁবার কোণ নাই বেখানে ভোষাদের আলোক রশ্মি প্রবেশ না করে, ভোষরা নিশ্চরই ক্তের ক্রান জান,

"নাগাল পাইলে ভারে আমার কথা কইও। আলোকে চিনাইর৷ পথ বেশেতে আমিও।"

নৌকাঞ্চল পালের জোরে জরক তেল করিয়া রুলিরাছে—লীনা আ্রান্দি নিগকে বলিল, "ভোষাদের গভিবিধি সর্বাহ, ভোষহা জনি, করবাচ, নার্চন পান, জবে ভাষাকে ধরিয়া আনিও।"

वरे जारन जीका, न्यमंत्र, 'जावा आहं, मुर्के, ब्राह्मंकी पाए, केवा, 'वांके, स्वतिक मात्र, 'मूर्कं विकास काम स्वतंत्र आहं आहं की वांके वांके स्वतिक ক্ষিত্রের ক্ষাহানে দেখিতে পার—বিষনা হইয়া ভাতাকেই করের সদান ক্ষিত্রেনা করে। প্রাকৃতির সজে ব্যথিত মনের এই নিবিড় সম্পর্ক করের করিছেন কাতর মনের ক্ষেত্র, আশা ও আলা-ডক্স পৃথিবীতে চিরকাল চলিরা আলিরাছে। এই নারীর জনরের হংগ মুখ মুটিরা বলিবার প্রযোগ নাই। এইকত প্রকৃতির সজে ভাতার সম্ম ঘনিউতর ও নিবিড়তর। কবি বত কিছু বারমালীতে লিখেন, ভাতা ভাতার করেনা নহে; গাড় অনুভৃতি ও নিকাম নিংবার্থ প্রেমে ভাতার মন শিভতি পত্রে, বিচলিত পত্রে"—প্রিয়ের পালক্ষেণের পরিকর্মনা মনে স্বাগাইরা ভোলে।

এইভাবে শৈশবের সলী, কৈশোরের সথা—যৌবনের প্রিয় কছের জন্ত
লীলার মনে হাহাকার ধানি উঠিল। ভাহার আহার নিজা চলিয়া গেল। যে
দিকে চার—যাহাকে দেখে,—অমনই ভাহার চকু অঞ্চতে ভিজিরা উঠে।
গান্ধবীর মৃত্যুর পর সমস্ত সহোদরের স্নেহ কছ ভাহাকে দিরাছিল, শভ শভ
কুত্র ঘটনার—করের সরল মধুর ব্যবহারে ভাহার মন করমর হইরা
দিরাছিল। ভাহারই জন্ত মিখ্যা কলছের ভাজন হইরা পিভার ক্রোধের পাত্র
ইইরা নির্দোধ, নিরপরাধ কর কত কট পাইরাছে! আজ প্রতি কুত্র কথা
মনে পাঁড়িরা ভাহার প্রদার বিদীর্থ হইতে লাগিল। সে শুকাইরা কাঠ হইরা
দিরাছে। ভাহার সে বিদ্যুত্তের মভ রূপের জ্যোভি আর নাই। সে বিশ্ব-নাত্রি
আচল পাঁডিরা বাম বাছ শিখান করিয়া চল্কের জলে ভালে এবং সশ্বুধে
শ্বন্ধর হারা দেখিরা ভিহরিরা উঠে।

খান্তন বালে গাছের জাল ভবিয়া লাল কুল-কুটিল, কর বে বালজীলতা পুঁজিয়া নিরাছিল, এইবার ভাষার ভালে প্রথম কুল কুটিরাছে, কর থাকিলে আন্ধালে একটা উৎসব করিছ। মানরপ্রতি নেই স্কুলের কাছে আনিলে নীনা ক্ষিতে বালে---

alada ana-ara dalah dalah j

চৈত্ৰ মানে বাগালভারিয়া প্রাকৃত ক্লের কালার নারীলো লেই কুল লাকত করিয়া—

"বালকে ছটিয়া ছল হৈয়া লেল খালি<sup>চ</sup>

বলিয়া আক্ষেণ করে।

#### ভাবার সন্ধান

ছয় মাস পরে বিচিত্র ও মাধব বার্থ-মনোরখ হইয়া আঞ্চানে কিরিয়া আসিল। কথকে কোথাও পাওয়া বায় নাই। লীলার অবস্থা দেখিরা ডাহারা শভিত হইয়া বলিল, "শুন ভগিনী লীলা, আমরা করের জন্ম কেরি নাই। বৃহৎ বনস্পতি-সঙ্কুল, লভাকাক-মানুত্র গারো প্রদেশের বেস্থান সিহে বাার ও ভর্কের লীলাক্রি প্রের বাার অক্যানিতে আমরা প্রাণের আশা জ্ঞাল করিয়া করের প্রিরাহি। পূর্ববিকে প্রহিট্ট অকল—বরজ্ঞোতা সুহরা নলী ও পার্করাক্ত করে অভিক্রম করিয়া কামরূপে বাইয়া কামাখ্যা বেশীর বর্ধার প্রক্রিক্ত করে করিয়া কামরূপে বাইয়া কামাখ্যা বেশীর বর্ধার প্রক্রিক্ত করের করিয়া কামারূপ হাইয়া কিরিয়া আসিয়াহি, কাহারও কাছে করের করের নহিনি নহিনি ব্যক্তির বালন প্রিয়া নহখীপ হইরা কিরিয়া আসিয়াহি, কাহারও কাছে করের কেনি সংবাদ পাই নাই।"

"रेपनव च्यार त्यारम्य आध्यय वर्ष्यु कार्षः । आग विरक्ष गासि मिर कारत स्ट्रिक् गार्षः । क्षण त्य ब्रिक्सिस् कारकमाणित्वयंत्री त्याचार्यः विभागिक व्येत सुनित्, महत्वासीकार्यः आवशाल्यः

THE WASHINGTON AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

"বেরণেভে পার বাছা করে আন করে।" "ককেরে আনিহা ভোমরা বেও ছুই কনে। লোকালর ছাড়ি যোরা বাব বোর বনে।"

এই হিংল্র, ভয়তর বড়বদ্রকারী মন্ত্র্যসমাজে আমি আর পাকিতে চাই না।"

"নগর ছাড়িরা যোরা হব বনবাসী।
ব্যার ভর্ক হবে পাড়া-প্রতিবেশী ।
গুরুর দক্ষিণা দেও করেরে আনিরা।
পরাপে মারিব নৈকে ভাহারে ছাড়িরা।
মহাবালার আর নাই বেশী বিন বাকী।
স্থাধেতে মরিব ববি করে সামনে দেখি।"

শুক্রর সনির্বাদ্ধ অন্নরোধে বিচিত্র ও মাধব ক্ষণভরে চূপ করিরা বসিরা ব্যক্তিন। ভাছারা কোথার কোন্ পথে যাইবে চিন্তা করিতে লাগিল। শুকুর কাজরভা দেখিরা ভাছারা মনে করিল, প্রোণও যদি বার—ভব্ও ভাছারা দে আন্দেশ সকলন করিতে পারিবে না।

ৰীৰে বীৰে পৰ্য বলিলেন.—

"তন জন বিচিত্ৰ আৰু মাধ্য ক্ষয় ।
আজি হ'তে পুনঃ ভোষরা বাবে বেশান্তর ।
কিন্তু এক কথা মোর জন বিরা মন্ ।
গৌলাকের পূর্ব ডক্ত হয় সেই-জন ৫
বে বেলে বাজিছে বেলির চনপ হপুর ।
সেই পথ বরি জোবরা আঞ্চ কতনুর র
বে বেলেতে রাজে প্রকৃত্ব বোল করভান ও
ইনিনারে কাশাইয়া আকাশ পার্জার ।
সেই বেলে কর্মের্ড উলিবে আল্লার ।
স্বার্গ সেনার্গ করভান র

ৰে ৰেপে গাছের খাণী গার হরিনার। নাম স্বীর্তনে নদী বহর উজান। শিব্য পদর্শন বেখে ছাইছে পবন। নে দেশে অবস্ত প্রভুর পাবে দ্বদন।

আবার ভাহার। করের সদ্ধানে চলিয়া গেল।

### লীলার দেহত্যাগ

এদিকে বিপ্রপুর গ্রামে একটা জনরব শোনা গেল বে কর জলে জুবিরা মরিরাছে, এই জনপ্রান্তর মূল কোখার কেছ বলিতে পারিল না। জাহাকে এবিবরে কিছু জিল্পাসা করিলে লে নিরুত্তর হয়, বলে আমি জানি না, অধ্য না জিল্পাসা করিয়া সময়ে সময়ে এই কথাটা শোনা বার—

> "বলা কওয়া করে লোকে এই মাত্র শুনি শুধাইলে উত্তর নাই, না গুধালে শুনি।"

লীলার কাপে একখা পৌছিল, কিছ কেছ ঠিক করিয়া কিছু বলিছে। পারিল না। লীলার বুক ছফ্ল ছফ্ল করিয়া কাঁপিয়া উঠে।

> "কালে কাৰে কছে কেউ বেন কছ নাই। কাহাত্তে গুৱালে বল কছেও ববর পাই।"

একদিন নীলা বংগ দেখিল, মুর্বোগের বংগ উরাল রেউএর উপর ক্ষ কলে ভালিভেছে। নীলা লেগিন জাঁয় এক্ষিত্র কণ্ঠ গাইল না।

বিশ্ব বিশ পৰে মাধৰ কিবিয়া আসিল। বিশ্ব আয়াৰ নাম নাম নাম নাম। শীৰ্ষাৰ সংস্থ মাধ্য কোনা কৰিল, আয়ান আমাৰ উল্লেখ্য মাধৰ আছে আয়ায়। বিশ্ব, শাৰিব মো, বেয়ানাম মুকুৰ, মানা-প্ৰামিন ক্ৰি, অন্যাধ্যায়ৰ আন্তৰ্ভি বা আমি কি বলিয়া দেখা করিব ! কড কঠে কড জারুগা অবেবণ করিয়াছি, কেছই কডের সন্ধান দিডে পারিব না।"

লীলা জিল্পানা করিল, "ভাই বল ভো ডুনি কছের সম্বন্ধে কোন কথা শুনিরাছ কি ?"

হিষাভাবে মাধব আন্তে আন্তে বলিল,—"ক্রবল ভব্দ বে কর লৌরাজের দর্শনাভিলাবী হইরা চলিরা সিরাহিল, বড়ের মূথে ভরণী ডুবিরা বার—জলে পড়িরা কর মুড়ারুখে পভিত হইরাহে।"

"জনরৰ এই মাত্র লোক মৃথে শুনি। জনেতে জুবিরা কছ জ্যাজিরাছে প্রাণী। বিলায় লইবা কছ জামারের ছানে। সংসার জ্যাজিয়া বার— গৌর জবেবণে। জাখারে পাগল নদী ধর ধাবে বর। জকলাৎ কাল মেব গগনে উরব। অকলাৎ কাল কেব গারুর জরবী। জনেতে জুবিরা কছ জ্যাজিতে প্রাণী।

"প্রাদেশ অধিক,—সহোদরের অধিক,—ভাই আমার বলে ভূমিরা মরিল; একবার মৃত্যুকালে ভাহাকে দেখিলাম না! বীবন ভরিয়া কত কৃষ্ণ পাইলে; কোন হুংখে ডোমান চিন্ত দমাইডে পারে নাই, অবলেবে নিশ্যা কৃষ্ণরে আইনিত হইয়া পিতার স্নেত্য বকিত হইয়া বিবেশে বেক্তাক ভূমি স্লিল-স্বাধি লাভ করিলে, একন লোশার ভাই আনা হইয়া আমি বেশ্ন ভাগের বাঁচিব।"

সেই দিন হইতে দীলার সাহার নিয়া স্থান্তই নেদ । , হেমভের নীহারে
ব্যানা পর্যন শুকাইরা বার, দীলার- দ্রীরের বৌনন-সুন্সা দেইরাল
পূপ্ত হইল। বে কেল পর্যার ভারতাতকৈ পূর্তের উপার স্থানী ছলিয়া হবাতা
পাইত, তাহা হির্ম স্থিত-পিটিন বাংশন সভ কইরা নেম। ভারতা, বে
নামত নাতি পালভার দৌরের মত হিন্ম মাত্রা ইয়ার্ন সাম্যার মত বিশ্বির্ক ক্ষম
ক্রীয়ার ভারতাতকীলে, ব্যাহিত ক্রিয়ার্ন্তাল, মুল্লার্ন্তিনিটার্ন্তালক বিশ্বানার ।
ক্রিয়ার ক্রীয়ার্ন্তালক স্থানিটার ক্রিয়ার্ন্তালক বিশ্বানার ।
ক্রিয়ার ক্রিয়ার স্লোহার ক্রিয়ার্ন্তালক ক্রিয়ার ব্যাহার বিশ্বানার ।

#### करवार जानंबन

গর্গ এই শোক সহিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিরা মৃতা কন্যার পারে হাত বুলাইয়া বলিলেন "আমি কাহাকে লইয়া দেবভার আরতি করিব। কে আমার সাঁবের ঘরে বাতি স্বালাইবে? কে আমার পূসার সুল তুলিবে? লীলা, দেখ এসে, ভোমার জলের কলসী পড়িরা রহিরাছে, ভোমার পোবা পাখীরা অনাহারে শুকাইয়া গিরাছে।

> "পড়িরা রহিল আষার যনের বড আশা। সর্বাথ ভ্যজিরা হৈল নদীর কুলে বাসা॥"

বিচিত্রের সহিত করের দেখা হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু হর নাই, সে
সতীর্ধের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিরা পাগলের মত আশ্রমে ছুটরা আনিল।
কর বাড়ী আসিরা শুনিল, গর্গ তাঁহার প্রাণ-প্রতিম ক্লাকে শ্বনানে
লইয়া গিরাছেন। আশ্রম আলোক শ্ন্য—চতুর্দিক ক্ষকার—সে সেখানকার
বাডালের তীত্র দাহন সঞ্চ করিতে পারিল না। ক্রেডগতি শ্বশানে রাইরা
গর্গের সহিত মিলিত হইল:—

"বল্লাখাতে বৃক্ধ বেষন অলিব। উঠিল।
হাহাকার করি পর্ন করেবে ধরিল।
হার কর এককাল কোবা কৃষি হিলে।
কোবারে তানিবছ করা বরণের কাবল
কিনের সন্দোর বর কি বৃত্তে আরার।
বাবের বিহুনে আরার নব অকনার।
ব্যবের বিহুনে আরার নহ অকনার।
ব্যবের বিহুনে আরার ক্রাক্টিন
ক্রাক্টিন বিহুলি ক্রাক্টিন কর্মান্তিন
ক্রাক্টিন বিহুলি ক্রাক্টিন্যানার।
বিহ্নাক্টিন্যানার
ক্রাক্টিনার্যাক্টিন্যানার
ক্রাক্টিনার্যাক্টিলার্যাক্টিনার্যাক্টিনার্যাক্টিনার্যাকটিনার্যাক্টিনার্যাক্টিনার্যাকটিনার্যাক্টিনার্যাক্টিনার্যাক্টিনার্যাকটিনার্যার্যাকটিনার্যাকটিনার্যাকটিনার্যার্যা

আগুন আলিয়া মোর পোড়াও বৃহ বালা।
আলি হ'তে সাক বোর সংসারের আশা ঃ
আকাশে বেবতা কাঁচে গুর্গের কাঁচনে।
ভাটিয়ালে কাঁচে নদী না বহে উলানে।
বানের পাবী ভালে বলি কেলে অঞ্চলন ।
বানের পাবী ভালে বলি কেলে অঞ্চলন ।
কালে তাপিত ক্বরি করিতে বীতল।
কাকে গহিত মুনি বার নীলাচল ঃ
সাকে চলে অন্তগত শিক্ত পঞ্চলন।
সাকোর জেবালি প্রেল ভালের মানন ।
সাকোর জেবালি প্রেল ভালের মানন ।

#### **ৰালোচনা**

এই কর ও লীলার পালাটি ঐতিহালিক। লীলার ভালবালা ও করের
ক্ষম্য ভাছার ব্যাকুলভার কবি-কর্মনার ছটা পড়িরাছে। কিন্তু বাক্ষ্মী সকল
কলেই ইভিছাল-ভথ্যসূলক। করের নিবাস মূদ্রমননিংহ কেলার নেত্রকোশা
সব-ভিভিসনের মধ্যে কেন্দুরা থানার অন্তর্গন্ধ বিপ্রপুর প্রাম। ভাঁছার পিভা
প্রপরাজ ও মাভা বন্ধুমভী অভি দরিক্র ছিলেন। করু শৈশবে বিপ্রবর্গ বা
বিপ্রপুর প্রামে পণ্ডিভপ্রবর কর্মের রাজীতে থাকিয়া লেখাপড়া লিখিয়াছিলেন। এই প্রাম রাজ্যেবরী বা রাজী নবীর জীরে অবছিত। বেখানে
শীর আনিরা আন্তানা স্থাপন করিরাছিলেন, দেখানে এখনও একখানি পাশর
আহে, লোকে ভাহা "পীরের পাখর" নামে অভিছিত করে। হিন্দু মুশলমান
সকলেই সেই স্থানটিকে ভীর্মের মাধ্যা করে।

্ৰক্ষ,বেষণ জপৰান কেনেই কাশমানী হিলেন। । উত্থাপ কৰিছ আছিকাঁত বিন্ধা দীকা পানী। সমানে , কানৰ কাইড পানিবাহিক। তথ্যকা নিৰ্বাহন নাৰ্যানিক্তিনিবাম বিশোস নামানৰ কাৰকে কাই আধানক কাইডিবাইন বালক এই কান্যথানি এবন ক্লানিড ছব্দেও কৰ্ম কান্য কথার স্কল্প করিরাছিলেন যে উহা পদ্ধীর বালক বুজের সকলেরই কঠে কঠে আবৃত্তি হইড। সেই বরলে তিনি গর্মের বাড়ীতে থাকিরা স্থরটি ও পাটলি নামক গাভীবরকে গোচারণের বাঠে চরাইতেন এবং বাঁদী বাজাইরা সকলের মনোরঞ্জন করিতেন।

*(मं*डे वद्यामंडे—

"कड चान नाथान नहा, कदि-कड महद कहा,"

সকলে তাঁহাকে কবি কৰ বলিরা ভাকিত। শীরের আনেশে কৰ আরএকথানি পুত্তক রচনা করেন, ভাহার নাম "সভ্যশীরের পাঁচালী"—এই
পুত্তকের অপর নাম বিভাস্থলর। বঙ্গদেশে কুক্ত-রামের বিভাস্থলর, রাজপ্রাাদের বিভাস্থলর, ভারত চল্লের বিভাস্থলর ও প্রাণারাম ক্ষম্পর্কীর
বিভাস্থলর প্রভৃতি পাঁচ হরখানি বিভাস্থলর আহে কিন্ত কবিকত্বের বিভাথ্পরের মত কোনখানিই এত প্রাচীন নহে। কর চৈতভাদেবের সকলার্মীইছিলেন; প্রভার প্রাার ৪৫০ বংসর পূর্বেব তাঁহার বিভাস্থলর রচিত হর। এই
কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট এই বে ইহার উদ্দিষ্ট দেবভা কালিকা দেখা খা
অমপূর্ণা নহেন। শীরের আনেশে এই পুত্তক রচিত হয়—এবং ইহার উদ্দিষ্ট
দেবভা গিভ্যপার হিন্দু-মুস্কানার উভয়েরই পুরা।

গৃথিবীতে বতপ্রকার হাণ আছে, লৈগবে কর ভাহার সরস্তই সহিত্রা
হিলেন। বিনা লোবে সামাজিক প্লানি ও কলকের ভারন হাইনা উল্লেখ্যিক
কতই না লাহুলা সন্থ করিতে হর। অবলেবে শর্জ ও প্রাক্তন প্রেখ্যিক
বড়বরে পঞ্চিনা তিনি গৃহ-হারা ও কুব-শান্তিহারা হাইরা বনে বনে ও নার্জ্য
পরীতে পর্যাইন করিয়াহিলেন। এই হাবের মধ্যে পড়িরা উল্লেখ্য বনি
পর্যাইন করিয়াহিলেন। এই হাবের মধ্যে পড়িরা উল্লেখ্য বনি
পর্যাইন করিয়াহিলেন। তিনি সাম্ভিত বেল্পানী
কর্মেন করিছেল মুক্তনার্গা ক্রিক্তিত বিশ্বনি করিছে বিশ্বনি করিছে
ক্রিক্তিন ক্রিক্তিনি ক্রিক্তিনিক ক্রেক্তিনিক ক্রিক্তিনিক ক্রিক্তিনিক ক্রিক্তিনিক ক্রিক্তিনিক ক্রেক্তিনিক ক্রিক্তিনিক ক্রিক্তিনিক ক্রেক্তিনিক ক্রেক্তিনিক ক্রিক্তিনিক

আভাবে কোন প্রাক্ষণ-কবি হীন ভাতিয়া বয়নীতে প্রাক্তা দেখাইতে পারিতেন পা। সংসারের নানা বিরুদ্ধ অবস্থার নিপতিত হুইয়া ভিনি বে উলারতা ও ভাতভাৰ শিখিয়াছিলেন, ভাছাতে ভাঁছার চরিত্র সাধারণ স্নানব-সমান্তের বহু উর্ক্নে উঠিয়াছিল। ভাঁছার জীবন-আখ্যারিকা, রখুমুভ, দামোদর, নয়ানটাদ বোৰ ও জীনাথ বানিয়া এই চারিজন কবি লিখিয়াছেন। ভাঁছারা সভ্যের কুরধার সীমার মধ্যে ভাঁছার কাহিনী যথাসম্ভব সভর্কভার সহিত আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, কেবল লীলার বিরহ ও প্রেম-ক্থার মধ্যে ভাঁহারা কিছ কাব্যলীলা দেখাইয়াছেন, কিন্তু সাংসারিক জীবনের সমস্ত পুটিনাটিই তাঁহারা বাস্তব জীবন হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভাঁহারা অদর দিয়া, মনের দরদ দিয়া কবির জীবন-কাছিনী এমনই সহাযুভুতির সঙ্গে লিখিয়াছেন যে মনে হয়—ভাঁহাদের নির্মাণ ও আন্তরিকভাপুর্ণ জনয়ে ক্ষের জীবন যথায়থ ভাবেই প্রতিবিশ্বিত হইয়াছিল। গর্গের চরিত্র অতি বিশাল-পাণ্ডিত্যে, আদর্শের উচ্চতায়, লপ তপের প্রভায় ও সহাত্মভৃতিতে ভাহা মৈনাক বা গৌরীশুক্তের প্রায় আমাদের চক্ষে নভস্পর্শী হইয়া शैष्ट्रांत । किन्न फर्कण वदारम कन्न य वृद्धिमन्ता, रेथवा ७ मध्यरमद भतिहत বিরাছেন, ভাছা অপূর্ব। বে ধর্মপিতা ভাঁছাকে বিনাদোবে বিব মিঞ্জিত আৰু পাওরাইয়া মারিয়া কেলিবার বড়যন্তে লিপ্ত, তাঁহার উপর তাঁর কি উলার ক্ষাণীলভা। কম্ব গর্গের চরিত্রের পরিচয় যেমন পাইয়াছিলেন. নীলাও ভাষা পায় নাই। কম্ব বলিয়াছিলেন—"পিডা অভি মহান ব্যক্তি। ভিনি শতাদের বড়বত্তে পড়িয়া মুহর্ডের জন্ত জান হারাইরাছেন, কিছ ভিনি **পাতি ধর্মপ্রাণ এবং বৃদ্ধিনান—ভাঁহার এই মোহাচ্ছর ভাব কিছতেই** বেশীকাল স্থায়ী হইডে পারে না, ভূমি ইহার প্রতি লাছা প্রারহিও না, তিনি ভোষার ও আমার উভরের পুত্য, যদি মুরুর্তের উত্তেজনার উল্লোভ ৰ্থনা ক্ৰিনি কোনৱণ সভাচার করেন, তবে সহিতু হুইয়া আত্য সহ स्वितिक मरेश।" करून स्वारंग क्या शतिनक वृद्धि क गरवन स्वयादेशक श्रीशिक्षिकांत । और क्या पनिकारि, विनि गर्दा क्या बाहिक स्थाप র্মা ক্ষিতে আহার বর্ষ-শিভার অংশকার পরিবত বিভারতভিদ্যাত

বিধার কালে উাহার উক্তি কি মর্কান্সর্লী,—গৌরাজকে বন্ধ লেখাই কথাটা কবি চারটি চত্তের মধ্যে কি ভাস্তারিকভা ও অক্তি বিশ্বা দেখাইরাছেন। ছটি হত্তে অপন্নপ রূপলাবণ্য ও অর্গীর জ্যোভি ভাইরা গৌরাজ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছেন!

লীলার চরিত্র অনন্ত মধুর। লীলা ও কর শৈশবের সলী, উভরে মাড়হারা ও পরস্পরের সাজ্যান লায়ী ও অনক্ত-শরণ—এ বেন একটি বৃত্তের হুইটি কুল। লীলার হালয় স্থানোমল ভাবে পূর্ণ, কর ভাহার সহোলর না হুইয়াও সহোলর প্রতিম। লীলা ভিলমাত্র করের সল বিচ্যুত হুইলে ছুটুকট্ করিতে থাকে। ভিনি গোর্চে যাইলে সন্ধার প্রাকালে লে পরে বাইয়া দাড়াইয়া থাকে ও ভাহার প্রতীক্ষা করে। কর বাঁলী বালাইতে বালাইতে গাভী ও ভাহার বংসটি লইয়া যখন বাড়ী ফিরিতে থাকেন, সেই বাঁলীর ভ্রম শোনা মাত্র আনন্দে লীলা চকল হুইয়া ওঠে।

কিন্তু যথন সে দেখিল, পদ্ধীবাসীরা ডাহাকে ও করকে সইরা বিশ্বর অপরাধের চেষ্টা করিয়া যড়যন্ত্র করিতেহে তথন তাহার করের প্রাক্তি আহলাল আরও বাড়িয়া গেল। সে জানিত, কম্ব ও সে নন্দন বনের চুইটি ফুলের কুঁড়ির ক্যায় নির্মাণ, পরস্পারের প্রতি তাহাদের অনুরাগ অকুত্রিয়, ভাছা স্থৃচির সাহচর্ব্য ও সহামুভূতির উপর প্রাভিষ্টিড—ভাহা দেব মন্দ্রিরের পূঞ্জার কুলের ক্রায় ভগবানে সমর্গিত, অবচ তাহাই লইয়া কত বিঞ্জি আর্লোচনা চলিতেহে, এমন কি তাহার ঋষিতুল্য জনকও জন-অপবাৰের জালে পাঁডির ক্তকে বিব পাওরাইয়া মারিতে চেষ্টা করিতেছেন—তথন তাহার নিজের এই নিরাশ্রর ও অসত চুর্দ্দশার ও ক্ষের জীবনের আশহার—সে এক্টেয়ারে উন্নতা হবিয়া গেল। এই লৌআঅ, কবিলের হত্তে পঞ্জিয়া কডকটা হৈছিয়ের হন্দ ও ভাষা অবলম্বন করিরাছে, ভাষা কোন লোবের না ছইটেডি নেই সহবাদের কিন্টা বাড়াবাড়ি আছে, কবিরা ভাষাতে পূর্বভাগের দিরাহেন। বাজালী কবি <del>কলডকালে কোকিলের মূহ ও বাঁধি কেডক</del> क्रियाचे पुर्वाम असर औरच बणत मनीराज पूर्व क्रियों के महिला के क्रियों विक सामा जानके पाठिन परेशा नहेंका नहेंका अपने सक मिलाई संस्थानी रूक्को देवका शताब काम त्याह आविताः शक्तिकः विक

ক্ষািছি, একটু অভিবিক্ত মাজার সালিক্তা ও মাধুর্ব্যের পরশ পাকিলেও ফার্ছা লোবের হয় নাই। কর ও দীলা আছস্ত আমাদের চকে দেব-আন্তিনার চুইটি ক্রনীড়াশীল পুড়ুল। ছুমুখর বিষয় ভাহাদের খেলা শেষ হুইবার পূর্বেই নিষ্ঠুর দৈব সে খেলা ভালিয়া দিল। দীলা লে আঘাত সহা করিতে পারিল না, তদপেকা সংযত ও কঠিন স্নার্-বল সম্পন্ন কয় ভাহার সংসারের সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়া ভীর্থবাসী হুইলেন।

এই লারিট কবি আখ্যানটিকে যে ভাবে লিখিয়া গিরাছেন, ভাহাতে মনে হয়, উাহারা একই আসরে গাহিতেন এবং একে অক্তের দোহার করিতেন। উাহাদের স্থর এক, ছম্প এক, এমনকি কবিছও এক ছম্পে লালা। সেকবিছের শেব নাই—বর্বা, শরং, গ্রীয়, বসন্ত প্রভৃতি ঋতু ভেদে কবিদের চক্ষে প্রকৃতি বেরূপ ধরা দেন, ভাহাতে মনে হয় যে ভাহাদের অভিত ভিত্ততালি এক হত্তেরই শিল-মোহর মারা; একই প্রকারের দরদ ও অভ্যান্ত লালা।

কল্প ও লীলার লেখক দামোদর, রখুন্ত, নরান চাঁদ ঘোষ, ও জ্রীনাথ বানিরা—ইহাদের মধ্যে রবুন্তও ৩০০ বংসর পূর্বেজ জীবিত হিলেন। ইহারা জাজিতে হিলেন পাটুণী। বহু পুরুষ বাবং ইহারা পালাগান গাহিরা জাজিতে হিলেন পাটুণী। বহু পুরুষ বাবং ইহারা পালাগান গাহিরা জাজিক করিতেন, একল্প ইহাদের উপাধি হইরাহিল, "গারেন"। রকুন্তের নির্ভয় বংশধর শিবু গারেন এই পালা গানটি খুব চমংকার ভাবে গাহিতে পারিতেন, অথচ বক্ষনার তিনি জানাইয়াহেন যে তিনি একবারে নিরক্ষ হিলেন। শিবু গারেন ৩০।৩৫ বংসুর হুইল মুখুামুখে পতিত হইরাহেন। মর্মনসিংহ গোরপুথের জমিদারগণ ইহার অপুর্বে গান গাহিবার শক্ষির পুরুষার বরুল ২০।২৫ বিবা জমি ইহাকে গান করিরাহিলেন। শিবু গারেনের বাড়ী হিল নেত্রকোশার অন্তর্গত আভানিরা প্রানে।

শীলাগ বানিয়ার বাব- আরও বাজানট নালা নানের কুমিলার নানার গালীয়াকি 🛵 : পূর্বালার নিজিবার এবালারিক পারীর্ত্তি কামজ কুমে-নাম্বর্তিক ক্ষমিনাতিকার ব্যবিধার নাল বাগাল-কাম।

এই সকল কৰি একমারে বভাবের পিও। ক্ষেত্র বিরহে যক্ত কীজাঁ বাগানে বাগানে ব্রিরা জমরের নিকট ক্ষেত্র সংবাদ বিজ্ঞানা করিছেছে তথন কবি লিখিরাছেন, বে এমরটি আন বিজ্ঞানিত বইরা লিলা গেল, কাল আর লে বাগানে আসিল না, সুভরাং সংবাদ দিবে কে?

> "নিড্য আদে নব পাখী মৃতন ক্রমর। কাঁদিরা ভথালে কেছ না দের উত্তর ॥"

বর্ধাকালের সেই নবনীল অলদকান্তি, বথ্যে বল্পে বিয়ন্ত্রজন চনক। রখুন্ত কবি এই বড়খড়ুর বে চিত্র আঁকিয়াহেন ভাষাতে মনে হয় কের প্রকৃতির সন্মুখে বসিয়া তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্য নকল করিয়া বিশ্বাহক। ঃ

পৃথিবীর আলাময় ঝুকে শীতন জল চালিবার জন্ত বর্ধা-রাশ্ব আসিতেকেন—কবি গাহিতেকেন—

"হাতেতে দোনার বারি বর্বা নেমে খাসে।

এই সোনার বারি বিছাৎ; **ব্দর্শনিত কারির ছার সবিছাৎ নেয—ক্ষনবিনু** চালিভেছেন, বর্বারাণীর এই রূপ পরীকবিরা যাহা বেখেন,আমরা সহরবানীরা সে রূপ দেখিতে পাই না।

বৰ্ষার আর একটি বৰ্ণনা কবি রক্তৃত বাহা াবরাছেন, **আহা** নিজপম :---

> "আবণ আদিন বাবে কলের পশস্তা। পাণর ভারারে করে পারনের ধারা। কলেতে কবল কোটে আর নরী-কুল। গতে আনোবিত করে কোটে কেরা কুল। পার্কনিরা বারা পিরে করা বুরি বাবে।। 'বুই করা কুল' কুলি কুলি ব্রিমে পারা।"

ार स्टब्सिक, जास्त्रात प्रशिक्ष समीता निक्री प्रशिक केली स्वास है। समित्र समय सामान निक्रक कार्या क्रिक्त वर्ष क्रिक्ट केली বিশক প্রান্থ না করিয়া বধুর মান ভালিবার জন্ত পথে পথে "বউ কবা কও" বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইডেছে !

কবি কক "সভ্যপীরের পাঁচালীভে" যে আত্মপরিচয় দিরা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে পাঠক বৃধিবেন, রত্মুত্ত প্রভৃত্তি কবিরা তাঁহার জীবন-আত্মায়িকা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই বিবৃত্তির অন্থগত। আমি পূর্বেই বলিয়াছি শুধু লীলার ভাবোচ্ছাস বর্ণনায় পূর্বেক্তি কবিরা তাঁহাদের কবিষশক্তির পরিচয় দেওয়ার ব্যপদেশে এদেশের প্রথা অন্থবারী বারমালীর ভলীটি অন্থসরণ করিয়াছেন, কিছ ক্ত্ সমত্ত ভ্রেই ইতিহাসের পিছন পিছন গিরাছেন। কবি করের প্রদত্ত আত্মপরিচয়টি এইরূপ:—

পিতা বন্ধি গুণরাক মাতা বহুমতী। যার হরে কর নিলাম আমি আর মডি। শিশুকালে বাপ মুক্তন মা পেল ছাডি। পালিল চঞাল পিডা যোৱে যদ কৰি। कामबादन शाहे यह हशास्त्र पदा । চঞানিনী যাতা হোৱে পানিনা ভারৱে। প্ৰভাৱ সমান ভার পবিত্র অন্তর। সেও ড বাৰিলা যোৱ নাম কছাৰ। জনম অৰ্থি নাহি ছেখি বাপ মায়। শিশু পুরে খোরে তারা পর্যপুরে বার । বরারি চন্ধান শিকা পালে আর দিয়া। ণালিলা কৌশল্যা মাডা ভঙ ছুদ্ধ বিদ্ধা। মুরারি আমার পিতা ভক্তির ভাতন। বাবে বাবে বন্দি গাই উাহার চরণ ঃ পৰ্গ পঞ্জিতে বন্দি পৰম গোৱারী। বার আত্তবে বাকি বেছ চয়াইভার আবি । पूनः सूनः वन्ति आधिः वार्वेद प्राप्तः । रीय गर कारी महिल्ला विकासमा

বেদ-পুরাণ-লার কঠে বাঁর গাঁখা। जांद्रजांव चरव डीका जबचकी प्रांका ह বেছ-বিধি খালে বাঁর ক্ষমতা অপার। আর বার বন্দি গাই চরণ ভাঁচার । শ্বশানের বন্ধ যোর ভাসমর পাইরা। **की**वन कविना साम भटन साम दिया । চট দিন নাচি থাই আৰু আৰু পানি। হাতে ধরি আশ্রমে লইলা মোরে বুনি। की व नव दिना स्थादन श्रीवादी समनी । प्रविवाद काल त्यांच वैक्रांडेला काचै । কারিয়া কচিত্রে কছ সবার চরুপে। শোধিতে মারের খণ না পারি জীবনে। नमी मर्था वन्ति शांहे वासवारसभ्यो । ডিহাস লাগিলে হার পান করি বারি । ভাচার পারেছে বইসা ক্ষমর পেরাম। জন্মভূমি বন্দি গাই নাম বিপ্ৰপুর প্রায়।

এই বন্দনায় কোন দেব-দেবীর নাম নাই, কোন তীর্বছানের উত্তেজ্ঞ প্রশাম নাই, নিউঁকি সভ্যবাদী কবি ভাঁহার চণ্ডাল জননীকে "গলার স্বান বার পবিত্র অন্তর" বলিয়া করবোড়ে প্রশাম করিরাছেন। ক্ষ ভির আর ক্ষেত্র আন্দ ভনর কি এইর্ভাবে চণ্ডালিনীকে বন্দনা করিছে পারিড? উল্লেখ্য আন্দ এবং প্রানের প্রান্তথাহী রাজরাজেখরী নদী,—ভাঁহার চক্ষে সর্বর্গকেন্দ্র শ্রেই এই প্রত্তিক্ষান্তী, সভ্যভাবী কবি অপার কোন ভাঁতেই নাম করেন নাই। রাজী নদী ও বিপ্রপুর প্রান্ত ভাঁহার চক্ষে প্রথান ভাঁব, এই শ্রুই ভার্তের মহিমা ভিনি নিজে উপলব্ধি করিয়া ভাহানের ভাঙি গান ভাইরার বন্দনাতি পরিস্থাপ্ত করিয়াভার।

## শ্যাস সাম্ব

# প্রেম নিবেদন, উত্তর-প্রাত্যুত্তর

সানবাঁথা বাটে ভোষের বোড়শী কন্তা রোজ কল্সী ভরিয়া জল আনিতে বার, ভাহার বক্ষান্ত স্থলীর্ঘ কেশ ও লাবগ্যময় গঠন ও অব্সরার মত স্থলর মূর্ত্তি দেখিয়া রাজ্যের লোক পাগল হইরা যায়।

সে দেশের তরশ বরজ রাজকুমার স্থাম রায় ভাহার রংমহাল হইতে প্রস্তাহ এই সুন্ধরীকে বেশিতে পায়—বেশিয়া চকুর তৃথ্যি হয় না, সে রোজ এই নারীর রূপমাধুরী পাল করে। অবশেবে সে ভোম-নারীকে সংবাদ পাঁঠাইল, "তুমি কি আমাকে ভালবাসিরা আত্ম সমর্পণ করিবে? তাহা হইলে সমাজ-বিধি বাহাই থাকুক না কেঁন, আমি ভোমায় বিবাহ করিয়া ভোমার মাখার কোঁকড়ান কোঁকড়ান চূর্ণকুজল সোনার বুরি দিরা বাঁথিয়া দিয়ার নাখার কোঁকড়ান কোঁকড়ান চূর্ণকুজল সোনার বুরি দিরা বাঁথিয়া দিয়ার হাতীর গাঁতের শীতলপাটী সোনার পালকের উপর পাতিয়া ক্রিয়ার সুত্ধ-শত্যা তৈরি করিয়া দিতায়, ঐ পাটের খুঞা ফেলিয়া দিয়া ক্রিয়ার প্রত্মার সুত্ধ-শত্যা তৈরি করিয়া দিতায়, ঐ পাটের খুঞা ফেলিয়া দিয়া করিয়ার পালস্কর্যার শাড়ী ভোমার পরিতে রিভাম এবং কাঁচপোকার মালার পরিমার বাড্মকার এবং কালার সোনার মান্ত্রার বাড্মকার এবং কালার নামার কালার পরিমার বাড্মকার কোনার কালার কাল

কৃতির নিকট ভোবের যেরে বলিরা পাঠাইল, "কি করিরা আঁহার কলে আনার কেবা হাইবে। দিনরাত লাক্তকী আনার পাহারা দিতেকে। সম্ভাবেলা ববে আলো থাকে না, গণবা আইরা আনী কথন ববে কিনেন ভারার কোন নিক্তি সমর নাই, ভাবে নানে বাড়ীর অভি নিকটো ম্বার্থ থানের বাব বৈ গৈ ক্ষিকেছে। আমার অনুষ্ঠে স্কাব্যর নাইতে চড়া পড়িনাইছে। আমি



"রাজাব ছাওয়াল ডুগি পুরমাগী চাঁদ আসমান ছাড়িয়া কেন জমিনে বিছান।" ( পুঠা ৩৮৯ )

क्षीय स्रोत

কোন্ ছুভোর কলনী লইরা জল আনিতে বাইব । এখন তো সানের সময় নর বে, ভরা কলনীর জল কেলিরা পুনরার জল আনিতে বাইরা ক্র্ সচল মিলিতে পারিব।

"দৃতি, আমি বেণে নই বে, পশরা মাধার করিরা সেই ছুতোর বছুকে একবার দেখিরা আসিব, আমি রাখাল নই বে, গোঠে যাইবার ছলে রাজ বাড়ীর হুরারের পথ দিয়া যাইব। আমি মালীর বরের মালিনী নই বে, মালা লইরা বঁধুর কাছে বিক্রের করিছে বাইব, ধুবনী নই বে কাপড়ের বস্তা লইরা রাজবাড়ীতে যাইব। ভূমি আমার ছটি ক্লোখের জল দেখিরা যাও, আমার বৃকের ভিতর কত হুঃধ জমিয়া আছে, একবারটি তাঁহাকে জানাইও।

শৃতি, আমি যদি ওক শারী হইতাম, তবে শৃত্যে উড়িরা বাইরা বঁথুকে দেখিয়া আসিতাম। আমি জোড়ের পাররা নই বে, থাড কুড়াইবার হলে তাঁহার কাছে বাইব। আমি বলি ভালের পূলা হইতাম, তবে নিজেকে মালার 'গাঁথিরা দিতাম, তুমি সেই মালা লইরা বাইরা বঁথুর হাতে বিজেঃ আমি হোট কুগজি ফুল নই বে, কুরকুরে হাওরার উড়িরা বাইরা বঁথুর হাতে পড়িব। আমি ভাব কি ভালিম নই বে তাঁহার পার্ত্ত উরিরা পিরালা মিটাইব। পলার বা পরমার নই বে, বাটা ভরিরা ভাইকে পরিবেশন করিব। আমার বোবন, গালের পানি নর বে বঁথুর চরণ ফুগল ধুইবার জন্ত লোটা ভরিরা লইরা বাইব। আমি বনের কোকিল নই, পুলোর প্রমন্ত্রী নই বে, বধু আনিবার হলে উড়িরা ভাহার কাছে বাইব। বাই কারী কই বে, বধু আনিবার হলে উড়িরা ভাহার কাছে বাইব। বাই কারী কই বে, বধু আনিবার হলে উড়িরা ভাহার কাছে বাইব।

"নৱত পাদের পানি বৃতি এ বোর বৌরন। বোটার ভরিয়া বিভাব থোরাকে চরণ। বনের বৃত্তিনা হইতান বনি বৃত্তোর ভর্তী। বর্ণু বা ভানিবার ভ্রেন বাইভাব উট্টেন্

कार्यक्रमा चाम्रक वर्षिक्तः —वहे स्था वर्षिक वासि सा ... वर्षाच विसाय सम्बद्धाः स्थान কৃষি নিভাই চাঁদ বলিভেছেন, "নারী-জীবনের বৌবনকাল একটা রহন্ত, ---এই আকর্ত্তা ভূবনবিজরী জিনিব বিধাতা কোন্ উপাদানে পড়িয়াছেন !"

> কৰি নিজাই টালে বলে—"ভূষন ছিনিয়া। বৌৰন গড়িল বিধি কোনু চিজু দিয়া।"

ভোষ নারী দুভিকে বিদায়ের কালে বলিল—

"বাদের বাদী হইতাম দৃতি লো পাইতাম হংধ। বাজনের হলে বিভাম বঁধুর মূধে মূধ ঃ"

"আমার সাঁজের বাতি নিবু নিবু। ভাচা ভৈদ দিরা আদাইতে হইবে।
আজ বরে বাও—ভাঁহার সলে আজ দেখা হইবে না—আমার এই নিবেদন
ভাঁহাকে জানাইও।"

দৃতি কিরিরা বাইরা পুনরার আসিরা বলিল—"ভূমি নিবিট ছইরা বরের কাল করিডেছ, আমার আবার শ্রাম রায় পাঠাইরা দিলেন। ডিনি গালের ঘাটে ডোমার প্রতীক্ষার দাঁড়াইরা আছেন, দরা করিরা একবারটি বদি আসিডে!"

## শ্বীতীরের মুক্ত

ভোষের বেরে বলিভেছে,—"কুমার পথ ছাড়, বেলা মীর । আমি ভোষের বেরে—আমার পার ছাত দিও না। ভূমি অভি বড়, আমি অভি ছোট। আমার সলে তাব করিলে ভোমারই আভি বাইবে। ভূমি বাগালের দেরা মূল—আমি কাঁটার মত পথ আখুলাইরা আছি। আমার সলে ভোমার মিলন হবলে সকলে ভোমাকে বোঁটা দিরে। ভূমি বুরু, রাজার ছেলে—আমি সামাভা ভোম নারী। আমার, সলে ভাব করিরা ভূম পাইবে না। ভূমি সাপর ও সমুবের বারী,—এই ভক্সো ভালার দ্রীকুল কাঁইকুল কেল ভিত্তিত হবিতে লাভ— "রাজার হাওয়াল ভূষি পুরনানী চীব। আসমান হাড়িয়া কেন অবিনে বিহান হ"

"ভোমার বাড়ীতে খাট-পালত আছে, কঠিন মাটির শব্যার ভোত্মার কট্ট হইবে। এই অসময়ে নদীর ঘাটে আসিরা ছুমি কেন বিপদ ঘটাইভেছ? ভোমাকেই বা কি বলিব! আমার ছুটি চন্দু ত আমার শক্ত—

"কোথা থেকে ছুবমন চকু উঁকি বারি মেথে।"

"বঁশু, ভূমি আম থাইবে বলিরা আমড়া গাছের ওলার আনিরাছ । মর্র হইরা ভূমি কদাকার তেউরা পাখীর পেখন পরিতে চাহিতেই। ভূমি খঞ্চল—চড়ুই পাখীর কাছে নাচ শিখিতে আসিরাছ । বলি শুজা কেলিরা ভূমি কড়ির থলি হাতড়াইতেই। মহামূল্য হার কেলিরা পলার দড়ি বাঁধিতেই। সমূল হাড়িরা ক্রার কল চাহিতেই এবং পলম্ভির হার কেলিরা হাড়ের মালা বাছিরা লইতেই, আবির কুইম হাড়িরা কারে পুলি মাখিতেই, চলন কেলিরা মাখার হাই দিরা ভিলক রচনা করিতেই।"

"নামড়া থাইলে ব্ৰিবে কি বঁদু আবের ছবান। বোলে কি পাইবে বন্ধু দৰিব আবাদ। বহুৱা হইবা কেন তেউরের পেথব। থকনা হইবা কেন তেউরের পেথব। থকনা হইবা কেন বছুৱা কুলছ কড়ি। হার রাধিবা কেন বঁদু গবার বাছে বড়ি এ হান আবি তোবনী আবি, বঁদুরে নাই বে বুর বার এ বালর প্টরা কোর পানি কোন লাব বে বার । বালর প্টরা বে বিদু পান হাজের মালা। আবির স্কুল প্টরা বদু আন্দ নাব কুলা ও বিবি বিভক্তির জোবা ব্যব্তে বার আই। ভব্ব বুইবা বিশ্ব কোন বার বার আই। রাজকুষার ভাষ রায়ের প্রেম, লোকিক আচার ও দলাজ বিধি এ সকলের উপরে, তিনি বলিডেছেন ঃ—"হউক কলক—লেই কালি আমি কাজল করিরা চোখে পরিব। শক্ররা বলি নিন্দা করে, তাহাতে আমি তোমাকে হাড়িতে পারিব না। প্রেম তো ধূলি মাটি নর বে, লোকের কথার আমি হাড়িরা দিব, জাতি অতি অকিজিৎকর; প্রেমের মূল্যের সঙ্গে তাহার তুলনা হর না। এই রাজ্য হাড়িরা আমি আর এক রাজ্যের রাজা হইব। জললে বৃক্ষতলে আমি বাড়ী করিব, গজমতি কেলিয়া দিয়া হাড়ের মালা পরিব, স্পাক্তি চন্দন কেলিয়া আমি গায় হাই মাখিব এবং দ্বি হুয় হাড়িয়া বনের কলা খাইরা তৃপ্ত হইব। ভোমার বদি পাই তবে এসকল কট আমার সুখের কালা হইবে—জীবন সার্থক হইবে, উত্তম পরিচ্ছদের বদলে বাকল পরিয়া করী হইব—

"নায়রের লোনা পানি মুখ হৈল ডিজ।

' ইইজে কুয়ার পানি শক্তথে মিঠা।
ধাকুক কলক লো কলা লোক অপ্যক।
পাধ্য নিংডাইয়া দেখি পাই কিনা রুল।"

ভোষ কল্প প্ৰেৰে বলিল, "ৰক্ষা ক্ৰাইরা আনিরাছে, আষার সুঁড়ে ঘরে এখনও গাঁজের বাভি আলা হর নাই, গাঁথের কলসা কাঁথে রহিরাছে এখনও ভাহাতে কল তরা হর নাই। আমার পাভড়ীর বড় কোশন বভাব, গাঁলি কল বিবেন। আন ভূমি চলিরা বাঙঃ ঐ দেখ, সক্ষার আকালে পাবীঙলি অনুত্র হইরা বাইতেছে, আমি একা আধার পথে ভি করিরা বাইব। কাল আমার পানী বাল কাটিবার কল্প বাইবে।"

কুনার বলিল, "আবি অলের ঘাটে জোনার কলনী জরিরা দিব।"
"কিছ তুনি পরপুরত, আনি একলা নানী, ইফাঞ্চনা করিরা হয়।"
নাককুনার—"আনি ভোনাতৈ ভোনার উ্তেতে পৌন্তিয়া দিব।"
"আ ম'লন জোনার কুনুত পাক্ষের প্রার্থিত দুইনে ।"
নাককুনার—"সাংক্ষাভাগীয়াল ক্ষানার প্রার্থিত দুইনে ।"
নাককুনার—"সাংক্ষাভাগীয়াল ক্ষানার প্রান্থিত দুইনে ।"

"ভাহা হুইলে কল্পভ্ৰম অবধি অভিবে না, এক আনিই বা ক্ৰাকার জংগী সভা হুইরা কোনু সাহলে চলন-ভয়কে বেড়িক্স ব্যক্তিব। , আক্ৰান্ত কিব কান্ত লাও। কাল আমার বাবী বাড়ীতে থাকিবে না। শান্তড়ীর অপ্রভাকে বিভূকীর ছ্রার খোলা রাখিব :—

> "আফলার রাজি বঁবু চিডে ক্লা বিও । কালিকা নিশিতে বঁবু আহার বাড়ী বাইও । ভাষা ঘরে ভোষার লাগি বাকিব একেলা। শাভড়ির অপরথে রাধব পাহের ছুয়ার ধোলা ঃ"

#### मिनम

খ্যাম রায় এবং ডোম নারীর মিলন হইল। কিন্তু রমনী গৃহ-জ্যালিটী হইবে, অনেক আলা বছণা পাইকে—ভাহাতে ভাহার অন্তভাপ নাই। নে বলিতেতে:—

> "বে দিন থাইয়াছি বঁধু পীক্ষিত গাছেয় কল । কলম অলপ দুল-ক্ষীখন সকল ।"

"এই অপার আনম্যে, স্থ-হংগ, কলঙ ও বৃদ্যা—দূর হইরাছে। ক্লুবাট্টু কোন ভয় নাই—্জীবন সার্থক হইরাছে। আয়ায় থাট পালভ লাই। সাযাত হেড়া মাহরে কেমন করিয়া প্রশীরেশিল:

> "अरे सा कारत करेश वह ताक पति दान । स्मानटक विकास विकास किया, ताल । स्मानटक विकास विकास किया, ताल । स्मानट स्टब्स करेश विकास कुलक । स्मानट स्टब्स करेश विकास कुलक ।

কন্যা আবার বলিল, "আলো নিবাইরা কেলিয়াছি,—জাঁধারে ভোষার হাঁলমধ কেখিতে পাইতেচি না।"

"হাত ব্লাইবা বঁধু ভোষার মুখ দেখি।"
"একটু থানি রও রে বন্ধু একটু থানি রও।
মুখেতে রাখিরা মুখ মনের কথা কও।
আমি বে অবলা নারী আর বা কারে বোগী।
বুক্তে আঁকিয়া রাখি ভোমার মুখের হানি ।
নিশি বুঝি বাররে বঁধু খুমেতে কাতর।
গাছেতে ক্ইল ভাকে পুশেতে অমর।
নোরামী গেছে নল কাটিতে দ্রের হাওরে।
কাল নিশি আইস বঁধু আমার বাসরে।"

### স্বগণের শত অন্যুরোধ উপরোধ

মাজা ও ভগিনী অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু শুম রায়ের সেই এক গোঁ; "আমাকে ঐ জোমের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ লাও।"

ভারির। বলিলেন, "রণে ওপে কুলে শীলে সব বিষয়ে এক সেরা কভার সঙ্গে ভোষার বিবাহ দিব। ভোষ কভার সঙ্গে বিয়ে। হিং। একখা মূখে খানিও না—

> "বাতি নাশ, ধরম নাশ, ভাইবে এ ড বড় বার। হীন ভোষের নারী ছুইলে বাকি হার। পর পুইরা কেন ভাইরে গর্ম্বে বেও পারা। বাতি নাশ হৈরা কেন হৈতে যাও ঢোরা। পর কুল হৈরা কেন গোবরেতে আশা। ওক পারী হৈরা কেন বুবে কর বালা।

"কৃষি গুৰু পাৰী, আৰাজন্ম অবাধ কৰীৰ সংক্ৰাক ছানে ছবি উটিকা বেড়াইৰে, মাটাৰ নিজে কুমণিৎ পাৰীয় গুৰু ছুকি কেব বাবা কৰিছিল

''ছয় শত লাউয়াল সঙ্গেতে কৰিয়ু

डीन बाब

"যারেতে ব্ৰায় বহিনে ব্ৰায়, ব্ৰান হৈল যায়। সাচ্চা সাপে থাইল যায়ে কি করবে ওবায় ।"

এইখানে কবি নিতাই চাঁদ উচ্চ সহজিদ্ধাদের ক্ষুরে কডকগুলি কর্মা বলিয়াছেন।

> "জাতি ধরম ভূরা কথা নিজাই চাঁদ বলে। বিব অনুত হর, ওবার পাইলে। স্থান অহান নাই, ছজন সুজন। ধূলা মাটি বেছে লও পীরিতি বড় ধন। আসল পীরিতি, নাহি জানে জরা মরা। চ্যমনে কাটলে অল পীরিতি লাগে জোড়া। নিজাই চাঁদ কয়, পীরিতি আসল ববি হয়। হউক না ভোমের নারী ভাতে কিবা ভর।

### ভোনের বাড়ী-বর ভালা

চাঁদ রার সমস্ত কথা শুনিলেন। ভোমের কভাকে জাঁহার পুর বিবাহ করিবে শুনিরা শুন রারের পিতা ব্যবস্ত আশুদের মন্ত ক্রোমে উভেনিস্ক হুইয়া উঠিলেন:—

> "নোক লেঠেন ভাকি রাধ কোন্ কান করিন। বাড়ী-বর ভারি ভোষের নাধরে ভানার ঃ"

এনিকে তোৰ কলা নেশান্তবী ক্ষরেব। তাল বাল আছেত আছাল ক্ষলেন। কিন্ত নেলেটি তাঁহার হাত ধনিরা নালা কুমিতে লাকিন্য লাকিটি ভূবি করে কিবিয়া নাও, একবার বাইনা নাকে বা আছিল ভাক আ বাটিনিটিনার অনুষ্ঠ কর, তাত্যানের মূল জ্বান্তবিধা। এক শান্ত কুমানি ক্ষরের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা নোকার বী প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠান ক্ষরিকার ক্ষরিকার ক্ষরিকার হইবে। তুমি আমার জন্য ভাবিও না। ভোমার চিন্তার আমার মৃত্যু হইলেও মদল, সেই মৃত্যুই আমার জীবন, ভোমার সমস্ত বালাই মৃহিরা লইরা আমি চলিরা বাই, তুমি পারের ধ্লির মত আমাকে বাড়িরা কেল। তুমি শিড়ির বগলে কেন সিংহাসন ছাড়িবে; রত্ন কেলিরা আঁচলে কেবল শুধ্ গেরো বাঁথিতে চাহিতেছ কেন? অমৃত বদলে কেন বিব খাইতে চাহিতেছ। আমি ভোমার জীবনপথের কাঁটা, আমার সঙ্গে বাস করিলে কখন ভোমার কোন্ বিপদ হইবে ঠিকানা নাই। সোনার বুরি ছাড়িরা ধূলা কুড়াইবে কেন? আমাকে লইরা ভূমি বিপদে পড়িবে—একখা ভূমি ব্বিত্ত না।"

কিন্ত এত অন্নুনর ব্যর্থ হইল—ডোম কন্যা মূখে যাহা বলে, তাহার প্রেমমরী বর্ণমূর্ত্তি বিপরীত দিকে নীরবে তাহা আকর্ষণ করে। কুমানেন ক্রি সাধ্য সেআকর্ষণ রোধ করে ?

আর এক দেশ, সে অসভ্য গাবরিয়াদের রাজ্য। তাহাদের আচার-ব্যবহার অভি কদর্ব্য। রাজা সর্ববদাই সুন্দরী নারী পুঁলিয়া বেড়ায়, এ তাহার চোধের নেশা, আজ বাহাকে সুন্দরী দেখিয়া বিবাহ করিল কালই সে চোধের বলি হইল। তারপরে রাজা তাহাকে উল্লিটের মত কেলিরা দের।

> 'টাটকা কুলের কলি না হইতে বালি। আৰু যে কছের রাখী কাল নেই লালী।''

লে বেশবালীর। নিডান্ত অলভ্য। এক একজনের গাল ভরিয়া কড়া লাড়ি, এবং আট দর্শটা স্কী। ভাকারা রাজনের ভার মুর্থান্ত ও নিষ্ঠুর।

ভাষ রার খোর্র কুটাবিরাহেন, নগখাগড়া ও গড় বাঁণ্ট বিশ্বা বিশ্ববী স্থান । কালি খৈরী সারেন । বনে ক্লানে পুরিয়া বেড়ার ।

> ्रिणनंशूने टेडरका त्नारन अप व्यक्ति नाव । निर्देशन त्वारको सामी जात श्रीत नीत न सामान याज्यान महत्त्व सिक्ति अस्मित स्मीता भूते अस्मानस्मात सामान स्मान अस्मित्र स्मीता ।

আন্ন কান্ধে বা বোধী আনি নিজে কর্ম জানী। রাজার ছাওবাল বঁধু হৈল বনবালী।"

ডোমের মেরে বলে--

"গাবরিয়া ভাতির বরা ধর্ম নাই। এই বেশ ছাড়ি চল বঁধু ভিন্ন বেশে বাই॥"

খবরিরা সংবাদ দিল—"মহারাজ ভোষার মূলুকে এক ভোষের ফেরে নালিরাছে, ভাহার লাক্য টালের মড, ভোষার রামীরা ভাহার লাসী হইবারও বাগ্যা নহে—ভোষার গাবরিরা মূলুকে এরকম সুন্দরী কেহ চোখে দেখে।।ই।"

"এরে ওভা গাবর রাজা কোন কাম কবিল। ভোমনীরে লইরা ভবে নগরে আদিল। হকুম করিল রাজা ভোমেরে বাও শুলে। রার্ত্রে বাছিয়া ভারা লইল হাতে গলে।"

ভামরায় এইভাবে খুলের উপর মৃত্যু দণ্ডের জন্ত বন্দী হইলেন। রাজার মৃত্ত কক্ষে ভোম কন্যাকে আনা হইল। সে ক্ষেন একথানি আহি-ইতিমা, সে রাজাকে প্রাক্ত না করিয়া বলিতে লাগিল:—

"গাবর রাজ! আপনার একি ব্যবহার ? আপনি কি জোর করিয়া রক্ষীর দ অবিকার করিতে চান ? নারীর বৌধন শিক্স দিয়া ইবিয়া হারা বার ৮ লোক করিয়াও ভারার রন পাওয়া বার না। আপনার সমদ পরিষ্কাই র নাই, এর বংধাই ভারবালার রারী।"

> শাধ-তা বেটাকা আৰু মধ্য কৰিব আৰু : না বাইলাক মতে প্ৰকাশ প্ৰই লাভি বাল । বল বা বাইলাক আৰু মান্তিকা কৰ দ কৰ কৈ কৰিবত আৰু মান্তিকা কৰ দ কৰা কৰিবত আৰু মান্তিকা কৰা ।

#### রমণ্ট উত্তেজিত স্থারে উপসংহারে বলিল:---

"থাদর গাবর জাতি তাহাতে বর্জর। একবিন না করিরাছ তাল নারীর বর в ক্রেম শীরিভের কিছু নাহি জান ভাও। পূব্দ বাটিরা থাইলে মধু কোথা পাও ॥"

ক্ত রমণী এই বর্ক্রর রাজা জোর করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু এমন ক্ষপনী, এমন নির্জীক ও এমন সভ্যভাবিণী নারী সে বেখে নাই। বলিও সে অনেক গালি মন্দ্র খাইল, তথাপি রাজার বরং ভালই লাগিল।

> "বিরা করিবে রাজা মন ছির কৈল। ভোমনীর কথার রাজা ভোমেরে ছাভিল।"

স্থাম রার অব্যাহতি পাইলেন।

বছদিন ধরিয়া বিবাহের উৎসব বাস্তভাগু চলিল ; নারী-পুরুবেরা একত্র হইরা দরবারে ভাহাদের অন্তত অঙ্গভলীসর এত করিতে লাগিল।

> "বইবের চামড়া বিবা বানাইবাছে চাক। নারীঙলা নাচে বেন কুমারের চাক । বইবের শিং বিবা বানাইরাছে শিকা। ভটনার ভাল খাইবা ঠোঁট করিছে রাজ্ঞ

ঞাদিকে গাবর রাজার পাটরান্ধী তর থাইরা নিরাছে, এক্সণ শ্রুক্তরী
ক্ষা—এ ত চুইদিনে আনার স্থান ক্ষল করিরা কাইবে। কিন্তু নিজের ননের
ভাব গোপন করিরা লে ভোন ক্যাকে বলিল:—

'ভিন বেশী ক্ষাৰ কথা বনি বে তোনাৰ। গোড়াৰ সোৱাৰীৰ কৰ কৰা নাকি, আৰুও ভাত কুড়াইলা সোনে নাত চুল কাঁটো। একটু তাৰলে লোড, বেকে নিবা বাকিছি। পালে বাই চুল্ কাঁচৰ—'চুল বেব বিটিছ। বৈলো বিভাইত বাবে লোইয়াইটা বাকিছা। ভনিলে খণের কথা গারে খানে ধর। ভূমি কি করিবে কচা এমন গোঁহারের ধর।"

ভোষের মেরে এত ছঃখের মধ্যেও রাণীর অভিসদ্ধি বুবিরা না হাসিরা থাকিতে পারিল না, "আবাঢ়ের মেয যেমন রোলে যার গলি"; ভাহার এত ছঃখ হাসিতে ভাসিরা গেল, লে বলিল, "ভাহা বাহাই বল, এস ছুইজনে ভাস করিয়া রাজ্য করি,—

> "হুই সভীনে বৈদা হেখা ছখে বাদ করি। পাইরাছি রাজস্ব পাট জরে কেন ছাজি।"

এই উত্তরে রাণীর মূখ শুকাইয়া গেল। চোখের আঞা কিছুতেই বারণ
মানে না। রাণী যাহা বলিয়াছিল—ভাহা সভ্য কথা—আসলে সে নিজের
অধিকার শত কট্ট সহিয়াও ছাড়িতে পারে না।

"এত হুঃখ পাইরা তবু ছাড়তে না **স্**রার । মডার কীবা বেষন মডাতে পুকার ঃ"

ভোষ কন্যা ভাহার ভয় দেখিয়া ব্যথিত হইল। সে বলিল "সভা বলিভেছি, আমি এমন গোঁরার গোবিন্দের বর করিভে চাহি না। ভূমিই রাজার পাটরাণী হইয়া থাক; দেখ, আমার যে কন্তার-সজা রাজা বিবাহের জন্ত আনিরাছে, সেই আই অলভার ও স্থান 'পবন-বাহার' পাড়ী পরিরা ভূমি শুতন বধু সাজিরা বাঁসিরা থাক। আমাকে একটা দাসীর বেশ পরাইরা পলাইবার পথ দেখাইরা বেও। কিন্তু আমার এই ওও পলারনের কথা বেন কেন্ট্র জানিতে না পারে। চারিদিকে পওগোল, বাভ-ভাঙ, ইন্টার নধ্যে আমার পতিবিধির দিকে কালারও লক্ষা থাকিবে না।"

"च्टन वृटन रमाणवारम बादि नमादेता। भावत बाजात कृति विकास का विवास

ভাগ নামের বড় ভাই বাড়ীতে আবিদ্ধা কনিঠের এই ছুর্কনার কথা ভনিসেন। ভাষার নিজার এই ছুর্বান্নহারের কথা ভনিনা ভিনি আভাত বিবাহ হুইসেন। ভারত্যালের ভবাই প্রাথমিকালের ক্রমণা হুইসেন "হৰ শক্ত লাঠিয়াল সংক্ৰেক কৰিয়া।

হৰক পাৰবেৰ কেশে বিলিল আলিয়া।

গাৰবেৰ বাড়ী বন্ধ কাকিবা কেলায়।

বাড়ী-বন্ধ কাকি কৰে নামৰে কালায়।

বাড়িকে বাধিয়া লাড়ি কোপে সূত্ত কাঠে।

পলাইতে না পান্ন পথ গাৰবেৰা কাৰে।

ধৰিয়া গাৰৱ বাজায় শ্লেতে চড়ায়।

গাৰবের লোহে নহী বাজা হৈয়া বায়।"

একজন গাবরের হন্ত-নিক্ষিপ্ত বিবাক্ত বাণ হঠাৎ ভামরারের মর্মাহ্ল বিদীর্ণ করিল, মৃত্যু আসর দেখিয়া কুমার নৈরাশ্রপূর্ণ খরে বলিলেন—

"আমি সংসারের সুখ ছাড়িয়া চলিলাম,"—

"নিদান কালে না দেখিলাখ ভোষাথ টাৰ সুধ।"

"আর বরের কোণে আমার বিহানা ভূমি পাজিয়া দিবে না, বিদেশে বাওরার'
কথা শুনিলে আর্ড হইরা আমার পদক্তেল পজিরা মানা করিবে না।
ভোমার মুখের হালি আর দেখিতে পাইলাম না। আর-ছত্তে বদি
আমি বৃক্ষ হইরা জন্ম লই, ডবে ভূমি লভা হইরা আমার বেড়িয়া থাকিও।
ফুইছেনে নিরালা আমরা মনের কথা কহিব। আমি বদি পক্ষী হই, ভবে
ভোমাতে তের পক্ষিত্রতাপ পাই।"

"পদী বনি দই করা হইও পদিশী। উদ্ভিত্তা বুবিরা কহিছেল বুংগের কাহিনী। নদী বহি দই লো করা কুমি ছইও পানী। জরা বহি বই লো করা কুমি হইও পানী। করর বহি হই লো করা বইও কারী। হুংগের মন্ত্রত কর্ম লাম নাবি চাই। ভীবন সমাধ্য করা কারা বাবি চাই।

., cope, we statute the gradue of or other after after a

শিলার পুলোর মালা বা হইল মানি ।

একবার বা বেথিকার জেবার স্থান্থর হালি ।

যা-বাশ রাজ্য-পাট পার বা ঠেলিরা ।

বনবারী হৈলা বঁরু আরার লাগিরা ।

হলর রাজার পুত্র আমি জো জোননী ।

হেলার হারালার রম্ব আমি অভাগিনী ।

লাক্য পাবরিরা বঁরুরে বথিল পরাণ ।

এই বিব বাইরা আমি ভাজিব পরাণ ।

#### चांटगांठमा

এই পালাটি জীবুক চক্রকুনার বে নৈদনলিংহ তথ্-বুলাকবালী ক্ষলদাল পায়কের মুখে শুনিরা সংগ্রহ করেন। ক্ষলদাল হাড়া আরো ছুই জিনটি গায়কের কথা তিনি আমাকে লিখিরা জানান, তাঁহারা এই গানের লাষাত অংশ খানিজেন। ক্ষলদাল একটি প্রক্তারা রাজ্ ক্ষল কইরা পরীকে পরীকে তাঁহার অপূর্ব সংগ্রহ হইতে গানগুলি গারিরা ক্ষিতেন, তাঁহার স্বৃতি পালা গানের বিরাট রন্ধাকর। বে বিধাতা প্রসর্কে শুনান করিতে শিখাইরাছিলেন, ও কোকিলের কঠে পঞ্চর অব বিরাছিলেন, লেই বিধাতার বরে ক্ষলদাল বাবাজির কঠেব অর ছিন্নি বধু ব্রহ্মেত কৃত্তর করিয়া স্থান্ট করিবাছিলেন।

বোপার বেরে, ভাষ রাজ, বছরা আছাত করেকাচ পারী সভীতের ভাব ও ভাষাগত একটা সাতৃত ভাবে, ইবারা সাহিত্যের একটা বিশেববুলের গক্ষা বহন করে। সহজিয়ারা আেশতে ভাষ মাজ্যির বে উচ্চ প্রায়ে সাইরা নিয়ারিলেন, এই ভিনটি গানেই ভাষার কুপাঁট পারিরা আহে । আই ভিনটি-বানের নায়কের। সকলেই বড় বারের প্রায়ে, উচ্চ ভিন্তার বিশ্বতিনি ব্যানের নায়কের। নিয়ার পারিনারিরারের প্রতিনিটারারার বিশ্বতিনি বা হংশ, এমন বিপদ নাই, বাহা ইহারা আরান কদনে সন্থ না করিরাছেন। বিনাল সম্পত্তি, আশ্বীয়গণের আন্তরিক স্লেহের আকর্ষণ ও পার্থিব সমস্ত সুখন্দাছল্য উপেক্ষা করিরা ইহারা বিপদের সমূত্রে বাঁপাইরা পড়িয়াছেন। এই প্রেমের প্রতি তরঙ্গে মনোবেদনার যে উচ্চাঙ্গের ঝশ্বা বছিরা গিয়াছে, তাহা ইহলোকের নহে, সুর-লোকের। ডোমনী ও আঁথা বঁধুর নায়িকা উভয়েই পরত্রী, কিন্তু এই গান হুইটির সুর এড উচ্চ গ্রামের যে ভাহাদের কলভের কথা একবারও মনে হর না, মনে হর বেন ভাহারা প্রভাতের সভ্যবিকশিত পল্প বা গঙ্গান্ধলের জায় পবিত্র। তাহাদের বামীর দিকটা আড়াল করিরা যে দিকটার উপর কবিরা জার দিয়াছেন, ভাহা একবারে স্বর্গীয় আলোকে উদ্বাসিত। ভাহারা তেত্রিশ কোটা দেব দেবীর মন্দিরের উপর পরদা টানিরা শুধু কন্দর্শের মঠের জক্ত অর্থ্য সাজাইয়াছেন। ভাহাদের সেই পৃশ্বায় "কাম গন্ধ নাহি ভার।"

এই গাণাটিতে কবি বাংলার প্রকৃতি হইডেই তাঁহার সমস্ত কবিৰ গশলদ আহবণ করিয়াহেন, সংস্কৃত অলভার শালের কোন ঋণ তিনি প্রহণ করেন নাই। নিজের গৃহে যাহার এক বিশাল ভাণ্ডার আহে সে অপরের কাছে মাথা হোঁট করিয়া ঋণ চাহিতে বাইবে কেন ? যত উৎপ্রেক্ষা ও উপরা ভাহা বীর ক্ষেত্রক সুন্দা, লভা ও ভকুর নিকট হইতে হুই হাত পাভিয়া প্রহণ করিয়া শিরোধার্য করিয়াহেন। এই কাব্যে যতগুলি প্রভিমা গঠিত হুইয়াহে, ভাহার বড়, কঠি ও বর্ণ তিনি বাংলার সকুর আরব্য শোভা ইইতে প্রহণ করিয়া বছ হুইয়াহেন।